আল্লাহ্ তায়ালার মুহাব্বাত লাভের ৫টি পরীক্ষিত কিতাব

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ্

তওবার ফযীলত

এস্তেগফারের সুফল

কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রতিকার

কুধারণা ও প্রতিকার

মূল:

শাইখুল আরব ওয়াল আজম আরেফ বিল্লাহ্
হজরতে আকদাস
মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহঃ

তরজমা:

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন
খলিফা, আরেফ বিল্লাহ্ মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহঃ

মক্কা-শরীফের বয়ান

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ্

(আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক)

মূল
সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফ্‌বিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম

তরজমা
মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন
খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩ ৫৬ ১৫

প্রকাশক ঃ
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
(মাকতাবাহ্ হাকীমুল উম্মত)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া
'খান্‌কাহ্-ই গুলশানে আখতার'
(ঢালকানগর বাইতুল হক মসজিদের সন্নিকটে)
৪৪/৬ ঢালকানগর
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

মুদ্রণকাল ঃ
১১ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী
২৭ এপ্রিল ২০১০ইং

মূল্য ঃ আশি টাকা মাত্র

শায়খুল-আরব অল-আজম হযরত

রূমীয়ে-যামানার তাওয়াজ্জুহ্‌পূর্ণ বাণী

মাওলানা আবদুল মতীন (ছাল্লামাহুল্লাহ্ তা'আলা) আমার অত্যন্ত খাস্ দোস্ত-আহ্‌বাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যখন আমার সর্বপ্রথম সফর হইলো, তখন হইতেই সে আমার সহিত দেওয়ানা-আশেকের সম্পর্ক রাখে। 'সে আমার হৃদয়-অগ্নির তরজুমান।' ('আমার অন্তর্জ্বালা ও হৃদয়-বেদনার ব্যাখ্যাতা'।) সে আমার অনেকগুলি কিতাব এবং ওয়াযসমূহেরও অনুবাদক।

"যে-ব্যক্তি আমার কোন ওয়ায, বয়ান বা আমার কোন গ্রন্থের অনুবাদ মাওলানা আবদুল মতীনের অনূদিত ভাষায় পড়িয়াছে, সে যেন 'আমারই অন্তর্জ্বালা' 'আমারই অন্তর্নিহিত হাল-অবস্থাসমূহ' পাঠ করিয়া লইয়াছে।"

মুহাম্মদ আখতার
(আফাল্লাহু তাআলা আনহু)
১৬ মুহররম ১৪৩০ হিঃ
১৪ জানুয়ারি ২০০৯ ইং

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই-ইকবাল-২ করাচী।

حکیم محمد اختر

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ
گلشن اقبال ۲ کراچی

مولانا عبد المتین سلمہ اللہ تعالیٰ میرے بہت ہی خاص احباب
میں ہیں اور ۱۹۸۰ء میں جب احقر کا بنگلہ دیش کا پہلا سفر ہوا تھا
اسی وقت سے احقر سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرے دردِ دل
کے ترجمان ہیں اور میری بہت سی کتابوں اور مواعظ کے مترجم ہیں
جس نے میرے کسی وعظ یا تقریر و تصنیف کا ترجمہ جو مولانا
عبد المتین نے کیا ہو پڑھ لیا اس نے گویا میرا ہی
دردِ دل اور میری قلبی کیفیات کو پڑھ لیا۔ فقط

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ
مطابق ۱۴ جنوری ۲۰۰۹ء

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

মাওলার তালাশ ও মহব্বত অবলম্বনে মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন-হুসাইনের
মায়াময় ছন্দমালা

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে গ্রন্থকারের একটু পরিচয়

আল্লাহপাকের বে-শুমার হাম্‌দ্। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তাঁহার আছহাবে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হুম ও তামাম আওলিয়ায়ে-উম্মতের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। অতঃপর আরয এই যে, অত্র কিতাবের ভাষ্যকার মহামান্য ও পরমপ্রিয় মোর্শেদ আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গানেদ্বীনের অন্যতম। চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার বরং চারি তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, প্রায় দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর সিল্‌সিলার আমানত বাহক আরেফীন ও কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর অতি উচ্চ স্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.)-এর তিনি খাছ আশেক্ ও খাছ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহান পরশ-পাথরের ছোহ্‌বতে, তাঁহার প্রেমবিদগ্ধ হৃদয়ের দোআ ও ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন। হযরত শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.) বলিতেন ঃ হাকীম আখ্‌তার সর্বদা আমার সঙ্গে এইভাবে জড়াইয়া থাকে যেভাবে কোন শিশু মায়ের হাত কিংবা আঁচল ধরিয়া সর্বদা তাহার মায়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসর কাল তিনি সমকালীন ভারতের নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব এলাহাবাদী (রহ.)-এর ছোহ্‌বতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী (রহ.) বলিতেন, আখতার! বহুলোকের ছীনায় এল্‌ম ও এরফান থাকে, কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এল্‌ম ও এরফানের দৌলত থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহপাক তোমার ছীনাকে মা'রেফাত ও মহব্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহব্বত ও মা'রেফাতবর্ষী যবানও তোমাকে দান করিয়াছেন।

হযরত ফুলপুরীর এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা, সুন্নতে-রাসূলের বে-মেছাল আশেক, মুহীউছ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর হাতে বায়আত হন। অতঃপর একদা তিনি তাঁহাকে পবিত্র কা'বা শরীফ হইতে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁহার দোআর বরকতে আল্লাহপাক হযরতের এক কালের নিশ্চল যবানকে এমনিভাবে খুলিয়া দেন যে, বিশ্বের বড় বড় বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সামনে নিজেদেরকে নিরেট বোবা বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। আল্লাহপাক ঐ জান্ ও যবানকে বিশ্ববাসীর উপর আফিয়তের সহিত দীর্ঘজীবী করুন। আমীন।

হযরত মুহীউছ্ছুন্নাহ বলেন, বড় বড় বুযুর্গানেদ্বীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি কিভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া জান-কোরবান খেদমত করিয়াছেন তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা কিতাবে পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যে তাহা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিলাম।

হাকীমুল-উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা করাচীর ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহপাক আমার প্রিয়পাত্র মুহ্তারাম মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেবকে এমন এক রূহানী তাকত্ নসীব করিয়াছেন যাহা হৃদয় সমূহকে মস্ত্ ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হাকীকত ও মা'রেফাতের যে এক যওক্ ও আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা তাঁহার বুযুর্গানের ফয়েয-বরকত।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)-এর শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেন ঃ আমি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেবের ছাত্রজীবনের সাথী। বাল্যকাল হইতেই মোত্তাকী হিসাবে তাঁহার শোহ্রত ও সুপরিচিতি ছিল। ছোট্ট বেলায় যখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেন, লোকেরা গভীর আগ্রহে তাঁহার নামায দেখিতে থাকিত। এরূপ নামায আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নাই। তিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ।

মুহীউছ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব (রহ.) একদা বলিতেছিলেন ঃ হযরত হাকীম ছাহেবের ভিতর হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রহ.)-এর আখলাকের প্রভাব বেশী।

হাকীমুল-ইছলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, সিলেট দরগাহ হযরত শাহ জালাল মাদরাসার মোহ্তামিম হযরত মাওলানা আকবর আলী ছাহেব (রহ.) একদা আমাদের সম্মুখে হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে যমানার শামসুদ্দীন তাবরেযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর খাছ খাদেম ও মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব (রহ.) বলেন ঃ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব হইতেছেন লেছানে-হাকীমুল উম্মত।

সারাবিশ্বে তাঁহার খলীফাদের মধ্যে রহিয়াছেন বাংলাদেশে-উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহ.), ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসার সাবেক মোহ্তামিম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব চাঁনপুরী হুযূর (রহ.), লালবাগ মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব (ঢাকার হুযূর) (রহ.), পটিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব (জাদীদ), কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব (দা. বা.)। বহির্বিশ্বে হযরত বিন্নোরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মানসূরুল হক ছাহেব (আমেরিকা), হযরত মাওলানা মুফতী আমজাদ ছাহেব (কানাডা), হযরত মাওলানা ইউনুস পটেল সাহেব (সাউথ আফ্রিকা), শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা হারুন ছাহেব (সাউথ আফ্রিকা), দারুল-উলূম দেওবন্দ (ওয়াক্ফ)-এর শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আন্‌যার শাহ্ ছাহেব কাশ্মীরী (রহ.), ভারত। হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল হামীদ ছাহেব (প্রধান মুফতী জামেআ আশরাফুল মাদারিস, করাচী, হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ ছাহেব শায়খুল হাদীস জামেআ আশরাফুল মাদারিছ, করাচী।

মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন
খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া,
গুলশান-এ-আখতার
৪৪/৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী সম্পর্কে কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্ আহবাবদের একজন। আল্লাহ্পাক তাকে ছহীহ্-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহবাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ)-এর এলমী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্বওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন, তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহ্নতসমূহকে সর্বোত্তম কবূলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌঁছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার
খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী
১১ই শা'বান আল্ মোআয্যম ১৪২৭ হিজরী

باسمہٖ تعالیٰ شانہٗ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANQAH IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O.BOX NO. 11182
PHONES : 461958 - 462676 - 4981958

حکیم محمد اختر عفا اللہ عنہ
ناظم، مجلس اشاعۃ الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ / اشرف المدارس
بلاک ۲، گلشن اقبال، کراچی
پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۸۲
فون: ۴۹۸۱۹۵۸-۴۶۲۶۷۶-۴۶۱۹۵۸

عزیزم مولانا عبدالمتین صاحب سلمہ میرے بہت ہی خاص احباب میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سب احباب ہی اہل محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے امیر محبت ہیں، میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے۔ یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیات قلبی کی بھی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے، محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں اور وجد آفریں بنا دیا ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور احقر کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لئے احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پرکاشنی قائم کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباع اسلاف میں مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے کتب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دینی کاوشوں کو شرف حسن قبول بخشے اور گھر گھر عام کر دے اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین۔

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۱ شعبان المعظم ۱۴۲۰ھ

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ اِلَيَّ

তরজমা ঃ সমস্ত প্রশংসা ও সকল সৌন্দর্য একমাত্র আল্লাহ্পাকের জন্য এবং ইহাই চূড়ান্ত কথা। আর শান্তি বর্ষিত হউক আল্লাহ্পাকের বিশেষভাবে মনোনীত বান্দাগণের উপর।

হাম্দ্ ও ছালাম পর আমি আশ্রয় চাহিতেছি আল্লাহ্পাকের নিকট মর্দূদ শয়তান হইতে। আমি আরম্ভ করিতেছি আল্লাহ্পাকের নামে যিনি অসীম দয়ালু ও অতীব মেহেরবান। আল্লাহ্পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেনঃ

অর্থ ঃ এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত অত্যন্ত প্রবল।

আর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজেও আল্লাহ্পাকের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন এবং আমাদিগকেও তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন ঃ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্ ! আপনার মহব্বতকে (আমার অন্তরে) সর্বাপেক্ষা প্রবল ও সর্বাধিক প্রিয় বানাইয়া দিন।

আল্লাহ্র মহব্বত কতটুকু পরিমাণ জরুরী

আমার প্রিয় বন্ধুগণ ও সম্মানিত মুরব্বীগণ, এই মুহূর্তে পবিত্র কোরআনের যে আয়াত শরীফ এবং যে হাদীছখানা আমি এখানে নির্বাচন করিয়াছি উহার মূখ্য উদ্দেশ্য ও বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্পাকের সহিত মহব্বত স্থাপন করা ত সকল বান্দারই কর্তব্য, কিন্তু সেই মহব্বতের পরিমাণ কি? উহার পরিধি-পরিব্যাপ্তি

কতটুকু? আল্লাহ্পাক তাহার বান্দার নিকট কতটুকু মহব্বত দাবী করেন? কতটুকু ভালবাসা পাইলে তিনি তাহার বান্দার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যান এবং বান্দা তাহার মাওলার ফরমাবরদার, অনুগত ও বাধ্যগত বান্দা রূপে গণ্য হইতে পারে ?

মোটকথা, অনুগত বান্দার বন্দেগীর সনদ প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্পাকের সহিত কতটুকু মহব্বত ও তাআল্লুক (সম্পর্ক) কায়েম করা জরুরী, এই আয়াতখানার মধ্যে আল্লাহ্পাক তাহাই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই আয়াতের মর্মকথা হইল, তোমাদের জন্য দুনিয়াকে মহব্বত করা জায়েয, যেমন, মা-বাপকে মহব্বত করা জায়েয, নিজের ছেলে-মেয়েকে মহব্বত করা জায়েয, কায়-কারবার, ধন-দৌলতের প্রতি মহব্বত রাখা জায়েয। ইত্যাকার সবকিছুর প্রতি মহব্বতকে আল্লাহ্পাক আমাদের জন্য বৈধই ঘোষণা করেন নাই, বরং ইহাদের প্রতি গাঢ় ও প্রবল মায়া-মহব্বতেরও তিনি অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। কারণ, জন্মগতভাবে কোন্ প্রকৃতি দিয়া তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনে তিনি নিজেই তাহা ব্যক্ত করিতেছেন ঃ

إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

অর্থ ঃ নিশ্চয় মানুষ ধন-সম্পদের প্রতি দারুণ আসক্ত।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর খেলাফতকালে কোন এক যুদ্ধ জয়ের পর গণীমতের মাল সমূহ যখন মসজিদে-নববীতে পৌঁছিল এবং মালের বিশাল স্তূপ আর স্তূপ হইয়া গেল. হযরত ওমর (রাঃ) তখন বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ্! গণীমতের এই মালামাল দর্শনে আমার অন্তঃকরণে আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। মালের প্রতি যদিও মায়া-মহব্বত আছে, কিন্তু সবকিছুর মহব্বতের উপর অন্তরে আপনার মহব্বতকে আপনি সর্বাধিক প্রবল করিয়া দিন।

ইহাতে বুঝা গেল, দুনিয়ার প্রতি মায়া-মহব্বত থাকা জায়েয, প্রবল মহব্বতও জায়েয। কিন্তু 'সর্বাধিক প্রবল মহব্বত' শুধু আল্লাহ্র হক্, আল্লাহ্পাকের অধিকার। আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতকে যেকোন প্রবলের উপর অধিক প্রবল রাখিতে হইবে। প্রিয় বন্ধুর প্রতি যেরূপ প্রবল ভালবাসা থাকে, দুনিয়ার প্রতিও বন্ধুবৎসল ভালবাসা পোষণের অনুমতি আছে। কিন্তু সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু আল্লাহকে জানিবে।

নবীজীর হাবীব কাহারা ?

'প্রিয় বন্ধু' শব্দটি উল্লেখ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের কথা মনে পড়িয়া গেল

যাহাতে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদিগকে 'প্রাণপ্রিয় বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। একদা তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ

مَتٰى اَلْقٰى اَحْبَابِىْ

"কবে আমি আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণের সাক্ষাত লাভ করিব? কবে আমি তাহাদের সহিত মিলিত হইব?"

ইহা শুনিয়া উপস্থিত সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)— اَلَسْنَا اَحْبَابَكَ ؟

আমরা কি আপনার 'প্রাণপ্রিয় বন্ধু' নই?

হুযূর বলিলেন—

اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاَحْبَابِىْ قَوْمٌ لَمْ يَرَوْنِىْ وَاٰمَنُوْا بِىْ - اَنَا اِلَيْهِمْ بِالْاَشْوَاقِ (كنز العمال ج ١٤ صـ ٥١ و ٥٢)

তোমরা আমার সাহাবী, আমার সান্নিধ্য ধন্য সহচর। আর আমার হাবীব, আমার পরমপ্রিয় ও প্রাণপ্রিয় বন্ধু হইল তাহারা যাহারা আমার ইহধাম ত্যাগের পর আমাকে না দেখিয়াও আমার প্রতি ঈমান আনিবে। চোখে না দেখিয়াও তাহারা আমাকে মানিবে এবং ভালবাসিবে। তাহারাই আমার হাবীব। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া আছি।

আহ্, আমরা যারা আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় নবীজীকে দেখি নাই, আমাদিগকেই তিনি তাঁহার হাবীব অর্থাৎ প্রাণপ্রিয় ও পরম প্রিয় বন্ধু বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। আল্লাহ্পাক অসংখ্য সালাম ও বেশুমার রহ্মত বর্ষণ করুন আমাদের সেই দয়ালু রাসূলের উপর যিনি আমাদিগকে তাঁহার মোবারক যবানে 'প্রিয়জন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে দেখিবার জন্য এমন ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন।

আল্লাহ্র মহব্বতের ব্যাখ্যা

সারকথা এই যে, পার্থিব জগতের স্বজন-পরিজন, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির প্রতি প্রবল মহব্বতেও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু, শর্ত হইল, আল্লাহ্র সঙ্গে মহব্বত, আল্লাহ্র প্রতি প্রেমাসক্তিকে প্রবলতর করিতে হইবে, ইহাকে সকল প্রবলের উপর প্রবল করিয়া রাখিতে হইবে। আমার হৃদয়-মন, অন্তঃকরণ অপেক্ষা বেশী প্রিয়

থাকিবেন আমার আল্লাহ্। আমার প্রাণের চাইতে বেশী প্রিয় থাকিবেন আমার আল্লাহ্। আমার বিবি, আমার সন্তান, স্বজন, বন্ধুজন সকলের চাইতে, সবকিছুর চাইতে পেয়ারা ও মাহ্বূব আমার আল্লাহ্। ইহারা আমার প্রিয়, ইহাদিগকে আমি ভালবাসিব। কিন্তু ইহাদের চেয়ে বেশী প্রিয় মহান আল্লাহ্। তাই, আল্লাহ্র মহব্বত ও আল্লাহ্র সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধকে সকলের উপর অগ্রগণ্য করিব এবং জীবন ভরিয়া সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিয়াই জিন্দেগী কাটাইব।

প্রিয়নবীর দরখাস্ত

হুযূর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই মহব্বতেরই দরখাস্ত করিয়াছেন এই ভাষায় ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ..

আয় আল্লাহ্! আপনার মহব্বতকে আমার অন্তঃকরণে আমার জানের চেয়ে বেশী, আমার মালের চেয়ে বেশী, আমার পরিবার-পরিজনের চেয়ে বেশী এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়ে বেশী প্রিয় ও প্রবল করিয়া দিন।

অর্থাৎ পিপাসার্তের নিকট ঠাণ্ডা পানি যত প্রিয়, আপনার মহব্বত ও ভলবাসাকে আমার প্রাণে ততোধিক প্রিয় ও প্রবলতর করিয়া দেন। এই সবকিছুই আমার নিকট প্রিয় বটে, কিন্তু হে মাহবূব! হৃদয়-মনে আপনাকে আমি এতদপেক্ষা বেশী মাহবূব রূপে পাইতে চাই, এতদপেক্ষা প্রিয় বানাইয়া রাখিতে চাই।

এই হইতেছে আল্লাহ্র মহব্বত ও দুনিয়ার প্রতি মহব্বতের সুনির্ধারিত সীমারেখা,চৌহদ্দি ও ব্যবধান যাহা স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজের জন্য চাহিয়াছেন এবং আমাদিগকেও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ)-এর ফরিয়াদ ঃ

বিশ্ববিখ্যাত মহান বুযুর্গ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ) কা'বা শরীফের গেলাফ ধরিয়া উক্ত হাদীসের শেষোক্ত মর্মবাণীটি এইভাবে আরয করিয়াছিলেন ঃ

پیاسا چاہے جیسے آبِ سرد کو
تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھکو ہو

পিয়াছা চাহে জ্যায়ছে আ–বে ছর্দ কো
তেরী পিয়াস্ উছ্ছে ভী বাঢ় কর্ মুঝকো হো।

"মাওলা, পিপাসায় ছট্ফট্কারীর বুকে ঠাণ্ডা পানির যেরূপ পিপাসা লাগে, আমার অন্তরে 'তোমার পিপাসা' তদপেক্ষা বেশী করিয়া লাগাইয়া দাও। তোমাকে পাইবার পিপাসায় আমাকে আরও বেশী পিপাসিত করিয়া দাও।"

আল্লাহ্ নামে মধুর দরিয়া

খরতাপা রৌদ্রেপোড়া পিপাসিত মানুষ যখন ঠাণ্ডা পানি পান করে, ঐ পানি তাহার কলিজা ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তাহার শিরায়-শিরায়, অস্থিমজ্জায়ও স্বস্তি, প্রশান্তি ও শীতলতা পৌঁছিয়া যায় এবং সে এক নতুন জীবন ফিরিয়া পায়। তদ্রূপ, যাহারা আল্লাহ্পাকের আশেক, তাহারা যখন আল্লাহ্পাকের নাম নেয়, ঐ আল্লাহ্ নাম যপের সময় তাহাদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা হয়। আল্লাহ্ নামের যিকিরে হৃদয়-মন জুড়াইয়া যায়, কলিজা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, অন্তকরণে ও সর্ব বদনে এক অপার্থিব প্রশান্তির আমেজ, শীতল পরশ ও কোমল আবেশ অনুভূত হয়। মস্নবী শরীফের ষষ্ঠ ভাগের এক ছন্দে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) তাহাই বলিতেছেন ঃ

نام او چوں بر زبانم می رود
ہر بن مو از عسل جوئے شود

নামে-ঊ চূঁ বর যবানাম মী-রাওয়াদ
হর্ বোনে-মো আয্-আছাল জো-য়ে শাওয়াদ।

'আমার যবান যখন ঐ পেয়ারা মাওলার নাম লয়, আমার যবান, আমার হৃদয়-মন ও সর্ব অঙ্গ তখন মধুর দরিয়া বনিয়া যায়, দেহের প্রতিটি বিন্দু ও প্রতিটি পশম মূলে নহর ও ফোয়ারার ন্যায় কোন্ এক অমিয় মধুর ঝর্ণাধারা বহিয়া যায়।"

মহব্বতের উচ্চ মকামের অনুসন্ধানে

আমার প্রিয় বন্ধুগণ,এখন আমাদেরকে সন্ধান করিতে হইবে যে, আল্লাহ্ পাকের সহিত মহব্বতের এই মকাম কিরূপে হাসিল করা যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্র মহব্বতকে সকল মহব্বতের উপর প্রবল করার পন্থা জানিয়া সেই পথ ধরিতে

হইবে। কারণ, ইহা ব্যতীত পূর্ণ ফরমাবরদার ও পূর্ণ অনুগত প্রেমিক হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন ? কারণ, যদি মন ও মনের কামনা-বাসনা আমার নিকট মাওলার চেয়ে, মাওলার ইচ্ছা ও পছন্দের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তবে যেখানে যে-কাজে আমার মনে আঘাত লাগিবে, কষ্ট হইবে, সেখানে মনের কামনা-বাসনাকে পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্র পছন্দ ও আল্লাহ্র কানূনকে আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব (নাউযু বিল্লাহ্)।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্র সহিত মহব্বত ও সম্পর্ক যদি নিবিড়, প্রগাঢ় ও প্রবলতর হয় তবে মনের কামনা-বাসনাকে চূর্ণ করিয়া আল্লাহ্র হুকুম ও আল্লাহ্র ইচ্ছাকেই আমরা পূর্ণ করিব। যেমন কোন নারী কিংবা সুশ্রী বালক-তরুণ কিংবা উহার ছবিও যদি সামনে পড়িয়া যায়, সেক্ষেত্রে মনের চেয়ে মনের বানানেওয়ালা আল্লাহ্ যদি প্রিয় হয়, তবে মনের উপর আঘাতকে সাদরে বরণ করিয়া আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করিয়া দিব। আর যদি মন ও মনের কামনা-বাসনার মায়া-মোহ প্রবল হয়, আর আল্লাহ্র সহিত মহব্বতের সম্পর্ক দুর্বল হয়, তবে মনের সবল কামনা ও লিপ্সা ঐ দুর্বল সম্পর্কের উপর জয়ী হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় মানুষ পাপাচার ও হারাম লালসা চরিতার্থ করা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, কিংবা তাহা অতি দুষ্কর হইয়া পড়ে। তাই, নাফরমানী হইতে বাঁচিবার জন্য অন্তরে আল্লাহ্র সহিত সবল ও প্রবল মহব্বত পয়দা করা জরুরী।

সুলতান মাহ্মূদ ও আয়াযের ঘটনা

এই মহা সত্যকে বুঝানোর উদ্দেশ্যেই মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) তাঁর মসনবী শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুলতান মাহমূদ তদীয় গোলাম আয়াযের প্রতি অত্যধিক স্নেহপ্রবণ ছিলেন। এই কারণে উযীরগণ ইহাকে অহেতুক অতি প্রীতির আচরণ মনে করিয়া সুলতানের প্রতি পক্ষপাতদুষ্টতার ধারণা পোষণ করিতেছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সুলতান অসাবধান ছিলেন না। একদা তিনি তাঁর মন্ত্রী পরিষদের ৬৩ জন উযীরের এক পূর্ণাঙ্গ সভা আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার রাজভাণ্ডারের একটি দুর্লভ মোতি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য উযীর মহোদয়গণের প্রতি হুকুম জারী করিলেন। প্রত্যেক উযীরই তাহা ভাঙ্গিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এই বলিয়া যে, সুলতানের রাজভাণ্ডারে এমন দুর্লভ ও অনুপম মোতি দ্বিতীয় আর একটি নাই। এত দামী শাহী মোতি কোন মতেই আমি ভাঙ্গিতে

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ

সুলতান যেমন মহা সুলতান
সুলতানী হুকুম সুলতানী মান,
মাণিক ত তাঁহার মামূলী সামান
ফরমানে শাহী অতি মহীয়ান্।
জানিয়া ফরমান সম-সুলতান
ভাঙিয়া করিয়াছি মোতি খান খান।
ঘৃণ্য আমি তাই, গুণাগার অতি?
এই কি জ্ঞানাধার বিবেকের জ্যোতি?
শুনিয়া তাবৎ শির-উন্নত
লজ্জানুতাপে মস্তক নত,
সত্যি ত আয়ায শত অনুগত
মিথ্যে গরবেই মোরা গর্বিত।

বন্ধুগণ, তদ্রূপ, আমাদের মন ভাঙ্গে ভাঙ্গুক, মনে আঘাত লাগে লাগুক। কিন্তু সকল বাদশার বাদশা মহান আল্লাহ্র ফরমান যেন না ভাঙ্গে। মন ভাঙ্গা তো অতি সামান্য ব্যাপার, কিন্তু ঐ বাদশার হুকুম ভাঙ্গা বা লংঘন করা খুবই কঠিন ও অতি ভয়াবহ। মনের হারাম কামনা-বাসনা যা আল্লাহ্কে নারায করে, আমাদের রুচিতে ও দৃষ্টিতে উহা দামী মোতির মত কীমতী বলিয়া মনে হইলেও আল্লাহ্র শাহী হুকুমের পাথর দ্বারা ঐ মোতিকে অকুণ্ঠচিত্তে গুঁড়া-গুঁড়া করিয়া দিতে হইবে। কামুক মন তার কুৎসিত বাসনা পূরণের জন্য যতই লালায়িত হউকনা কেন, নামাহ্রাম-ভিন্ নারী ও দাড়ি-গোঁফহীন সুশ্রী বালক-তরুণের প্রতি কোন্ক্রমেই আমরা দৃষ্টিপাত করিব না।

মাওলার কীমত

আমার বন্ধুগণ, বস্তুতঃ ইহাই আল্লাহ্র মহব্বতের যথার্থ হক্ ও দাবী। যেদিকে তাঁর আদেশ, আমরা সেদিকে ছুটিব। প্রতিটি আদেশ যেমন মানিব, প্রতিটি নিষেধও অবশ্যই মানিব। হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রঃ) বলিয়াছেন যে, জনৈক বুযুর্গ কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহ্, আপনার কীমত কত? আসমান হইতে গায়বী আওয়ায আসিল, উভয় জগত আমাকে সঁপিয়া দাও। জবাবে তিনি বলিলেন—

قیمت خود ہر دو عالم گفتہٗ
نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

হে আল্লাহ্, আপনার কীমত্ কি শুধু এই দুইটি জগত ? নিজের কীমত আপনি এত মামূলী বলিতেছেন ? হে মহান, আপনি অতি মহীয়ান্, আপনার কীমত এত মামূলী বলিয়া নিজেকে এত সস্তা দামে পেশ করিতেছেন ? তাই, দাম বৃদ্ধি করুন। বলুন, আপনি আরও কি কি চান? হে পাক্-যাত,আপনার কীমত এত সামান্য বলিলে নিশ্চয়ই তাহা অতি সামান্য হইয়া যায়। হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজ্যূব (রঃ) এই মর্মেই বলিয়াছেন ঃ

دونوں عالم دے چکا ہوں مے کشو
یہ گراں مے تم سے کیا لی جائیگی

লভিতে মাওলার প্রেমের সুরা
সঁপিনু তাহারে দোজাহান পূরা,
হে প্রেমিকদল এ যে প্রেম-মদিরা
দোজাহানও হেথা দাম অতি থোড়া।
দানিব কি আর তারে ভাবি হয়রান
পাক মহা যাতের এ প্রেম শারাবান্।

অর্থাৎ ইহ-পরকালের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াও যদি আল্লাহ্‌কে রাযী করিয়া লওয়া যায় তবে 'খুব সামান্যের' বিনিময়েই ঐ মহাপাক মাওলা তার নাপাক বান্দার সহিত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেলেন। অতএব, অতি অল্পক্ষণের এ জীবনে তাহার কয়েকটি মাত্র আদেশ ও নিষেধ মান্য করিয়া চলিতে যাহা কিছুই বিসর্জন দিতে হয় তজ্জন্য আমরা সদা পস্তুত, সদা উৎসর্গীত, সদা সমর্পিত ও অদম্য অবিরত চেষ্টায় রত থাকিব, ইহাই মাওলার হক্ এবং ইহাই তাহার প্রেম-মহব্বতের যথান্যায্য দাবী।

প্রেমের রাজত্ব ও প্রেমিকের সম্মান

আল্লাহ্পাক যাহাকে তার প্রেমের দান ও প্রেমিকের সম্মানে ভূষিত করেন, এ বিশ্বজগতে বিনা মুকুটেই সে বিশ্বসম্রাট। তাই ত হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দিছেদেহ্লবী (রঃ) দিল্লীর জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া দিল্লীর সিংহাসনাধিপতি মোগল সম্রাট মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

دلے دارم جواہر پارۂ عشق ست تحویلش
کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کہ من دارم ؟

সিংহাসনে আরোহণের মত মহা সম্মানের অধিকারী হে রাজন্যবর্গ, মহান আল্লাহ্ এই ওয়ালীউল্লাহ্র বুকের মধ্যে তাহার প্রেমের বিপুল মণি-মাণিক সমৃদ্ধ একটি হৃদয় দান করিয়াছেন। হৃদয়রাজ্যের প্রেমসিংহাসনের এরূপ মুকুটবিহীন সম্রাট ও সিংহাসন বিহীন সিংহাসনাধিপতি, সম্পদে এরূপ মহা ধনী ও ঐশ্বর্যশালী এই আসমানের নীচে, যমীনের উপরে যদি কেহ থাক, তবে আস, ওলীউল্লাহ্ তাহাকে দেখিতে চায়। কারণ, তোমাদের ধন-দৌলত, ব্যাংক-ব্যালেন্স, তোমাদের মন্ত্রিত্ব, রাজত্ব, তোমাদের রাজমহল, রাজমুকুট, রাজসিংহাসন এবং সকল রাজকীয় আসন-ফ্যাশন সবকিছু একদা এই মাটির উপরই পড়িয়া থাকিবে। আর সহস্র বিত্ত-সামগ্রী ও ঐশ্বর্যের স্থলে মাত্র দুই গজ সাদা কাফনের কাপড়ে পেচাইয়া একটি গর্তের ভিতর মাটির বিছানার উপর শোওয়াইয়া দিয়া শাহী বুকের উপর মাটি চাপিয়া দেওয়া হইবে, যে মাটির উপর মহা প্রতাপে কখনও রাজত্ব করিতেছিলে এবং ধন ও দালানের গর্বে অতিশয় গর্বিত ও দম্ভিত ছিলে। তখন বুঝিবে যে, এই দুনিয়ার কি হাকীকত, কি সারবত্তা ? এবং তখন বুঝিবে এ দুনিয়ায় আগমনের ও দুনিয়ার জীবনের সফলতা-স্বার্থকতা কিংবা দীনতা, নিঃস্বতা ও অপূরণীয় ব্যর্থতা।

দুনিয়ার স্বরূপ, যৌবনের পরিণতি ও নারীর সৌন্দর্যের লীলা

দুনিয়ার হাকীকত ও প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমারই একটি ছন্দ শুনুন ঃ

یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی
قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی
خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

অর্থ ঃ দুনিয়ার মোহনীয়-কমনীয় রূপ-লাবণ্যের প্রতি, স্বাদ-গন্ধের প্রতি কতনা লালায়িত ও মোহাবিষ্ট ছিলাম। কবর ঘরে প্রবেশ করিতেই দুনিয়ার হাকীকত খুলিয়া গেল, কল্পিত সব আসলই এখানে ঘৃণিত নকল রূপে ধরা পড়িল। হায় পরিতাপ, সে ত বিভ্রান্তিপূর্ণ ও মিথ্যা কাহিনীর এক স্বপ্নপুরী ছিল।

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) বলেন ঃ

زلف جعد و مشکبار وعقل بر
آخر او دم زشت پیر خر

হে যুবক-তরুণেরা, শোন, লাবণ্যময়ী, রূপবর্তী যে ষোড়শী যুবতী অদ্য তোমাদিগকে পাগল করিতেছে, কামুক রঙে-ঢঙে তোমাদের প্রিয় দ্বীন-ঈমানকে ধ্বংস করিতেছে, তোমাদের দৃষ্টিকে লজ্জাহীন ও চরিত্রহীন করিতেছে, একটিবারও উহার সর্বনাশা পরিণতি তোমরা ভাবিয়া দেখিতেছ কি? আমরা স্বীকার করি যে, মেশ্কের মত সুগন্ধ ছড়ানো ও ঘনকালো কোঁক্ড়ানো কেশদাম ও যৌবন দ্বারা উহারা তোমাদেরকে পাগলকারিণী, তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি হরণকারিণী বটে। কেন স্বীকার করিব না, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামই ত বলিয়াছেন যে, নারীরা যদিও জন্মগতভাবেই স্বল্পবুদ্ধিশীলা, কিন্তু ইহারা বড় বড় বুদ্ধিমানের বুদ্ধি-বিবেক হরণকারিণী। কিন্তু শোন, আজ যে নারীর সুগন্ধ ছড়ানো কোঁকড়ানো কেশদাম বিবেক-বুদ্ধি হরণ করিয়া তোমাকে বোকা বানাইয়া দিতেছে, ইহার পরবর্তী একটা ঘৃণিত পরিণতিও তো আছে? যখন তাহার বয়সসীমা ৭০/৮০ বৎসরের কোঠায় পৌঁছিবে, সাড়ে পাঁচ নম্বরের চশমা লাগাইয়া লাঠি ভর দিয়া কোমর বাঁকাইয়া ছোবড়ার মত দাঁতশূন্য মুখখানা লইয়া হাটিবে- চলিবে,সেদিনের এ তাপসীরূপী বুড়ীকে দেখিয়া এক কালের সেই রূপসীকে তুমি এই তাপসীর মধ্যে আর খুঁজিয়া পাইবে? ইনিই ত সেদিনের সেই রূপসী যার কেশরাজি হাজার যুবক-তরুণকে পাগল করিয়া রাখিয়াছিল। অদ্য তাহাই বৃদ্ধ গাধার বিশ্রী-বীভৎস লেজে পরিণত হইয়াছে।

মাওলানা রুমীর কবরকে আল্লাহ্পাক নূরে ভরিয়া দিন। তিনি যদি বৃদ্ধ গাধার লেজের সহিত তুলনার স্থলে জোয়ান গাধার লেজের উল্লেখ করিতেন তাহা হইলে কিছু কিছু আহাম্মক লোক ইহাতেই হয়তঃ ধোকাগ্রস্থ হইয়া যাইত যে, আরে, কিছু ত এখনও আছে। তাই, বৃদ্ধা-নারীর চুলকে তিনি বুড়া-গাধার সহিত তুলনা করিয়াছেন যাহা শুনিয়া অন্তরে ঘৃণা পয়দা না হইয়া পারেনা। আত্মিক ব্যাধি সমূহের সফল চিকিৎসায় মনস্তত্ত্বে পারদর্শীতা অপরিহার্য।

একবার ১৯৭৬ ইং সনে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী হযরত মুফতী মাহমূদ হাসান গঙ্গূহী ছাহেব করাচীতে শুভাগমন করেন। আমি তাঁহাকে ঐ মুহূর্তে তৈরী আমার একটি তাজা ছন্দ শুনাইয়াছিলাম যাহা একটু পরেই

পরিবেশিত হইবে। তৎপূর্বে মর্মস্পর্শী আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ছন্দ পেশ করা হইতেছে—

کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی
کوئی ناناھوا ، کوئی نانی ہوئی

প্রিয়তমা জ্ঞানে যারে, করেছ নাদানী
কোমর বাঁকিয়া আজি তিনি এক নানী।
সুদর্শন রতন সেই চন্দ্র মুখ খানা
ওই যে চাহিয়া দেখ তিনি এক নানা।

তাজাতর ঐ ছন্দে অতি সংক্ষেপে সেই সর্বনাশা চিত্রটাই অংকন করা হইয়াছে যে, আজকের বালক কয়েকদিন পর তরুণ হয়,আবার যৌবনে পা দেয়। আজকের ছোট্ট মেয়েটি অল্পদিন পর তরুণী, যুবতী, ষোড়শী হয়। এভাবে শৈশবের পর তারুণ্য আসে, তারুণ্য শেষ হইয়া যৌবনকাল আসে। যৌবনও স্থায়ী থাকে না। একদিন যৌবন খতম হইয়া বার্ধক্য আক্রমণ করিয়া বসে। দাঁত পড়িয়া যায়, দেহ ভাঙ্গিয়া যায়, গর্দান নুইয়া যায়। কোমর ঝুকিয়া পড়ে। মুখ, ওষ্ঠ, কেশদাম ও সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য-সৌষ্ঠব বিগড়াইয়া বিকৃত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আবার বার্ধক্যের অপ্রিয় আক্রমণের পর একদিন মৃত্যু আসিয়া নিষ্ঠুর থাবা মারিয়া বসে। যৌবন গেল, সৌন্দর্য গেল। সকল উম্মাদনা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কালক্রমে একদিন জীবনের ক্ষীণ বেলাটুকুও হঠাৎ নিভিয়া গিয়া স্বপ্নপুরীর সকল খেলাই সাঙ্গ করিয়া দিল। সকল উচ্ছ্বাস ও উম্মাদনার চিরদিনের তরে ইতি টানিয়া দিল। সূর্যের নিত্যকার উদয়-অস্ত শত-সহস্র তরুণ-তরুণীর, যুবক-যুবতীর সুদর্শন আকৃতিকে বিকৃত করিয়া দিতেছে, রূপ-লাবণ্য কাড়িয়া নিতেছে। সূর্যের উদয়-অস্ত ও দিবারাত্রের পরিবর্তন আমাদের কালো চুলকে সাদা করিয়া দেয়, আমাদের দন্ত সমূহকে মুখের বাহিরে সরাইয়া দেয়। আমাদের গাল ও কপালে ভাঁজ ঢালিয়া কুঞ্চিত করিয়া দেয়। ভ্রুযুগলকে নীচে লটকাইয়া দেয়। কোমল-সদুর্শন চেহারা সমূহ ভাঙ্গিয়া সুদর্শনকে কদাকার ও কুদর্শন বানাইয়া দেয়। সূর্যের উদয়-অস্তের প্রভাবে কালের অবিরাম পরিবর্তন যদি সূচিত না হইত তবে কোন বস্তুই আমাদের সৌন্দর্য ও কমনীয়তা ছিনাইয়া নিতে পারিত না।

তাই ত যখন ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান ঘটিয়া জান্নাতে প্রবেশ নসীব হইবে, সেখানে চির কান্তিমান, চির সজীব দেহ, যৌবন ও রূপ-লাবণ্য দান করা হইবে, যাহা আর কোন দিন ক্ষয় হইবে না। সেখানে বার্ধক্য আসিবেনা, চুল শ্বেতবর্ণ হইবে না, মুখ ধ্বসিবেনা, দাঁতও পড়িবে না। কারণ, সেখানে সূর্য নাই, উদয়াস্ত নাই, দিবারাত নাই, সপ্তাহ-মাস নাই, বৎসর নাই, দিন-তারিখ কিছুই নাই। তাই সেখানে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন নাই, ক্ষয় নাই, পতন বা বিয়োগও নাই।

হযরত মুফ্‌তী ছাহেবকে যেই তাজা ছন্দটি শুনাইয়াছিলাম তাহা হইল ঃ

یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو
تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قرباں کرے

মনোহর এ গুলিস্তান
হবে একদিন মরুদ্যান,
কহিও খবর বুলবুলিকে
জীবন না দেয় অসাবধান।

অর্থাৎ মনোহর ও সুগন্ধ ফুলে-ফলে সুশোভিত জীবন-যৌবনের গুলিস্তানকে বুলবুলির ন্যায় খোদার প্রিয় বান্দা-বান্দীরা যেন কোন রকম ধোকায় পড়িয়া অপরিণামদর্শীতার শিকার হইয়া বরবাদ না করিয়া ফেলে। কারণ, সাবধান, হে বুলবুলিরা, রূপ-লাবণ্য ও জীবন-যৌবনের এগুলিস্তান একদিন শুষ্ক ও শ্রীহীন মরুদ্যানে পরিণত হইবে। তাই, এমন যেন না হয় যে, কোন বুলবুল বোকার মত ধোকাগ্রস্ত হইয়া এমন কোন ফুলের আকর্ষণে অমূল্য এ জীবনকে বিসর্জন করিয়া বসে যে-ফুল একদা শুকাইয়া যাইবে এবং অবশ্যই একদিন ঝরিয়া পড়িবে।

সকল মোহ ও আকর্ষণের বিনাশ

যেদিন মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে ও নিঃসঙ্গ গোরে প্রবেশ করিবে, সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পাইয়া যাইবে যে, যাহাদের জন্য মরিতেছিলে, উৎসর্গ হইতেছিলে, সেখানে তাহারা কোন্ উপকারে আসিবে ? উহারা তো ফানী ও ধ্বংসশীল ছিল। ধ্বংসশীলের ছায়া তো আজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ ত একমাত্র আল্লাহ্‌পাকের সহিত পালা, আল্লাহ্‌পাকের হাতে সকল মামলা ও মোয়ামালা।

একবার আকূড়াখটক হইতে প্রকাশিত আল্-হক পত্রিকায় এ অর্থবহ ছন্দটি আমার নজরে পড়িয়াছিল ঃ

جو چمن سے گذرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے
کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے

হে প্রভাত সমীরণ, হয় যবে তব ফুলবাগে বিচরণ
কহিও বুলবুল, বসন্তের প্রেমে মজিওনা অকারণ।
বসন্তের পরে আসিছে হেমন্ত, সাবধান প্রীতিধন
উজাড়িয়া সবি বসন্তের পদে মরিওনা কুমরণ।

অর্থাৎ বসন্তকালে সকল বাগান, পুষ্পোদ্যান শ্যামল-সজীব, পত্রপল্লবে পল্লবিত, ফুলে-ফলে সুশোভিত, সুরভিত থাকে। উহার আকর্ষণে মজিয়া বসন্তকেই সকল আশা-ভরসা বানাইয়া নেওয়া বুলবুলির বড় ভুল হইবে। কারণ, বসন্তের পর হেমন্ত আসিবে, হেমন্ত আসিয়া সুরভি ও শ্যামলিমা কাড়িয়া নিবে। সজীবকে নির্জীব করিয়া দিবে, পত্রপল্লব ও ফুল-মূলকে বিবর্ণ বানাইয়া, ঝরাইয়া শুকাইয়া সকল রূপ-শ্রী-লাবণ্য ছিনাইয়া নিবে। বসন্তের প্রীতিময় স্মৃতি সমূহ মুছিয়া ফেলিবে। তাই পল্লবিত বসন্তের প্রেমে ডুবিয়া যাওয়া বুলবুলের অন্যায় হইবে, বোকামী হইবে। এখনই তাহাকে হেমন্তের কথা স্মরণে রাখিয়া সাবধানে কদম রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় পথ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে। মনোলোভা তারুণ্য, যৌবন, সুন্দর চেহারা ও সুশ্রীদেহের সকল সৌন্দর্য অচিরেই মলিন, ও বিলীন হইয়া যাইবে। তাই, উহার বদলে পরম সুন্দর আল্লাহর উপর উৎসর্গ হও, যাহার সৌন্দর্য চির-অমলিন।

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজ্যূব (রঃ) লখ্নৌর ডেপুটি কালেক্টর (বর্তমানে যাহাকে ডি. সি. বলা হয়) ছিলেন এবং তিনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)এর খলীফা ছিলেন। একবার লখ্নৌয়ে ভয়সরয়ের আগমন উপলক্ষ্যে সমগ্র লখ্নৌ শহরকে সাজানো হইয়াছিল। অসংখ্য পতাকা, তোরণ ও অসংখ্য বাতির দ্বারা এমনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আলোকসজ্জিত করা হইয়াছিল যে, পুরা শহরটাকে এক রূপসী দুল্হান বা নববধু বলিয়া মনে হইতেছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া খাজা সাহেব (রঃ) একটি শিক্ষণীয় ছন্দ রচনা করিয়া হযরত শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রঃ)-কে বলিলেন, হযরত, এইমাত্র এই ছন্দটি তৈরি হইয়াছে ঃ

رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل

یہ خزاں ہے جو بہ انداز بہار آئی ہے

রূপরাঙাদের প্রেমের ফাঁদে পড়িস্‌নে অবুঝ মন,
ইহা হেমন্ত যদিও সুকান্ত, বাসন্তী-আচ্ছাদন।

অর্থাৎ মন হরণের আকর্ষণপূর্ণ সকল রঙ-রূপই দেখিতে বসন্তের মত লোভনীয় মনে হইলেও উহার মধ্যেই লুক্কায়িত আছে হেমন্তের মত অপূরণীয় ধ্বংস ও বিনাশ। কারণ, এ হারাম আকর্ষণ ও হারাম সম্পর্ক স্থাপন দ্বীন-দুনিয়া উভয়েরই ভয়াবহরূপ ধ্বংস সাধন করে, যাহার ক্ষতিপূরণ অতি দূরূহ ব্যাপার।

মাটি যোগ মাটি কিংবা মাটি যোগ আল্লাহ্

মোটকথা, দুনিয়া ও উহার রূপের বাহার একটা ধোকা ছাড়া কিছু নয়। তাই, আমরা যদি আমাদের জীবন ও যৌবনকে, আমাদের দেহের মাটিকে, দেহমাটির প্রতিটি অংশকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের ফরমাবরদারী ও আনুগত্যের অধীন রাখিতে পারি তাহা হইলে যোগ অংকের মত আমাদের মাটির সহিত আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল যোগ হইয়া যাইবেন এবং এই মাটির সহিত আল্লাহ্-রাসূলের এই যোগ ও যোগাযোগের সূত্র কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। ফলে, বান্দা + আল্লাহ্ ও রাসূল-এর সুমহান মর্যাদা নসীব হইয়া যাইবে। ক্ষুদ্র মাটি আল্লাহ্-রাসূলের যোগসূত্রে গ্রথিত হওয়ার যোগফল স্বরূপ আমাদের এ মাটি বড় দামী হইয়া যাইবে। আর এই দেহমাটিকে শুধু খানাপিনা, আহার-বিহার আর হাগা-মুতার কাজেই যদি ব্যয় করিতে থাকি,তবে এক মাটিকে আর এক মাটির উপর উৎসর্গ করা হইবে, যাহার পরিণাম সহজে অনুমেয়। এক মাটি যদি আরেক মাটির উপর উৎসর্গ হয় তবে মাটি + মাটি, যোগফলও দাঁড়াইবে মাটি।

নামী-দামী শামী কাবাবও আসলে মাটি। পোলাউ-কোর্মাও মাটি। উহাকে দাফন করিয়া রাখ, কিছুদিন পর দেখিবে উহা মাটি হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ মূলতঃ এই নারীও মাটি, দালান-কোঠা, ঘরবাড়ীও মাটি। সবই মাটির জিনিস, মাটিই উহার অবশেষ। আমরা যদি এসব মাটির মধ্যেই মজিয়া ও ডুবিয়া থাকি, দুনিয়ার নেআমত সমূহের ভোগ-উপভোগেই মশগুল থাকি, কিন্তু এসব নেআমতের যিনি দাতা, সেই নেআমত্‌দাতাকে যথানুরূপ স্মরণ না করি, তাহার হুকুম-আহ্‌কাম পালন

না করি, তাহা হইলে আমরা নিজ মাটিকে মাটির উপর বিলীন করিয়া দিলাম। অতএব, কিয়ামত দিবসে দেখা যাইবে, এক ত আমাদের দেহের মাটি, সেইসঙ্গে + মাটি + মাটি + মাটি। যোগফল = মাটি। এই হইবে শেষ পরিণতি।

পক্ষান্তরে যদি আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলকে রাযী করিয়া লইতে পারি, অর্থাৎ বিবি-বাচ্চার হকও আদায় করিলাম, নিজের দেহের হকও আদায় করিলাম, রুযি-রোষগার, কায়কারবারও করিলাম, কিন্তু আল্লাহ্পাকের আনুগত্যের সহিত, আল্লাহ্পাকের হুকুমের মধ্যে থাকিয়া করিলাম, আল্লাহ্কে নারায করিলাম না, আল্লাহ্র দাসত্ব, আনুগত্য, আল্লাহ্র মহব্বতের সম্পর্ক ও আল্লাহ্র হুকুম তামীলকারী বান্দা হইয়া থাকার সম্পর্ক নষ্ট করিলাম না, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন আমাদের এই তুচ্ছ মাটির সহিত আল্লাহ্ ও রাসূল যোগ হইয়া এ মাটি বড়ই দামী হইয়া যাইবে। তখন মাটি + মাটি + মাটির স্থলে মাটি + আল্লাহ্ + রাসূলুল্লাহ্ হইয়া যাইবে। মজনূ + লায়লার স্থলে মজনূঁ + মাওলা—এই নেআমত ও ইয্যত নসীব হইবে। এ হীন মাটি মাওলাকে পাইয়া ধন্য হইয়া যাইবে।

তাই বলি, হে প্রিয়বন্ধু, এ মাটিকে মাটির উপর বিলীন করিয়া দিওনা, বরং মাটির স্রষ্টার উপর, সুন্দর পৃথিবী ও সুনীল আসমানের স্রষ্টার উপর উৎসর্গ কর। তাহা হইলে তুমি বড় ভাগ্যবান হইবে, বড়ই কল্যাণ ও সাফল্য লাভে ধন্য হইবে, দোজাহানে তুমি বড়ই সুখী হইবে।

উন্নত প্রকৃতির মানুষ ও নীচু প্রকৃতির মানুষ

এ সম্পর্কে আমার একটি মর্মময় ছন্দ শুনুন।..............................

کسی خاکی پہ مت کر خاك اپنی زندگانی کو
جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو

মাটি করোনা মাটির তরে
তোমার মহৎ জীবনটারে
জীবন যৌবন দাতা যিনি
বিলাও জীবন তাহার তরে।

হযরত খাজা সাহেব মজযূব (রঃ) বলেন ঃ

ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے

جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے

হায় কি যুলুম করিতেছ তুমি?
মরাদের উপর মরিতেছ তুমি?
নহে রুচি-মন উন্নত তব
রূপের নেশায় উম্মাদ তুমি!

অর্থাৎ মৃত্যু যাহাদের অবধারিত, যে রূপ-যৌবনের ধ্বংস ও পতন সুনিশ্চিত, তাহাদের সহিত ঘৃণিত সম্পর্কের বিষাক্ত জীবন অবলম্বন করিয়া তোমার মহৎ জীবনের উপর তুমি কঠিন যুলুম করিতেছ। ফানাশীল-পতনশীলদের জন্য জীবনপাত করা উন্নত মন, উন্নত রুচি, উন্নতশিরের কাজ কিছুতেই নয়। তাই যাহারা মরিয়া পচিয়া-গলিয়া দুর্গন্ধময় লাশে পরিণত হইবে তাহাদের সহিত মন লাগাইও না। যিনি যৌবন দান করিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে শৈশবেই তিনি মৃত্যুও তো দিতে পারিতেন। তাই, যিনি জীবন দিয়াছেন, যৌবন দিয়াছেন, আমাদের বুকের মধ্যে একটি হৃদয় দান করিয়াছেন, এ হৃদয়মন একমাত্র তাহার জন্যই উৎসর্গ করা উচিত। একমাত্র তিনিই উপযুক্ত আমাদের উৎসর্গীত প্রাণ ও নিবেদিত হৃদয় পাওয়ার।

'আহ্লে-দিল্' (দিল্ওয়ালা) কাহারা

বিখ্যাত মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নোরী (রঃ)-এর খেদমতে আমি আমার 'মাআরেফে মসনবী' কিতাবখানা হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিলাম। হাতে নিয়া কিতাব খুলিতেই আমারই রচিত একটি ফার্সী ছন্দ তাঁহার চোখে পড়িল। ছন্দটির বক্তব্য এই ছিল যে, দিল্ তো আল্লাহ্পাক ইন্সান, মুসলমান, কাফের, ফাসেক কুত্তা, বিড়াল সকল প্রাণীর সীনাতেই দান করিয়াছেন। তবে কেন খোদাপ্রেমিক ওলী-আওলিয়া ও বুযুর্গানেদ্বীনকেই শুধু 'আহ্লে দিল্' (বা দিল্ওয়ালা) বলা হয়? ঐ ছন্দে আমি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছি ঃ

اهل دل آنکس که حق را دل دهد

دل دهد او را که دل را می دهد

'আহ্‌লে দিল্' বা প্রকৃত হৃদয়ওয়ালা তাহারা যাহারা আপন হৃদয়খানা আল্লাহ্‌কে দিয়া দেয়, যাহারা আল্লাহ্‌র প্রেমে, আল্লাহ্‌র জন্য হৃদয়কে উৎসর্গ করিয়া দেয়। মায়ের গর্ভাশয়ে থাকা কালে আমাদের সীনায় যিনি হৃদয় স্থাপন করিয়াছেন, হৃদয়কে যখন সেই আল্লাহ্‌র জন্য সঁপিয়া দেওয়া হয়, হৃদয়মন ও হৃদয়ের প্রেম-ভালবাসা আল্লাহ্‌কে দান করা হয়, ইহাতে ঐ হৃদয়ের মূল্য পরিশোধ হইয়া যায়। কারণ, আল্লাহ্‌পাকের যাত অতি কীমতী যাত্। সেই পাক্ যাতের হাতে হৃদয় সঁপিয়া দিলে এ হৃদয়ও কীমতী হইয়া যায় এবং হৃদয় নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত হইয়া যায়। বস্তুতঃ এজন্যই খোদাপ্রেমিক আহ্‌লুল্লাহ্‌গণকে 'আহলেদ্দিল্' বা 'হৃদয়ওয়ালা' নামে ভূষিত করা হয়। কারণ, তাঁহারা হৃদয়কে হৃদয়ের বানানেওয়ালার হাতে অর্পণ ও উৎসর্গ করিয়াছেন। ফলে, তাঁহাদের হৃদয়ই 'হৃদয়' এবং তাঁহারাই 'প্রকৃত হৃদয়ওয়ালা' বান্দা।

হযরত মাওলানা বিন্নৌরী (রঃ) এই ছন্দটি পড়িয়া আবেগাপ্লুত হইয়া দুলিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি আরবীতে এমন একটি কথা বলিলেন যাহার আমি উপযুক্ত নই। শুধু বর্‌কত স্বরূপ তাহা উল্লেখ করিতেছি। কারণ, বুযুর্গানেদ্বীনের সুধারণা ও সুধারণামূলক উক্তিকে আমি নিজের জন্য মস্তবড় নেআমত ও সৌভাগ্য মনে করি এবং নেক্-ফালী তথা নেক্ ভবিষ্যতের শুভলক্ষণ সূচক নেক্ উক্তি বলিয়া মনে করি। তিনি বলিলেন, আখতার, তোমার এই ছন্দটি দেখিয়া আমার মনে হইতেছ—

لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَوْلَانَا رُوْمْ

তোমার মধ্যে ও মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তুমি ও রূমী আমার নজরে এক ও অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছ।

আমার 'মাআরেফে-মসনবীর্' উপর তিনি অতি উচ্চমানের একটি অভিমতও লিখিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, ঐ সব ভাষা উদ্ধৃত করিতেও আমি শরম বোধ করি। এ সকল আকাবেরের নেক্ ধারণার বরকতে এ অধমকে আল্লাহ্‌পাক তদ্রূপই বানাইয়া দিন। (আমীন)।

হযরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব (রঃ) আহ্‌লে-দিলের মকামকে এভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا
اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শোকর যে, আমার অন্তরে মাওলার প্রেমের ব্যথা এখন 'স্থায়ী' হইয়া গিয়াছে। মনে হয় আমার দিল্ এখন দিল্ হইয়া গিয়াছে।

প্রেমের স্থায়ী ব্যথা লাভ করা মানে, সব সময় দ্বীনের উপর কায়েম থাকা, সুন্নত-শরীঅত ও তাক্ওয়ার উপর অটল থাকা। ইহা নয় যে, কখনও তো খুব ইবাদত-বন্দেগী, আবার কখনও একদম শয়তান। মাওলানা এখানে 'মনে হয়' কথাটি বিনয় বশতঃ বলিয়াছেন, যাহাতে দাবী করা না হইয়া যায় (যে, আমি প্রকৃত দিল্ওয়ালা লোক)।

শোকর খোদার দিলের ব্যথা
এখন মোস্তাকিল,
এবার বুঝি পেয়ে গেছি
দিলের মত দিল্।

দুনিয়ার হাকীকত ও মৃত্যুর লীলা

বন্ধুগণ, এ দুনিয়ার হাকীকত কতটুকু ? দুনিয়াকে কেন্দ্র করিয়া মনে মনে মানুষ কতনা জল্পনা-কল্পনার জাল বুনিতে থাকে। ঐ যমীন, ঐ বাড়িটা খরিদ করিব, অমুক প্লানের একটা দালান বানাইব, এই কারখানা তৈরী করিব, আগামী ইলেক্শনে প্রধান মন্ত্রীর পদের জন্য লড়িব, ইত্যাদি। হঠাৎ যেদিন আযরাঈল (আঃ) আসিয়া উপস্থিত হন, সেদিন আমাদের, সকল জল্পনা-কল্পনার কী পরিণতি হয় ? দুনিয়ার সেই হালত ও হাকীকতকে আমি আমার এই ছন্দের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছি ঃ

آکر قضا باھوش کو بے ھوش کر گئی
ھنگامۂ حیات کو خاموش کر گئی

মৃত্যু আসিয়া সচেতন যত
অচেতন করিয়া গেল
জীবনের কত সাধ-জল্পনা
শীতল করিয়া দিল।

কল্পনার কতনা মোহময় প্রোগ্রাম, রঙ্গীন সংসার, কতনা শক্তির দাপটকে মিস্‌মার করিয়া দিল। আশা-আকাংখার কতনা প্রাসাদকে ধূলিস্যাত করিয়া দিল।

দুনিয়ার ধ্বংসলীলার করুণ চিত্র সম্পর্কে নযীর আকবরাবাদী তাঁর এক ছন্দে বলেন ঃ

کئ بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا
معطّر کفن تھا ، مشیّن بدن تھا

جو قبر کھن ان کی اکھڑي تو دیکھا
نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا

চন্দ্রবদন শত শত জন
করিয়াছি মোরা মাটিতে দাফন
কোমল কান্ত প্রিয়-দরশন
ছিল সুগন্ধ মোহিত কাফন।
কিছুদিন পর পুরাতন কবর
খুঁড়িয়া মরমে লাগে যে ব্যথা
কোথায় বদন, কোথায় কাফন
চিহ্ন কিছুই নাহি কো হেথা।

অর্থাৎ বহু গোরস্থানের এ মর্মবিদারী দৃশ্য আমি অবলোকন করিয়াছি যে, কোমল বদন, সুদর্শন চেহারার কত পরম সুন্দর-পরমাসুন্দরী তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদিগকে নিদারুণ অসহায় অবস্থায় গোরস্থানের মাটিতে দাফন করা হইতেছিল। তখন তাহাদের মুখমণ্ডল চন্দ্রের মত সমুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কাফনের কাপড়ও ছিল সুগন্ধময়। কিছুদিন পর পুরাতন হইয়া তাহাদের কবর সমূহ যখন ধসিয়া পড়িল, তো চাহিয়া দেখি, হায়, সেই দেহের না একটি অঙ্গও বর্তমান, না সেই কাফনবস্ত্রের একটি সুতাও সেখানে বিদ্যমান। এ করুণ দৃশ্য আমাকে হতবাক করিয়া দিল, আমার বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়মনকে ভাবাইয়া তুলিল। বন্ধুগণ, যে দেহের শোভা-সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দিবারাত আমরা ব্যস্ত, যাহার জন্য আমাদের হৃদয়মন সর্বদাই বড় মগ্ন ও মত্ত, এই ত হইবে সেই দেহখানার নির্মম পরিণতি। হায়, যেই রূপ-লাবণ্য ও সুন্দরের পাগল হইয়া মানুষ দ্বীন-ঈমান ও আখেরাত বরবাদ করে, এই বুঝি উহার চরম পরিণতি !

মওলানা রূমী (রঃ) বলেন, হে মানুষ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ক্ষণস্থায়ী রূপ-রঙের পূজা না বর্জন করিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে সুদর্শন সুদর্শনাদের অবৈধ প্রেম-ভালবাসা বিরাজমান থাকিবে, কোন বালক বা নারীর সহিত হারাম সম্পর্কে লিপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্কে পাইবে না এবং আল্লাহ্র সহিত প্রেমের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত থাকিবে। মাওলানা রূমী আল্লাহ্পাকের পক্ষ হইতে বলেন ঃ

آدما معنی دلبندم بجو

ترک قشر وصورت گندم بگو

আদম তনয় প্রেমের বাঁধন আমার সনে গড়
মূর্তিপ্রীতি, বাকলপূজা আমার প্রেমে ছাড়।

হে আদম সন্তান, তোমরা আমার সহিত প্রেমের বন্ধন পয়দা কর, আমার সহিত ভালবাসা গড়িয়া তোলার মর্মময় পথ অনুসন্ধান কর এবং সেই পথ ধরিয়া আগে বাড়। রূপ-মূর্তির পূজা ও অসাড় ছাল-বাকলের ভালবাসা পরিহার কর।

রূপ-আকৃতি, মূর্তি প্রীতি ত্যাগিয়া বন্ধুগণ,
চিত্ত মাঝে নিত্য দেখ অযুত ফুল কানন।
আদমতনয় মাওলাপ্রেমের নিবিড় বাঁধন গড়,
মূর্তিপ্রীতি, বাকলপ্রীতি মাওলাপ্রেমে ছাড়।

হে আদম সন্তান, তোমরা আমি মাওলার সহিত প্রগাঢ় ও নিবিড় প্রেমেবন্ধনে আবদ্ধ হও, আমার সঙ্গে ভালবাসা গড়িয়া তোলার মর্মময় পথ অনুসন্ধান কর। রূপ ও আকৃতির মূর্তি পূজা এবং দুনিয়ার প্রতি অন্ধ অবৈধ ভালবাসা বর্জন কর। তবেই তুমি মাওলাপ্রেমের পথে বিছানো কাঁটা সরাইয়া দিলে। আর এই কাঁটা সরাইতে পারিলেই তুমি মাওলাকে পাইয়া গেলে।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

گر ز صورت بگذری اے دوستاں

گلستاں است گلستاں است گلستاں

রূপ-আকৃতির মূর্তিপ্রীতি ত্যাগিলে বন্ধুগণ,
হৃদয়ে লভিবে অযুত পুষ্প, অযুত ফুলকানন।

অর্থাৎ বাহ্যিক চাকচিক্য, রূপ-লাবণ্য বর্জন করিলে, নাপাক সম্পর্ক হইতে বিরত থাকিলে আল্লাহ্পাক তাহাকে আপন প্রেমের নিবিড় সান্নিধ্য প্রদান করিবেন, হৃদয় কাননকে ফুলবাগানের মত নূরে-নূরে পরিপূর্ণ করিয়া এক সুমধুর প্রেমকানন বানাইয়া দিবেন।

দুনিয়ার মায়াজাল হইতে মুক্ত ও খোদাপ্রেমিক হওয়ার উপায় কি?

এখন প্রশ্ন হইল, এই রূপ-লাবণ্য ও ছাল-বাকলের মোহ হইতে মুক্তি লাভ হইবে কিরূপে? উহার উত্তরে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মহান খোদাপ্রেমিক হযরত শামসুদ্দীন তাবরেযী (রঃ)-এর সোহ্বত ও সান্নিধ্য অবলম্বন না করিয়াছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার শত এল্ম্ ও বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও উহার উপর আমার যথার্থ আমল নসীব হয় নাই। আমলবিহীন এল্ম্ ও জ্ঞানের বোঝাই শুধু বহন করিতেছিলাম। যখন হযরত শামসুদ্দীন তাবরেযীর মোলাকাত ও তাঁহার সোহ্বত নসীব হইল, তিনি আমার অন্তর ও আত্মাকে আল্লাহ্র প্রেম-মহব্বত যোগে গরম করিয়া দিলেন, প্রেম-উত্তাপে দগ্ধীভূত হৃদয় লাভের পরই এল্মের উপর আমলের তওফীক হইতে লাগিল, মাওলার সন্তুষ্টি লাভের এক অবারিত পিপাসা, তদুদ্দেশ্যে বন্দেগী পালনের জিন্দেগী নসীব হইয়া গেল।

আওলিয়াগণ গোপন হইয়া থাকেন

তবে, এখানে খুব লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল, আল্লাহ্র ওলীগণ গোপন হইয়া জীবন যাপন করেন, প্রকাশ হইতে চান না। হযরত তাব্রেযী (রঃ)ও খুব তাওয়াযু' তথা দীনতা-হীনতা ও ক্ষুদ্রতার আড়ালে নিজেকে গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, আমি কিছু না, আমার নিকট কিছুই নাই। অনর্থক কেন আমার পাছে পড়িতেছ? উত্তরে মাওলানা রূমী (রঃ) বলিলেন ঃ

بوئے مے را گر کسے مکنوں کند
چشم مست خویشتن را چوں کند ؟

গোপন যদি করল কেহ্ গন্ধ মদিরার,
নেশাগ্রস্ত চক্ষু দু'টি পথ কি ঢাকিবার ?

কোন মদ্যপায়ী মদ পান করিয়াও পান না করার ভান করিয়া লং, এলাচি, দারুচিনি চিবাইয়া উহার ঘ্রাণের আড়ালে মদের গন্ধ গোপন করার চেষ্টাও যদি করে, তবুও তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে নেশাগ্রস্তের চিহ্ন ও আলামত যেভাবে ভাস্বর হইয়া আছে, উহাকে সে কি দিয়া গোপন করিবে ? নেশাগ্রস্ত চক্ষুদ্বয় যালেম সুরাপায়ীর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দেয়। অতএব, হে মহান খোদাপ্রেমিক হযরত তাব্রেযী, আপনি যে দিবারাত্রি মাওলা-পাকের প্রেম-আগুনে পুড়িতেছেন, রাত্রিবেলা মাওলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেছেন, সদা-সর্বদা আপনি মাওলা-পাকের যিকিরে-ফিকিরে মশগুল থাকেন, মাওলার ধ্যানে মগ্ন থাকেন, এভাবে দিবারাত মাওলার প্রেমের শরাব পানে মস্ত্ ও মত্ত থাকেন, উহার নূরানী চিহ্ন সমূহ ত আপনার চক্ষে, চেহারায় ও ললাটে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। আপনি তাহা কিরূপে গোপন করিবেন ? লুকাইবার জন্য হাজার চেষ্টা-তদ্বীর সত্ত্বেও আপনার চোখযুগলই ত সকল তথ্য ফাঁস করিয়া দেয়। অযুত কোশেশ-কৌশলের পরও আপনার তামাম ভেদ প্রকাশ হইয়া পিপাসার্ত অনুসন্ধানীর নজরে ধরা পড়িয়া যায়। চক্ষুদ্বয়ই বলিয়া দেয় যে, ইনি মাওলার প্রেমশরাবের শত শত মট্কা পানকারী এবং তাঁহার হৃদয় মাওলার সহিত নিবিড় বন্ধনের নেশাগ্রস্ত।

স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ

إِذَا رُأُوا ذُكِرَ اللّٰهُ

"আল্লাহ্ওয়ালাদের ছুরত দেখিলেই আল্লাহ্ ইয়াদে আসিয়া যায়, আল্লাহ্র কথা স্মরণই হইয়া যায়।"

মাওলাপ্রেমিকের চোখে ও ললাটে নূর ও তাজাল্লী থাকে

অতএব, আপনার চক্ষুদ্বয়ই বলিয়া দিতেছে যে, আপনি আল্লাহ্পাকের প্রেমশরাবের অসংখ্য মট্কা পানকারী এক সুমহান মাওলাপ্রেমিক। যেমন কোন এক কবি বলিতেছেন ঃ

تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں
ان کی جھلک بھی تھی مری چشم پر آب میں

শক্তি কাহার দৃষ্টি রাখার আমার দৃষ্টি পরে ?
মাওলা পাকের বৃষ্টি নূরের আমার দৃষ্টি পরে।
অশ্রুসজল চোখ যুগলে নূরের ঝলক তার
যুবা-বৃদ্ধ কাহার তাকত্ দৃষ্টি ধরিবার ?

চক্ষুদ্বয় হইতে মাওলার খওফে বা মাওলার মহব্বতে যে অশ্রু বাহির হয়, সেই অশ্রুর মধ্যে মাওলাপাকের বহুত-বহুত নূর ও তাজাল্লী থাকে। অজস্র নূর ও তাজাল্লীযুক্ত সেই অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকানো তখন বড়ই মুশকিল হইয়া পড়ে। এধরনের অনেক ঘটনাও রহিয়াছে।

তাব্রেযী সমীপে রূমীর মিনতি

সে যাহাই হউক, অতঃপর মাওলানা রূমী (রঃ) মহামান্য হযরত তাব্রেযী (রঃ) সমীপে বড় আকুলপ্রাণে দরখাস্ত করিয়া বলিলেন ঃ

شمۂ از گلستاں باما بگو
جرعۂ بر ریز برما زیں سبو

ফুলবাগানের একটু খবর
মম কর্ণে কহ,
একটি ফোঁটা দান করিয়া
মিটাও বক্ষদাহ।

অর্থাৎ হে শাম্‌সে তাব্‌রেযী, আল্লাহ্‌পাকের কোর্‌ব্ ও মহব্বতের, মাওলা পাকের গভীর প্রেম ও সান্নিধ্যের যে দৌলত আপনি আপনার বক্ষ মাঝে ধারণ করিয়া আছেন, এশ্‌ক্ ও মহব্বত, নূর ও তাজাল্লীর বিপুল সমাহার সমৃদ্ধ যে ফুলবাগানে আপনি সর্বদা বিচরণ করিতেছেন, হৃদয়-প্রাণে লালিত সে প্রেমকাননের, মাওলার সেই সান্নিধ্যকাননের কিছু খবর, কিছু তথ্য অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাদিগকে বলুন, আমরা তাহা শুনিতে ও জানিতে উদগ্রীব। হে প্রেমসাগরে নিমজ্জিত শাম্‌সেতাব্রেযী, আপনি আল্লাহ্‌র প্রেম-মহব্বতের হাজার হাজার মট্‌কা পান করিতেছেন। দয়া করিয়া সেই প্রেমশরাবের অন্ততঃ এক-আধ ফোঁটা পান করাইয়া আমাদিগকেও মাওলাপ্রেমে পাগল বানাইয়া দিন।

একটি ফোঁটা দাওনা প্রিয়
পিয়াস্ কাতর জানে,
লায়লাপ্রেমের শিকল ছিঁড়ে
ছুট্ছি মাওলা পানে।
কাত্রা প্রেমের শরাব দিয়া
জুড়াও যদি আঁখি,
দাসের মতন রইব জনম
ওহে মহান সাকী।
লায়লা নামের যপ্-তপে মোর
ধ্বংস জীবন-প্রাণ,
মাওলা নামের মধুর শরাব
আমায় কর দান।

অতঃপর মাওলানা রূমী (রঃ) কী এক আবেগময় সুরে বলিতেছেন ঃ

خو نداریم اے جمال مہتری
که لب ماخشك و تونتها خوری

আপাদমস্তক নূরে ডুবন্ত, ফুলের মত কোমলস্বভাবী হে মহান মোর্শেদ, প্রশস্তপ্রাণ ও উদারহস্ত খোদাপ্রেমিকদের শীর্ষস্থানীয় হে ওলী, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে, শুষ্কঠোঁটে, শক্নামুখে আমরা শুধু চাহিয়া চাহিয়া দেখিব, আর মহব্বত ও মারেফাতের সমস্ত শরাব আপনি একলা-একলাই শুধু পান করিতে থাকিবেন এবং অনবরত আরও মস্ত্ ও প্রেমোন্মত্ত হইতে থাকিবেন। মহৎপ্রাণ, বদান্যতাশীল শাম্সে-তাবরেযীর প্রতি কাঙ্গাল রূমীর এরূপ ধারণা পোষণ কিরূপে শোভা পায়? এত বড় দানশীল নিজেই সবটুকু পান করিবেন, আর কাঙ্গাল রূমী শুক্নামুখে মাহ্রূম ফিরিয়া যাইবে? পরমানন্দে প্রেমশরাব পান করা যেমন আপনাদের আখলাক, এই দুয়ারে দাঁড়াইয়া করজোড়ে অন্ততঃ যাকাত প্রার্থনা তো এ কাঙ্গালদের আখলাক হওয়া উচিত। হে প্রিয় মোর্শেদ, কেন আমি মাহ্রূম

থাকিব ? আপনার উপর আমার হক্ও তো আছে। ওস্তাদ ও পীরের যেমন তাহার শাগরেদের উপর হক্ আছে, তদ্রূপ শাগরেদেরও তো তাহার ওস্তাদ ও মোর্শেদের উপর হক্ আছে। আমি আপনার হাত ধরিয়াছি। তাই, আপনি সদা খুব দান করুন, তবে সেই সঙ্গে শাগরেদ হিসাবে এ অধমকেও তো কিছু দান করুন।

মোর্শেদের সহিত সম্পর্কের বরকত

হাত ধরার আলোচনা প্রসঙ্গে বহু পুরাতন একটি ছন্দ মনে পড়িয়া গেল, যাহার অর্থ হইল, আল্লাহ্কে পাইবার জন্য আল্লাহ্র ওলীদের হাত ধরিলে আল্লাহ্পাক তাহার জন্য রাস্তা খুলিয়া দেন, যে রাস্তা তাহাকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। এক বুযুর্গ বলেন ঃ

مجھے سہل ہوگئیں منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے
تیرا ہاتھ ہاتھ میں آلگا تو چراغ راہ کے جل گئے

সুগম লাগিতেছে মন্যিল অতি
গিয়েছে বদ্লে হাওয়ারও গতি।
তোমার হস্তের পরশ লভিয়া
জ্বলিতেছে পথে বাতি আর বাতি।

যখন কোন আল্লাহ্ওয়ালার হাত ধরার তওফীক হয়, অর্থাৎ যখন কোন আল্লাহ্ওয়ালার সহিত এছ্লাহ্ ও তর্বিয়তের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, চরিত্র গঠন ও সংশোধন এবং আত্মার ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার জন্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তদনুযায়ী কাজ করা হয় তখন আল্লাহ্পাকের মহব্বত ও মারেফাত হাসিলের রাস্তার চেরাগ সমূহ জ্বলিয়া উঠে, অন্ধকার দূরীভূত হইয়া সর্বদিক আলোকোজ্জ্বল হইয়া যায় এবং সুন্নত ও শরীঅতের উপর আমল করা ও পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকা আছান হইয়া যায়।

হযরত গঙ্গূহী, হযরত থানবী ও হযরত নানূতবীর বে-জান ঈমানে জান্

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী

থানবী (রঃ) বলিতেন, কোন কোন বেওকুফ এরূপ ধারণা করে যে, মাওলানা 'কাসেম নানূতবী, মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহী এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানবী প্রমুখ আলেমগণ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব (রঃ)এর হাত ধরিয়াছেন বলিয়াই তিনি এতটা সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অন্যথায় কে চিনিত বেচারা হাজী ছাহেবকে ? এই কথা বলিয়া হযরত থানবী বড়ই জোশ্ ও আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলিতেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এরূপ মন্তব্যকারীরা বড়ই নাদান। তোমরা স্বয়ং ঐ আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ যে, হাজী ছাহেবের হাত ধরার পূর্বে তাঁদের কি অবস্থা ছিল ? আর হাত ধরার পর তাঁদের মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে ?

হাজী ছাহেবের তাআল্লুক ও সোহ্‌বতের ফয়েয লাভের পূর্বেও আমাদের মধ্যে এল্‌ম্ ছিল, কিন্তু তা ছিল নিষ্প্রাণ। পূর্বেও আমাদের মধ্যে ঈমান ছিল, কিন্তু তা ছিল নির্জীব, বে-জান। অর্থাৎ সেই ঈমান ছিল 'ঈমানে-আক্‌লী' ও 'ঈমানে-এস্তেদ্‌লালী' যা শুধু জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-বিবেচনার ফসল মাত্র । মহব্বত ও মারেফাতের রসহীন ঐ ঈমানে জান্ ছিল না।

অনুরূপ معیّت اعتقادیه عقلیه و عامه ত হাছিল ছিল,

কিন্তু معیّت ذوقیه حالیه خاصه ছিল না। অর্থাৎ একজন মোমেন হিসাবে একটা শুষ্ক ও মুখস্থ বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্‌পাক আমার সঙ্গে আছেন। আল্লাহ্‌পাকের বাণী– وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন—

এই বাণীকে বিশ্বাস করিয়া আল্লাহ্ আমার সঙ্গে আছেন, এমন একটা ধারণাই শুধু পোষণ করিয়াছি—যাহার অধিকারী প্রতিটি মুসলমান। কিন্তু যখন হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) এর হাত ধরিলাম এবং আল্লাহ্‌র যিকির শুরু করিলাম, ইহাতে অন্তরের দরজা সমূহ খুলিয়া গেল, আল্লাহ্‌পাকের নূর অন্তরে দাখেল হইল এবং ঈমানে এস্তেদ্‌লালী-এ'তেকাদী তথা মুখস্ত বিশ্বাসের নিরস ঈমানের স্থলে উপভোগ্য ও রসপূর্ণ সুমধুর 'ঈমানে হালী' নসীব হইয়া গেল। আল্লাহ্‌পাক আমার সঙ্গে আছেন-এর শুষ্ক ধারণার স্থলে এখন সদা-জ্যান্ত, সদা-সজীব এক মধুময় অনুভূতি নসীব হইয়াছে যে, বাস্তবতঃই এবং সত্যসত্যই আল্লাহ্‌পাক আমার সঙ্গে আছেন। আমি মাওলার সঙ্গে আছি, মাওলা আমার সঙ্গে আছেন, দিবারাত এখন এই বিশ্বাসকে এক বাস্তব সত্যরূপে অনুভব করিতেছি এবং উপভোগ করিতেছি। আমার প্রাণের বিশ্বাস এখন এক জীবন্ত বাস্তব, জীবন্ত ঘটনা। মনোপ্রাণের অনুভূতি

দ্বারা সর্বদা আমি ইহার মধুস্বাদ আস্বাদন করিতেছি। এমনকি, স্বয়ং আমার অন্তরও অনুভব করিতেছে যে, অন্তরে কে একজন বিরাজমান আছে, অর্থাৎ আল্লাহ্।

নেস্‌বত্ ও বেলায়েত কি অনুভবযোগ্য ?
(ওলী হইয়া গেলে তাহা অনুভব হয় ?)

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযুব (রঃ) জৌনপুরে হযরত হাকীমুল-উম্মতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হযরত, মানুষ যখন আল্লাহ্ওয়ালা হইয়া যায় এবং অন্তরে নেস্‌বত্ নামক এক দৌলত দান করা হয়, তখন কি সে অনুভব করিতে পারে যে, আল্লাহ্পাক আমাকে বেলায়েতের নেস্‌বত দান করিয়া স্বয়ং তিনি আমার ক্বলবের মস্‌নদে, হৃদয়-সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিয়াছেন ? হযরত থানবী বলিলেন, খাজা সাহেব, আপনি যখন বালেগ হইয়াছিলেন তখন কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই যে, আপনি বালেগ হইয়াছেন ? নাকি বন্ধু-বান্ধবের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল যে, বন্ধুগণ, আযীযুল হাসান কি বালেগ হইয়াছে ? দেখুন, হযরত থানবী কী চমৎকার এক উদাহরণ পেশ করিয়াছেন। অতঃপর হযরত বলিলেন, অনুরূপভাবে একটা উল্লেখযোগ্য মুদ্দত পর্যন্ত আহ্‌লুল্লাহ্‌র (ওলীদের) সোহ্‌বতের ফয়েয হাসিলের ফলে, যিকির-ফিকিরের ফলে এবং পাপাচার হইতে মুক্ত থাকার ফলে যখন রূহ্ বালেগ হইয়া যায়, আল্লাহ্ওয়ালা হইয়া যায় তখন এই প্রাণের মধ্যে এক নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তখন ব্যথাভরা এক অন্তর নসীব হয় এবং অন্তর খোদ অনুভব করে যে, আল্লাহ্পাকের 'মাইয়্যাতে খাছ্‌ছাহ্' নসীব হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক অন্তরে বিরাজমান আছেন, আল্লাহ্পাক সঙ্গে-সঙ্গে আছেন, একথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মত বাস্তবে অনুভূত হইতে থাকে।

মাওলার মহব্বতের সর্বব্যাপী আছর (প্রভাব)

হযরত থানবী (রঃ) বলেন, 'এক বধূ তাহার শাশুড়ীকে বলিতেছিল যে, আম্মাজান, যখন আমার বাচ্চা হইতে শুরু করে তখন আমাকে জাগাইয়া দিবেন। এমন না হয় যে, আমি ত ঘুমাইয়া রহিলাম, আর ওদিকে আমার বাচ্চা হইয়া গেল। শুনিয়া শাশুড়ী বলিলেন, বেটী, যখন তোমার বাচ্চা পয়দা হইবে তখন এমনই এক অসহনীয় ব্যথা আরম্ভ হইবে যাহার ফলে শুধু তুমিই জাগিবেনা বরং সমগ্র মহল্লা

সহ জাগাইয়া তুলিবে। হযরত হাকীমুল-উম্মত (রঃ) এই দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া বলেন যে, আল্লাহ্পাক যখন কাহাকেও আপন মহব্বতের ব্যথা বা প্রেমের-বেদনা নসীব করেন তখন যেভাবে সে নিজেও জাগিয়া উঠে ও জাগ্রত থাকে, তদ্রূপ ঐ প্রেমবেদনা লইয়া সে যেখানেই যায়, সর্বত্রই সে আল্লাহ্পাকের মহব্বতের পয়গাম পৌঁছাইতে থাকে। সদাসর্বদা প্রেমের কথা গাহিয়া বেড়ায়। প্রেমের বাণী শুনাইয়া শুনাইয়া শত শত মানুষকে সে একই ব্যথায় ব্যথিত করিয়া তোলে।

প্রেমিকের নজর এবং প্রেমিকের বুলি

এক বুযুর্গ এই মর্মে বলেন ঃ

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں
کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں

"হে মাওলা, আমি যেখানেই যাই, তোমার কথাই শুধু গাহিয়া বেড়াই। দিকে দিকে তোমার প্রেমের বাণী ছড়াইয়া দিই। যে কোন মাহফিল দৃষ্টিগোচর হইলে হে প্রিয়, আমার নজরে তাহা শুধু প্রেমের মাহ্ফিল বলিয়াই মনে হয়। জলে–স্থলের সকল রঙরূপে, সকল দৃশ্যমালায় তোমার প্রেমের ছবি এবং তোমার মারেফাতের কীর্তিগাঁথাই শুধু ভাসিয়া উঠে।"

অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেম-বেদনা বিরাজ করে সেই বেদনা তাহাকে সর্বদা, সর্বত্র, সকল সমাজে, সকল পরিবেশে আল্লাহ্কে স্মরণ করিতে ও আল্লাহ্র হইয়া থাকিতে বাধ্য করে। অন্যথায় তাহার বাঁচিয়া থাকাই যেন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আমি যেথায় থাকি, যেথায়ই যাই,
তোমার কথাই শুধু গাহিয়া বেড়াই,
হর্ মাহ্ফিলে, হর্ পরিবেশে
প্রিয় হে, নিমিষে-নিমিষে
তোমার প্রেমের গন্ধ পাই,
তোমাকেই স্মরিয়া বেড়াই।

দুনিয়ার মায়া-মহব্বতই মাওলার পথের কাঁটা

বন্ধুগণ, আমার বয়ান এ বিষয়ের উপর চলতেছিল যে, মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার হৃদয়-মন দুনিয়ার প্রতি বিরাগী ও

বিক্ষুব্ধ না হইবে, দুনিয়ার ভালোবাসা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর হইতে মুছিয়া না যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্পাকের সহিত খাছ্ তাআল্লুক্ ও খুব ঘনিষ্ঠ প্রেমের বন্ধন তোমার নসীব হইবে না। একটিমাত্র দিল্, ইহাকে হয় খোদার হাতে সঁপিয়া দাও, না হয় দুনিয়ার হাতে সঁপ। হয় খোদার জন্য উৎসর্গ কর, না হয় দুনিয়ার জন্য।

সে একই মজলিসে আমিও ছিলাম, যখন হযরত মুফতী শফী ছাহেব (রঃ) তাঁহার মজলিসে বলিতেছিলেন ঃ দুনিয়াকে হাতে রাখা জায়েয, পকেটে রাখাও জায়েয, কিন্তু অন্তরের মধ্যে রাখা নাজায়েয। অন্তর আল্লাহ্র ঘর। আল্লাহ্র ঘরে গায়রুল্লাহ্কে রাখা হারাম।

আল্লাহ্র ঘর আল্লাহ্র জন্য খালি কর

তাই হাকীমুল-উম্মতের খলীফা হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজ্যূব (রঃ) বলেন ঃ

نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب

خدا کا گھر پئے عشق بتاں نہیں ہوتا

হে মজযূব, অন্তরকে সকল সুন্দর-সুন্দরীদের নাপাক ভালবাসা ও স্মরণ হইতে পবিত্র কর। কারণ, খোদার ঘর মূর্তিদের আখ্ড়া হইতে পারে না।

পবিত্র কর হৃদয় কা'বা
মূর্তি-প্রীতি হতে
খোদার ঘরে বানাও মন্দির
বল, কোন্ হিম্মতে ?

দিল্ তো আল্লাহ্র ঘর, আল্লাহ্র সিংহাসন। ইহা কোন মন্দির বা আখ্ড়া তো নয় যে, ইহার মধ্যে তুমি মূর্তি ঢুকাইবে ? হে বন্ধু, মনে রাখ, অন্তরে যদি গায়রুল্লাহ্র মহব্বত ঢুকিয়া যায় তাহা হইলে এই মাটি আরেক মাটির উপর মাটি হইয়া বস্ মাটি হইয়া যাইবে। দেহের মাটি দুনিয়ার মোহে বিলীন হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যদি এই মাটির মধ্যে আল্লাহ্র মহব্বত পয়দা করিয়া লইতে পার, তাহা হইলে এই মাটি খুব দামী হইয়া যাইবে।

শামসুদ্দীন তাব্‌রেযী এখনও পাওয়া যায়

এখন প্রশ্ন এই দাঁড়াইবে যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত কিভাবে হাসিল হইবে ? কোথা হইতে সংগ্রহ করা যাইবে ? বন্ধুগণ, ইহার জন্য সর্বাধিক সহজ পন্থা হইল, আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তোলা। কিন্তু আফ্‌সোসের বিষয়, আজকাল লোকেরা বলে, এখন আর কোন ওলীআল্লাহ্ নাই, এখন ত আর হাজী এমদাদুল্লাহ নাই, শামসুদ্দীন তাবরেযী নাই, বায়েযীদ বোস্তামী নাই। অথচ হাকীমুল-উম্মতের মত ব্যক্তি কসম করিয়া বলিতেছেন যে, এই যামানাতেও বায়েযীদ বোস্তামী আছেন, শামসুদ্দীন তাব্রেযী, জালালুদ্দীন রূমী, জুনাইদ বাগদাদী ও বাবা ফরিদুদ্দীন আত্তার আছেন। কিন্তু তাঁহাদেরকে চিনিবার মত পিপাসিত চক্ষুর প্রয়োজন।

اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست

আসলে তোমার মধ্যে ব্যথাই নাই। অন্যথায় ডাক্তার অবশ্যই মওজুদ আছেন।

বন্ধুগণ, আসল কথা হইল, আমাদের মধ্যে পিপাসা নাই। অন্তরে যদি ব্যথা থাকে, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার তালাশ ও পিপাসা থাকে, তবে আজও আমরা কুতুব ও আবদাল দেখিতে পাইব। কারণ, আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরআনে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হুকুম করিয়াছেন—

كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"তোমরা ছাদেকীনের সঙ্গ অবলম্বন কর।"

ছাদেক্ অর্থ খাঁটি মোত্তাকী, খাঁটি ওলী। ছাদেকীন ছাদেকের বহুবচন। আল্লাহ্‌পাক এখানে ছালেহীন, মুত্তাকীন ও কামেলীনের সঙ্গ অবলম্বনের, ওলীদের সোহ্‌বতে বসার হুকুম দিতেছেন। এতদসত্ত্বেও কোন কোন যুগে তিনি কামেলীন পয়দা করিবেন না, ইহা কি করিয়া হইতে পারে ? ইহা কি সম্ভব যে, কোন পিতা তাঁর ছোট্ট ছোট্ট অবোধ শিশুদেরকে হুকুম দিবেন যে, তোমরা প্রত্যহ আধা সের করিয়া দুধ পান করিবে, তাহা হইলে তোমরা খুব হৃষ্ট-পুষ্ট ও শক্তিশালী হইবে, অতঃপর তিনি তাহাদের জন্য দুধের কোন ব্যবস্থাই করিবেন না ? তাই আল্লাহ্‌পাক

যখন কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সকল মানুষের প্রতি তাহার ওলীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও সোহ্বত অবলম্বনের, তাঁহাদের সহিত উঠা-বসা, নসীহত শ্রবণ ও হেদায়াত গ্রহণের নির্দেশ দিতেছেন, ইহা দ্বারা একথাও সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্পাক তাহার ওলী-আওলিয়া সৃষ্টি করিতে থাকিবেন। (তাঁহাদের নাম হয়তঃ জুনাইদ, শিবলী, রূমী প্রভৃতি হইবে না, কিন্তু তাঁহাদের কুর্সী সমূহ খালীও থাকিবেনা।)

আসল বীমারী ও উহার সমাধান

অতএব, কেহ যদি এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, ওলী-আওলিয়া সব শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আর কেউ নাই, তবে তাহা নফ্ছের ধোকা ছাড়া কিছু নয়। আসল বীমারী এই যে, নফ্ছ্ আমাদেরকে আমাদের নজরে খুবই দামী বানাইয়া রাখিয়াছে। কুচক্রী নফ্ছ্ আমাদের মধ্যে এই মন্ত্র ফুঁকিয়া রাখিয়াছে যে, তুমি খুব বড় মানুষ, উচ্চ স্তরের মানুষ। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জুনাইদ বাগদাদীর সাক্ষাত না জুটে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার চিকিৎসা অসম্ভব। কে আছে তোমার চিকিৎসা করিবার লোক ?

আমার প্রিয় বন্ধুগণ, যত ওলী-আউলিয়াই আজি তক দুনিয়াতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের জীবদ্দশায় লোকেরা তাঁহাদের প্রতি এই ধারণাই করিয়াছে যে, ইঁহারা ত মামুলী ও সাধারণ মানুষ। অসাধারণ ছিলেন পূর্বেকার বুযুর্গগণ। কিন্তু ইন্তেকালের পর ইঁহাদের কদর বুঝে আসে।

দেখুন, এখানে এই মক্কা শরীফে যদি কেহ জ্বরে আক্রান্ত হয়, তবে কি সে এই অপেক্ষায় থাকিবে যে, দিল্লীর কবরস্থান হইতে সুবিখ্যাত হাকীম আজমল খান উঠিয়া আসিবেন, তারপর আমি আমার রোগের চিকিৎসা করাইব ? কারণ, আমি বড় মানুষ, আমার বড় ব্যক্তিত্ব, বড় বড় ডাক্তার দ্বারাই চিকিৎসা করাইব। কেহই এমন করিবেন না। বরং দেহের যে সকল ডাক্তার বর্তমান আছেন তাহাদের দ্বারাই চিকিৎসা করাইবেন। কারণ, তার রোগমুক্তির দরকার। বন্ধুগণ, অনুরূপভাবে বর্তমান যমানায় আল্লাহ্পাক যে সকল রূহানী ডাক্তার সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের চিকিৎসা ও সোহ্বত গ্রহণ করিয়াই আমরা-আপনারা বায়েযীদ বোস্তামী ও হাজী এমদাদুল্লাহ হইতে পারি। অর্থাৎ তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে না পারিলেও 'ছাহেবে নেছ্বত' তথা ওলীআল্লাহ্ ত হইতে পারি।

সর্বোচ্চ সত্য ও আসল হকীকত ত ই যে, আল্লাহ্র রেযামন্দি বা সন্তুষ্টি লাভই হইতেছে মূল উদ্দেশ্য। মকাম,মর্তবা, স্তর ও নম্বরের ত কোন চিন্তাই না করা চাই। বস্, তাক্ওয়া হাসিল হইয়া যায়, পাপের বদ্অভ্যাস ছুটিয়া যায়, ছাহেবে-নেছ্বত ও আল্লাহ্ওয়ালা হইয়া যাই, আমাদের জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট এবং এতটুকুই বিশাল ও বিপুল।

ছাহেবে-নেছ্বত ওলী কাহাকে বলে ?

মোত্তাকী মোমেনকে 'ছাহেবে-নেছ্বত' (বা ওলীআল্লাহ্) বলে। কারণ, পবিত্র কোরআনে ওলীর পরিচয় সম্পর্কে ইহাই বলা হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ

ওলীআল্লাহ্ তাহারা যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও তাক্ওয়া এখতিয়ার করিয়াছে।

অতএব, ঈমান ও তাকওয়া এ দু'টি বস্তু হাসিল হইয়া গেলেই সে 'ছাহেবে নেছবত' তথা ওলীআল্লাহ্ হইয়া যায়। স্মরণীয় যে, তাক্ওয়া অর্থ গুনাহ্ বর্জন করা ও শরীঅতের বাধ্যতামূলক হুকুম সমূহ পালন করা। তাই, মোত্তাকী সকল গুণাহ্ বর্জনকারী ও বাধ্যতামূলক বিধান সমূহের উপর আমলকারীকে বলে।

ওলীআল্লাহ্ হওয়ার সর্বসম্মত তরীকা

হাকীমুল্-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, আল্হামদু লিল্লাহ্, ঈমান তো আমাদের হাসেল আছেই। কেবলমাত্র তাক্ওয়া হাসিল করিতে পারিলেই আমরা ছাহেবে-নেছ্বত তথা আল্লাহ্ওয়ালা হইয়া যাইব। হাজার বৎসর হইতে চিশ্তিয়া, সোহার্ওয়ার্দিয়া, নক্শ্বন্দিয়া, কাদেরিয়া আমাদের এই চারি সিল্সিলার বুযুর্গগণের সর্বসম্মত নীতি অনুসারে ছাহেবে-নেছ্বত হওয়া তিনটি কাজের উপর মওকুফ ঃ

১। কোন ছাহেবে-নেছ্বত ওলীর সহিত তাআল্লুক (সম্পর্ক) কায়েম করা। কারণ, চেরাগের দ্বারা চেরাগ জ্বলে। চেরাগ বিনে চেরাগ জ্বলে না।

قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کردو
یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے

যেই দিল্ মাওলার এশ্কের আগুনে জ্বলিতেছে, হে বন্ধু, তোমার শীতল দিল্কে তুমি সেই গরম দিলের নিকটবর্তী করিয়া দাও। তাহা হইলে তোমার

শীতল দিল্ও উহার তাছীরে গরম হইয়া যাইবে। উহার সংস্পর্শে তোমার হৃদয়েও প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। হে বন্ধু, এ আগুন আপনাতেই জ্বলিয়া উঠে না বরং জ্বালাইতে হয় এবং তা এই ভাবেই জ্বালাইতে হয়। অর্থাৎ, তোমার দিল্কে কোন ওলীর সহিত যোগ করিয়া দিলে সেই আগুন তোমার দিলেও জ্বলিয়া উঠিবে।

হযরত খাজা ছাহেব (রঃ) বলেন ঃ

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت

اك سينه به سنيه هے ، اك خانه بخانه هے

এশ্কের স্বভাব একদম আগুনের স্বভাবের মত। যেই ঘরে আগুন লাগিয়াছে সেই ঘর হইতে অন্যান্য ঘরে আগুন লাগে। তদ্রূপ, যেই সীনার মধ্যে প্রেমের আগুন জ্বলিতেছে সেই সীনা হইতে আর এক সীনায় সেই আগুন জ্বলে।

আগুন যেমন গৃহ হইতে
আর এক গৃহে লাগে
প্রেমও তেমনি সীনা হইতে
আর এক সীনায় লাগে।

এক ঘরে আগুন লাগিয়া উহার লেলিহান শিখায় পার্শ্ববর্তী ঘরেও আগুন লাগিয়া যায়। আর আল্লাহ্র প্রেমের আগুন এক অন্তর হইতে আর এক অন্তরে লাগে। তবে শর্ত এই যে, যাহাদের হৃদয় এশ্কের আগুনে জ্বলিতেছে, তোমার হৃদয়কে তাঁহাদের হৃদয়ের সহিত মজবুত ভাবে গাঁথিয়া দিতে হইবে। ঢিলাঢালা সম্পর্ক নয় বরং গভীর সম্বন্ধ ও অটুট বন্ধন পয়দা করিতে হইবে।

এশ্কের স্বভাব আগুনের স্বভাব
আগুনের মতই এশ্কের প্রভাব।
পোড়াগৃহের অগ্নি যেমন
পোড়ে আরও ঘর,
পোড়াবুকও পোড়ে তেম্নি
অসংখ্য অন্তর।

বড় বড় ওলী হওয়ার পথ কি বন্ধ ?

কাহারও মনে এই প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে, আল্লাহ্পাক কি 'বেলায়েতের রাস্তা' (ওলীআল্লাহ্ হওয়ার পথ) বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ? আমরা কি আমাদের বাপ-দাদাদের মত (অর্থাৎ অতীতের ওলীদের মত) ওলী হইতে পারি না ? প্রিয় বন্ধুগণ, নবুয়তের দরজা তো কিয়ামত পর্যন্তের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, বেলায়েতের দরজাও বন্ধ হওয়ার ধারণা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি। অদ্য আমি হরম শরীফের সীমানার মধ্যে ঘোষণা করিতেছি যে, বেলায়েতের সমস্ত দরজা এখনও খোলা আছে। আল্লাহ্র সহিত দূস্তী স্থাপনের সকল দরজাই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত আছে। হযরত মাওলানা রহ্মতুল্লাহ্ কীরানবী এবং হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কীর মত বুযুর্গানের সীনার মধ্যে আল্লাহ্পাক যে বেলায়েত দান করিয়াছিলেন, অত বড় উচ্চ স্তরের বেলায়েতের দরজাও বিল্কুল খোলা রহিয়াছে। স্রেফ নবুয়তের দরজাই শুধু বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা-আপনারা আজও বড়-ছে বড় ওলীআল্লাহ্ হইতে পারি। এমনকি, বেলায়েতের সর্বোচ্চ স্তর 'মাকামে ছিদ্দীকিয়ত'-এর দরজাও খোলা রহিয়াছে। তাই আজও আমরা 'আওলিয়ায়ে ছিদ্দীকীন'ও হইতে পারি। কারণ, আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরআনে ছিদ্দীকীন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'ছিদ্দীকীন' বহুবচন, যার অর্থ হয় বহু বহু ছিদ্দীক।

হযরত ছিদ্দীকে-আকবর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর মত কোন ছিদ্দীক কিয়ামত পর্যন্ত কেহই হইবে না বটে। কিন্তু আরও অসংখ্য ছিদ্দীক পয়দা হইতে পারে এবং হইতেও থাকিবে। ছিদ্দীকে ছিদ্দীকে মর্তবা ও মর্যাদার দিক দিয়া ব্যবধান হইতে পারে। তাই, ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) একমাত্র ছিদ্দীক ত নন্। হাঁ, তাঁহার সমকক্ষ কেহই হইতে পারিবে না। কারণ, তিনি ছিলেন ছিদ্দীকিয়তের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন। তিনি ছিলেন সর্বাধিক কামেল ছিদ্দীক। কিন্তু আল্লাহ্পাক তাহার পাক কোরআনে ছিদ্দীকীন শব্দ প্রয়োগ করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ছাড়াও দুনিয়াতে আরও অসংখ্য ছিদ্দীক পয়দা হইবে। তাই, আমরা যাহারা এরূপ ধারণায় ভুগিতেছি যে, এখন আর আমরা 'হাজী এমদাদুল্লাহ' হইতে পারিব না, ইহা খোদার সহিত বেলায়েতের গভীর হইতে গভীর, উচ্চ হইতে উচ্চ স্তরের সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারে আমাদের অনাগ্রহ ও গাফ্লতগ্রস্থ মনের গাফিলতির বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বড় বড় ওলী হওয়া আজও সম্ভব এবং মওজুদও আছেন

বন্ধুগণ, খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখুন, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র ওলী-আওলিয়া পয়দা হইতে থাকিবেন। আমি আবার বলিতেছি, বেলায়েতের সব দরজাই খোলা আছে। এমনকি, সর্বোচ্চ বেলায়েতের দরজাও খোলা রহিয়াছে। এই নয় যে, এই যামানায় ছোট-খাট বেলায়েতই শুধু মিলিতে পারে, এখন যাহারা ওলী হইবেন সব নিম্ন মানের, নিম্ন স্তরের হইবেন। কস্মিনকালেও এরূপ ধারণা করিবেন না। ইহা সম্পূর্ণ গলত আকীদা।

আমাদের সকলেরই পরম মান্যবর হযরত হাকীমুল-উম্মত থানবী (রঃ) এর প্রতি তো আমাদের ভক্তি-বিশ্বাস রহিয়াছে? তিনি কসম করিয়া বলিয়াছেন ঃ খোদার কসম, ওলীআল্লাহ্দের সমস্ত কুর্সিই পূর্ণ রহিয়াছে, নবুয়তের দরজাই শুধু রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি এই ছন্দটি আবৃত্তি করিলেন ঃ

هنوز آں ابر رحمت درفشان ست

خم و خمخانه با مهر و نشان ست

রহ্মতের সেই মেঘমালা

মুক্তা বর্ষে আজও,

প্রেমশরাবের পানশালা ও

মট্কা মজুদ আজও।

আল্লাহ্র রহমতের দরিয়া আজও ঢেউ মারিতেছে কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিবার জন্য। এশ্কে-মাওলার মোহরযুক্ত খাঁটি ও অতি দামী শরাবের মট্কা, শরাবখানা ও শরাবপানে নিত্য নেশাগ্রস্ত আশেকীন আজও মওজুদ আছেন। কুত্বুল-আকতাব, গাওছ ও আবদাল আজও মওজুদ আছেন। কিন্তু আফসোস, তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু নেওয়ার মত প্রার্থী ও পিপাসিতের সংখ্যা আজকাল একদম কমিয়া গিয়াছে। আফসোস, তাঁহাদের পেয়ালা হইতে পানকারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। হায়! মাওলার এশ্কের শরাবখানায় আজও নিশান উড়িতেছে। কিন্তু, কে আছে যে সেইদিকে চোখ মেলিয়া দেখে? কে আছে যে মাওলার তালাশে 'নিশান' দেখিয়া দৌড়াইয়া গিয়া শরাবখানায় ঢুকিয়া পড়ে?

মুরীদ না হইয়াও এছ্লাহ্ গ্রহণের আহ্বান পথ

বন্ধুগণ, আমি আল্লাহ্ওয়ালা হওয়ার তরীকা বাতলাইতেছিলাম। এই দৌলত হাসিলের জন্য কোন 'ছাহেবে-নেছ্বত' ওলীর সহিত (যথাযথ নিয়মানুসারে) সম্পর্ক জুড়িয়া লউন, তাঁহাকে নিজের চরিত্র ও জিন্দেগীর এছলাহী মুরব্বী বানাইয়া নিন। ঠিক আছে, মুরীদ হওয়ার দরকার নাই, শুধু উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা বানাইয়া তাঁহার পরামর্শাদি গ্রহণ করুন এবং তাহা মানিয়া চলুন। পীর বানানোরও দরকার নাই। কোন আল্লাহ্ওয়ালাকে পীর রূপে গ্রহণ করিতে অনেকের ভয় লাগে যে, কে জানে, আবার কয়েদীর মত কোন্ বন্দী জীবন শুরু হয়? কত কি শিকল ও বেড়ী পরিতে হয়? ঠিক আছে, পীর শব্দটাই বাদ দিয়া দিন। স্রেফ মুশীর তথা উপদেষ্টা (পরামর্শদাতা) রূপেই গ্রহণ করুন না? সব দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীরাও তো নিজের জন্য উপদেষ্টা নিযুক্ত করে? আপনিও কোন আল্লাহ্ওয়ালার সহিত স্রেফ পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতার সম্পর্কই কায়েম করিয়া লউন না? বলিবেন যে, হুযূর, আপনার সহিত আমি এছলাহী সম্পর্ক কায়েম করিতে চাই। আপনি সম্মত হইলে আপনার নিকট হইতে এছ্লাহে-নফ্ছ্ বা চরিত্র সংশোধন ও জীবন গঠন সম্বন্ধীয় পরামর্শাদি গ্রহণ করিব।

(অতঃপর ডাক্তারের নিকট বিস্তারিত হালত জানাইয়া যেভাবে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ঔষধ সেবন করতঃ সুস্থ ও রোগমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা হয়,তদ্রূপ, আপনার যাবতীয় দ্বীনী বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে শুরু করুন। আজই শুরু করুন না? এই মহৎ কাজ যত তাড়াতাড়ি শুরু করিবেন, ততই আপনি আগে বাড়িবেন, আল্লাহ্পাকের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইবেন। আল্লাহ্র সহিত প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে আপনি অগ্রগামী থাকিতে চান, নাকি পশ্চাদগামী? আপনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।)

হযরত থানবী কর্তৃক বিনা বায়্আতে খেলাফত প্রাপ্তি

দেখুন, হযরত মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব কেমেলপুরী (রঃ) মস্ত বড় আলেম, বুযুর্গ ও শাইখুল-হাদীছ ছিলেন। তিনি মুরীদ হন নাই বরং হযরত থানবীর সহিত জীবনগঠন বিষয়ক এছলাহী সম্পর্কই শুধু প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অল্পকাল অতিক্রমের পর হযরত থানবী যখন অনুভব করিলেন যে, এখন তাঁহার ক্বলব 'মোজাল্লা' তথা ময়লামুক্ত, নূর ও কামালাতের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং নফ্ছের

এছলাহ্ ও পরিমার্জনে সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহাকে খেলাফতে বিভূষিত করিলেন। মাওলানা বলিলেন, হযরত, আমি ত এখন পর্যন্ত মুরীদও হই নাই, অথচ, আপনি আমাকে খেলাফত প্রদান করিতেছেন ? হযরত থানবী বলিলেন, নফ্সের এছলাহ্ ফরয। (এবং তরীকতের মধ্যে এই ফরযই সর্বোচ্চ বড় কাজ।) আপনি সেই ফরয আঞ্জাম দিয়াছেন। আর বায়আত হওয়া ত সুন্নত। চলুন, এখন বায়আতও করিয়া নিই। অতঃপর তাঁহাকে বায়আত করিয়া নেন। ফলে, মাওলানা খেলাফত পাইয়াছেন আগে, আর মুরীদ হইয়াছেন পরে। বুঝা গেল, নফ্সের এছলাহ্ ফরয, যেভাবে নামায ফরয, রোযা ফরয। আর ফরয যে সুন্নত-মুস্তাহাব অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য, তাহা ত সুস্পষ্ট।

(অবশ্য বায়আত হওয়ার দ্বারা মুরীদ ও শায়খের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পয়দা হয়, শায়খের প্রতি মুরীদের এবং মুরীদের প্রতি শয়খের একটা টান ও মহব্বত পয়দা হইয়া যায়। ইহা যেমন স্বভাবজাত ব্যাপার, অন্যদিকে সুন্নতেরও বরকত। কিন্তু, সুন্নতের উপর আমলের হিম্মত না হইলে অন্ততঃ ফরযের উপর ত এখনই আমল শুরু করি।)

আওলিয়াদের রাস্তাই সিরাতুল-মুস্তাকীম

একবার হযরত থানবী (রঃ) একজন আলেমের সম্মুখে বলিতে ছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন ওলীর সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। মাওলানা সাহেব বলিলেন, আপনি ইহাকে জরুরী ও অবশ্য কর্তব্য বলিতেছেন কোন্ যুক্তিতে ? হযরত বলিলেন, নফ্ছের (তথা ভিতরের কুপ্রবৃত্তির) এছলাহ্ করা ফরয। ইহার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য আল্লাহ্পাক সিরাতুল-মুস্তাকীমের অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছেন। আর স্বয়ং আল্লাহ্পাকই সিরাতুল মুস্তাকীমের পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

আরবী গ্রামারের ফর্মুলা অনুসারে এখানে ছিরাতাল্লাযীনা আন্আম্তা আলাইহিম্ ইহা সিরাতুল-মুস্তাকীমের 'বদ্লুল কুল'। গ্রামারবিদগণের নিকট ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে, বদল্-মুব্দাল মিন্হুর তর্কীবে বদল্ই মাকছূদ হইয়া থাকে। অতএব, সারাবিশ্বের আরবী-গ্রামার বিশারদদের স্বীকৃত ফর্মূলা অনুসারে এই আয়াতের চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট তাফসীর বা অর্থ ইহাই যে, মুন্আম আলাইহিম্ অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের

নেআমত ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত খাস্ বান্দাগণ-এর রাস্তাই সিরাতুল মুস্তাকীম অর্থাৎ ইহাই আল্লাহ্কে পাওয়ার ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বরকম বক্রতামুক্ত সরল সোজা রাস্তা। আবার স্বয়ং আল্লাহ্পাকই অন্য আয়াতে 'মুন্আম আলাইহিম'-এর ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছেন যে, ইহারা হইতেছেন নবীগণ, ছিদ্দীকীন, শহীদগণ ও ছালেহীন।

ফলকথা এই দাঁড়াইল যে, আল্লাহ্ওয়ালাদের রাস্তাই আল্লাহ্কে পাওয়ার রাস্তা এবং ইহাই সিরাতুল্-মুস্তাকীম। অতএব, মুন্আম আলাইহিম্ তথা আল্লাহ্ওয়ালাদের হাত ধরার দ্বারাই অর্থাৎ কোন আল্লাহ্ওয়ালার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার হেদায়াত ও পরামর্শের আলোকে জীবন গড়ার দ্বারাই আল্লাহ্কে পাওয়ার পথ অতিক্রম হইবে। কোন ওলীআল্লাহ্র দ্বারাই নফ্ছের এছ্লাহ্ হইবে, প্রকৃত হেদায়াত নসীব হইবে। এই সিরাতুল-মুস্তাকীম ধরিয়া হাটিয়া হাটিয়া সোজাসুজি পরম আরাধ্য আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিবে।

আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ওয়ালার সহিত সম্পর্ক

হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব (রঃ) তাহাই বলিয়াছেন তাঁহার এই ছন্দের মধ্যে ঃ

ان سے ملنے کی هے یهی اك راه'
ملنے والوں سے راه پیدا کر

মাওলার সনে মিল্তে কি তুই
চাহিস্ বন্ধু, বল?
মাওলাপ্রাপ্ত কোন ওলীর
হাত ধরিয়া চল।
তাহার সনে প্রেম করিবার
একটি মাত্র পথ,
প্রেমিক সনে প্রেম করিয়া
মিট্বে মনোরথ।

অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ

انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے
وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانیوالے

যাহারা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহারা তাহাকে পাইয়াই যায়। সত্য কথা এই যে, যাহারা তাহাকে পাইবে, যাহারা পরমপ্রিয় মাওলা পর্যন্ত পৌঁছিবে, তাহারাই তাহার তালাশে লাগিয়া যায়।

বন্ধুগণ, আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য প্রথম কাজ হইল কোন আল্লাহ্ওয়ালার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, হে মানুষ, গুনাহ্ করিতে করিতে আর আল্লাহ্কে ভুলিয়া গাফ্লতের জিন্দেগীতে ডুবিয়া থাকিতে থাকিতে তোমাদের রূহানিয়ত বা রূহের তাকত কমজোর হইয়া গিয়াছে। তোমাদের রূহ্ নফ্ছের সহিত যুদ্ধের কাজে খরগোশে পরিণত হইয়াছে। আর পাপের খোরাক খাওয়াইতে খাওয়াইতে নফ্ছকে পরিণত করিয়াছ ব্যাঘ্রে। খরগোশ কখনও বাঘ শিকার করিতে পারে না। লড়াই করিয়া বাঘকে হারাইয়া জয়ের মহা সম্মান অর্জন করা হীনবল খরগোশের কাজ নয়।

شیر باطن سخرۂ خرگوش نیست

মাওলান রূমী বলেন, দুর্বল ঈমান, দুর্বল রূহানিয়তের ফলে তোমরা খরগোশ হইয়া গিয়াছ। আর নাফরমানীর অজস্র ভিটামিন খাইয়া নফ্ছ বনিয়াছে ব্যাঘ্র। দুর্বল রূহ্ লইয়া নফ্ছ নামক শক্তিধর ব্যাঘ্রের মোকাবিলায় তুমি জয় লাভ করিতে পারিবেনা। তাই, জল্দি কোন আল্লাহ্ওয়ালার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। আল্লাহ্র ওলীর মহা শক্তিশালী রূহের সহিত তোমার দুর্বল রূহের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সবল রূহ্ হইতে দিবারাত তুমি শক্তি সংগ্রহ কর। এভাবে স্বীয় দুর্বল রূহ্কে সবল করিয়া তোল। যাহাতে শত সহস্র সিংহের শক্তিতে নফ্ছের উপর হামলা চালাইয়া তাহাকে কঠোরভাবে পর্যুদস্ত করিয়া ছাড়িতে পার।

ওলীআল্লাহ্র ডানার সঙ্গে উড়

হযরত রূমী (রঃ) বলেন ঃ

ہیں مپر الّا کہ باپرہائے شیخ
تابہ بینی کرّو فرّہائے شیخ

(আল্লাহ্র ওলীর রূহের অসংখ্য শক্তিশালী ডানা থাকে আল্লাহ্পাকের দিকে উড়িবার জন্য।) তুমি নিজে ত উড়িতে পারিবানা। তাই, কোন ওলীআল্লাহ্র ডানার সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা কর। তোমার নফ্ছ্ নামক শুকূনের ডানা দ্বারা উড়িতে চেষ্টা করিওনা। কারণ, শকূন যেমন স্বীয় নোংরা রুচির দরুন পচা মুর্দা লাশ খাওয়ার পাগল, তদ্রূপ, নফ্ছের শকূনও তোমাকে দুনিয়া নামক মরা লাশের দিকে, হারাম ও পাপের দূর্গন্ধপূর্ণ মড়কের দিকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে। তাই, তুমি কোন আল্লাহ্ওয়ালার রূহানী ডানা সমূহের সহিত নিজেকে অতি মযবুত ভাবে বাঁধিয়া লও। কারণ, আল্লাহ্পাকের সহিত গভীর ও নিবিড় প্রেম বন্ধনের ফলশ্রুতিতে সদা তাঁহাদের উর্ধ্বগতি সম্পন্ন আকর্ষণ ও সম্বন্ধ থাকে 'আলমে কুদ্ছ্' অর্থাৎ মানবচোখের অদৃশ্য উর্ধ্ব জগতের সঙ্গে। তুমি যদি মহব্বত, আনুগত্য ও ভক্তি-বিশ্বাসের সুশক্ত রজ্জু দ্বারা নিজের সত্তাকে সেই ওলীআল্লাহ্র রূহের পালকরাজি বা ডানার সহিত কষিয়া বাঁধিয়া দাও, তাহা হইলে তিনি নিজেও যেমন মহা উল্লাসে উড়িয়া আরাধ্য মন্যিলে পৌঁছিবেন, সেই সঙ্গে তোমাকেও তিনি দুনিয়া নামক মরা লাশের মোহ-মায়া, লোভ-লালসা ও সম্পর্ক জাল হইতে মুক্ত করিয়া আপন ডানার সাহায্যে উড়াইয়া লইয়া গিয়া তোমার প্রাণের পরম আরাধ্য, মনমহাজন, মহান আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন।

হে বন্ধু, আরও গভীর মনোযোগ দিয়া শোন, মাওলানা রূমী কী বলেন ?

ہیں مپر اِلّا کہ باپرہائے شیخ

ওলীআল্লাহ্র ডানার সঙ্গে

ডানা বেন্ধে উড়

তাঁহার রূহের নূরের জোরে

আপন ভাগ্য গড়।

মাওলানা বলেন, আল্লাহ্প্রেমিক, আল্লাহ্ওয়ালা মোর্শেদের ডানার সাহায্য ছাড়া উড়িও না। অর্থাৎ কোন ওলীর হেদায়াত ও পরামর্শ ব্যতীত এবং ওলীর রূহানী নূরের-ফয়েয ব্যতীত আল্লাহ্র পথে অগ্রসর হওয়া যে কোন পথিকের জন্যই ভুল ও ব্যর্থ পদক্ষেপ। তাই, আল্লাহ্ওয়ালার ডানার জোরে উড়। তাঁহার অন্তর-আত্মার ডানা সমূহ শকূনপনার কুরুচি হইতে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁহার অতি উচ্চ মানসম্পন্ন ও সুরুচিপূর্ণ আত্মা তোমাকে ধ্বংসশীল-পচনশীল-নাপাক দুনিয়ার উপর পড়িতে

দিবে না। তাঁহার রূহের কী তাকত্, কী শক্তি এবং কত যে বরকত, তাহা তুমি পথে পথে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে।

আল্লাহ্ওয়ালাদের কী যে শান্, কী যে মোবারক জীবন ও অবস্থান, মাওলানা রূমী (রঃ) সেই সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

باز شاهی گشتم و نیکو پیم
فارغ از مردارم وکرگس نیم

শাহ্বায, আমি তাই ত আমার

উন্নত মন, উন্নত রুচি,

নহি মুর্দা ও মড়ক পাগল

উহা তো নোংরা শকুনের রুচি।

তিনি বলেন যে, প্রত্যেক আল্লাহ্র ওলীর আত্মা পরমানন্দে এই ঘোষণাই দিতে থাকে যে, আমি এখন মহান বাদশাহ আল্লাহ্র শাহ্বায পাখী, আমি তার পরম সান্নিধ্য প্রাপ্ত 'মোক্বার্‌রাব্ বান্দা' হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী। আমার উন্নত মন, উন্নত আশা-আকাংখা ও অতি উন্নত রুচি। আমার রুচির গতি মহা পাক্‌যাত আল্লাহ্র প্রতি, তাহার নূর ও তাজাল্লীর প্রতি; তাহার নিবিড় সান্নিধ্য এবং তাহার মহব্বত ও মারেফাতের অকূল সাগরের মধুশরাবের প্রতি। আমি শকূন নই যে, শকূনপনার কুরুচি মিটানোর জন্য পাপের পচা লাশ খুঁজিয়া বেড়াইব, আর দুনিয়ার নোংরা মড়ক ভক্ষণ করিয়া ফিরিব।

সারমর্ম এই যে, মানুষ যখন 'ছাহেবে নেছ্বত' বা ওলীআল্লাহ্ হইয়া যায় তখন তাহার পূর্বেকার নোংরা ও কদাকার স্বভাবগুলি পরিবর্তন হইয়া তাহার মধ্যে স্বচ্ছ-মার্জিত স্বভাব-চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলী পয়দা হয়। দুনিয়ার মোহ-মায়ার শিকল ছিন্ন করিয়া দুনিয়াপ্রেম হইতে সে স্বাধীন হইয়া যায়। এই দৌলত ও এই জিন্দেগী এ্যায়্ছা মোবারক জিন্দেগীওয়ালাদের সোহ্বতের বরকতেই শুধু হাসিল হইয়া থাকে। তাই মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বলেন ঃ রোমের মানুষ আমাকে মৌলবী সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিত। অতঃপর মহান আল্লাহ্প্রেমিক হযরত শামসুদ্দীন তাব্রেযী (রঃ)-এর মাত্র কয়েক দিনের সংসর্গ ও গোলামীর বেদৌলতে

আল্লাহ্পাক রূমীকে কী এক অভূতপূর্ব অক্ষয় সম্মানের অধিকারী করিয়া দিলেন।

مولوی هرگز نشد مولا ئے روم
تا غلام شمس تبریزی نه شد

অর্থ ঃ এক কালের মৌলবী রূমী পরে রোমসম্রাট তথা সমগ্র রোমবাসীর পূজনীয়, মহা माननीय ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছে, যখন সে হযরত শামসুদ্দীন তাব্রেযীর গোলামী কবূল করিয়াছে। আজ সমগ্র রোম, বরং সমগ্র পৃথিবী তাহাকে অতি শ্রদ্ধার সহিত 'মাওলানা রূমী' নামে অভিহিত করে।

মহব্বত পাহাড়কেও পিষিয়া ফেলে

(আল্লাহ্ওয়ালার সাহচর্যের বদৌলতে যেদিন আল্লাহ্র মহব্বত ও প্রেম নসীব হইয়া যায়, সেদিন এক নতুন জীবন ও স্বর্গীয় অধ্যায় শুরু হয়।) মাওলানা রূমী বলেন, যেদিন তোমার অন্তরে আল্লাহ্প্রেমের দৌলত অর্জিত হইবে, সেই দিন দেখিবে ঐ মহাপ্রেমের প্রচণ্ড আঘাতে প্রেমের পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যতসব কঙ্কর ও প্রস্তর সমূহ কিভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

عشق ساید کوه را مانند ریگ
عشق جوشد بحر را مانند دیگ

অর্থ ঃ এশ্ক ও মহব্বত পাহাড়কে পিষিয়া বালু-বালু বানাইয়া দেয়। দ্বীনের পথে, আল্লাহ্র পথে চলিতে মানুষ শত রকমের যেসব মুশকিল, সমস্যা ও বাধাবিপত্তি দেখিতে পায়, এত সব সমস্যা ও বাধাবিপত্তির পাহাড় সে ততক্ষণ পর্যন্তই দেখে যতক্ষণ তাহার অন্তঃকরণে আল্লাহ্পাকের প্রেম- মহব্বত পয়দা না হয়। যেদিন হৃদয়ে প্রবল মহব্বত পয়দা হইয়া মাওলার সহিত প্রেমের গভীর বন্ধনে তুমি আবদ্ধ হইয়া যাইবে, বাধাবিপত্তি ও মুশকিলের তাবৎ পাহাড় সমূহকে তোমার মধ্যকার 'ঐ প্রেম' ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া খান্ খান্ করিয়া দিবে, নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবে। মাওলানা (রঃ) বলেন, আল্লাহ্র মহব্বতের এত বড় শক্তি যে, স্বীয় শক্তির আঘাতে বিশাল সাগরকেও সে তরঙ্গ আর তরঙ্গ বানাইয়া নাচাইতে থাকে কাঁপাইতে থাকে। বল, তোমার-আমার সীনা ও হৃদয় ঐ সাগরের সম্মুখে এমন আর কি চীজ যাহাকে সেই-প্রেম নিজের প্রচণ্ড শক্তির প্রভাবে তরঙ্গায়িত করিতে পারিবে না?

মাওলার দেওয়ানাগণ ব্যতীত সবাই নাবালেগ

আমার দোস্তগণ, অদ্য এখানে আমি 'হুদূদে হরমের' মধ্যে মাওলানা রুমীর সুবিখ্যাত মস্‌নবী শরীফের প্রেমের সবক দোহ্‌রাইতেছি , আওড়াইতেছি। বস্‌, আজ দর্‌সে-মস্‌নবী চলিতেছে, পাশাপাশি মহব্বতের বিভিন্ন মযমূন্‌ও বয়ান হইতেছে। কারণ, মস্‌নবীয়ে-রুমীর একমাত্র উদ্দেশ্যই হইতেছে হৃদয় সমূহে আল্লাহ্‌র মহব্বত ফুঁকিয়া দেওয়া। মাওলানা রুমী বলেন ঃ

خلق اطفال اند جزمست خدا
نیست بالغ جز رهیده ازهوا

"সমস্ত মানুষই অবোধ শিশু ও নাবালেগ, একমাত্র ঐ সমস্ত মানুষ ব্যতীত যাহারা খোদাপ্রেমে মত্ত-মাতোয়ারা, যাহারা খোদাকে পাওয়ার জন্য মস্‌ত্ ও পাগলপারা হইয়া গিয়াছে। একমাত্র ঐ সব লোকই বুদ্ধিমান ও সাবালক বলিয়া গণ্য। কারণ, যে ব্যক্তি মহান বাদশাহ্ আল্লাহ্‌র হুকুম না মানিয়া মনের হুকুম মত চলে, মাওলার গোলামী কবূল না করিয়া কুমন্ত্র ও কুবুদ্ধি দাতা নফ্‌ছের গোলামী বরণ করিয়া নফ্‌ছের শলা-পরামর্শে চলে, এমনতর ব্যক্তিকে কোন ক্রমেই সাবালক বলা চলে না। সে ত নিরেট নাবালক। বুদ্ধিমান ও সাবালক ত সেই ব্যক্তি যে নফ্‌ছের গোলামী বর্জন করিয়া দয়াময় আল্লাহ্‌র গোলামী গ্রহণ করিয়াছে। মনের তাবৎ তন্ত্র-মন্ত্রের কপালে লাথি মারিয়া, মনের দাসত্বের শিকল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সাদরে আল্লাহ্‌র দাসত্বের শিকল পরিয়াছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত নফ্‌ছের খাহেশাত, মনের কুখেয়াল-কুরুচির দ্বারা প্রভাবিত থাকিবে, মন যাহা চাহিল তাহাই করিল, আল্লাহ্‌র ফরমানকে ভূলুণ্ঠিত করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া মনের প্রস্তাবের উপর আমল করিল, নফ্‌ছ্ বিজয়ী আর সে নফ্‌ছের কাছে পরাজিত থাকিল, ইহাতে প্রমাণ হয় যে, তাহার রূহ্ এখনও বালেগ হয় নাই। অর্থাৎ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে নাই, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় নাই। রূহ্ যদি আল্লাহ্‌ওয়ালা হইয়া যায়, সেই রূহ্ নফ্‌ছের উপর বিজয়ী থাকে। ঐ রূহ্ আল্লাহ্‌র হুকুমের সম্মুখে মাথা ঝুকাইয়া দেয়, আর নফ্‌ছ ও উহার কামনা-বাসনাকে দু'পায়ে দলিয়া চরমভাবে ব্যর্থ করিয়া দেয়। তাই, নফ্‌ছের খাহেশাত ও অশুভ মন্ত্র ও চক্রান্ত হইতে যাহারা পাক হয় নাই, তাহারা প্রত্যেকেই নাবালেগ। মওলানা রুমী (রঃ) বলেন ঃ

تا هوا تازه ست ایمان تازه نیست
کیں هوا جز قفل آں دروازه نیست

নফ্ছানী খাহেশাত, কুস্বভাব-কুপ্রবৃত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সবল ও সজীব আছে, নিশ্চয়ই তাহার ঈমান দুর্বল এবং নির্জীব। কারণ, নফ্ছের প্রতিটি কুস্বভাব আল্লাহ্পাকের নৈকট্যের দরজায় এক-একটি তালা স্বরূপ।

নফ্ছ্ পূজারীকে নাবালেগ বলার যুক্তি

মাওলানা রূমী (রঃ) 'নফ্ছ্যিন্দা ও রূহ্মুর্দা' লোকদিগকে যে নাবালেগ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন সেজন্য কেহ যেন তাঁহার প্রতি খামখা ভুল ধারণা ও ভুল উক্তি না করে, তাই তিনি সম্মুখে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়া বলিতেছেন ঃ

هندی و قیچاقی و ترکی وحبش
جمله یك رنگ اند اندر گورخش

দেখ, হিন্দুস্তানী, কায়্চাকী, তুর্কী, হাব্শী প্রভৃতি বিভিন্ন জাত-গোত্রের যত বর্ণের মানুষই তোমরা হওনা কেন, কবরে যাওয়ার পর পৃথক পৃথক রং ও বর্ণ আর থাকে না, সকলেই সেখানে এক ও অভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া যায়।

মনে করুন, এখানে মক্কা শরীফে চারি জন হাজী সাহেব আগমন করিলেন। তম্মধ্যে একজন হিন্দুস্থানী, একজন কায়্চাকী (তুর্কী জাতি হইতে উদ্ভূত একটি ছোট্ট জাতি), একজন তুর্কীস্তানী আর একজন হাব্শী। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বর্ণ। হাবশীরা ত হয় ঘোর কালো বর্ণ। তুর্কীরা হয় লালবর্ণ। হিন্দুস্থানী গোধূম বর্ণ। আর কায়্চাকীরা খানিকটা ফ্যাকাশে বা সাদাটে বর্ণের হইয়া থাকে। এখানে আগমনের পর চারি জনেরই মৃত্যু হইয়া গেল। অতঃপর তাহাদিগকে কাফন পরাইয়া কবরস্থানের মাটির নিচে শোওয়াইয়া দেওয়া হইল। ছয় মাস পর উহাদের প্রত্যেকের কবর খনন করা হইল। বস্, মাটি আর মাটির স্তূপই শুধু দেখিতে পাওয়া গেল। কোথায় তুর্কীর রক্তিম বর্ণ ? কোথায় হাবশীর কৃষ্ণবর্ণ ? কোথায় হিন্দুস্থানীর গোধূম বর্ণ ? আর কোথায় কায়চাকীর শুভ্র বর্ণ ? কিছুই নাই। সবকিছু নিশ্চিহ্ন হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। নফ্ছের মন্ত্রে মজিয়া আল্লাহ্কে ভুলিয়া গিয়া দুনিয়ার রূপ-রঙ ও মোহ-মায়ায় যাহারা ডুবিয়াছিল, কবরের পেটে সোপর্দ হইবার পর অতীত জীবনের বিচারে অদ্য তাহারা অবোধ সাব্যস্ত হইল, নাকি বুদ্ধিমান ? কিংবা যাহারা এই রূপ-রঙের পাগল, তাহারা যদি নাবালেগের মত নাবুঝ্ না হইত, তবে

এই মাটির প্রেমে স্বীয় অমূল্য জীবন ক্ষয় করিত ? এজন্যই মনপূজারী নফ্ছের গোলামদিগকে মাওলানা রূমী নাবালেগ আখ্যা দিয়াছেন।

মাটির উপর মরিয়া মাটি হইও না

আমার বন্ধুগণ, কি হইল যে, তোমরা কতগুলি নিষ্প্রাণ মূর্তির উপর অমূল্য জীবন ক্ষয় করিতেছ ? প্রকৃতপক্ষে এসবকিছুই হইতেছে মাটি, যে মাটির উপর আল্লাহ্পাক কিছু রূপ-লাবণ্য লেপিয়া দিয়া সুন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া দিয়াছেন। আমাদের প্রতি মাওলানা রূমীর অপরিশোধনীয় এহ্সান যে, আমাদের মহা কল্যাণের আকাংখায় বিষয়টিকে তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। বলিতেছেন ঃ

این شراب و این کباب واین شکر
خاك رنگین ست و نقشین اے پسر

প্রিয় বৎসরা, শোন, লোভনীয় এই শরাব, কাবাব, গুড়, চিনি ইত্যাদি মূলতঃ এই সবই হইতেছে মাটি। আল্লাহ্পাক ইহাদিগকে নানাহ ক্ষণস্থায়ী স্বাদ, গন্ধ ও রূপের দ্বারা অল্পদিনের জন্য রঙ্গীন ও মোহনীয় করিয়া রাখিয়াছেন। মাটিকে তিনি যথেচ্ছা রূপ দানে সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ কোন মাটিকে তিনি কাবাব করিয়াছেন, আর কোন মাটিকে শরাব। অনুরূপ কোন মাটিকে তিনি মানুষ করিয়াছেন, কোন মাটির দ্বারা অন্য আর এক মানুষ বানাইয়াছেন। ঐ মাটির মূর্তির মধ্যে কিছু রূপ-সৌন্দর্য ছিটাইয়া দিয়াছেন। বিবেকস্বল্প মানুষ ঐ ছিটা-ফোঁটাকেই মহা কাম্য ও পরম আরাধ্য বানাইয়া কী চমৎকার মেধা ও বুদ্ধিরই না পরিচয় পেশ করিতেছে ! হে মানুষ, সুন্দর-মনোহর যাহা কিছু দেখিতেছ, সত্য সত্যই উহা মাটির উপাদানেই তৈরি বস্তু । হে বন্ধু, এই সত্যকে তোমার হৃদয়ের মধ্যে বসাও।

از خمیرے شیر و اشترمی پژند
کودکاں ازحرص اوکف می زنند

হযরত রূমী বলেন, তোমরা কি দেখ নাই যে, অনেক মায়েরা আটা গুলিয়া উহার খামীর দ্বারা উট-বাঘ ইত্যাদি তৈয়ার করে। ইহা দেখিয়া অবোধ শিশুরা বলিতে শুরু করে যে, আম্মা, এই উট আমার, এই বাঘ আমার, ইহা আমি নিব। আর এক শিশু প্রতিবাদ জানাইয়া বলে, না, তা হইবে না, ইহা আমার, ইহা আমি

নিব। এভাবে আটার তৈরী উট ও বাঘ লইয়া শিশুদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। অতঃপর বলেন ঃ

شیر و اشتر ناں شود اندر دہاں
ایں مگر ناید بہ فہم کودکاں

মজার এই বাঘ ও উট তো বাঘ ও উট নহে। আকৃতিতে বাঘ-উট দেখিলেও আসলে উহা রুটি। শিশুদের অবোধ মনের সেদিকে কোন খেয়ালই যাইতেছে না। তাই ত তাহাদের মধ্যে এহেন লড়াই। মুখের মধ্যে গিয়া ইহা না বাঘ থাকিবে, না উট থাকিবে। বরং রুটি হইয়া যাইবে। নাবালকেরা তাহা বুঝিতে না পারায় পরস্পর ঝগড়া পর্যন্ত করিতেছে।

মাওলানা বলেন, আমার এ দৃষ্টান্ত পার্থিব মোহে বিভোর জগদ্বাসীকে অবোধ ও নাবালক শিশু বলিয়াই ত প্রমাণ করিতেছে। কারণ, হে জগদ্বাসী, হৃদয়ের কান পাতিয়া রুমীর কথা শোন এবং বোঝ। তোমাদের অবস্থা কি ঐ শিশুদের মতই নয়? নিশ্চয়ই। অবশ্যই। কারণ, তোমরা নারীর পাগল, গাড়ীর পাগল, ধনের পাগল, সন্তানের পাগল, দালানকোঠার পাগল। তোমাদের হৃদয়মন এইসব কিছুর প্রতি মোহান্বিত। ইহাদের প্রেমে অন্ধ। অথচ, এই নারী মাটির, গাড়ীও মাটির, দালানকোঠা মাটির, সন্তান-সন্ততি, পোলাউ, বিরিয়ানী সবই মাটির। মাটির উপর নানাহ রূপ-আকৃতি অংকন করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কবরে যাওয়ার পর সবই মাটি হইয়া যাইবে।

উপরন্তু একদিন তোমাকে এই সবকিছুই ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যেই বস্তু হইতে তোমাকে বিচ্ছিন্ন হইতেই হইবে, উহার সহিত বেশী আঠালো সম্বন্ধ না গাঁথাই ত উচিত। তাহাই ত খুব যুক্তিযুক্ত। যেমন, কোন সরকারী কাগজপত্র যদি মক্কা শরীফ হইতে রাজধানী রিয়াদে পাঠাইতে হয় তবে বড় একটা খামের মধ্যে পুরিয়া হালকাভাবে আঠা লাগাইয়া সাঁটিয়া দেওয়া হইবে যাহাতে খুলিবার সময় কোন ঝামেলা বা জটিলতা না হয়। কারণ, অচিরেই ইহা খুলিতে হইবে। তদ্রূপ, যেই দুনিয়া হইতে আমাদিগকে জুদা ও আলাদা হইতেই হইবে সেই দুনিয়ার সহিত সম্পর্কের গাঢ় আঠা দ্বারা শক্তভাবে সাঁটিয়া যাওয়া তো অনুচিত ও অযৌক্তিক। অর্থাৎ হৃদয়ের সম্বন্ধ দুনিয়ার ও দুনিয়ার যে কোন বস্তুর সহিত হালকা ও মামূলী ধরনের হওয়া উচিত। আর আল্লাহ্পাকের সহিত হৃদয়ের যোগসূত্র খুবই গাঢ় ও গভীরতর হওয়া উচিত। অতি গাঢ় সম্বন্ধের আঠা দ্বারা একমাত্র মাওলাপাকের

যাতের সঙ্গেই খুব সুশক্তভাবে সাঁটিয়া যাওয়া উচিত। কারণ, মাওলার 'সম্বন্ধ' হইতে কশ্মিনকালেও আলাদা হওয়া যাইবে না। উপরন্তু, যেই সম্পর্ক আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক গড়নে বাঁধা, সেই সম্বন্ধকে ছেদন করাই ত বান্দার চরিত্র হওয়া চাই। ভদ্র বান্দার ইহাই ত পরিচয়।

কেল্লার উপর হামলা ও পঞ্চনদী অবরোধ

এই মর্মেই মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) এক চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হে মানুষ, তোমরা ঐ বাদশার মত বোকামী করিওনা যে বাদশা তাহার কেল্লার বাহির হইতে কেল্লার অভ্যন্তরে তার সাধের 'সুস্বাদু সম্পদ' আমদানীর সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ বাহিরের লাইন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে অতি প্রয়োজনীয় এই সম্পদ লাভের জন্য কেল্লার অভ্যন্তরে কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। অর্থাৎ জনৈক বাদশাহ সংযোগ খাল খনন করাইয়া পাঁচটি দরিয়া হইতে শাহী কেল্লার ভিতরে পানি প্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কেল্লার মধ্যে কোথাও পানির একটি কূয়াও ছিল না। একদা উযীর বলিলেন, হুযূর, কেল্লার ভিতরে একটি কূয়া খনন করাইয়া নিন। বিপদ-মুহূর্তে কেল্লার মধ্যকার একটি লোনা পানির কূয়াও বিরাট উপকারে আসিবে। অমুক দুশমন বাদশাহ যদি আক্রমণ করিয়া বসে, তবে পাঁচ দরিয়ার সংযোগ-মুখই সে বন্ধ করিয়া দিবে। ঐ দুঃসময়ে কেল্লার একটি লোনা পানির কূয়ার দ্বারা অন্ততঃ জীবন রক্ষার তো ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

বাদশা বলিলেন, উযীর, তোমার কথা শুনিয়া মনে হয়, নিশ্চয় তুমি কোন মোল্লা-মৌলবীর সংস্রবে উঠাবসা করিতেছ। আর সেজন্যই কিনা মোল্লাদের মত পরিণাম-পরিণতির জন্য অগ্রিম চিন্তা-ভাবনা ও অগ্রিম প্রস্তুতির ধান্দায় পড়িয়াছ। উযীর, মোল্লাদের কথা তুমি বাদ দাও।

آج تو عیش سے گذرتی ہے
عاقبت کی خبر خدا جانے

"আমরা বুঝি নগদ সুখ, নগদ সুখের চিন্তা-ভাবনা ও তাহার ব্যবস্থাপনা। পরিণামের খবর আল্লাহ্ই ভালো জানেন। উহার জন্য অগ্রিম ভাবনা নিষ্প্রয়োজন।"

কিন্তু হায়! ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! সত্য সত্যই ঐ দুশমন রাজা একদা ঐ বাদশার কেল্লার উপর আক্রমণ অভিযান চালাইয়া বসিল। এবং এই তথ্যও সে

সংগ্রহ করিয়াছিল যে, কেল্লার অভ্যন্তরে পানির কোন ব্যবস্থা নাই। তাই, মোক্ষম রণকৌশল বুঝিয়া পঞ্চ দরিয়ার সব কয়টির পথই সে বন্ধ করিয়া দিল। 'পরিণামে' পানিবিহীন অবরুদ্ধ কেল্লার মধ্যে বাদশাহ ও শাহ্জাদাগণ সহ সকলেই পিপাসার আগুনে জ্বলিয়া ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল।

মাওলানা রূমী বলেন, অনুরূপভাবে তোমাদের দেহের কেল্লার মধ্যে স্বাদ-লয্যত বলিতে কিছু নাই। তোমরা এই দেহরূপী কেল্লার বহির্ভাগস্থ পঞ্চ দরিয়ার মাধ্যমে এই কেল্লার ভিতরে বিভিন্ন রকমের মজা আমদানী করিতেছ। চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া দেখিয়া লয্যত হাসিল কর। এই দরিয়ার নাম দৃষ্টি শক্তি। আবার কানের পথে গান-গীবত ও ইত্যাকার নিষিদ্ধ বিষয়াদি শুনিয়া শুনিয়া হৃদয়-মনকে খুব মজা চাখাও। এই দরিয়ার নাম শ্রবণশক্তি। নাকের দ্বারা শুঁকিয়া শুঁকিয়াও মনের মধ্যে নানাহ ঘ্রাণজ বস্তুর স্বাদ পরিবেশন কর। এই দরিয়ার নাম আঘ্রাণ শক্তি। আবার এমনও কিছু জিনিস আছে যাহার সহিত দেহের স্পর্শন ও ঘর্ষণের সাহায্যে মজা লও এবং পুলকিত হও। ইহার নাম স্পর্শন শক্তি (বা ত্বক)। তদ্রূপ, বহু জিনিস আছে যে, ঠোঁট কিংবা জিহ্বার দ্বারা চাটিয়া-চুষিয়া উহার স্বাদ আস্বাদন করা হয়। ইহার নাম আস্বাদন শক্তি।

এই পঞ্চইন্দ্রিয় বা পঞ্চনদীর সাহায্যে মনের মধ্যে আমরা কত রকম মজা ও আনন্দ আমদানী করি। কত না লয্যত উপভোগ করি। যে যত বড় আমীর বা কোটিপতিই হউকনা কেন, এই পাঁচ রাস্তা ছাড়া আর কোন পথ নাই যাহার মাধ্যমে নফ্ছের মুখে লয্যত পৌছানো যায়। কোটিপতি, আরবপতি, বাদশা, ভিখারী, সবল, দুর্বল সকলে এই পঞ্চপথে নফ্সের মধ্যে মজা আমদানী করে। ইহা ভিন্ন আর কোন পথ নাই যদ্দ্বারা দুনিয়ার লয্যত নফ্ছের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

আর কতদিন এই মজা চাখিবে ?

মাওলানা রূমী বলেন, হে মানুষ, আর কতক্ষণ, আর কতদিন তুমি দুনিয়ার লয্যত এই পঞ্চপথে নফ্ছকে চাখাইতে থাকিবে ? এই উল্লাস ও উম্মাদনা আর কতদিন চলিবে ? অতিশীঘ্রই এক দিন হ্যরত আযরাঈল (আঃ) আসিয়া হাযির হইবেন। তখন তোমার মজা আমদানীর এই পঞ্চপথের উপর কঠোর প্রহরা ও কার্ফ্যু জারী করা হইবে। চক্ষুর উপর কার্ফ্যু, নাকের উপর কার্ফ্যু, কানের উপর কার্ফ্যু, জিহ্বা ও ত্বক বা স্পর্শনেন্দ্রিয়ের উপরও কার্ফ্যু লাগিয়া যাইবে। খোদায়ী প্রহরীর সেই কঠোর প্রহরা লংঘন করিতে পারে, কাহার এমন শক্তি ? ছেলেমেয়েরা

আসিয়া বেদনাকাতর স্বরে ডাক দিয়া বলিবে, আব্বা, ও আব্বা, আম্মা ও আম্মা, এই যে আমি। আমার দিকে একটু তাকান। কিন্তু না, কিছুই সে আর দেখিতে পাইতেছেনা। চক্ষু মেলিয়া আছে। মনে হয় সে দেখিতেছে। কিন্তু, দেখার শক্তি তার রহিত হইয়া গিয়াছে। যেই পঞ্চপথের যথেচ্ছা ব্যবহার দ্বারা নিজেকে অতি বেপরোয়া করিয়া তুলিয়াছিল, আজ কোন এক বড় শক্তিধর বাদশাহ্ সেই পঞ্চপথকে বন্ধ ও স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। জজ আকবর এলাহাবাদী এ মর্মে বলিতেছেন ঃ

قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر

کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتیں

প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার পর হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ঠোঁট, জিহ্বা সবকিছু বহাল থাকা সত্ত্বেও সর্ব অঙ্গ, সব ইন্দ্রিয়ই নিষ্ক্রিয় ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। মৃত মানুষটিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিলেও তাহার দেখার শক্তি কিন্তু নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

মৃত্যুর কাছে শক্তি-স্বপ্ন
বিচূর্ণ, সবি মিছু,
মেলিয়া ত আছে চক্ষু যুগল,
দেখেনা তবু যে কিছু।

মৃত্যুর মোরাকাবা কর

বন্ধুগণ, এমন একদিন তোমার-আমার সম্মুখেও ত আসিবে ? কাজেই সেই মুহূর্ত আসার আগেই সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী, সকল শক্তি, স্বাদ ও দাপট বিচূর্ণকারী ঐ মৃত্যুকে খুব স্মরণ কর।

মোরাকাবা কর, ধ্যান কর যে, মালাকুল-মউত্ আমার প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে। আমার চক্ষুযুগল মেলিয়া আছে, কিন্তু আমি কিছুই দেখিনা। দেখিতে পারিনা। প্রিয়তমা স্ত্রী ও অতি আদরের দুলাল-দুলালীরা সামনে আসিয়া আমাকে দেখিতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে যে, একটিবারই অন্ততঃ আমার দিকে তাকাও। কিন্তু, হায়, কিভাবে দেখিব ? যিনি চক্ষু বানাইয়াছেন, আজ তিনি দেখার শক্তি কাড়িয়া

লইয়াছেন। বাক্সের মধ্যে নোটের প্যাকেট সমূহ স্তূপীকৃত হইয়া আছে। আমার প্রতি যাহারা খুব সালাম-শ্রদ্ধা নিবেদন করিত কিংবা হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা উপহার দিত, তাহারাও কাছেই দণ্ডায়মান আছে। কিন্তু হায়! এসব আজ আমার কোন্ কাজে আসিবে? কী লাভ, কী আরাম আমার এই মুহূর্তে ইহাদের দ্বারা? হে বন্ধু! সময় থাকিতে ভাবো এবং কিছু করার থাকিলে এখনই কর। কিছু করার সময় এবং সতর্ক হওয়ার সময় তখন নয়, বরং এখন।

বহু লোক আছে যাহারা সম্মানের মোহে কিংবা পদের লিপ্সায় পড়িয়া আল্লাহ্কে ভুলিয়া আছে। মোহগ্রস্থ মন তাকে আল্লাহ্কে পাওয়ার পথে হাটিতে দেয় না, আল্লাহ্ওয়ালাদের নিকট যাইতে, বসিতে বা নত হইতে দেয় না। আল্লাহ্কে ঐ পরিমাণ স্মরণ করে না যেই পরিমাণ স্মরণ করিলে আল্লাহ্পাক তাকে বেলায়েতের মাকাম দান করিয়া নিজের খাছ দোস্ত রূপে গ্রহণ করিতেন। আল্লাহ্পাকের সহিত হালকা-মামুলী দৃস্তী এবং ঢিলাঢালা সম্পর্কের উপরই সে সন্তুষ্ট ছিল। মৃত্যুর মুহূর্তে তাহার প্রতি প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্র সহিত এরূপ আচরণ কি তোমার উচিত ছিল? তুমিই বিচার কর, তুমিই রায় দাও। হায়, যাহার সহিত গাঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা তোমার কর্তব্য ছিল, তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছ ঢিলা? আর যাহা কিছুর সহিত হালকা-পাতলা সম্পর্কই কর্তব্য ছিল, তাহাদের সহিত সম্পর্ক গড়িয়াছ খুব গাঢ়? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিঊন, কী সর্বনাশা কথা? কী অপরিণামদর্শীতা?

হযরত ইমাম গাযযালী (রঃ) এর উপদেশ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাযযালী (রঃ) বলেন ঃ

أَرَى الْمُلُوكَ بِأَدْنَى الدِّيْنِ قَدْ قَنِعُوْا
وَمَا أَرَاهُمْ رَضُوْا بِالْعَيْشِ بِالدُّوْنِ

"জীবন ভরিয়া এই ত দেখিলাম যে, আমীর-উমারা ও রাজা-বাদশারা অল্প একটু দ্বীনদারী লইয়াই খুব তুষ্ট। দ্বীনের সঙ্গে, আল্লাহ্র সঙ্গে মামূলী সম্পর্কই সেখানে বড় কিছু এবং যথেষ্ট। কিন্তু, সামান্য দুনিয়া লইয়াই, পার্থিব সুখ-সম্মানের সামান্য সামান, সামান্য একটু পরিমাণের উপরই তাহারা খুব সন্তুষ্ট, আজন্ম আমি এমন ত কখনও দেখিলাম না।"

আমার বন্ধুগণ, আল্লাহ্র সহিত সামান্য মহব্বত ও মামূলী ধরনের সম্পর্কের উপরই সন্তুষ্ট থাকা, অথচ, আসল বাড়ীঘর— যেখানে আমাদিগকে চিরকাল

থাকিতে হইবে, সেই পরকালের জন্য টুটা-ফুটা নামায, টুটা-ফুটা এবাদত-বন্দেগীর উপর সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকা ? হায়, কী শক্ত নাদানী ইহা ? উহারা বলেও যে, কোন রকম দুই চারি রাক্‌আত পড়িতেছি, সেজ্‌দা নামে দুই-চারিটি টক্কর মারিতেছি, বস্‌, এতটুকুই যথেষ্ট আমাদের জন্য। আমার বন্ধু ! যেই দেশে তোমাকে অনন্তকাল ধরিয়া বসবাস করিতে হইবে, সেই দেশের ব্যাপারে তোমার এই আচরণ ? সেই পরকালের প্রতি তোমার এই উক্তি ?

মাওলানা রুমীর বিগলিত প্রাণের নসীহত
(মৃত্যু কালীন করুণ হালতের মোরাকাবা)

মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন, হে মানুষ, যেই ভুল তুমি করিতেছ, সেজন্য অচিরেই তোমাকে আক্ষেপ করিতে হইবে। যে পঞ্চনদী বা পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি তোমার মনের কামনা-বাসনা পূরণ করিতেছ, মৃত্যুকালে তোমার ঐ পঞ্চশক্তি ধ্বংস হইয়া যাইবে। কান ত আছে, কিন্তু ছোট্ট শিশু 'আব্বা আব্বা' বলিয়া যতই ডাকিতেছে, আব্বা তাহা আদৌ শুনিতেছেন না। বিবি বলিতেছে, আহারে, আমার প্রাণাধিক প্রিয় স্বামী ! স্ত্রীর ঐ করুণ আর্তনাদ স্বামীর কানে ঢুকিতেছেনা। কোন প্রিয়জন বলিতে লাগিল, আহা, শামী কাবাব তোমার দারুণ পছন্দের জিনিস ছিল। নাও, এক-দুইটা কাবাবই না হয় খাইয়া দেখ। কিন্তু, হায় রসনা আজ কোন স্বাদ চিনেনা, মজা বুঝে না। মৃতের জিহ্বার উপর মজাদার শামী কাবাব কিংবা মুরগীর গোশত রাখিয়া দেখ না ? কোনই সাড়া মিলিবে না। কারণ, জিহ্বা আজ স্বাদ আস্বাদনে অক্ষম। খাদেম বলিল, হুযূর, এই যে আপনার সেই রিয়ালের প্যাকেট যাহার গণনায় ডুবিয়া আপনি হরম শরীফের জামাত পর্যন্ত ছাড়িয়া দিতেন। কারণ, আপনার আমদানী ছিল বিপুল অংকের। মৃতের হস্তদ্বয়ে আঙ্গুল সমূহ যথারীতি বিদ্যমান। কিন্তু হায়, ছুঁইবার শক্তিও তার নাই। এবার আতর আনিয়া পেশ কর। কিন্তু হায়, শুঁকিবার শক্তিও তো খতম। সবকিছু আজ নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, নিস্তেজ এবং নিথর।

বস্‌, প্রতিদিন বারংবার এই মোরাকাবা করুন। দেখুন না, জিন্দেগীর মোড় ঘুরিয়া দুনিয়ার ক্ষয়িষ্ণু লয্‌যতের বদলে দয়াময় মাওলার মহব্বতের চিরস্থায়ী লয্‌যত ও চিরস্থায়ী দৌলত নসীব হইয়া যায় কিনা ?

পরম আনন্দের সময় ও চিরস্থায়ী চেরাগ

আমার ভাই, কদম ত রাখিয়া দেখুন। আমার বন্ধুগণ, দুনিয়ার তামাম স্বাদ ও আনন্দের সকল পথই যেদিন রুদ্ধ হইয়া গেল, মাওলার সহিত প্রেমের সম্পর্ক যদি গড়িয়া থাকেন, হৃদয়ে মাওলার মহব্বতের দৌলত যদি অর্জন করিয়া থাকেন, সেদিন একমাত্র ঐ সম্পদই আপনার কাজে আসিবে। ক্ষয়-লয়ের এ স্বল্পক্ষণিক দুনিয়ার জিন্দেগীর পথে-পথে ও দিনে-রাতে যাহারা মাওলাকে খুব প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছে, বেশী বেশী স্মরণ করিয়া ও বন্দেগী করিয়া যাহারা তাহাকে খুব খুশী করিয়া দিয়াছে, হে বন্ধু, শোন, পার্থিব আনন্দ বর্জিত এই সকল বান্দাদের তখন আক্ষেপ ও অনুতাপের নয় বরং পরম আনন্দের সময়। মাওলার প্রেমের ডোরে আবদ্ধ হইয়া মোহময় দুনিয়ার জীবনে ইহারা নাফরমানী ও পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিয়াছে। ফলে, ইহাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের চেরাগ যখন নিভিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের জন্য আলোকোজ্জ্বল এক চিরস্থায়ী চেরাগ জ্বলিয়া উঠে যাহার নূর কবরে, হাশরে, পুলসিরাতে, জান্নাতে সর্বত্র তাহাদের সঙ্গে থাকে।

হৃদয়ে প্রেম-সিংহাসন

আমার প্রিয় বন্ধুগণ, তাই বলি, কলবের মধ্যে সেই দৌলত অর্জন করুন, যেই দৌলতের অধিকারী ছিল শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছে-দেহলবীর মত মহান ওলীর মহান হৃদয়। তিনি বলেন ঃ

دلے دارم جواھر پارۂ عشق ست تحویلش
کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کہ من دارم

মম এ হৃদয়ের আসন
পূর্ণ তাতে হীরা-কাঞ্চন,
সে যে মাওলার প্রেম-সিংহাসন,
প্রেমের হীরা, প্রেমের কাঞ্চন।
এ আকাশের নীচে আমার মতন
মহাজন বলো, আর কোন্ মহাজন ?

তিনি বলেন, হে দুনিয়াবাসী, ওলীউল্লাহ্র সীনার মধ্যে এমন একটা হৃদয় আছে

যাহা আল্লাহ্‌পাকের প্রেম-মহব্বতের মণিমুক্তায় পরিপূর্ণ। বল, এই আসমানের নীচে কোন্ আমীর কিংবা কোন্ বাদশা আছে যে ওলীউল্লাহ্‌র এহেন দৌলতের মোকাবিলা করিতে পারে ?

বন্ধুগণ, তাঁহার এই ঘোষণার রহস্য কি ? রহস্য এই যে, আল্লাহ্‌র ওলীরা যখন এই দুনিয়া হইতে বিদায় হন, আত্মায় করিয়া তাঁহারা আল্লাহ্‌র মহব্বতের দৌলত সঙ্গে লইয়া যান। আর দুনিয়াদার লোক সে যদি বাদশাও হয়, বিদায়লগ্নে ধন-সম্পদ, রাজসিংহাসন, রাজমুকুট সবকিছু মাটির উপর রাখিয়াই সে খালি হাতে মাটির নীচে চলিয়া যায়। তাই ত হযরত শায়েখ সা'দী শীরাযী (রঃ) বলেন—

چو آهنگ رفتن کند جان پاك
چه برتخت مردن چه برروئے خاك

রূহ্ যখন বাহির হইতে শুরু করে, তখন তুমি মাটির বিছানায় মর কিংবা রাজসিংহাসনে মর— সবই সমান। মিস্‌কীনের মাটির বিছানা আর রাজার রাজসিংহাসনে তখন কি ব্যবধান ? কবরের যাত্রী মিস্‌কীন ও বাদশা তখন বিল্‌কুল বরাবর।

কবরে শায়িত ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান

আমার এক বন্ধু আছেন যিনি বর্তমানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা। তিনি আমাকে বলিতেছিলেন যে, আইয়ুব খান যখন ফিল্ড মার্শাল ছিলেন, ঐ সময় একবার তিনি আমাকে দাওয়াতনামা পাঠাইলেন। সেমতে আমি রাজধানী ইসলামাবাদে পৌঁছিলাম। দেখিলাম, কত না মিলিটারী সেখানে অতন্দ্রপ্রহরী রূপে নিযুক্ত। যখন প্রেসিডেন্টের ভবনে প্রবেশ করিলাম, তখন আইয়ুব খানের শান্-শওকত ও প্রতিপত্তিশীল চেহারা দেখিয়া ভয়ে আমার দেহ খানিকটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু হায়! মৃত্যুর পর যখন হরিপুরস্থ তাঁহার কাঁচা কবর যিয়ারত করিতে গেলাম তখন আর কোনক্রমেই আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইয়া আল্লাহ্, ইনিই সেই মহা প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট ? ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ? যাঁহার প্রতি অভিবাদন জ্ঞাপনের জন্য ২১ বার তোপধ্বনি করা হইত ? ইনিই সেই ফিল্ড মার্শাল যাহার সামরিক উর্দী দেখিয়া মানুষ কম্পিত ও আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িত

? সেই লৌহমানব ইনি ? যাহার জন্য করাচীর সড়ক সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত ? হাজার হাজার মিলিটারী যাহার দেহের চতুর্দিকে গার্ড থাকিত ? লক্ষ লক্ষ কীড়া আজ টানিয়া-ছিঁড়িয়া তাহার দেহ ভক্ষণ করিতেছে। মাটির বিছানায় শোওয়া অসহায় ফিল্ড মার্শালের ঐ কবর দেখিয়া হুযূর, আমি আর আমার কান্না রাখিতে পারি নাই।

ব্যথিত হৃদয়ের আহ্বান

হায়, এই দুনিয়া দিল্ লাগানোর উপযুক্ত নয়। আমরা এখানে এজন্য আসিয়াছি যে, আল্লাহ্ওয়ালা হইয়া এখান হইতে যাইব। আমার দোস্তগণ, প্রিয় ভাইগণ, আপনাদেরকে আমি কিরূপে বুঝাইয়া দিব যে, দুনিয়া কেমন চীজ ? অসংখ্য বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মিনতি ভরিয়া অনুরোধ করি, আল্লাহ্র ওয়াস্তে এই দুনিয়ার প্রতি মন লাগাইবেন না। উহাতে মজিবেন না। কোন খোদা-প্রেমিক ওলীআল্লাহ্র নিকট গিয়া আল্লাহ্র সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন করুন। কিভাবে তাহাকে মহব্বত করিতে হয়, ভালবাসিতে হয় তাহা শিখিয়া লউন। আমার ভাই, উহাই কাজের জিনিস। বড়ই কাজের জিনিস। বড়ই দরকারী জিনিস। আমার ব্যথিত হৃদয়ের কথা কি আপনারা রাখিবেন ? প্রিয়বন্ধুগণ ! দুনিয়ার সঙ্গে নয়, আল্লাহ্র সঙ্গে প্রেমের সূতা দিয়া নিজেকে গাঁথুন।

ওলী হওয়ার সমস্ত দুয়ার খোলা

আমি দৃপ্তকণ্ঠে আবার ঘাষণা করিতেছি, ওলীআল্লাহ্ হওয়ার সমস্ত দুয়ার আজও খোলা আছে। আজও আমরা আছ্লাফের নাম রওশন করিতে পারি। আজও আমরা আমাদের মহান বুযুর্গানের অতীত স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি। শর্ত হইল, হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্মদ ছাহেব (রঃ)-এর একটি নসীহতের উপর আমাদিগকে আমল করিতে হইবে। তাহা আমি একটু পরেই তাঁহারই একটি ছন্দের মধ্যে পেশ করিব। বিশেষ করিয়া আলেমদের জন্য ত উহা মহোপকারী, অতি মূল্যবান উপদেশ, যাহার মর্ম এই যে—

হে আলেম সমাজ ! যোগ্যতার জন্য গর্ব করিও না

হে আলেম সমাজ ! নিজের এল্মের উপর কেহ গর্ব-অহংকার করিওনা। নিজের ভাষা ও বাগ্মীতার জন্য গরিমা করিওনা। হয়তবা তুমি কবি, সাহিত্যিক, খুব বড় আরবী ভাষাবিদ, অনর্গল আরবী ভাষণে পারঙ্গম। কিন্তু, হে আলেম সমাজ !

এসব লইয়া কেহ আত্মগর্বে পড়িওনা । ইহা গর্বের বস্তু নয়। বরং কোন আল্লাহওয়ালার গোলামী অবলম্বন করিয়া এল্‌মের গর্ব-গরিমাকে ধূলিস্যাত করিয়া দাও, মাটিতে মিশাইয়া দাও। তারপর দেখ যে, অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বতের কি যে মাধুরী নসীব হইতেছে।

হাকীমুল-উম্মত (রহঃ)-এর অমূল্য বাণী

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল্‌মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলেন ঃ আবূ জাহ্‌লের মত আরবীবাগ্মীতা, আরবী বলার যোগ্যতা তোমার-আমার মধ্যে নাই। আবূ জাহলের মত আরবী কাব্য রচনা বা আবৃত্তির শক্তি তোমার-আমার মধ্যে নাই।

ভাষার অলংকার ও পাণ্ডিত্যের জোরে কেহ খোদাপ্রেমিক হইতে পারে না। খুব আরবী বলিতে পারিলেই ওলীআল্লাহ্ হওয়া যায় না। ওলীআল্লাহ্ যারা হয়, তা হয় ঈমান ও তাক্‌ওয়া হাসিলের দ্বারা।

ইমামে-রব্বানী হযরত গঙ্গুহী কেন গেলেন হযরত হাজী ছাহেবের দরবারে ?

ইমামে-রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গুহী (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হযরত, আপনি বোখারী শরীফের সুবিখ্যাত মুহাদ্দেছ, যমানার উচ্চ চূড়ার আলেম। এত বড় আলেম হইয়াও আপনি কেন গিয়াছিলেন হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব (রঃ)-এর দরবারে ? কি অভাব ছিল আপনার? তিনি বলিলেন, হাজী ছাহেব (রঃ) এর নিকট আমি মাছআলা- মাছায়েল জিজ্ঞাসা করিতে যাই নাই। বরং জ্ঞাত মাছ্‌আলা-মাছায়েলের উপর আমল করার পথে বহু ক্ষেত্রে নফ্‌ছ্ অলসতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করিত। বহুক্ষেত্রে দ্বীনের উপর নফ্‌ছ্ তার নিজস্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিত। সেই বিজয়ী নফ্‌ছকে পরাজিত করিয়া সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের উপর অটল থাকার জিন্দেগী হাসিলের জন্যই সেখানে গিয়াছি। দ্বীন সম্পর্কে যাহা কিছু জানি, সেই জানা কথাগুলির উপর আমলের তাকত বা রূহানী শক্তি সংগ্রহ করিতে গিয়াছি। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, হযরত হাজী ছাহেবের বরকতে নফ্‌ছ আজ পরাজিত। বস্তুতঃ 'আমলের এই শক্তি' অর্জনের জন্যই আমরা হাজী ছাহেবের দরবারে গিয়াছিলাম, এলেম শিখিবার জন্যে নয়। এল্‌মের নেআমত ত আল্লাহ্‌র ফযলে পূর্বেই শিক্ষা করা ছিল।

পরাজিতের সঙ্গে নয়, বরং বিজয়ীর সহিত বন্ধুত্ব কর

মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন, হে পাপে ঘেরা এ পৃথিবীর মানুষ, তোমরা যত বড় বিদ্বান, যত বড় মাওলানাই হও না কেন, নফ্ছের কাছে তুমি অবশ্যই পরাজিত থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আল্লাহ্ওয়ালার সোহ্বত ও সাহচর্য না গ্রহণ কর।

یار مغلوباں مشو ہیں اے غوی
یار غالب جو کہ تا غالب شوی

তিনি বলেন, হে পথহারা মানুষ, নফ্ছের হাতে মার খাওয়া লোকদের সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব করিও না। বরং নফ্ছের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয় অর্জনকারী ওলীআল্লাহ্দের সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব অবলম্বন কর। তাঁহাদের সত্যিকার অনুগামী হও। তাহা হইলে তাঁহাদের বরকতে তুমিও তোমার নফ্ছের বিরুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারিবে এবং দ্বীনের উপর ও এল্মের উপর আমলের শক্তি নসীব হইবে। আর যদি তুমি এমন লোকদের সাহচর্যে থাক যাহারা স্বীয় নফ্ছের কামনা-বাসনার গোলাম ও ক্রীতদাস হইয়া আছে, তবে তুমিও নফছের ক্রীতদাস হইয়াই থাকিবে। কারণ, যে নিজেই ক্রীতদাস, সে আর এক ক্রীতদাসকে আযাদী দান করিবে কিরূপে? এক কয়েদী আর এক কয়েদীকে মুক্ত করিতে পারে না। তবে হাঁ, যে কয়েদী নিজে কয়েদখানা হইতে মুক্ত হইয়াছে, সে অবশ্য বাহিরে আসার পর 'যামিন' হইয়া অন্য বন্দীকে ঐ বন্দীজীবন হইতে মুক্ত করিতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ্র ওলীগণই নফ্ছের কয়েদখানা হইতে মুক্ত। অতএব, সেই মুক্তরাই পারেন অমুক্তদেরকে মুক্ত করিয়া দিতে।

ফযীলতের পাগড়ী বিলীন

কিছু পূর্বে আমি আমাদের মহান বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্মদ ছাহেব (রঃ)-এর নসীহতের ছন্দের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। শুনুন, তিনি বলেনঃ

نہ جانے کیا سے کیا ہوجائے میں کچھ کہ نہیں سکتا
جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں

ডিগ্রীধারী পাগড়ী যদি
বিলীন কর ওলীর পায়ে,
মাওলাপ্রেমের স্বর্ণচূড়ায়
চড়বে তুমি কম সময়ে।

(কোরআন শরীফ হেফয্ করার পর, অনুরূপ মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের পর 'দস্তারে ফযীলত' ('ডিগ্রীর পাগড়ী') নামে সম্মানের পাগড়ী পরাইয়া দেওয়া হয়। মাওলানা (রঃ) বলেন, আলেমগণ যেই দস্তারে ফযীলত-এর জন্য নিজেকে গর্বিত বোধ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের সেই 'দস্তারে ফযীলত'কে যদি কোন আল্লাহ্ওয়ালার 'দস্তারে মহব্বত'-এর মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে পারেন, তখন দেখিবেন, তাঁহাদের কী সম্মান আর কী মর্যাদা নসীব হইয়া যায়। অর্থাৎ যাহেরী এল্ম অর্জন শেষে সম্মান জনক পাগড়ী পরিধান করিলেই সম্মানিত হওয়া যায় না। উহা মনের গর্ব বোধ ছাড়া আর কিছু নয়। হাঁ, সেই আলেম যদি কিছুদিন কোন আল্লাহ্ওয়ালার সোহ্বতে অতিবাহিত করেন,আল্লাহ্ওয়ালার নিকট অবনত হইতে পারেন, তখন তিনি এত বড় সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইবেন যাহা কল্পনা করা যায় না। খোদাপ্রদত্ত সম্মান তখন তাহাকে 'মুকুটবিহীন সম্রাট' বানাইয়া দেয়। (ডিগ্রীধারী পাগড়ীর গর্ব চূর্ণ হইয়া রূহের মস্তকে আল্লাহ্র মহব্বত ও মা'রেফাতের পাগড়ী নসীব হইয়া যাইবে।)

সোহ্বত প্রাপ্ত ও সোহ্বত্হীনের জিন্দেগীর ব্যবধান

হযরত মাওলানা থানবী (রঃ) বলেন, তোমরা এমন দুইজন আলেমকে আমার নিকট পেশ কর যাহাদের মধ্যে একজন কোন আল্লাহ্ওয়ালার জুতা বহন করিয়াছে, তাঁহার সোহ্বত ও তর্বিয়ত পাইয়াছে। অন্যজন কোন ওলীআল্লাহ্র সোহ্বত ও তরবিয়ত পায় নাই। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই দুইজনের মধ্যে কে সোহ্বতপ্রাপ্ত, আর কে সোহ্বতপ্রাপ্ত নয় ? তবে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি বলিয়া দিব যে, ইনি সোহ্বতপ্রাপ্ত, আর ইনি অপ্রাপ্ত।

মুজাহাদাকারী আম্লকীর ইয্যত ও মুজাহাদা ত্যাগী আম্লকীর যিল্লত্

আমি একবার এলাহাবাদে আর একবার মদীনা শরীফে হাজী সুলায়মানের ওখানেও আরয করিয়াছিলাম যে, মনে করুন, একটি বৃক্ষ হইতে দুইটি আমলকী ঝরিয়া পড়িল। কোন হাকীম সেখানে গিয়া বলিল, হে আমলকারীদ্বয়, দ্বয়

কিরূপ আচরণ আমাদের সহিত করা হইবে ? উনি বলিলেন, প্রথমতঃ একটি বড় সুই দ্বারা তোমাদের সর্ব শরীর আমি জর্জরিত করিয়া ফেলিব। এভাবে তোমাদের মধ্যকার কষ ও তিক্ত রসের অংশ আমি বাহির করিয়া ফেলিব। অর্থাৎ প্রথমে আমি তায্কিয়া করিব, বে-মজা বা দোষণীয় অংশ স্খলিত করিয়া দিব। অতঃপর তোমাদেরকে চিনির শীরায় বৈয়ামের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিব। এভাবে সামান্য কষ্টকর এ কয়টি পর্যায় অতিক্রম হইবার পর তোমাদের চাহিদা, দাম ও মর্যাদা এত বাড়িবে যে, হার্টের সমস্যায় আক্রান্ত প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, বড় বড় আলেম, শাইখুল-হাদীছ, মুফ্‌তী-আ'যম প্রভৃতি সকলেই তোমাদিগকে সাদরে ভক্ষণ করিবে। ফলে, তাহাদের হার্ট মযবুত ও শক্তিশালী হইবে।

এই বয়ান শুনিয়া আম্লকীদ্বয়ের একটি এই 'মুজাহাদা' বা কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়া গেল। অপরটি বলিল, জনাব ! একজন মানুষের নিকট এরূপ বশ্যতা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। এই অপমান আমি সহ্য করিব না। হাকীম সাহেব বলিলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি এখানেই পড়িয়া থাক।

ফলে, আপন মনে গর্বিত সেই আমলকীটি গাছের তলায় পড়িয়া রহিল। আস্তে আস্তে সূর্যের প্রখর তাপে উহার সূরত-সীরত, স্বাদ-আকৃতি সব বিকৃত ও বিনষ্ট হইয়া কালো বর্ণ হইয়া গেল।

একদা এক বানিয়া আসিল। ঝাড়ু দ্বারা কুড়াইয়া ঐ আমলকীটিকেও তাহার থলির মধ্যে তুলিয়া লইল। ফিরিয়া গিয়া থলিটিকে তাহার দোকানের এক কোণে ছুঁড়িয়া মারিল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তার কোষ্ঠকাঠিন্যের কথা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কাছে ত্রিফলা আছে ? বানিয়া বলিল, আছে, নাও, এই আমলকি, হরীতকী, বহেড়া— এগুলি নিয়া চূর্ণ করিয়া সেবন কর।

সেদিনের সেই আমলকী আজ টাকায় পাঁচ সের হিসাবে বিক্রি হইল এবং পায়খানার কাঠিন্য দূর করার তথা কঠিনকে তরল করিয়া অতঃপর ঐ তরল পায়খানাকে ঠেলিয়া বাহির করার খেদমত আজ তাহার কপালে জুটিল। মুরব্বীকে অস্বীকার ও এড়াইয়া চলার বদৌলতে সুপ্রিয়-সম্মানীয় মোরব্বা হওয়ার বদলে আজ তাহাকে এই অপমানকর অবস্থান ও অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইল।

এর বিপরীতে যে আমলকীটি দাওয়া প্রস্তুতকারীদের নানা রকম তর্বিয়তী ও প্রস্তুতিপর্বের কষ্ট সহ্য করিয়া মোরব্বা হইতে পারিয়াছে, উহার এত সম্মান ও চাহিদা

যে, ভারতের বিখ্যাত হাকীম আজমল খান রামপুরের নবাবের জন্য ব্যবস্থাপত্রে লিখিয়া দিলেন ঃ

مربّی آملہ گرفتہ از آب گرم شستہ ورق نقرہ پیچدہ
نہار منہ بخورند

অর্থ ঃ "উষ্ণ পানিতে ধুইয়া, আমলকীর মোরব্বা বানাইয়া, চান্দির পাতে মোড়াইয়া খালি পেটে সেবন করিবেন।"

যেই আমলকী গুরুজনকে এড়াইয়া পায়খানা পরিষ্কারকের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, স্বীয় সাথীর এই সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়া তাহার দারুণ হিংসা লাগিতেছে যে, আরে! সে আর আমি ত একই সঙ্গে একই বৃক্ষ হইতে মাটিতে পড়িয়াছিলাম, আজ তাহার এত বিরাট কদর-সমাদর যে, কত বড় বড় ব্যক্তিবর্গ উহার প্রতি আসক্ত-অনুরক্ত।

অনুরূপ, যে কোন একজন আলেম যিনি নফ্ছের এছ্লাহ্ ও তায্কিয়ার জন্য কোন আল্লাহ্ওয়ালা মুরব্বী ধরিয়াছেন এবং মুরব্বীর কথা মত এ পথে মুজাহাদা (বা সাধনা) করিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া অন্য এক আলেম ধিক্কার দিয়া বলিলেন, বাহ্ ! কী মজার কথা! মানুষ হইয়া মানুষের গোলামী ? লা-হাওলা, আছ্তাগ্ফিরুল্লাহ্।

نہ بندہ ہو کسی بندہ کے بس میں
تڑپ کر رہ گئ بلبل قفس میں

এক মানুষ আর এক মানুষের হাতে এভাবে বন্দী হওয়া অসঙ্গত ! ইহা ত স্বাধীনতাহারা ছট্ফটকারী খাঁচার বুলবুলির দশা। আমি খাঁচার বন্দী জীবনের বিরোধী। আমি স্বাধীন ও লাগামমুক্ত থাকার পক্ষপাতী। জীবনের লাগাম আমি আর একজনের হাতে দিবোনা। আমি কোন মানুষের দাসত্বশৃংখল, তাবেদারী বা অধীনতার অপমান বরদাশত করিব না।

এরূপ খেয়ালের মাওলানা সাহেবকে ঐ হতভাগা আমলকীর মত শুধু এতটুকুই বলা যায় যে, ঠিক আছে, আপনি এখানেই থাকুন, এভাবেই থাকুন। ....

একদিন দেখা যাইবে, যেই আলেমেদ্বীন কোন আল্লাহ্ওয়ালার কাছে নফ্ছের এছ্লাহ ও তায্কিয়া করাইয়া 'ছাহেব নেছ্বত' (ওলীআল্লাহ্) হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার

সোহ্বতে, তরবিয়তে, নসীহতে শত-সহস্র মৃত-প্রাণ জীবিত হইতেছে, আত্মার কালো ব্যাধিসমূহ হইতে মুক্তি পাইয়া কত মানুষ আল্লাহ্ওয়ালা হইয়া যাইতেছে। ছুব্হানাল্লাহ্, কী তাছীর তাহার বয়ানে ? কী এক ব্যথাভরা হৃদয় আল্লাহ্পাক তাহাকে দান করিয়াছেন ? তাহার প্রেম-বিগদ্ধ হৃদয়ের বয়ান মানুষের হৃদয়-মনে কী আশ্চর্য প্রভাব ফেলে ? কী যে আলোড়ন পয়দা করে ? কত অসংখ্য মানুষ হেদায়েত পাইতে, মুরীদ হইতে ও আল্লাহ্র মহব্বত-মারেফাত শিখিতে তাহার দিকে রুজু হইতেছে ? কী মক্বূলিয়ত, কী জনপ্রিয়তা আল্লাহ্পাক তাহাকে দান করিয়াছেন ?

তাহার ঐ সাথী যিনি কোন আল্লাহ্ওয়ালার নিকট নত হন নাই, সোহ্বত হাসিল করেন নাই, কোন ওলীর হাতে নিজেকে গড়েন নাই, স্বীয় সাথীর জীবনে এই সম্মান ও নেআমত সমূহ দেখিয়া তাহার মনে খুব হিংসা লাগে। ভাবে যে, আরে, সে ত আমার সেদিনের সাথী, সহপাঠি। অমুক অমুক কিতাব বা ক্লাশ এক সাথেই ত পড়িলাম। হঠাৎ করিয়া কিভাবে যেন সে পীরী-মুরীদীর শিকার হইয়া অল্প কিছুদিন অমুক বুযুর্গের সঙ্গে উঠা-বসা করিল। আজ আমি তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হই। কী সম্মান, কী যে আকর্ষণ, কত যে কদর ও সমাদর তাহার ! প্রাণের আগ্রহ ভরিয়া মানুষ তাহাকে দাওয়াত করিতেছে। পোলাউ-কোর্মা খাওয়াইতেছে। কেহ কেহ আবার হস্ত চুম্বন করিতেছে।

হায়, ঐ সময় কে তাহাকে এই কথা বলিবে যে, আরে, হিংসায় ত জ্বলিতেছ, তবু কেন ইহা ভাবিতেছেনা যে, এই লোকগুলি তোমার দিকে কেন রুজু হয় না ? তোমার কাছে কেন ভিড় জমায়না ? কেন ইহারা তোমার হস্ত চুম্বন করে না ? তুমিও যদি তোমার নফ্ছের এছ্লাহ্ করাইয়া দুনিয়ার মোহ, নফ্ছের খাহেশাত ও আবর্জনা সমূহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে, তাহা হইলে আজ তোমাকে এই আক্ষেপ করিতে হইতনা। এখন অনর্থক জ্বলিয়া-পুড়িয়া ফায়দা কি ?

আল্লাহ্র জন্য কষ্ট স্বীকারের মহা প্রতিদান

যাহারা দিনরাত আল্লাহ্র জন্য মুজাহাদা করিয়াছে, কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, নফ্ছের সংশোধন করাইয়া নফ্ছকে ঘায়েল করিয়াছে, মুরব্বীর ধমক খাইয়াছে, মুরব্বীর শাসন ও কঠোরতা বরদাশ্ত করিয়াছে, তাহারাই আল্লাহ্পাকের খাছ্ মহব্বত ও খাছ্ নেছ্বতের (খাছ সম্পর্ক ও খাছ বন্ধুত্বের) দৌলত প্রাপ্ত হইয়াছে। হৃদয়ে তাহারা আল্লাহ্প্রেমের খোশ্বু হাসিল করিয়াছে। বিশ্ববাসী তাহাদের সেই খোশবূ লাভে ধন্য হইতেছে।

অতি দামী এই নেআমত তাহারাই পায় যাহারা নিজেকে আল্লাহ্র জন্য জ্বালাইয়া পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দেয়। আহ্! মাওলার জন্য যাহারা এত আগুন বরদাশত করে, কেন তিনি তাহাদের প্রতি রাশি রাশি অনুগ্রহ বর্ষণ করিবেন না?

বাকী রহিল পোলাউ-কোরমার দাওয়াত ও তাহাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রশ্ন? আসলে তাহাদের অন্তরে ইহার কোন গুরুত্ব নাই, কোন চাহিদাও নাই। তোমরা যদি তাহাদের হৃদয়ের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতে, তবে দেখিতে যে, লক্ষ-কোটি রাজত্ব ও সিংহাসন তাহাদের নিকট ধূলিকণারই মত। সেদিকে তাঁহাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নাই। তাঁহাদের হৃদয়-সিংহাসনের সেই সুউচ্চ মিনার দেখিতে পাইলে তুমিও ঝাপ মারিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবে। হে বন্ধু, তাই বলি, তুমিও এ পথে মুজাহাদা কর, আল্লাহ্র জন্য কিছু কষ্ট স্বীকার কর, কিছু আগুন সহ্য কর। তারপর স্বচক্ষে দেখ যে, কি কি নেআমত তোমার ভাগ্যে জুটিতেছে, কত না দুয়ার তোমার জন্য খুলিয়া দেওয়া হইতেছে।

নফ্ছের তায্কিয়াহ্ ফরয : কোন মুযাক্কী (সংশোধনকারী) ব্যতীত তায্কিয়াহ্ (সংশোধন) হয় না

এক ব্যক্তি হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত থানবী (রঃ)-এর সঙ্গে বহছ্ শুরু করিল। বলিল, হুযূর, নফ্ছের এছলাহ্ ও তায্কিয়া যে ফরয, আমি তা স্বীকার করি। কিন্তু সেজন্য কোন আল্লাহ্ওয়ালাকে ধরিতে হইবে, তাহার দ্বারা নিজের এছলাহ্ করাইতে হইবে, এই কথা আমি মানি না। কেন? কারণ, আমি নিজেই আমার তায্কিয়াহ্ (সংশোধন ও পরিমার্জন) করিয়া লইব, ইহার জন্য কোন মোযাক্কীর (সংশোধনকারীর) প্রয়োজন ত আমি দেখি না। হযরত বলিলেন, মৌলবী সাহেব, তায্কিয়াহ্ কি ফে'লে লাযেম, না ফে'লে মোতাআদ্দী? ফে'লে মোতাআদ্দীও কি লাযেমের মত শুধু ফায়েলের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া যায়, নাকি মফ্উলেরও দরকার হয়? মৌলবী সাহেব ইহাতে স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

আল্লাহ্পাক ত পবিত্র কোরআনে এই রূপ বলিয়াছেন যে— يُزَكِّيهِمْ

অর্থ : নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁহাদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) সংশোধন ও পরিমার্জন করেন।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে তায্কিয়ার হুকুম আসিয়াছে। যাহার অর্থ হয় সংশোধন করা, সংশোধন হওয়া নয়। ইয়ুযাক্কীহিম অর্থ, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াছাল্লাম তাঁহার সাহাবীগণের সংশোধন ও পরিমার্জন করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, নিজে নিজে সংশোধন হওয়া যায় না। বরং একজন সংশোধনকারী ও গঠনকারী আপনাকে-আমাকে সংশোধন করিবেন ও গঠন করিবেন। আল্লাহু আক্‌বার, কী অমূল্য এল্‌মী বিষয় তুলিয়া ধরিয়াছেন হযরত থানবী!

হযরত থানবী (রঃ) বলিতেন, আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌পাক শরীঅত ও তরীকতের সমস্ত মাছায়েলকে আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছেন। বড়-ছে বড় আলেম নিয়া আস, ইন্‌শাআল্লাহ্‌, মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি তাহাকে শান্ত করিয়া দিব। জটিল হইতে জটিল বিষয়েও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আমার পাঁচ মিনিটের বেশী লাগিবে না।

উক্ত বহছ্‌কারী একজন বড় আলেম ছিলেন। কিন্তু হযরত থানবীর কথা শুনিয়া তিনি নিরুত্তর হইয়া গেলেন। বস্তুতঃই নফ্‌ছের তায্‌কিয়ার জন্য কোন মুযাক্কীর দরকার যিনি এই তায্‌কিয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন। সাহাবায়ে-কেরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আন্‌হুমও নিজেরাই নিজেদের তায্‌কিয়া করেন নাই। বরং পবিত্র কোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিতেছে যে, স্বয়ং রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের তাযকিয়া করিয়াছেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিনিধি হিসাবে খাঁটি নায়েবে-রাছূল আউলিয়ায়ে-কেরামগণ চরম অধঃপতনের এই যমানাতেও তায্‌কিয়ার খেদমত আঞ্জাম দিতেছেন।

কোন শামসুদ্দীন তাব্রেযী তালাশ করুন

আমার বন্ধুগণ, আপনারা আল্লাহ্‌পাকের প্রেমিকদিগকে তালাশ করুন। শামসুদ্দীন তাবরেযীরা বিভিন্ন স্থানে লুকাইয়া আছেন। 'শামসুদ্দীন তাব্রেযী' মাওলানা রূমীর যমানার জন্যেই শুধু নন বরং কিয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে আল্লাহ্‌পাক বহু বহু শামসুদ্দীন তাব্রেযী সৃষ্টি করিতে থাকিবেন যাহারা মৌলবী রূমীদিগকে 'মাওলাওয়ালা রূমী' তথা আল্লাহভোলাদিগকে আল্লাহ্‌ওয়ালা এবং দুনিয়ার পাগলদিগকে আল্লাহ্‌র পাগল বানাইতে থাকিবেন। তাই, কোন শামসুদ্দীন তাব্রেযী তালাশ করুন এবং সেজন্য দোআও করিতে থাকুন। আমি একটি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনারাও সেই প্রার্থনা করুন, তাহা এই—

یا رب ترے عشاق سے ہو میری ملاقات

قائم ہیں جن کے فیض سے یہ ارض وسماوات

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, তোমার প্রেমিকদের সহিত আমার সাক্ষাত নসীব কর, যাঁহাদের বর্কতে এই আসমান ও যমীন এখনও কায়েম আছে,, যাঁহাদের খাতিরে এখনও তুমি তোমার আসমান-যমীন ধ্বংস করিয়া ফেল নাই।

ইহা আমার স্বরচিত ছন্দ। মাওলার দেওয়ানাদের সঙ্গে মোলাকাতের জন্য আমি অনেক দোআ-মোনাজাত, অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া থাকি। যেমন, স্বরচিত আর একটি ছন্দের মধ্যে বলিয়াছিলাম ঃ

دل چاهتا هے ایسی جگه میں رهوں جهاں

جیتا هو کوئی درد بهرا دل لئے هوئے

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, আমি এমন জায়গায় থাকিতে চাই যেখানে তোমার প্রেমের ব্যথাভরা হৃদয় লইয়া তোমার কোন প্রেমিক বসবাস করে।

হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী, শামসুদ্দীন তাব্রেযী, মাওলানা রূমী ও মাওলানা থানবীর মত বড় বড় আশেক-ওলীআল্লাহ্দের মধ্যে জিন্দেগী কাটানোর বড় সাধ অধম আখতারের প্রাণে। আমি মাওলার আশেকদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাই এবং মাওলার আশেকদের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করিতে চাই। জীবন-মরণ মাওলার প্রেমিকদের সঙ্গে হউক, ইহাই আমার কাম্য। আমার এই বাসনা আমি একটি ছন্দের মধ্যে এভাবে প্রকাশ করিয়াছি ঃ

مری زندگی کا حاصل میری زیست کا سهارا

ترے عاشقوں میں جینا ترے عاشقوں میں مرنا

আয় আল্লাহ্, তোমার আশেকদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকা এবং তোমার আশেকদের মধ্যে মৃত্যু বরণ করা,আমার এ জীবনের ইহাই সারাংশ এবং ইহাই আমার বাঁচার সম্বল।

আমার প্রাণে বাঁচিয়া থাকা নির্ভর করে তোমার পাগলদের সঙ্গে থাকার উপর, তোমার প্রেমিকদের মধ্যে বসবাসের উপর।

বন্ধুগণ, আখ্তার আজ আপনাদের সম্মুখে 'ছাহেব নেছবত' তথা ওলীআল্লাহ্ হওয়ার 'নোছ্খা' পেশ করিতেছে। আর ইহা এই মজলিসে উপবিষ্ট বুযর্গানেরই বরকত। ইঁহারা আমার মুহ্তারাম বুযুর্গ, আমার ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র। এই হরম শরীফে আমি কোন ওয়ায়েয বা উপদেশদাতা হিসাবে আসি নাই বরং একজন

খাদেম হিসাবে আসিয়াছি। কারণ, ইহা বড়দের জায়গা, বড় বড় আউলিয়াগণের এখানে অবস্থান। মাওলানা রহ্মতুল্লাহ্ কীরানবী (রঃ), হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ)-এর মত বুযুর্গানের এখানে অবস্থান। যাহা কিছু এখানে আরয করিতেছি, একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই যে, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব (রঃ) ও মাওলানা কীরানবী (রঃ)-এর আত্মা যেন খুশী হইয়া যায়। আল্লাহ্পাক আমাদের এই মহান বুযুর্গানের আত্মা সমূহকে বেশুমার নূরের দ্বারা মহিমান্বিত করিয়া দিন। আমরা তাঁহাদেরই রূহানী আওলাদ। আওলাদ হিসাবে আমাদের কর্তব্য যে, আমরা আমাদের ঐসব দাদা, পরদাদা ও নানাদের সম্মুখে তাঁহাদের বাত্লানো সবক শুনাইয়া যাই। ইহা তাঁহাদেরই নিকট হইতে প্রাপ্ত দৌলত যে, আজও ছাহেবে-নেছ্বত ওলীআল্লাহ্ হওয়া যায়।

ওলীআল্লাহ্ হওয়ার জন্য ছোটত্ব ও নম্রতা

এত বড় দৌলত লাভের জন্য একটি কাজ করিতে হইবে। তাহা হইল, বিনয় ও নম্রতা অর্থাৎ অন্যদের চেয়ে নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা, যাহাকে 'তাওয়াযু' বলে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য নিজেকে নীচু করিবে, আল্লাহ্পাক তাহাকে উঁচু করিয়া দিবেন।

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য নীচত্ব অবলম্বন করে, আল্লাহ্পাক তাহাকে উঁচু করিয়া দেন।

তবে ছোটত্ব ও নীচত্ব অবলম্বনের মধ্যে বড় বা উঁচু হওয়ার নিয়ত যেন না থাকে। এ জন্যই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এভাবে বলিয়াছেন যে, 'যে ব্যক্তি ছোট হয়, নীচু হয় আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য'। ইহাতে এদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, বিনয় ও নম্রতা দ্বারা মর্যাদা নসীব হইবে তখন, যখন সেই নম্রতা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য হইবে। অতএব, যদি কেহ এরূপ খেয়াল করে যে, আরে, নম্রতার দ্বারা তো উচ্চ আসন ও উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়, চল,তবে নম্রতা অবলম্বন করি। তাহা হইলে উহা নম্রতা নয়। যে ব্যক্তি বড় হওয়ার উদ্দেশ্যে নম্রতা প্রদর্শন করিবে, দৃশ্যতঃ উহা নম্রতা বা ছোটত্ব হইলেও উহার গভীরে লুক্কায়িত রহিয়াছে অহংকার ও আমিত্ব। এজন্যই প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম 'মান্

তাওযাআ লিল্লাহ্' বলিয়াছেন। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ছোটত্ব ও নম্রতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

ধনী লোকদের কোন ওলীর সম্মুখে নত হওয়ার কি প্রয়োজন ?

আমাদের মধ্যে অনেক বড় বড় মাল্দার ব্যক্তিও আছেন। কোন মালদারের মনে এরূপ প্রশ্ন জাগিতে পারে য, এত এত ধন-দৌলতের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও কোন্ প্রয়োজনে আমি আল্লাহ্ওয়ালাদের জুতা বহন করিব ? কেন আমি তাঁহাদের সম্মুখে নত হইব ? ইহার উত্তরের জন্য আমি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিব যে, অদ্য এখানে যেই মস্নবী শরীফের দর্স্ চলিতেছে, উহার লেখক হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী কে ছিলেন ? কি তাঁহার পরিচয় ? বন্ধুগণ, তিনি বাদশাহ্ খাওয়ার্যেম শাহ্-এর নাতি ছিলেন। বাদশার নাতি। তিনি কোন গরীব মোল্লা ছিলেন না যে, পীর-মুরীদীর দোকান খুলিয়া হালুয়া-রুটি, নয্রানা আমদানীর সহজ রাস্তা ধরিয়াছিলেন। যথেষ্ট ধন-দৌলত তাঁহার মালিকানায় ছিল। বড় রকমের মান-মর্যাদাও ছিল। বোখারী শরীফ পড়াইবার জন্য যখন তিনি পাল্কীতে আরোহণ করিতেন, শিষ্যগণ তখন তাঁহার জুতা বহন করিয়া পাল্কীর পিছে পিছে দৌড়াইতে থাকিত (যাহাদের অনেকেই ছিল বড় বড় আমীর-উমারাদের সন্তান।) এত বড় মর্যাদার আসনে আসীন ছিলেন মাওলান রুমী। তখন তিনি কাহারও মুরীদ ছিলেন না।

হযরত শাম্সুদ্দীন তাব্রেযীর দোআ ও ছীনার আমানত অর্পণ

ইতিমধ্যে একদা হযরত শামসুদ্দীন তাব্রেযী (রহঃ) আল্লাহ্পাকের নিকট দোআ করিলেন যে, আয় আল্লাহ্ মনে হয় শাম্সে তাব্রেযীর শেষ সময় অতি নিকটবর্তী। আমার সীনার মধ্যে তোমার মহব্বতের যে আগুন তুমি আমানত রাখিয়াছ, সেই আমানত আমি কাহাকে সোর্পদ করিব ? আয় আল্লাহ্, তুমি তোমার এমন কোন বান্দা আমাকে দান কর যাহার সীনার মধ্যে আমি এই আমানত অর্পণ করিব। এমন কোন সীনা তুমি দেখাও যেই সীনা অতি মূল্যবান এই আমানত বহনের উপযুক্ত।

দোআ কবূল হইল। আল্লাহ্পাক এল্হাম করিলেন যে, হে শামসুদ্দীন, তুমি (রোমের একটি এলাকা) কোনিয়ায় যাও। সেখানে জালালুদ্দীন রুমী নামে আমার এক বান্দা আছে। আমার প্রেম-আগুনের এই আমানত যাহা আসমান-যমীন অপেক্ষা বেশী দামী, এই আমানত তুমি তোমার সীনা হইতে তাহার সীনায় অর্পণ কর। আমার ঐ বান্দার সীনা এই আমানতের উপযুক্ত।

মাওলার মহব্বতের আমানত আসমান-যমীন হইতে দামী

বন্ধুগণ, এই আমানত আসমান-যমীন হইতেও দামী কেন ? কারণ, এই আমানতকে আল্লাহ্পাক সাত আসমান ও যমীনের সম্মুখে পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু—

فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ

"আসমান ও যমীন সেই আমানত বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং তাহারা ভীত হইয়া পড়িল। আর মানুষ তাহা বহন করিয়া লইল।"

এত বড় ভারী আমানত বহন করিতে সাহস পাইল না সৃষ্টিজগতের বিস্ময় বিশালকায় এই আসমান ও যমীন। ভয়ে তাহারা কাঁপিয়া গেল ! কিন্তু, আশেকীনের মাওলা-পাগল হৃদয় তখন অত বড় ভারী আমানত কবূল করিয়া লইল।

ওলীদের বিশাল-আয়তন হৃদয়

তাই, ওজনে 'মানব হৃদয়' মাত্র দেড় ছটাক পরিমাণের বস্তু হইলেও আল্লাহ্র আশেকদের হৃদয়কেও তুমি দেড় ছটাক বলিয়া ভাবিও না। শোন, মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) কি বলেন—

در فراخ عرصۂ آں پاك جاں
تنگ آید عرصۂ هفت آسماں

অর্থ ঃ আল্লাহ্র ওলীদের আত্মা ও হৃদয় এত বিরাট, এত বিশালায়তন, এত বেশী প্রশস্ত যে, সুবিশাল এই সপ্ত আসমানের প্রশস্ততাও তাঁহাদের হৃদয়ের প্রশস্ততা এবং আয়তনের সম্মুখে অতি নগণ্য এবং অতি সংকীর্ণ। কারণ, তাঁহারা আল্লাহ্পাকের বিশিষ্ট বান্দা, আল্লাহ্পাকের সাথী। সমগ্র আসমান-যমীন ও চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যাহার হৃদয়-সিংহাসনে আসন গ্রহণ করেন, সেই হৃদয়ের সামনে ঐ আসমান-যমীন শুধু তুচ্ছ ও সংকীর্ণই নয় বরং অতি তুচ্ছ ও অতি সংকীর্ণ। আল্লা্হ্পাক আপন মেহেরবানীতে তাহার ওলীদের হৃদয়ের আয়তনকে এতই প্রশস্ত করিয়া দেন যে, সপ্ত আসমানকে উহার সুবিশাল সুবিস্তীর্ণ সীমানার মধ্যে আট্কাপড়া এক অসহায় বন্দী বলিয়া মনে হয়। সপ্ত আসমানের অস্তিত্ব সেখানে পিঁপড়ার মতই এক তুচ্ছতর মাখ্লূক স্বরূপ। কবি জিগর মুরাদাবাদী বলেন—

کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاك کے گرد
طواف کرتے ہوئے ہفت آسماں گذرے

অর্থ ঃ "কখনও কখনও ত সুবৃহৎ ঐ সপ্ত আকাশকে এই এক মুষ্টি মাটির চারিদিকে তাওয়াফ করিয়া যাইতে দেখি।"

অর্থাৎ মাওলা-প্রেমিকের হৃদয় তো স্বয়ং মাওলা-পাকের সিংহাসন। তাই, সাত আসমানকে যেন আশেকের চারিদিকে তওয়াফরত ও অতি অনুগত দাসানুদাস বলিয়া মনে হয়। প্রেমিক যখন তাহার হৃদয়ের কা'বায় স্বয়ং মহীয়ান্-গরীয়ান্ মাওলা পাককে সমাসীন দেখিতে পায়, ঐ মহান বাদশাকে হৃদয়ে পাইয়া শুধু আসমান-যমীনই কেন, বরং 'কুল্ কায়েনাত'ই তাহার নজরে তখন তুচ্ছতর হইয়া যায়।

আল্লাহ্‌র জন্য ব্যক্তিত্ব বিসর্জন ও উহার পুরস্কার

বন্ধুগণ, যে বিষয়টি আমি আরয করিতেছিলাম, দেখুন, মাওলানা রূমী (রঃ) এদিকে দেখেন নাই যে, আমি কে ? আমি কত বড় ? আল্লাহ্পাকের মহব্বত ও মা'রেফাত হাছিল করার নেশায় নিজের ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য, রাজবংশ, রাজসম্মান সবই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। শামসুদ্দীন তাব্রেযীর সম্মুখে নিজের মান-ইজ্জত ও ব্যক্তিত্ব সবকিছু তিনি এভাবে জলাঞ্জলী দিয়াছেন যে, হযরত তাব্রেযীর বিছানাপত্রের গাঁঠুরী নিজের মাথায় লইয়া শহরে-শহরে তিনি তাঁহার পিছনে-পিছনে দৌড়াইতে থাকিতেন।

আহ্ ! বাদশাহ্ খাওয়ারযেম্শাহ্-এর নাতি আল্লাহ্‌র জন্য এক আল্লাহ্প্রেমিকের পিছনে-পিছনে পাগল বেশে ছুটিতেছেন। শাহ্জাদা রূমীর মাথায় আজ মাওলার দোস্ত শাম্সে-তাব্রেযীর বিছানাপত্রের বোঝা। ঐ অবস্থায় মাওলানা রূমী কী যে পুলকিত মনে, উচ্ছ্বসিত প্রাণে একটি ছন্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

ایں چنیں شیخے گدائے کو بہ کو
عشق آمد لا اُبالی فاتقوا

অর্থ ঃ "হে রোম অধিবাসী, হে জগদ্বাসী, যেই রূমী নিজেই সর্বজনমান্য এক শায়খের মস্নদে আসীন ছিল,তোমাদের সুপরিচিত এত বড় শায়েখ্, এত বড়

আলেম ও বিদ্বান রূমী আজ মাওলার তালাশে কাহারও পাছে-পাছে দৌড়াইতেছে। হে রোম অধিবাসী ! মাওলার এশ্‌ক্ আজ আমাকে এই সম্মান দান করিয়াছে যে, মাওলার খোঁজে আমি শামসুদ্দীন তাব্রেযীর খাদেম ও গোলাম হইয়া গলিতে-গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। খবরদার ! তোমরা খেয়াল করিয়া শোন, তোমরা আমার দৃপ্ত এ'লান শুনিয়া রাখ, হায়, মাওলার এশ্‌কের আগুন রূমীকে সম্পূর্ণ জ্বালাইয়া দিয়াছে। হে মানুষ, রূমী এশ্‌কের হাতে বান্ধা পড়িয়াছে, এশ্‌কের বশীভূত গোলাম হইয়া গিয়াছে। রূমী আল্লাহ্‌র জন্য এক আল্লাহ্‌প্রেমিকের সামনে স্বীয় মস্‌নদ ও ব্যক্তিত্বকে ভূলুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছে।

বিত্তশালী ও সম্মানিতদের কোন ওলীর সম্মুখে নম্রতার যুক্তি ঃ

আমার সম্মানিত বন্ধুগণ, মস্তবড় আলেম, লক্ষপতি, কোটিপতি, মাস্টার, প্রফেসার, মন্ত্রী-মিনিষ্টার এমনকি, বাদশা হওয়া সত্ত্বেও কেন নিজেকে ছোট করিতে হইবে, কেন বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করিতে হইবে, মাওলানা রূমীর জীবনে উহার উত্তর আমরা খুজিয়া পাইলাম কি ?

আল্লাহ্‌ওয়ালাদের আদব-এহ্‌তেরাম করা ভাগ্যবান্‌দের হিস্‌সা

মুহ্‌তারাম দোস্তগণ, আল্লাহ্‌ওয়ালাদিগকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান করার এবং তাঁহাদের প্রতি আদব-তাযীম প্রদর্শন করার তওফীক তাহাদেরই হইয়া থাকে যাহাদের অন্তরে এক মহান-যাতের তালাশ ও পিয়াস্ বিরাজিত। যাহাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র জন্য পিপাসিত, যাহাদের প্রাণ মাওলাকে খুঁজিয়া মরে, তাহাদেরই নসীব হয় ওলীআল্লাহ্‌দের খেদমত, মহব্বত ও আদব-এহ্‌তেরাম করা।

ডি, সি খাজা আযীযুল হাসান মজযূব হযরত হাকীমুল্-উম্মতের দরবারে

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজ্‌যূব (রঃ) ডিপ্‌টি কালেক্‌টর ছিলেন, গ্রাজুয়েট ছিলেন। সেই ইংরেজ আমলে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি হইতে বি-এ ডিগ্রী লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর নফ্‌ছের এছ্‌লাহ করাইয়া আল্লাহ্‌পাকের মহব্বতের

দৌলত হাসিলের জন্য হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ)-এর দরবারে থানাভবনে চলিয়া গেলেন। অল্প কিছুদিন আল্লাহ্র ওলীর সোহ্বত ও তর্বিয়তে থাকিয়া নেছ্বত্, খাছ্ মহব্বত ও তাআল্লুক্ মাআল্লাহ্র দৌলত লাভে ধন্য হইয়া গেলেন। কত বড় খোদাপ্রেমিক-ওলীআল্লাহ্ হইয়া গেলেন। একদা থানাভবন হইতে বিদায় হওয়ার সময় হযরত থানবীকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি এই ছন্দগুলি আবৃত্তি করিলেন ঃ

نقش بتاں مٹایا دکھایا جمال حق

آنکھوں کو آنکھیں دل کو مرے دل بنا دیا

মর্মার্থ ঃ হে মোর্শেদ ! হৃদয়ের কা'বায় যে সকল মূর্তি আমি ঢুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেইসব মূর্তিকে মিস্মার করিয়া হৃদয়কে তুমি পাক-সাফ করিয়া দিয়াছ। আমি যাহাকে মূর্তিদের আখড়া ও মন্দির বানাইয়াছিলাম, হে মোর্শেদ, তুমি উহাকে পবিত্র করিয়া মাওলার কা'বা বানাইয়া দিয়াছ। সেই কা'বার মধ্যে মূর্তির স্থলে দিবারাত আমি মাওলা পাকের তাজাল্লী দর্শন করি। হে মোর্শেদ, তুমি আমার চক্ষুকে 'আসল চক্ষু' এবং হৃদয়কে প্রকৃত হৃদয় বানাইয়া দিয়াছ। কারণ, যেই চক্ষু মাওলাকে খুঁজিয়া বেড়ায় না, মাওলার অনুগত হইয়া থাকে না এবং যেই হৃদয় নিজের মধ্যে মাওলা ব্যতীত অন্য কাউকে স্থান দেয়, সেই চক্ষু চক্ষু নয়, সেই হৃদয় হৃদয় নয়।

آهن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے

نا آشنائے درد کو بسمل بنا دیا

হে মোর্শেদ, হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বালাইয়া হৃদয়ের কঠিন লোহাকে তুমি মোমের চাইতে নরম করিয়া দিয়াছ। হৃদয় আজ ঐ প্রেমের আগুনে হর্হামেশা জ্বলিতেছে, আর গলিতেছে। হে মোর্শেদ,প্রেমের ব্যথা কি জিনিস,তাহা আমি জানিতাম না। হায়, আপন সাহচর্যে রাখিয়া মাওলাপ্রেমের কী এক ব্যথা আমার ভিতরে পয়দা করিয়া দিয়াছ যে, তাজা জবেহ্কৃত মুরগী যেমন মাটির উপর ছট্ফট্ ছটফট্ করিতে থাকে, হে মোর্শেদ ! মাওলার প্রেমের যন্ত্রণায় আমিও আজ তদ্রূপ ছট্ফট্ করিতেছি। কারণ, মাওলার প্রেমের ছুরি দ্বারা আমি মুহূর্তে মুহূর্তে জবাই হইতে থাকি।

مجذوب در سے جاتا هے دامن بهرے هوئے

صد شکر ، حق نے آپ کا سائل بنا دیا

আমার প্রিয় মোর্শেদ, মজযূব একদম রিক্ত হস্তে তোমার দুয়ারে আসিয়াছিল। অদ্য আমি আমার আঁচল ভরিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কাঙ্গাল-ভিখারী আজ মহাধন পাইয়া মহাজন, মহা-ধনী। আল্লাহ্পাকের লাখো-কোটি শোকর যে, তিনি আমাকে তোমার মত 'প্রেম সম্রাটের' দরজার ভিখারী বানাইয়াছেন।

সাধারণ শিক্ষিত খাজা ছাহেব বড় বড় আলেমের পীর ঃ

হাকীমুল-উম্মতের নিকট নীচু ও নম্র হইয়া তিনি এত উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন যে, একদিন শায়খুল-ওলামা হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেবও তাঁহাকে নিজের 'মোছ্লেহ' (তথা এছ্লাহী মুরব্বী) বানাইয়াছেন। অন্য একজন আলেম কোন এক পত্রে হযরত থানবী (রঃ)-এর নিকট লিখিয়াছিলেন যে, আমি খাজা আযীযুল হাসান ছাহেবকে আমার মোছ্লেহ্ ও শায়েখ্ রূপে নির্বাচন করিয়াছি। হযরত থানবী উহার উত্তরে লিখিয়াছেন ঃ আপনার এ নির্বাচন তুলনাহীন, নজীরবিহীন।

কেন একজন গ্রাজুয়েট, ডিপ্টি কালেকটর ও ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিকে এত বড় বড় আলেমগণ নিজের মোর্শেদ রূপে গ্রহণ করিতেছেন ? কেন তাঁহারা একজন ইংরেজী শিক্ষিত মানুষের সামনে আদবের সহিত নতজানু হইয়া বসিতেছেন ? কেন জামেআ আশরাফিয়া লাহোর-এর প্রতিষ্ঠাতা মুফ্তী জামীল আহ্মদ ছাহেব থানবীর মত মানুষ তাঁহাকে শায়েখ্ বানাইয়া পত্রযোগে হাল-অবস্থা জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে নফ্ছের এছ্লাহ ও চিকিৎসা গ্রহণ করিতেছেন ? ইহা কি একটু ভাবিয়া দেখার বিষয় নয় ? 'সবক্' নেওয়ার মত 'ইতিহাস' নয় ?

বিখ্যাত আলেম মুফতী জামীল আহ্মদ ছাহেব (রহঃ) এর প্রতি খাজা ছাহেবের মর্মস্পর্শী উপদেশ

একবার মুফতী জামীল আহ্মদ ছাহেব (রঃ) হযরত খাজা ছাহেব (রহঃ)-কে লিখিয়াছিলেন যে, হযরত, আমাকে এমন কোন 'পন্থা' বাতলাইয়া দিন যাহা দ্বারা 'তাআল্লুক মাআল্লাহ্' (অর্থাৎ, আল্লাহ্পাকের সহিত গভীর সম্পর্ক) নসীব হইয়া যায়। হযরত খাজা ছাহেব (রঃ) জওয়াব দিলেন ঃ শায়খের সম্মুখে নিজেকে 'মিটানো ও মাটি বানানো' ব্যতীত আল্লাহ্ মিলে না, আল্লাহ্র সঙ্গে গভীর সম্পর্ক হাসিল হয় না।

ঐ পত্রের উত্তরে খাজা ছাহেব উক্ত মুফতী ছাহেবকে এই ছন্দগুলিও লিখিয়াছিলেন—

پیش مرشد ذلیل هو جاؤ

متبع بے دلیل هو جاؤ

پهر تو سچ مچ جمیل هو جاؤ

یعنی حق کے خلیل هو جاؤ

অর্থ ঃ মোর্শেদের সামনে নিজের মান-ইয্যত ও ব্যক্তিত্ব সব ভূলুণ্ঠিত করিয়া দাও। মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাও। যাচাই-বাছাই যাহা কিছু করিতে হয়, তা মোর্শেদ বানানোর পূর্বেই করিবে। মোর্শেদ বানানোর পর বিনা দলীলে তাঁহার তাবেদারী করিবে। তবেই তোমার হৃদয় আল্লাহ্র নূরে ঝল্মলাইয়া উঠিবে। অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্পাকের 'খাছ্ বন্ধু' তথা ওলীআল্লাহ্ হইয়া যাইবে।

মাওলার মহব্বতের শরাব কি কোন মুফ্তের জিনিস ?

এক ব্যক্তি হযরত খাজা ছাহেবকে বলিল যে, হযরত, যেই দৌলত আপনি হযরত হাকীমুল-উম্মত (রঃ)-এর নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন, দয়া করিয়া সেই দৌলত আপনি আমাকে দান করিয়া দিন। জবাবে খাজা ছাহেব বলিলেন—

مے یہ ملی نہیں ہے یوں قلب وجگر ہوئے ہیں خوں

کیوں میں کسیکو مفت دوں ، مے مری مفت کی نہیں

মাওলার এশ্ক্ ও মহব্বতের এই শরাব আমি মুফ্তে পাই নাই। বিনা পরিশ্রমে মিলে নাই। ইহার সাধনায় আমার হৃদয় ও কলিজার রক্ত ঝরিয়াছে। যেই শরাব আমি মুফ্তে পাই নাই, সেই অমূল্য শরাব কাহাকেও আমি মুফ্তে দিয়া দিব? ইহা এমন এক শরাব যাহা হাসিল করিতে হইলে কলিজার রক্ত পানি করিতে হইবে। রক্তের প্লাবন বহাইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ ইহার জন্য কঠোর সাধনায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। কোমর বাঁধিয়া অদম্য প্রয়াস চালাইয়া অসাধ্য সাধন করিতে হইবে।

অসংখ্য ঘর্ষণের ফলে দিল্ দিল্ হয়

আমার বন্ধু ! তুমি আল্লাহ্কে পাইতে চাও ? 'আল্লাহ্র দোস্ত' হইতে চাও ? ইহার জন্য তোমাকে বহু আঘাত, বহু মাজা-ঘষা বরদাশ্ত করিতে হইবে।

নফ্ছ্‌কে পিষিতে হইবে, মিটাইতে হইবে। তারপর দিল্ প্রকৃত দিল্ বনিবে। ইহাই বলিয়াছেন এই ছন্দের মধ্যে—

آئینہ بنتا ہے رگڑیں لاکھ جب کھاتا ہے دل
کچھ نہ پوچھو دل بڑي مشکل سے بن پاتا ہے دل

অর্থ ঃ দিল্ সহজে প্রকৃত দিল্ হয় না। বহু কষ্ট সহ্য করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ বার ঘষিতে হয়। নফ্ছের বিরুদ্ধে অনবরত লড়াইর দ্বারা উহাকে জর্জরিত করিতে হয়। এভাবে অসংখ্য ঘর্ষণ খাইতে খাইতে এ অন্তর স্বচ্ছ-নির্মল আয়নায় পরিণত হয়। তখন সেই আয়নার মধ্যে আল্লাহ্পাকের 'ছিফাত ও তাজাল্লিয়াত' প্রতিবিম্বিত হয়। আল্লাহ্পাকের সহিত এক 'নূরানী সম্পর্কের বন্ধন' সদা বিরাজমান থাকে।

হাকীমুল্-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, আল্লাহ্পাকের সহিত 'তাআল্লুক' (নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক) যদি তেমন কোন কষ্ট পরিশ্রম ছাড়াই হাসিল হইয়া যাইত, তাহা হইলে মানুষ উহার কোন কদর করিত না। সস্তায় পাইয়া সস্তা দামে বিক্রিও করিয়া ফেলিত। দুনিয়ার মামুলী স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে সহজেই বিকিয়া যাইত। এজন্যই বহু কষ্ট, বহু যন্ত্রণা, বহু মুজাহাদা ও সাধনার পর আল্লাহ্কে পাওয়া যায়। কতনা কষ্টকর মন্যিল ও দুর্গম ঘাঁটি অতিক্রম করিতে হয় তাহাকে পাইবার জন্য।

মাওলার জন্য কষ্ট ও সেই কষ্টের মহা পুরস্কার

আল্লাহ্পাক বলেন—

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"আমার রাস্তায় যাহারা কষ্ট সহ্য করে, তাহাদিগকে আমি আমার দরবার পর্যন্ত পৌঁছিবার বেশুমার দুয়ার খুলিয়া দেই।"

যেই নেআমত কষ্টের বিনিময়ে পাওয়া যায়, উহার খুব কদর হয়, উহার দাম অন্তরে বসে। তবে ইহাও সবিশেষ লক্ষণীয় যে, এই কষ্টের বিনিময়ে পুরস্কারও মিলিবে অতি উচ্চ দরের। দেখুন, হযরত খাজা ছাহেব (রঃ) বলেন—

پہنچنے میں ہوگی جو بیحد مشقت
تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی ؟

মাওলা পর্যন্ত পৌঁছিতে তোমাকে অনেক বেশী কষ্ট করিতে হইবে বটে। কিন্তু ইহার বিনিময়ে আরামও তো লাভ হইবে বড় রকমের এবং অনন্তকালের।

আমার বন্ধু, এই কষ্ট বড়ই মজাদার কষ্ট, খুবই মোবারক কষ্ট। এই কষ্টের ফলে আল্লাহ্পাক একদিন তোমার হৃদয়-সিংহাসনে সমাসীন হইয়া যাইবেন। সেদিন সমস্ত পৃথিবী,সমস্ত কায়েনাত্ তোমার নজরে তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ মনে হইবে। আল্লাহ্র কসম, রাজত্ব, রাজসিংহান ও রাজমুকুট সেদিন তোমার চোখে অতি হীন, অতীব তুচ্ছ বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। হযরত খাজা ছাহেব বলেন—

یہ کون آیا کہ دھیمی پڑگئی لو شمع محفل کی
پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی

"আমার হৃদয়ে কে আসিল ! কাহার আগমনে বিশ্ব-মাহ্ফিলের সকল বাতি নিষ্প্রভ লাগিতেছে। হৃদয়ে আজ এ কোন্ আলোর উদয় সমস্ত আলোকে নিভাইয়া দিয়াছে। আকাশে উড়ন্ত অসংখ্য ঘুড়ির মত আমার অন্তঃকরণে অসংখ্য অগ্নিস্ফূলিঙ্গ জ্বলিতেছে আর উড়িতেছে।"

অর্থাৎ হৃদয়ে যখন আল্লাহ্র মহব্বতের বাতি জ্বলিয়া উঠে, উহার প্রভাব, প্রতিপত্তি, উহার আকর্ষণ ও তাজাল্লীর আভায় মজিয়া ও ডুবিয়া বিশ্ব মাহ্ফিলের সব আকর্ষণই তখন তিক্ত, বিরক্তকর ও অস্বস্তিকর মনে হয়। মাওলার প্রেমের আকর্ষণ সকল আকর্ষণকে স্তব্ধ করিয়া দেয়।

আমার দোস্তগণ, এখন আমি আমার বয়ান শেষ করিতেছি। আমার এরাদা ছিল মাত্র পনের মিনিট কথা বলির। (অমুক) মাওলানা সাহেবের নিকট আমি অনুরোধ পেশ করিব যে, আপনার হাতে কি পরিমাণ সময় আছে ? সময়ের ব্যাপারে আমি মাওলানা সাহেবের অনুগত থাকিব। কারণ, তিনি আমাদের বুযুর্গানের আওলাদ। (হযরতের এই উক্তি শুনিয়া উক্ত মাওলানা সাহেব বয়ান জারী রাখার জন্য দরখাস্ত করিয়া বলিলেন, হযরত, আপনার আর একটি মজলিস ত ইন্শাআল্লাহ্ আগামী হজ্-মৌসুমেই হয়তঃ নসীব হইতে পারে। অতঃপর হযরত আবার বয়ান শুরু করিলেন।)

সোহ্বত প্রাপ্ত আলেম গভীর কূপের অবারিত স্রোতধারার মত

বন্ধুগণ, হযরত শামসুদ্দীন তাব্রেযীর স্বল্প দিনের সোহ্বতের বদৌলতে

মাওলানা রূমীর অন্তরে আল্লাহ্পাক এল্ম্ ও মারেফাতের মহা সাগর ঢালিয়া দিলেন। কোন ওলীআল্লাহ্র সোহ্বত প্রাপ্ত আলেম ও সোহ্বত বিহীন আলেমের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে। উহার একটি দৃষ্টান্ত শুনুন। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, তুমি একটি হাউজ খনন কর। অতঃপর পানি ভরিয়া উহাকে টইটুম্বুর করিয়া লও। এখন উহা হইতে পানি তুলিতে থাক। বল, এভাবে কতদিন চলিবে ? অচিরেই একদিন উহার পানি নিঃশেষ হইয়া যাইবেই। আর যদি খনন করিতে করিতে ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ পর্যন্ত গভীর করিয়া ফেল, তাহা হইলে ঐ কূয়া হইতে অবারিত এক পানির ধারা প্রবাহিত হইবে যাহা আর কখনও ফুরাইবে না। সোহ্বত প্রাপ্ত আলেম্ ও সোহ্বত বিহীন আলেমদের অবস্থাও ঠিক ঐ কূয়াদ্বয়ের মত। একজনের এল্ম ও জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ও অতি পরিমিত। কারণ, পানির গভীর প্রবাহের সহিত তাহার সংযোগ নসীব হয় নাই।

পক্ষান্তরে, যেই আলেম আল্লাহ্ওয়ালাদের সম্মুখে নম্র ও অবনত হইয়াছেন, আল্লাহ্ওয়ালাদের পাদুকা বহন করিয়াছেন, মনের সাধ চূর্ণ করিয়া দিয়া পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিতেছেন এবং সর্বদা যিকির ও ফিকিরে মশগুল রহিয়াছেন, আল্লাহ্পাকের অকূল ও অসীম এল্মের সমুদ্রের সহিত এমন এক অদৃশ্য সংযোগ তাহার নসীব হইয়া যায় যাহার ফলে হৃদয়ের মাঝে এল্মের অজস্র নদীমালা ঢেউ খেলিতে থাকে।

আল্লাহ্র গভীর মহব্বত হাসিল হয় তিনটি জিনিসের দ্বারা

বন্ধুগণ ! এই 'অমূল্য দৌলত' ও 'অতুল্য রত্ন' নসীব হয় তিনটি জিনিসের দ্বারা ঃ সোহ্বতে-আহ্লুল্লাহ্, দাওয়ামে-যিক্রুল্লাহ্,তাফাক্কুর ফী-খাল্কিল্লাহ্। অর্থাৎ খোদাপ্রেমিক ওলীদের সঙ্গে উঠা-বসা করা,সর্বদা আল্লাহ্পাকের যিকিরে মশগুল থাকা এবং আল্লাহ্পাকের সৃষ্টিকুলের মধ্যে চিন্তা-ফিকির করা। খাও, পান কর আর ফূর্তি কর, এরূপ লাগামহীন ও চিন্তাহীন জিন্দেগী তাঁদের নয়। তাঁহারা ভাবেন যে, এই আসমান-যমীন ও চাঁদ- সুরুজ সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য ? কে ইহাদের সৃষ্টিকর্তা ? কি কি হক্ আমাদের উপর সেই মহান সৃষ্টিকর্তার ? এরূপ চিন্তা-ফিকির ইত্যাদির বরকতে আল্লাহ্প্রেমিকদের হৃদয়ে আল্লাহ্পাকের পক্ষ হইতে 'এল্মের এক অফুরান ভাণ্ডার' দান করা হয় যাহা কখনও শেষ হয় না। যেমন, পাতাল হইতে উত্থিত প্রবাহ যাহা হইতে অবিরাম ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। দেখুন না, মাওলানা রূমী (রঃ) হযরত তাব্রেযীর নজরের বরকতে যখন আল্লাহ্পাকের সহিত 'সদা

সম্বন্ধযুক্ত' 'ছাহেবে-নেছ্‌বত' ওলী হইয়া গিয়াছেন, তো তাঁহার হৃদয়ে এল্‌ম ও মা'রেফাতের এ্যায়ছা জোয়ার আসিল যে, মহব্বত ও মা'রেফাতের মণিমুক্তা সমৃদ্ধ আটাইশ হাজার ছন্দ তাঁহার যবান দ্বারা বাহির হইয়াছে। আর যাহার উপরই তাঁহার নজর পড়িয়াছে, সে-ই ওলীআল্লাহ্ হইয়া গিয়াছে।

বান্দা মাওলাকে নিয়া মশগুল, মাওলা তাহার বান্দার কর্মসিদ্ধিতে মশগুল

মাওলানা রুমী (রঃ) মস্‌নবীর এক স্থানে বলেন যে, অনেক সময় আমি ছন্দ মিলানোর চিন্তা করি। কিন্তু হায় ! —

قافیہ اندیشم و دلدار من
گویدم مندیش جز دیدار من

অর্থ ঃ আমি যখন ছন্দ মিলানোর চিন্তা করি, তখন আমার মাহ্‌বুব, আমার পেয়ারা মাওলা আমাকে আসমান হইতে ডাক দিয়া বলে, হে জালালুদ্দীন, এজন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। তুমি আমার ধ্যানে মশগুল থাক, আমার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ্ থাক। মস্‌নবী শরীফ তুমি লিখিতেছ না, বরং আমি তোমার দ্বারা লেখাইতেছি। তাই, বিষয়, ভাষা ও ছন্দমিল্ সবকিছু স্বয়ং আমিই তোমার হৃদয়ে এল্‌হাম করিব।

মসনবী সম্পূর্ণ এলহামী কিতাব ঃ এবং এল্‌হামী জিনিস তাজা-তাজা হয় ঃ

মস্‌নবীর শেষভাগে মাওলানা রুমী (রঃ) একটি ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ মস্‌নবী লেখা হইতেছিল। বড় বড় ছয় ভলিউমে আটাইশ হাজার ছন্দের মধ্যে মূল্যবান মূল্যবান কত কথা, কত না ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। এই মহান সাফল্য ও রচনা যে রুমীর নিজের নয় বরং তাহা সম্পূর্ণ এল্‌হামী জিনিস তথা আল্লাহ্‌পাকই তাহার অন্তরে ঢালিয়াছেন ও মুখের দ্বারা বাহির করিয়াছেন, উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আল্লাহ্‌পাক হঠাৎ তাহার 'এল্‌মের সূর্যকে' মাওলানা রুমীর ক্বলবের সম্মুখ হইতে হটাইয়া নিয়া গেলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের এল্‌মের অসীম সাগর হইতে এল্‌ম্ ও মা'রেফাতের যে উত্তাল তরঙ্গমালা তাঁহার অন্তরে প্রবাহিত হইতেছিল, আল্লাহ্‌পাক তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। মাওলানা রুমী ইহা দ্বারা

বুঝিয়া ফেলিলেন যে, মস্‌নবী রচনার কাজ এখানেই শেষ হইতেছে এবং আল্লাহ্‌পাক সর্বশেষে বর্ণিত এই ঘটনাটির বর্ণনা অসম্পূর্ণই রাখিতে চাহিতেছেন। তিনি বলিলেন, গায়েব হইতে এখন মহব্বত ও মা'রেফাতের কথা আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এজন্যই আমার কথার মধ্যে এখন আর কোন গতি নাই, কোন আকর্ষণ ও স্নিগ্ধতা নাই। অতএব, আমি নিজের পক্ষ হইতে কিছুই বলিতে চাই না। এখন আমার চুপ থাকাই উত্তম। এই মর্মেই তিনি এই ছন্দ বলিয়াছেন—

ایے حسام الدین در چه بند کن

سخت خاك آلود می آید سخن

অর্থ ঃ আমার হৃদয়ের নদী এখন শুকাইয়া গিয়াছে। পানি কমিয়া যাওয়ায় কূয়া হইতে উত্তোলিত পানি যেরূপ ক্লেদাক্ত হয়, অনুরূপ আমার ভাষা ও বিষয় এখন ক্লেদাক্ত দেখা যাইতেছে। কারণ, ইহা হৃদয়ের শুকনা কূয়া হইতে বাহির হইতেছে। অর্থাৎ আমার কথার মধ্যে এখন আর সেই নূর নাই। অতএব, নিজের মুখে তালা লাগাইয়া নিশ্চুপ হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি।

নূরের সূর্য অস্তমিত, জীবন সূর্যও অস্তমিত

আরও শুনুন যে এ সম্পর্কে স্বয়ং হযরত রূমী কি বলেন—

چوفتاد از روزن دل آفتاب

ختم شد والله اعلم بالصواب

অর্থ ঃ নুরের যে সূর্য আমার হৃদয়ের জানালার সম্মুখে থাকিয়া হৃদয়ের মধ্যে মাওলার এশ্‌কের আগুনওয়ালা বাক্যমালা বর্ষণ করিত, সেই সূর্য আজ হৃদয়ের আকাশ হইতে সরিয়া গিয়া উহার নিম্নাচলে ডুবিয়া গিয়াছে। তাই, সূর্যবিহীন এই অন্ধকার হৃদয়ের মস্‌নবী বলারও এখানেই সমাপ্তি ঘটিল। উক্ত ছন্দটি মস্‌নবীর সাড়ে আটাইশ হাজার ছন্দের মধ্যে সর্বশেষ ছন্দ। এখানে আসিয়া মস্‌নবী সমাপ্ত হয়। কারণ, মস্‌নবী রচনার 'অদৃশ্য সূর্য' আজ অস্তমিত হইয়া গিয়াছে।

কী আশ্চর্য মিল্ যে, একদিকে হৃদয়ের আকাশের সূর্য ডুবিয়া গেল, ইহার পরপরই এ নশ্বর জগত হইতে মাওলানা রূমীর মহান ব্যক্তিত্বের সূর্যও ডুবিয়া গেল এবং ঠিক সূর্য ডুবার সময়ই তাঁহার দাফন কার্যও সম্পন্ন হইল। অথচ, তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছিল সকাল বেলা। কিন্তু এত বড় জনসমুদ্র তাঁহার জানাযায় অংশ

গ্রহণ করিয়াছিল যে, অতি ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে হইতে এবং কাঁধ হইতে কাঁধে তুলিতে তুলিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। (সকলেরই মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল যে, হায়, মাওলার দেওয়ানাকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হইলেও কাঁধে বহনের সৌভাগ্য অর্জন করিয়া লই)

মাওলানা রূমীর ভবিষ্যদ্বাণী

মাওলানা রূমী (রঃ) মস্‌নবীর এক স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, আমার পরে এক আল্লাহ্ওয়ালা আসিবেন যাঁহার আত্মা হইবে আমার আত্মার নূরের প্রতিচ্ছবি, তিনি আমার অসমাপ্ত মসনবীকে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করিবেন। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, উক্ত ভবিষ্যদ্বাবাণীতে উল্লেখিত সেই ওলী হইতেছেন হযরত মুফতী এলাহী বখ্‌শ্ কান্ধ্‌লবী (রঃ) যিনি মাওলানা রূমীর ইন্তেকালের ছয় শত বৎসর পর কান্‌ধ্‌লা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ্পাকের শান্ বুঝা বড় ভার! ছয় শত বৎসর পূর্বে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণীকে তিনি ছয় শত বৎসর পরে পূর্ণ করিলেন।

এশ্‌ক্ ও মহব্বতভরা দুইখানা কিতাব

হযরত থানবী (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দুইখানা কিতাব পাঠ করিবে, সে খোদার এশ্‌ক্ ও মহব্বতের দৌলত পাইয়া যাইবে। একখানার নাম 'মস্‌নবী শরীফ', আর একখানা 'গুল্‌যারেব ইবরাহীম'। এইগুলি হইতেছে হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভালবাসার আগুন জ্বালানোর কিতাব, প্রেমের জ্বালা-যন্ত্রণা পয়দা করার মত কিতাব।

বন্ধুগণ! বর্তমান যুগে মস্‌নবী পড়া ও বুঝা দুষ্কর হইয়া গিয়াছে। আমার লেখা 'মাআরেফে মস্‌নবী' গ্রন্থটি মসুনবী শরীফের আছান ব্যাখ্যা গ্রন্থ। আমাদের বুযুর্গানেদ্বীন এই কিতাবখানা খুব পসন্দ করিয়াছেন। সময় করিয়া মাঝে মাঝে উহা হইতে দুই-তিন পাতা করিয়া পাঠ করুন। গুল্‌যারে-ইব্রাহীম্‌ও সংগ্রহ করুন। কারণ, গুল্‌যারে-ইব্রাহীমের ছন্দ সমূহ মহব্বত ও মা'রেফাতে পরিপূর্ণ।

আগে ঘরওয়ালার সহিত সম্পর্ক গড়, তারপর তার ঘরে আগমন কর

এই ত এইবারই আমি হরম শরীফে গুল্‌যারে-ইব্রাহীমের কতিপয় ছন্দ পেশ করিয়াছিলাম। আমি আরয করিয়াছিলাম যে, হৃদয়ের উপর যখন আল্লাহ্পাকের

'দয়া ও করুণা' অবতীর্ণ হয়, তখনই এই কা'বাকে কা'বা বলিয়া মনে হয়, তখনই বুঝে আসে যে, এই কা'বা কেমন কা'বা! আল্লাহ্র ওলীদের জুতা বহন করিয়া প্রথমে ঘরওয়ালার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর। তারপর তার ঘরে আগমন কর। তখন তুমি এই ঘরের কদর উপলব্ধি করিবে। তাই বলি, প্রথমতঃ হৃদয়ে ঘরওয়ালার মহব্বত হাসিল কর। কারণ, ঘরের প্রতি ভালবাসা জন্মায় তখন যখন উহার মালিকের সহিত খুব ভালবাসা থাকে। অন্যথায় মুখে মুখেই শুধু আওড়াইয়া বেড়ানো হয় যে, আমি আল্লাহ্র ঘরে গিয়াছি, ঘরের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হইয়াছি, আল্লাহ্র ঘরের পরশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। কিন্তু আসলে ঘরের পরশ নয় বরং রিয়ালের পরশ লাভ করিয়াছে। হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্মদ ছাহেব (রঃ) বলিয়াছিলেন—

کسی کو قال نے مارا کسی کو حال نے مارا
میں کیا کہُوں ، مجھکو فکر مآل نے مارا

অর্থ ঃ কাহাকেও শেষ করিয়াছে তাহার যবান ও বাগ্মীতা। কাহাকেও শেষ করিয়াছে তাহার হাল্ ও ব্যাকুলতা। আর আমাকে তিলে তিলে শেষ করিয়াছে আখেরাতের চিন্তা।

দুনিয়ার মোহগ্রস্ত মানুষের হালত বর্ণনার জন্য উহাকে আমি এভাবে পরিবর্তন করিয়াছি—

کسی کو قال نے مارا کسی کو حال نے مارا
میں کیا کہُوں مجھکو فکر ریال نے مارا

অর্থাৎ কাহাকেও শেষ করিয়াছে কথা ও বাগ্মীতা, কাহাকেও শেষ করিয়াছে ভাবের তন্ময়তা। আর তিলে তিলে আমাকে শেষ করিয়াছে রিয়াল কামানোর চিন্তা (টাকা-পয়সার চিন্তা)। (এই ছন্দ শুনিয়া শ্রোতাগণের মধ্যে হাসাহাসির ধূম পড়িয়া গেল।) এত দূর হইতে এখানে আসিয়া রিয়াল উপার্জনের ফেরে এমনই আটকা পড়ে যে, হরম শরীফে নামায পড়ার তওফীক হইতেও বঞ্চিত হইয়া যায়।

গুল্যারে-ইব্রাহীমের একটু আগুন

আমি বলিতেছিলাম যে, গুল্যারে-ইব্রাহীমও হৃদয়ের মধ্যে এশ্কের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। বড়ই বিস্ময়কর এই কিতাব। নিম্নোক্ত ছন্দগুলি গুল্যারে ইব্রাহীম হইতে উদ্ধৃত করা হইল—

کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو
لاوے بت خانہ سے وہ صدیق کو
اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ
زوجۂ فرعون ہووے طاہرہ

অর্থ ঃ আল্লাহ্র কুদরতের কী যে লীলা-খেলা ? কা'বায় তিনি 'যিন্দীক্' (কাফের) সৃষ্টি করেন। আবার মূর্তি-ভরা মন্দিরে তিনি 'সিদ্দীক্' সৃষ্টি করেন। আবূ জাহ্লের মাতা কা'বা-শরীফে তাওয়াফ-রতা ছিল। ঐ তাওয়াফ অবস্থায়ই আবূ জাহ্ল্ জন্ম গ্রহণ করে। এত বড় জঘন্য কাফের জন্ম হইল কা'বা ঘরে। অন্যদিকে হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হু যখন মুসলমান হন তখন তাঁহার মা-বাপ সহ পরিবারের সকলেই ছিল মূর্তিপূজক মোশ্রেক। এখানে দেখা গেল যে, পরিবার নামের ঐ মন্দিরের মধ্যে এত বড় 'সিদ্দীক' তৈরী হইলেন।

তদ্রূপ, আল্লাহ্র পয়গম্বর হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রী ছিল কাফের। আবার আল্লাহ্র দুশমন ফের্আউনের স্ত্রী 'আছিয়া' ছিলেন আল্লাহ্ভীরু-দ্বীন্দার।

زادۂ آزر خلیل اللہ ہو
اور کنعاں نوح کا گمراہ ہو

মূর্তিপূজক আযরের পুত্র ইব্রাহীম হইলেন খলীলুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র দোস্ত। অন্যদিকে হযরত নূহ্ (আঃ) এর পুত্র কেন্আন্ হইল গোম্রাহ, পথভ্রষ্ট।

دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر
غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر

হায়, মন্দিরকে তিনি মসজিদ বানাইতে পারেন, আবার মসজিদকেও তিনি মন্দিরে রূপান্তরিত করিতে পারেন। আপনকে তিনি 'পর' বানাইতে পারেন, আবার পরকেও তিনি 'আপন' করিতে পারেন।

فہم سے بالا خدائی ہے تری
عقل سے برتر خدائی ہے تری

আয় আল্লাহ্ ! তোমার খোদায়ী-শান্ মানুষের সকল চিন্তা-বুদ্ধির ঊর্ধে।

তোমার শান্ ও কুদ্রত, তোমার মাহাত্ম্য, মহিমা ও হেক্মত বুঝা মনুষ্যবিবেকের শক্তি বহির্ভূত।

এই হইতেছে 'গুল্যারে ইব্রাহীম'। হযরত থানবী কি খামখাই ইহা পাঠ করিতে বলিয়াছেন ? পড়িয়া দেখুন যে, অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত ও মা'রেফাত কি পরিমাণ বাড়ে।

মরা হৃদয় হৃদয় নয়, যেমন মরা নদী নদী নয়

আমার দোস্তগণ, আমি আরয করিতেছিলাম যে, তিনটি কাজ করিতে পারিলে আমরা আমাদের আছ্লাফের তথা অতীত বুযুর্গানেদ্বীনের রঙ্গে রঙ্গীন হইতে পারিব এবং আমাদের অন্তর আল্লাহ্পাকের খাছ্ নূর ও প্রেমের খাছ্ বন্ধন লাভে ধন্য হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ অন্তর তখনই অন্তর নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত হয় যখন অন্তরে আল্লাহ্পাকের এশ্ক্ ও মহব্বত পয়দা হইয়া যায়। যেই হৃদয়ে মাওলার মহব্বত নাই, উহা মৃত। মরা নদী নদী বলার অনুপযুক্ত। নদী ত উহাকে বলে যাহাতে রাশি রাশি পানি প্রবাহিত থাকে। অনুরূপ আমাদের হৃদয়নদীতে যদি মাওলার মহব্বতের পানি প্রবাহিত না থাকে তবে উহা 'হৃদয়' নয়। হৃদয় ত ঐ দরিয়ার নাম যাহা আল্লাহ্র গভীর সান্নিধ্যের পরশ ও মহব্বতের পানি দ্বারা কানায় কানায় ভর্তি থাকে। অতএব, দিল্ তখনই দিল্ বলার উপযুক্ত হয়, ঈমানে-আক্লী ও এস্তেদ্লালী অর্থাৎ মুখস্থ বিশ্বাসের ঈমান ও যুক্তি-বুদ্ধির ঈমান যখন ঈমানে-হালী ও বেজ্দানী তথা বাস্তব, উপভোগ্য ও গভীর অনুভূতিগ্রাহ্য ঈমানে পরিণত হয়। আগের ঈমান পরিবর্তন হইয়া বহু উন্নততর আর এক ঈমান নসীব হইয়া যায়, যেই ঈমানের ফলে অন্তরে আল্লাহ্র সঙ্গে এক গভীর সম্বন্ধ ও সান্নিধ্য উপলব্ধি হয়, যেই ঈমানের ফলে হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ্র নৈকট্য-সাগরের স্রোতধারা প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া অনুভূত হয়।

হযরত থানবী বলেন, আম্-মাইয়্যত তো প্রত্যেক মুসলমানেরই হাসিল আছে। কিন্তু খাছ-মাইয়্যত একমাত্র আল্লাহ্র ওলীদের হিস্সা।

........................وَهُوَ مَعَكُمْ........................

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানই এই কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান এবং আল্লাহ্ আমার সঙ্গে আছেন। কিন্তু আল্লাহ্র ওলীগণ হৃদয় দিয়া বাস্তবেও ইহা অনুভব করেন যে, সত্য সত্যই তিনি 'সঙ্গে' আছেন। সঙ্গে থাকার বিশ্বাসের পাশাপাশি দিবারাত তাহারা মাওলাকে সঙ্গেই পান ও অনুভব করেন।

উচ্চ মর্তবার বন্ধনের জন্য উচ্চ কোরবানী জরুরী

আল্লাহ্পাক তাহার খাছ্ আশেকদেরকে প্রেমের বাঁধনে আবদ্ধ করেন, তাঁহাদের হৃদয় সমূহকে প্রেমের অটুট সূতা দ্বারা শক্তভাবে বাঁধিয়া রাখেন। এই মাকাম্ ও মর্তবা তিনি তখন নসীব করেন যখন তাঁহারা বড় ও উচ্চ ধরনের হেদায়েত প্রাপ্ত হন। খালি ঈমান দ্বারা এ বিশেষ বাঁধন নসীব হয় না। 'আছ্হাবে কাহ্ফ' নামে পরিচিত আল্লাহ্পাকের বিশিষ্ট দেওয়ানাদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এ কথাই বলিয়াছেন যে—

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَّرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ....

আমি তাহাদের হৃদয় সমূহকে আমার সহিত এক 'বিশেষ সম্বন্ধ' দানে ধন্য করিয়া আমার সহিত সুগভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছি। এবং তাহাদেরকে উচ্চ মানের, উন্নত পর্যায়ের, পরিবর্ধিত হেদায়েত প্রদান করিয়াছি।

এখানে وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ দ্বারা ঐ যুবকদিগকে যে বিশেষ সম্বন্ধ বা যে বিশেষ বন্ধনে ধন্য করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, উহার পূর্বে বলা হইয়াছে وَزِدْنَاهُمْ هُدًى যাহা দ্বারা বর্ধিত ও সুউন্নত হেদায়েতে বিভূষিত করা হইয়াছে। স্রেফ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই যাহাতে স্রেফ এই কথা বলা হইয়াছে যে, ঐ যুবকগণ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে।

মোটকথা, আল্লাহ্পাক এই আয়াতে প্রথমে এই কথা বলিয়াছেন যে, ঐ যুবকগণ ঈমান আনিয়াছিল, তারপর বলিয়াছেন যে, আমি তাহাদের মধ্যে হেদায়েতকে বর্ধিত করিয়া দিয়াছি, তারপর বলিয়াছেন, আমি তাহাদের হৃদয় সমূহকে আমার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ দানে ধন্য করিয়াছি। ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ঈমান কবুল করিয়া মুসলমানদের কাতারে শামিল হইলেই বিশেষ প্রেমিকদেরকে যে বিশেষ সম্বন্ধের বাঁধনে আবদ্ধ করা হয় তাহা নসীব হয় না। বরং উহা নসীব হয় আত্মবিসর্জন, মোহ-মায়া বিসর্জন, যত সব ঘৃণিত পাপাচার বিসর্জন দ্বারা উন্নততর হেদায়েত প্রাপ্তির পর।

কী সুমধুর প্রেমডোর

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজ্যূব (রঃ) খোদা ও বান্দার মধ্যকার সুগভীর এ প্রেমবন্ধনের কথাই বলিয়াছেন তাঁহার এই ছন্দের মাঝে ঃ

هم تم هی بس آگاه هیں اس ربط خفی سے
معلوم کسی اور کو یه راز نہیں هے

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, তুমি আর আমিই শুধু অবগত আছি যে, কি এক গোপন বন্ধনে আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ রহিয়াছি। আমাদের অতি গোপনীয় এ মায়ার বাঁধনের রহস্য ও তথ্য সমূহ আমরাই শুধু জানি,আর কেহ জানে না।

কী এক গোপন প্রেমের ডোরে
বদ্ধ তুমি-আমি
কেউ জানেনা মোদের এ ভেদ
জানি তুমি-আমি।

এই মর্মেই তিনি আরও বলেন ঃ

تم سا کوئی همدم کوئی دمساز نہیں هے
باتیں تو هیں هردم مگر آواز نہیں هے

অর্থ ঃ আমার মাওলা ! তোমার মত হর্‌দম কাছে পাওয়ার মত এমন সাথী আর কেহ নাই। তুমি আমার সদা-সর্বদার সাথী, বড়ই মজার সাথী। তোমার-আমার মধ্যে গোপনে-গোপনে কত কি যোগাযোগ হয় এবং হামেশা তুমি আমার সঙ্গে কত না কথা বল, কত কিছু আলাপ কর। কিন্তু অন্য কেউ তা জানেও না, শোনেও না। কারণ, তোমার কথার কোন আওয়াজ নাই। তাই তোমার কথা বলার সময় কোন শব্দ হয় না। ইহা তোমার কথার এবং তোমার আলাপের এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও নিদারুণ মধুর জিনিস।

সর্ব-দমের সাথী তুমি, কী যে মধুর সাথী,
তোমার মত 'কোনো সাথী' নাইকো মহা পতি।
আমার সনে কও তো কথা কতো, দিবারাতি,
শব্দবিহীন গোপন কথা, গোপন সভা-পতি।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, সর্বদা ক্বলবের মধ্যে মাওলাপাকের শব্দহীন এক ভাষণ শুনিতে থাকি যে, "আশরাফ আলী,এরূপ কর, এরূপ করিও না। অমুকটা কর, অমুকটা করিও না"। আল্লাহ্পাকের সহিত খাছ তাআল্লুক (খাছ সম্পর্ক) পয়দা হওয়ার পর 'আলমে গায়েব' হইতে সর্বদা তাহার রাহ্নুমায়ী করা হয়। অর্থাৎ একটু আড়ালে থাকিয়া মাওলাপাক নিজেই তাহার প্রিয়পাত্রকে সর্বদা পথ বাতলাইতে থাকেন।

আজও উম্মত এই আলেম সমাজর মধ্যে বায়েযীদ বোস্তামী ও শাম্সে-তাবরেযী খুঁজিতেছে

আমার বন্ধুগণ, আজও আমরা 'দামী' হইতে পারি, আজও আমরা অতি দামী জিন্দেগী লাভ করতে পারি। আমার বন্ধুগণ, অত্যন্ত বেদনাবিধূর প্রাণে আমি একটি কথা আরয করিতেছি যে, আমরা যারা অল্প-বিস্তর কিছু এল্মেদ্বীন শিখিয়াছি, হে আলেম সমাজ! আজ উম্মত আমাদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ), মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী (রঃ), মাওলানা কাসেম নানূতবী (রঃ), হাকীমুল-উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ), মাওলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রঃ), হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ)এবং হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রঃ)-কে তাহারা আমাদের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। তাহারা তালাশ করিতেছে যে, দেখি, এই সকল আলেমদের মধ্যে ঐ মহান আওলিয়ায়ে-কেরামের মত কোন সাচ্চা আশেক, ঐ রংয়ের, ঐ ধরনের কোন দেওয়ানা আজও পাওয়া যায় কিনা ? উম্মত আজ আমাদিগকে আমাদের আছ্লাফের (পূর্বসুরীদের) মানদণ্ডের উপর দেখিতে চাহিতেছে। মহান অতীত বুযুর্গানের মত ওলীআল্লাহ্ তাহারা আমাদের মধ্যে তালাশ করিতেছে।

হে আমার বন্ধুগণ, অতএব, আজ আপনাদের খেদমতে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আমার নিবেদন যে, আসুন, আমরা সকলে আল্লাহ্ওয়ালা হইয়া যাই। আমাদের আল্লাহ্ওয়ালা হওয়া দরকার। আর আল্লাহ্ওয়ালা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আমি পূর্বেই আরয করিয়াছি যে, নবুয়তের দরজা বন্ধ, তাই, আর কোন নতুন নবী পয়দা হওয়া অসম্ভব ও অবাস্তব। কিন্তু, বেলায়েতের দরজা তো খোলা। তাই, ওলী হওয়া আজও আছান।

'বেলায়েত' দুইটি মাত্র অংশের দ্বারা গঠিত

হাকীমুল্-উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, 'বেলায়েত' দুইটি অংশের দ্বারা গঠিত, অর্থাৎ মাত্র দুইটি জিনিস হাসিল করিতে পারিলেই ওলীআল্লাহ্ হওয়া যায়। একটি ঈমান, আর একটি তাক্ওয়া।

অতএব, সমস্ত মুসলমানই ত 'আধা বেলায়েতের' অধিকারী হইয়া আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র ফযলে 'ঈমান' তো বর্তমান আছেই। স্রেফ আ'লা মাকামের 'তাক্ওয়া' তথা উচ্চ স্তরের 'তাক্ওয়া' হাসিল করিতে পারিলেই 'বেলায়েত' হাসিল হইয়া গেল। সারকথা, ঈমানের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের তাক্ওয়া যোগ হইলেই ওলীআল্লাহ্ হইয়া যাইবে।

হযরত হাকীমুল্-উম্মত (রঃ) আরও বলিয়াছেন যে, তিনটি জিনিসের দ্বারা আল্লাহ্পাক বেলায়েত-এর দৌলত নসীব করিয়া দেন। তম্মধ্যে প্রথমটি হইল কোন 'ছাহেবে-নেছ্বত' ওলীর সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

পীর ও মুরীদের মধ্যকার স্থানগত দুরত্ব রূহানী তারাক্কীর পথে কোন বাঁধাই নয়

প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহাও বলিয়া দিতেছি যে, আপনার প্রত্যাশিত আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি যদি এত বেশী দূরে থাকেন যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাত হওয়া দুষ্কর, তবে তরীকতের বুযুর্গানের হেদায়েত অনুসারে এ অবস্থায়ও তাঁহার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং ইহাতে কোন প্রকারের বাধা বা অসুবিধা নাই। এই দূরত্ব মোটেও ক্ষতিকর নয়। তাঁহার সহিত চিঠি-পত্রের যোগাযোগই ফলপ্রদ ও যথেষ্ট হইবে। অর্থাৎ নিজের ভাল-মন্দ সমস্ত হাল-অবস্থা পত্রযোগে তাঁহাকে জানাইতে থাকিবে। উত্তরে তিনি যে সকল পথনির্দেশনা পাঠাইবেন সে অনুযায়ী আমল করিতে থাকিবে। আল্লাহ্র রহমতে এভাবে বেলায়েতের সমস্ত মন্যিলই তাহার অতিক্রম হইয়া যাইবে।

শত শত মাইল দূর হইতে তা দিয়া ডিম ফুটানো-পাখী ঃ

হযরত থানবী (রঃ) শাহ্ ফযলুর রহ্মান ছাহেব গান্জ মুরাদাবাদী (রঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, রাশিয়ার এলাকায় এক জাতের পাখী আছে যাহার

নাম 'কায্'। এই কায্ পাখী হিন্দুস্তান-পাকিস্তান ভ্রমণে আসে। এখানে আসার আগে রাশিয়ার পাহাড়ে ডিম পাড়িয়া আসে। অতঃপর এখানে থাকিয়া ঐ ডিমের দিকে তাওয়াজ্জুহ্ দিয়া (অর্থাৎ, উহার প্রতি মনের ধ্যান প্রয়োগ করিয়া, মনোঃসংযোগ স্থাপন করিয়া) তা দিয়া ঐ ডিম সমূহকে গরম করিয়া ফেলে। যখন দেশে ফিরিয়া যায়, এত দূর হইতে দেওয়া তা-এর প্রভাবে ঐ ডিম সমূহ হইতে বাচ্চা ফুটিয়া গিয়াছে দেখিতে পায়। হযরত শাহ্ ফযলুর রহ্মান গান্জ্-মুরাদাবাদী (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ্পাক পাখীর তাওয়াজ্জুহের (মনোঃসংযোগের) মধ্যেই যখন এত বড় শক্তি ও প্রভাব রাখিয়াছেন, তাহা হইলে যাহারা আল্লাহ্র ওলী, তাঁহাদের রূহের প্রভাব ও তাকতের কি অবস্থা হইতে পারে ?

অতএব, আল্লাহ্র ওলীদের মোলাকাত ও সোহ্বত লাভের যদি সুযোগ না হয় তবে পত্রযোগাযোগের দ্বারাও আত্মার এছ্লাহ্ তথা পরিমার্জন ও উন্নতি সাধন হইতে পারে। আল্লাহ্র ওলীদের তাওয়াজ্জুহ্ ও দোআর মধ্যে আল্লাহ্পাক খাছ আছর রাখিয়াছেন, মস্তবড় এক শক্তি ও প্রভাব রাখিয়াছেন।

ওলীআল্লাহ্র রূহের খাছ্ আছর্ একটি কুকুরের উপর

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, জনৈক 'ছাহেবে নেছ্বত' বুযুর্গ জয্বের হালতে (মাওলার এশ্কে গরক্ থাকার হালতে) মোরাকাবার মধ্যে মাওলাপাকের গভীর ধ্যান ও পরম সান্নিধ্যে ডুবিয়া ছিলেন। বিশেষ এক প্রয়োজনে হঠাৎ তিনি চক্ষু মেলিলেন। সম্মুখ দিয়া একটি কুকুর যাইতেছিল। মাওলার তাজাল্লীভরা চোখের দৃষ্টি ঐ কুকুরের উপর পড়িয়া গেল। তিনি বলেন যে, অতঃপর ঐ কুকুরটি যেখানেই যাইত, যেই মহল্লাতেই যাইত, সেখানকার সমস্ত কুকুরগুলি আসিয়া ঐ কুকুরটির সামনে আদবের সহিত বসিয়া যাইত। হযরত থানবী হাসিয়া বলিলেন, হিংস্র প্রাণী ঐ কুকুর এভাবে 'শায়খুল কেলাব' (কুকুরদের পীর) বনিয়া গেল। হায়, আল্লাহ্র ওলীদের নজর যখন জানোয়ারের উপরও এরূপ আছর করে ও প্রভাব ফেলে, আমার বন্ধুগণ, তাহা হইলে সেই ওলীআল্লাহ্দের নজর যদি কোন মানুষের উপর পড়ে, তবে সেই নজর তাহার মধ্যে কি প্রভাবই না সৃষ্টি করিতে পারে ? কি আলোড়নই যে পয়দা করিতে পারে ?

পরস্পর সংযোগের ফলে দেশী-আম যেরূপ লেংড়া-আম হয়, মাওলাভোলা-দিল্ও মাওলাওয়ালা হয়

একদা টেণ্ডুজামের এগ্রিকাল্চার ডিপার্টমেন্টের (কৃষিবিজ্ঞান বিভাগের) কৃষি বিশেষজ্ঞগণ আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্র ওলীদের সোহ্বতের কি প্রয়োজন ? তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন, পি, এইচ, ডি, যাহারা আমেরিকা ও জার্মান হইতে ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত। তাঁহারাই ছিলেন আমার শ্রোতামণ্ডলী। আমি বলিলাম, আচ্ছা, আপনারা কৃষিসম্পদের উপর গবেষণা চালাইয়া কৃষিবিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে আপনারা এখানে কি কাজ করেন ? ঐ কৃষিবিদগণ উত্তর দিলেন যে, আমরা এখানে দেশী আমকে লেংড়া আমে রূপান্তরিত করি।

আমি বলিলাম, দেশী-আমকে লেংড়া-আম বানানোর কি পদ্ধতি ? তাঁহারা বলিলেন, এক বিশেষ পদ্ধতির অধীনে দেশী আমের ডালকে আমরা লেংড়া আমের ডালের সহিত পরস্পর সংযুক্ত ও বন্ধনযুক্ত করিয়া দিই। উভয়ের মধ্যকার এ বন্ধন হয় অত্যন্ত মযবূত। পরস্পরকে পরস্পরের সহিত এত বেশী সুশক্তভাবে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত করিয়া দেওয়া হয় যে, উভয়টি সম্পূর্ণ 'একাত্ম' ও 'অভিন্ন' হইয়া যায়। উভয়ের মাঝখানে বিন্দুমাত্রও কোন দূরত্ব থাকে না। এত কষিয়া বাঁধা হয় যে, কোনক্রমেই যেন নড়বড়ে হইয়া না যায়। কারণ, উভয়ের মধ্যে চুল পরিমাণও যদি দূরত্ব থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দেশী আম লেংড়া আমের আকৃতি-প্রকৃতি, রূপ-গুণ ও স্বাদ-গন্ধে পরিবর্তিত হইয়া একাকার হইতে পারিবে না। অবিকল লেংড়া আমে পরিণত হওয়া তখন আর সম্ভবপর হইবে না।

তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ঐ বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আমি বলিলাম, বেশ বেশ, আপন বক্তব্যেই ত আপনারা ধরা খাইয়া গিয়াছেন। আদালতের স্বেচ্ছাস্বীকারোক্তিতে অভিযুক্ত আসামীদের মত স্বয়ং আপনাদের স্বীকারোক্তিই আজ আপনাদের উপর বর্তাইতেছে। আপনাদের এ বক্তব্যেই বর্তমান রহিয়াছে আপনাদের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর। আপনারা যেভাবে একটা কৌশল প্রয়োগ করিয়া দেশী আমকে লেংড়া আমে পরিণত করেন, অনুরূপ, আল্লাহ্র রহ্মতের বদৌলতে 'দেশী দিল্কে'ও 'আল্লাহ্ওয়ালা দিল্' বানানো যায়। যেভাবে লেংড়া আমগাছের সহিত সংযোগ স্থাপনের দ্বারা লেংড়া আমের গুণ-ঘ্রাণ ও স্বাদ-স্বভাব দেশী আমের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এভাবে দেশী আমগাছ লেংড়া আম গাছে পরিণত হইয়া যায়, তদ্রূপ, কোন আল্লাহ্ওয়ালা-দিলের সহিত যদি কোন 'দেশী দিলের' তথা কোন

গাফেল দিলের সংযোগ ও বন্ধন পয়দা করা যায়, তাহা হইলে ঐ 'দেশী দিল্'ও 'আল্লাহ্ওয়ালা দিল্' হইয়া যাইবে।

ঐ আল্লাহ্ওয়ালার দিলের মধ্যে যেই ঈমান, ইয়াকীন, যেই মহব্বত, মা'রেফাত ও মাওলাপাকের খোশ্বূ বিদ্যমান আছে, সম্পর্কের বদৌলতে ঐ সকল গুণ-ঘ্রাণ, স্বভাব-চরিত্র বন্ধনওয়ালা ঐ গাফেল দিলের মধ্যেও প্রবেশ করিবে। এভাবে ঐ আল্লাহ্ওয়ালার ছীনার সমস্ত নেছ্বত ও সমস্ত দৌলতই তাহার ছীনার মধ্যে ঢুকিয়া যায়। কিন্তু শর্ত হইল, আল্লাহ্ওয়ালার সহিত সম্পর্কের বন্ধন খুবই শক্ত, মযবূত, গাঢ়, গভীর ও অটুট হইতে হইবে। সম্পর্ক যদি ঢিলাঢালা ও হাল্কা-পাতলা হয়, তাহা হইলে এই 'ফায়দা' তখন আর হাসিল হইবে না। যেভাবে আপনারাই এখন বলিয়াছেন যে, দেশী আমের কলমকে আপনারা লেংড়া আমগাছের ডালের সহিত খুব মজবুত করিয়া, খুব শক্তভাবে বাঁধিয়া দেন।

হযরত থানবীর এল্মের সাগর স্রেফ ছোহ্বতের বরকত

জনৈক ব্যক্তি হযরত থানবী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, হুযূর, বয়ানের মধ্য এত অজস্র এল্মের ধারা আপনি কোথা হইতে পেশ করেন ? তফ্সীরে বয়ানুল্-কোরআন, শর্হে মস্নবী শরীফ, শরীঅত ও তরীকতের বিস্ময়কর আছ্রার ও মাআরেফ, বিশদ হইতে বিশদ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সুবিশাল ও সুগভীর এই এল্মের সাগর আপনি কোথা হইতে লাভ করিয়াছেন ? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, নিশ্চয় আপনি ক্লাশিক্যাল পড়াশুনা শেষ করার পর বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসংখ্য কিতাবাদি আপনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। হযরত থানবী বলিলেন, হে আলেম সমাজ! 'দর্সে নেযামীর' কিতাবাদি ও সবক তোমরা যতটুকু পড়িয়াছ, আশরাফ আলীও ঠিক ততটুকুই পড়িয়াছে। ব্যবধান শুধু এইটুকু যে, তোমরা কেবল কিতাব আর কিতাব লইয়াই ব্যস্ত ও তুষ্ট রহিয়াছে। আর আশরাফ আলী কিতাব যতটুকুই দেখিয়াছে, কিতাবের তুলনায় আশরাফ 'কুতুব' দেখিয়াছে বেশী। (ছোট কাফ্ দিয়া কিতাবের বহু বচন কুতুব অর্থ, কিতাবসমূহ। আর বড় 'ক্বাফ্' দিয়া কুত্বুব অর্থ মাওলাপাগল আল্লাহ্ওয়ালা।') হযরত বলিলেন, তোমরা বেশী ব্যস্ত ছিলে ছোট কাফ্-এর কুতুব (মানে,কিতাবসমূহ) লইয়া। আর আশরাফ আলী বেশী ব্যস্ত ছিল বড় ক্বাফ্-এর 'ক্বুতুব' (তথা আল্লাহ্র ওলীদেরকে) লইয়া। অর্থাৎ বিশ্বসেরা মোর্শেদ শায়খুল-আরব ওয়াল-আজম হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রঃ), বিশ্বসেরা আলেমেদ্বীন, ইমামে-রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী (রঃ),

আলেমকুলের সম্রাট হযরত মাওলানা মামলূকুল্ আলী ছাহেব (রঃ) এর স্বনামধন্য সাহেবজাদা হযরত মাওলানা ইয়া'কূব ছাহেব নানূতবী (রঃ) এবং শায়খুল-হিন্দ্ হযরত মাওলানা মাহ্মূদ হাসান দেওবন্দী (রঃ)। বহু বহু 'কিতাব দর্শনের' তুলনায় আমি বিশ্ব সেরা এই সকল মহান 'কুতুব দর্শনে'র প্রতি বেশী মনোযোগী ছিলাম। মোটকথা, আল্লাহ্র ওলীদের ছোহ্বত ও খেদমতের বদৌলতে আল্লাহ্পাক আমার এল্মের মধ্যে বহুত্ বড় বরকত দান করিয়াছেন।

ঘষাখাওয়া তিল চামেলীর সংস্পর্শে থাকিয়া অতি দামী 'রওগনে চাম্বেলী' (চামেলীর তেল)

হাঁ ভাই, আমি 'বেলায়েত'-এর জন্য তিনটি জিনিসের জরুরতের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। তন্মধ্যে একটি হইল কোন আল্লাহ্ওয়ালার সহিত সম্পর্ক ও তাঁহার ছোহ্বত। কিন্তু স্রেফ ছোহ্বতই যথেষ্ট নয়। স্রেফ সঙ্গে-সঙ্গে থাকা বা ওলীর সহিত উঠা-বসা করিলেই চলিবে না। বরং সেই সঙ্গে কছু মুজাহাদাও করিতে হইবে। কিছু সাধনাও করিতে হইবে। আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য, আল্লাহ্কে রাযী-খুশী করিয়া তাহার দোস্তের মর্তবা লাভের জন্য কষ্ট স্বীকারও করিতে হইবে। ইহার একটি অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত শুনুন।

ভারতের জৌনপুরে তিলের তেল দিয়া বহু দামী 'চামেলীর তেল' তৈয়ার করা হয়। উহার পদ্ধতি এই যে, এই মর্তবা লাভের জন্য প্রথমতঃ তিলের উপর দিয়া কিছু 'মুজাহাদা' (কষ্ট বরদাশ্তের কাজ) অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ খুব ঘষিয়া ঘষিয়া সর্বপ্রথম তিলের গায়ের ভূষি ছাড়ানো হয়। খুব করিয়া ঘষা খাইতে খাইতে ভূষি বিদূরিত হইয়া অবশেষে অতি পাতলা একটা পর্দা থাকিয়া যায় যাহার উপর হইতে উহার ভিতরকার তেল এতটা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটা সুই দ্বারা সামান্য গুঁতা দিলেই তেল বাহির হইয়া আসিবে। ঘর্ষণ-পেষণের এমনই এক মুজাহাদা ও কঠোর সাধনা অতিক্রান্ত হয় বেচারা-তিলের নাজুক শরীরের উপর।

ইহার পর একটি পাত্রের মধ্যে প্রথমতঃ চামেলী ফুলের স্তবক রাখা হয়। উহার উপর ঐ সিদ্ধিলব্ধ তিলের স্তর বিছাইয়া দেওয়া হয়। উহার উপর আবারও চামেলী ফুলের স্তর সাজানো হয়। ঐ তিল ও চামেলী ফুলকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত এইভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে ফুলের খোশ্বূ তিলের মধ্যে শোষিত ও সংমিশ্রিত

হইয়া যায়। অতঃপর উহাকে ঘানিতে কিংবা মেশিনে দেওয়া হয়। এভাবে চামেলীর সম্পূর্ণ খোশবূই ঐ তিলের মধ্যে আসিয় যায়। এখন আর উহাকে তিলের তেল বলা হয় না। এখন উহার নাম হয় 'রওগনে চাম্বেলী বা 'চামেলীর তেল'। প্রিয় বন্ধুগণ, তদ্রূপ, আল্লাহ্ওয়ালা হওয়ারও ঠিক এই একই তরীকা, একই পন্থা। অর্থাৎ কষ্ট ও সাহচর্য উভয়ই জরুরী।

আল্লাহ্কে পাইতে হইলে মোজাহাদা করিতে হইবে

আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরআন শরীফে ইরশাদ করিতেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ আমার রাস্তায়, আমার জন্য যাহারা কষ্ট স্বীকার করে, আমাকে পাওয়ার ও আমা পর্যন্ত পৌঁছার সমস্ত পথ আমি তাহাদের জন্য খুলিয়া দিই।

তাই, সর্বপ্রথম মুজাহাদা করিতে হইবে। কঠোরভাবে ঘষিয়া-পিষিয়া নফ্ছ্ ও কল্বের তাবৎ ভূষি সমূহ দূর করিতে হইবে। তিল যেভাবে ফুলের 'সীরত' আপন সত্তার মধ্যে শুষিয়া লইয়াছে, তদ্রূপ, আওলিয়ায়ে-কেরামের আখলাক-চরিত্র 'জয্ব্' করার তথা স্বীয় অন্তর-আত্মাকে তাঁহাদের গুণাবলী দ্বারা রঞ্জিত করিবার যোগ্যতা পয়দা করিতে হইবে। যেই ওলীআল্লাহ্র সঙ্গে আপনার সম্পর্ক, তাঁহার আখলাক ও গুণাবলী 'জয্ব্' করার (অর্থাৎ শোষণ-আকর্ষণ, গ্রহণ ও ধারণ করার) যোগ্যতা পয়দা হইবে মোজাহাদার দ্বারা।

মোজাহাদা কি ?

মোজাহাদা কি জিনিস, তাহাও বুঝিয়া লওয়া দরকার। মোজাহাদার মর্মার্থ হইল নিয়মিত 'যিক্রুল্লাহ্র এহ্তেমাম' করা (আন্তরিক গুরুত্বের সহিত যিকিরের প্রতি যত্নবান হওয়া) এবং সর্ব রকম গুণাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য অদম্য চেষ্টা চালাইয়া যাওয়া। যেমন, কুদৃষ্টি, কুধারণা, গীবত ইত্যাদি হইতে মুক্ত থাকার কোশেশ্ জারী রাখা। খোদা না করুন, যদি কোন পদস্খলন ঘটিয়া যায়, যে কোন প্রকারের পাপ সংঘটিত হইয়া যায়, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া স্বীয় মোর্শেদকে (অথবা মোছ্লেহ্কে) অবহিত করিবে, যাহাতে তাঁহার দোআ ও চিকিৎসা লাভ করিয়া ঐ পাপ হইতে তথা আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচার পথ হইয়া যায়।

(শায়েখ্ ও মোর্শেদ বলিতে স্বীয় পীরকে বুঝানো হয়। আর শায়খের নির্দেশ বা তাঁহার সম্মতিক্রমে যদি অন্য কোন বুযুর্গের নিকট হালত জানাইয়া এছ্‌লাহ্ ও হেদায়াত গ্রহণ করা হয়, তাঁহাকে মোছ্‌লেহ্ বা এছ্‌লাহী মুরব্বী বলে।)

মুরীদের উপর মোর্শেদের ৪টি হক

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, মুরীদের উপর শায়খের চারিটি হক। অন্য কথায়, কাহাকেও শায়েখ্ বানানোর পর এই চারিটি কাজ করা মুরীদের কর্তব্য। উহা পালন ও ও পূরণ না করিলে শায়খের ফয়েয হাসিল হইবে না এবং পরিপূর্ণ উপকার হইবে না। হযরত থানবীর খলীফা খাজা ছাহেব মজ্‌যূব (রঃ) ঐ 'হক্' চারিটিকে একটি ছন্দের মধ্যে এভাবে পেশ করিয়াছেন—

شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد

اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد

অর্থাৎ তোমার উপর শায়খের চারিটি হক, জীবনভর ইহা স্মরণ রাখিও এবং সেই মোতাবেক কাজ করিও। তাহা হইল ঃ এত্তেলা, এত্তেবা, এ'তেকাদ, এন্‌কিয়াদ। ১– অবিহত করা, ২– অনুসরণ করা, ৩– ভক্তি-বিশ্বাস রাখা, ৪– আন্তরিকভাবে পূর্ণ আনুগত্যশীল থাকা।

(ব্যাখ্যা ঃ নিজের আমল-আখলাক ও আচার-আচরণগত ভাল-মন্দ হালত সমূহ, বিশেষ করিয়া দোষণীয় বিষয়গুলি মোর্শেদকে জানানো জরুরী। ইহাকেই বলে এত্তেলা' বা অবগত করা।

অতঃপর রুগী যেমন ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র মানিয়া চলে, অনুরূপ শায়খের প্রদত্ত চিকিৎসা ও হেদায়াত মানিয়া চলিতে হইবে, তদনুযায়ী আমল করিতে হইবে। ইহারই নাম এত্তেবা' অর্থাৎ অনুসরণ করা বা মানিয়া চলা।

ডাক্তার ধরার আগে দেখিয়া-শুনিয়া, যাচাই-বাছাই করিয়া পরে যাহার প্রতি আস্থা, ভক্তি-বিশ্বাস ও মনের এত্‌মীনান পয়দা হয়, তাহার নিকট হইতে চিকিৎসা গ্রহণ করা হয়। অনুরূপ শায়েখ্ ধরিতে হইলেও পূর্বেই দেখিয়া-শুনিয়া লইতে

হইবে। শায়খের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস ও আস্থা রাখিতে হইবে যে, তিনি আমাকে যে হেদায়াত ও ব্যবস্থাদি দিতেছেন, নিশ্চয়ই উহা মানিয়া চলার মধ্যে আমার মুক্তি ও কামিয়াবী নিহিত আছে। শায়খের প্রতি ও তাঁহার হেদায়াতের প্রতি অনুরূপ আস্থা ও ভক্তি-বিশ্বাস পোষণের নাম এ'তেকাদ।

আল্লাহ্‌র মহব্বত-মা'রেফাত, দ্বীনী-ঈমানী ও রূহানী তরক্কী লাভের জন্য শায়খের প্রতি হামেশা আদব-তাযীম রক্ষা করিয়া চলা ও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুগত হইয়া থাকা জরুরী। জিন্দার হাতে মূর্দার যে অবস্থা, খাঁটি শায়খের সম্মুখে অনুরূপ অনুগত ও নিবেদিতে হইয়া থাকিতে হইবে। ইহাকেই বলে 'এন্‌কিয়াদ'।) (অধম অনুবাদক)

যে ব্যক্তি মোর্শেদের এ চারিটি হক্ পূর্ণ করিবে, ইন্‌শাআল্লাহ্ সে 'কামেল' হইয়া যাইবে। তাই, রীতিমত শায়খের সহিত পত্রযোগাযোগ রাখা জরুরী। যদি সুযোগ ও সামর্থে কুলায় তবে মাঝে মাঝে সফর করিয়া শায়খের নিকট হাযির হওয়া এবং কিছুদিন তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করাও একান্ত দরকার ও মহা উপকারী।

আল্লাহ্‌র জন্য শায়খের খেদমতে স্রেফ চল্লিশ দিন

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, "বর্তমান যমানায় যদি কেহ বেশী নয়, স্রেফ চল্লিশ দিন কোন বুযুর্গের ছোহ্‌বতে এছ্‌লাহের নিয়তে থাকিয়া লইতে পারে, সে কামিয়াব হইয়া যাইবে।"

কিন্তু, আফসোস, আজ আমাদের মধ্যে ইহার তালাশ নাই, পিপাসা নাই। বলা হয় যে, আমাদের হাতে সময় নাই, সময় করিয়া উঠিতে পারি না, অফিস হইতে ছুটি পাওয়া যায় না, ইত্যাকার কত সব বাহানা। আফ্‌সোস,এত বড় দৌলত হাসিলের জন্য সময় নাই, অথচ, অতি তুচ্ছ 'দুনিয়া' হাসিলের জন্য প্রচুর সময়? এত বড় কাজের জন্য যে ব্যক্তি সময় পায় না, কোন ডাক্তার যদি তাহাকে এই কথা বলিয়া দেয় যে, মিয়া, তোমার ত ক্যান্সার হইয়াছে। চিকিৎসার জন্য, অতি দ্রুত তোমাকে মেরী কিংবা সিমলা পাহাড়ে যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে মহূর্তকালও বিলম্ব না করিয়া রওয়ানা হইয়া যাইবে। সেজন্য বিবির অলংকারও যদি বিক্রয় করিতে হয়, তাহাও করিবে। তখন তার সময়ও হইবে, ছুটিও মিলিবে।

আফসোস, শত আফসোস! আখেরাতের অমূল্য দৌলত হাসিলের জন্য এবং আল্লাহ্র মহব্বত, মা'রেফাত ও নেছ্বত তথা বেলায়েতের মত এত বড় নেআমত হাসিলের জন্য কোন আল্লাহ্ওয়ালার নিকট যাওয়া আমাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আসল কথা এই যে, আল্লাহ্কে পাওয়ার পিয়াস্, তিরাশ এবং তালাশ ও অনুরাগ যেমনটা দরকার ছিল, আমাদের অন্তরে তা নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা এই হইত ?

লায়লার তালাশে মজনূঁ লায়লার কবর শুঁকিতেছে

হায়, কী মর্মবিদারী অবস্থা ? হায়, কত বড় আক্ষেপের বিষয় যে, অস্থায়ী দুনিয়ার মহব্বতে পড়িয়া, লায়লা নামের একটি মেয়ে-মানুষের প্রেমে পড়িয়া অভিজাত-বংশের মজনূঁ পাগল হইয়া সর্বদা পাগল-বেশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। লায়লার মৃত্যুর খবর শুনিয়া সে আরও পাগল হইয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া লায়লাকে যে কবরস্থানে দাফন করা হইয়াছিল সেই কবরস্থানের মাটি শুঁকিতে লাগিল। লায়লার অজ্ঞাত কবরের সন্ধানে সে এক-একটি করিয়া কবরের মাটি শুঁকিয়া শুঁকিয়া দেখিতেছিল। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, যখন সে লায়লার কবরের উপর পৌঁছিল, কবরের মাটির ঘ্রাণ শুঁকিয়াই কিভাবে যে যালেম ঠিক ঠিক ভাবেই ধরিয়া ফেলিল এবং বলিয়া উঠিল, আমার প্রিয়তমা লায়লা এই কবরেই শুইয়া আছে, এখানেই তাহাকে দাফন করা হইয়াছে। মজনূঁর মাটি শোঁকার ঘটনা বয়ান করিয়া অতঃপর মাওলানা রূমী (রহঃ) বলেন ঃ

همچو مجنوں بو کنم هر خاك را
خاك ليلى را بيابم بے خطا

অর্থ ঃ মজনূর মত আমিও এক-একটি মাটির টুক্রা শুঁকিয়া-শুঁকিয়া দেখিব। এভাবে আমি তাহার মত লায়লার স্থলে 'মাওলার খোশবূ" আঘ্রাণ করিব।

মাওলানা রূমী বলেন যে, মজনূঁ যেমন মাটি শুঁকিয়া ঘ্রাণের দ্বারা লায়লার সন্ধান পাইয়াছে, তদ্রূপ, আমিও মাটির তৈরী মানুষদেরকে শুঁকিয়া শুঁকিয়া দেখি যে, কাহারও মধ্যে আমার মাওলাপাকের খোশবূ পাওয়া যায় কিনা ? যাহার হৃদয়ে মাওলা আছেন, ঘ্রাণ শুঁকিয়াই আমি বুঝিয়া ফেলি যে, ইহার মধ্যে মাওলা-পাক আছেন

এবং এই লোক মাওলাওয়ালা। অর্থাৎ কথাবার্তা, আমল-আখলাক, চাল-চলন, দোআ-এবাদত, আচার-অনুষ্ঠান ও দিবারাত্রের হালত সমূহ দেখিয়াই অনুভব হইয়া যায় যে, ইনি মাওলার পাগল, আল্লাহ্ওয়ালা।

ইয়ামানের দিক হইতে আল্লাহ্র খোশ্বূ পাওয়া

মাওলানা রূমী (রহ্ঃ) মাওলাপাকের খোশ্বূ সম্বন্ধে হুযূরেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন যে, একদা হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মদীনা শরীফ হইতে অন্য কোথাও তশ্রীফ নিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ইয়ামান হইতে দেড়-দুই শত মাইল দূরে এক স্থানে তিনি তাঁহার সাহাবীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, থামো। বস্, তাঁহারা থামিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ

إِنِّىْ لَأَجِدُ رِيْحَ الرَّحْمٰنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ

"(হে সাহাবীরা ! শোন.) নিশ্চয়ই আমি আমার পরম দয়ালু মাওলাপাকের খোশবূ পাইতেছি, যাহা ইয়ামানের দিক হইতে ভাঁসিয়া আসিতেছে।"

আসলে উহা ছিল হযরত উওয়াইছ্ কার্নী (রহঃ) এর হৃদয়ের খোশ্বূ, যে হৃদয় আল্লাহ্র মহব্বতের ও রাসূলেপাকের মহব্বতের অনলে জ্বলিতেছিল। দেখুন, মাওলানা রূমী (রঃ) কিরূপ অলংকার পরাইয়া, কী মায়াময় ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় উক্ত ঘটনার বিবরণ দিতেছেন ? তিনি বলেন ঃ

گفت پیغمبر که بردست صبا

از یمن می آیدم بوئے خدا

পয়গাম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, ভোরের বায়ু আপন হাতের মুঠায় পুরিয়া ইয়ামান হইতে আমার মাওলা-পাকের খোশ্বূ আনিয়া এই মুহূর্তে আমাকে শোঁকাইতেছে এবং সেই খোশ্বূতে আমি মাতোয়ারা ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেছি।

ভোরের বায়ু মুঠায় পুরে
মুল্কে য়ামান হ'তে
খোশ্বূ খোদার আন্ল বয়ে
রসূলকে তড়পাতে।

পানির কদর হয় পিপাসা লাগিলে, ওলীর কদর হয় তড়প্ থাকিলে

আমার বন্ধুগণ, পানির আদর ও কদর ঐ ব্যক্তি করে যে পিপাসার জ্বালায় কাত্‌রাইয়া পানি তালাশ করিতেছে। 'শরবতে রূহ্ আফ্‌যা' বেশি পরিমাণে বরফ মিশাইয়াও যদি এমন ব্যক্তির সম্মুখে পেশ কর যে ব্যক্তি সর্দি-কাশিতে ভুগিতেছে এবং কফে যার বুক ভার হইয়া আছে, তবে এমন লোক উহার কি কদর করিবে? হলুদের দাম ও কদর তাহার বুঝে আসে যে কোন চোট্ পাইয়াছে। অনুরূপ, আল্লাহ্‌ওয়ালাদের কদর করা ঐ ব্যক্তির নসীব হয় যাহার অন্তরে আল্লাহ্‌র তালাশ্ ও তড়প্ পায়দা হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌কে পাওয়ার ব্যথা জাগিয়াছে।

বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন, পূর্বেকার লোকেরা মাওলাপাকের তালাশে হাজার হাজার মাইল সফর করিয়াছে, দিকে দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়াছে, তারপর তারা আল্লাহ্‌ওয়ালা বা ওলীআল্লাহ্ হইয়াছে। ফলে মাওলাও তাহাদের প্রতি এমনই ফযল করিয়াছেন যে, বিশ্বময় তাহাদের ডঙ্কা বাজিয়া গিয়াছে। সারা বিশ্বে তাহাদের ফয়েয-বরকতের সয়লাব হইয়া গিয়াছে। পৃথিবী-কে পৃথিবী তাহাদের দ্বারা জিন্দা, আবাদ ও উপকৃত হইয়াছে।

রূহানী তরক্কীর জন্য মুরীদ হওয়া শর্ত নয়, মোনাছাবাত বা প্রাণের মিল্ ওয়ালা মুরব্বী শর্ত

বন্ধুগণ! আজও সমস্ত দরজা খোলা আছে। আজও আমরা আমাদের আছ্‌লাফের-আমাদের মহান বুযুর্গানের তরীকার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি এবং সমগ্র বিশ্বের চোখে চমক লাগিয়া যাওয়ার মত যবরদস্ত তরক্কী ও মহা উন্নতি সাধন করিতে পারি। আজও আমরা তাঁহাদের ঝাণ্ডা সমূহ বুলন্দ করিতে পারি। এজন্য স্রেফ একটিমাত্র জিনিসের দরকার, তাহা হইল কোন 'ছাহেবেনেছ্‌বত-আল্লাহ্‌ওয়ালার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। তবে শর্ত এই যে, তাঁহার সহিত আপনার 'মোনাছাবাত' থাকিতে হইবে।

(মোনাছাবাত অর্থ ঃ কোন বুযুর্গের প্রতি মনের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ হওয়া, অন্তরে তাঁহার জন্য মহব্বত লাগা,মানুষ হিসাবে কখনও তাঁহার দ্বারা সাময়িক কোন ভুল-চুক্ হইয়া গেলেও তাঁহার প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস ও মহব্বতের মধ্যে কমি না

পয়দা হওয়া। অনেক সময় কোন লোক খাঁটি বুযুর্গ ও ওলীআল্লাহ্ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সহিত মোনাছাবাত হয় না। তাই, এবিষয়ে কঠোর সতর্কতা জরুরী। আজকাল অনেক লোক মোনাছাবাত ছাড়াই বায়আত হইয়া যায়, ফলে কুলুর বলদের মত সারা জীবন একই অবস্থায় পড়িয়া থাকে, বিন্দুমাত্রও উন্নতি হয় না। হযরত থানবী বলিয়াছেন ঃ পীর যত বড়ই হউকনা কেন, মোনাছাবাত না থাকিলে মুরীদের তাহার দ্বারা বিন্দুমাত্রও ফায়দা হইবে না। – (অনুবাদক।)

যাঁহার সহিত 'মোনাছাবাত' নাই তাঁহার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিলে কোন ফায়দা হইবে না, আরাধ্য উপকার সাধিত হইবে না, লক্ষ্য অর্জন হইবে না। তাই, সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগেই পরস্পরের মধ্যে 'মোনাছাবাত' আছে কিনা, তাহা যাচাই করিয়া লইতে হইবে। যাঁহার সহিত মোনাছাবাত হয়, তাঁহার হাতে বায়আত হওয়াও জরুরী না, বরং শুধু 'এছ্লাহী তাআল্লুক' কায়েম করিয়া লওয়াও যথেষ্ট হইবে।

অর্থাৎ, এছ্লাহের নিয়তে নিজের দ্বীনি ও রূহানী হাল-অবস্থা জানাইয়া 'হেদায়াত' গ্রহণের জন্য কোন বুযুর্গের সম্মতিক্রমে তাঁহার সহিত যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, উহাকেই বলে 'এছ্লাহী তাআল্লুক' বা এছ্লাহী সম্পর্ক। বায়আত হওয়া ছাড়াই শুধু এই এছ্লাহী সম্পর্ক জারী থাকার দ্বারাও রূহানী তরক্কী ও রূহানী দৌলত সমূহ নসীব হইতে থাকিবে। মুরীদ হওয়া বা শায়েখ্ বানানো ফরয নয়। হাঁ, নফ্ছের এছ্লাহ্ করা ফরয। অতএব, এ উদ্দেশ্যে শুধু এছ্লাহী সম্পর্ক কায়েম করিয়া লউন। উক্ত এছ্লাহী মুরব্বীর সহিত 'এছ্লাহী পত্রযোগাযোগ' রাখুন। আল্লাহ্পাক যদি 'সময় দান' করেন তবে বৎসর-দুই বৎসর অন্তর কিছু দিনের জন্য স্বীয় রূহানী-মুরব্বীর কাছে গিয়া তাঁহার ছোহ্বতে থাকিবেন। ইহাতে হাজার-দুই হাজার রিয়াল যদি খরচও হইয়া যায় তবে তাহা মনে ধরার মত কিছুই নয়। মনে করিবেন যে, এই টাকা কয়টি 'মাওলার তালাশে' খরচ হইয়াছে। আসমান ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, সমস্ত ভাণ্ডার লুটাইয়া দিয়াও যদি মাওলাকে পাওয়া যায়, আমার বন্ধু, তবুও তুমি মাওলাকে অনেক সস্তা দামে পাইয়া গেলে।

মাওলার যে কি দাম !

আহ্ ! মাওলার যে কী দাম ! কি কীমতী মাওলার সম্পর্ক ও মহব্বত ! হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজ্যূব (রহঃ) বলেন ঃ

دونوں عالم دے چکا ہوں مے کشو
یہ گراں مے تم سے کیا لی جائیگی

হে শরাবখানার পাগলেরা, শোন, মাওলাকে পাইতে তোমরা কি কি লইয়া আসিয়াছ ? দোনো জাহান আমি তাহার কদমে লুটাইয়া দিয়াছি। উভয় জগত আমি তাহার জন্য বিসর্জন দিয়াছি। এতদসত্ত্বেও আমি সত্য-সত্য বলিতেছি, মাওলাকে আমি কিছুই দেই নাই, মাওলার সহিত এ সম্পর্কের কোন হকই আমি আদায় করিতে পারি নাই। তাই বলি, হে শরাবপ্রার্থীরা ! এত বড় দামী সওদা ও দামী শরাবের দাম তোমরা কি দিয়া আদায় করিবে ? অমূল্য এই শরাব। চির অপরিশোধ্য উহার কীমত।

উভয় জগত দিয়েও তারে
দেইনি আমি কিছু,
অযুত লক্ষ নিযুত কোটি
বিশ্ব হেথা 'মিছু'।
এত দামী প্রেমের শরাব
মূল্য উহার কাহাঁ ?
একটি হৃদয় পেলে মাওলা
পায় গো লক্ষ জাহাঁ।

আমার ভাই, আল্লাহ্পাকের মহব্বতের শরাব অতি মাঙ্গা, অতীব দামের জিনিস। তাই, খুব বুঝিয়া-সুঝিয়া দাম করিও। স্বয়ং হুযূর পোর্নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন ঃ

اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ - (ترمذی ج۲ صـ۷۱)

হে, তোমরা খুব শুনিয়া রাখ, খুব বুঝিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাকের সওদা খুবই দামী, খুবই মাঙ্গা।

একমাত্র আল্লাহ্র জন্য কোন আল্লাহ্ওয়ালাকে ধরুন

তবে হাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে পাইয়া যায়, সারা দুনিয়া তার গোলাম হইয়া যায়। কিন্তু, গোলাম বানানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ওয়ালা হওয়ার চিন্তা-ভাবনা না করা

উচিত। অন্যথায় সে কিছুই পাইবে না, বরং বঞ্চিত হইয়া যাইবে। যেমন পূর্বেও একটি হাদীছ উল্লেখিত হইয়াছে যে, কাহারও বিনয় ও ছোটত্ব-বোধ যদি স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হয়, তবে আল্লাহ্পাক তাহার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মর্তবা বুলন্দ করিয়া দেন। পক্ষান্তরে যদি তার বিনয়ের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন না হইয়া বরং সম্মান অর্জন করাই হয় তার লক্ষ্য, তবে মর্তবার স্থলে জঘন্য লাঞ্ছনা ও অপমান তার কপালে জুটে। তাই, নিজেকে মিটাইতে হইবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। ইহার সঙ্গে অন্য কোন উদ্দেশ্য যোগ করিবে না। 'খেলাফত' লাভের নিয়তেও কোন শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক করিবে না। মাওলনা রুমী (রঃ) বলেন ঃ

منصب تعلیم نوع شهوتیست

অর্থাৎ তা'লীমের মস্নদ এবং খেলাফতের মস্নদের লালসাও এক প্রকার 'নফ্ছানী খাহেশ্', নফ্ছেরই মনসা। অতএব, ইহাও গায়রুল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র নিকট গায়রুল্লাহ্র জন্য দরখাস্তের শামিল। আল্লাহ্ ত এত কীমত্ওয়ালা, এত দামী যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে পাইয়া যায়, তাহার অন্তঃকরণ অন্য সবকিছু হইতে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হইয়া যায়। অন্য কোন জিনিসের চাহিদা, কোনও 'প্রাপ্তির' আকাংখা তার মধ্যে আর থাকে না।

মোর্শেদকে স্বীয় হাল-অবস্থা জানান

তাই, এখ্লাছের সহিত কোন আল্লাহ্ওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করুন। নিজের অবস্থাদি তথা নফছের দোষণীয় বিষয়াদি স্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করুন। (নফ্ছের দোষণীয় বিষয়াদি, যেমন অসৎ চিন্তা,অসৎ চরিত্র, অসৎ কার্যাবলী —এগুলিকে 'রযায়েলে নফ্ছ' বলে)। যেই যেই ক্ষেত্রে, যেই যেই বিষয়ে নফ্ছ্ আপনাকে বিরক্ত করিতেছে, আপনার উপর দংশন ও আক্রমণ চালাইতেছে বা আক্রমণের জন্য উদ্যত হইতে চাহিতেছে, ঐ সব বিষয় অবশ্যই তাঁহাকে জানাইয়া দিন। অতঃপর তিনি যেই মশ্ওয়ারা দান করেন, সেই অনুযায়ী কাজ করুন।

যিকির ও ফিকিরই কামিয়াবী আনে

এক দিকে এই ফিকির রাখিবেন। সেই সঙ্গে অল্প কিছু যিকিরও করিবেন যাহা আপনার শায়েখ্ আপনাকে বাতলাইয়া দিবেন। হযরত খাজা ছাহেব (রঃ) বলেন ঃ

کامیابی تو کام سے ہوگی
نہ کہ حسن کلام سے ہوگی
ذکر کے التزام سے ہوگی
فکر کے اہتمام سے ہوگی

সাফল্য ও কামিয়াবী ত অর্জন হইবে কর্মের দ্বারা। চমৎকার চমৎকার কথা কিংবা চিত্তাকর্ষক বাকপটুতার দ্বারা নয়। কামিয়াবী কাজে লাগিয়া থাকার দ্বারা হাসিল হইবে, যিকিরের পাবন্দির দ্বারা হাসিল হইবে এবং সদা সতর্ক চিন্তা-চেতনা, সদা জাগ্রত ফিকিরের দ্বারা হাসিল হইবে।

কামিয়াবী হইবে কর্মের দ্বারা

নহে চমৎকার গল্পের দ্বারা

বরং সযত্ন যিকিরের দ্বারা

সদা জাগ্রত ফিকিরের দ্বারা।

যখন প্রত্যহ কিছু সময় আল্লাহ্-আল্লাহ্ যিকির করিবেন, তো এই যিকিরের দ্বারা হৃদয়ের তালা সমূহ খুলিয়া যাইতে থাকিবে। কারণ, যিকিরের বদৌলতে অন্তরের দুয়ারের তালা খোলে। স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদিগকে এই দোআ শিখাইয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِذِكْرِكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, আপনার যিকিরের দ্বারা আমাদের অন্তরের তালা সমূহ খুলিয়া দিন।

ফলে, দুনিয়াতে আসার পূর্বে, রূহের জগতে থাকা কালে আল্লাহ্পাক আমাদের অন্তরের মধ্যে স্বীয় মহব্বতের যে আমানত রাখিয়াছিলেন, এখন উহার খোশবূ আসিতে লাগিবে। কারণ, অন্তরের তালা যখন খুলিয়া যাইবে, ভিতরের জিনিস অবশ্যই প্রকাশ পাইবে এবং বাহির হইয়া আসিবে।

এশ্‌কের পুরাতন আঘাত

হযরত খাজা ছাহেব (রঃ) বলেন ঃ

دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے
تھی جو اك چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے

ইহা কি কোন আজকের ঘটনা ? ইহা বরং বহু পুরাতন বাস্তব। সেই অনাদিকাল হইতেই আমর মনোপ্রাণ মাওলাপাকের জন্য আসক্ত ও দেওয়ানা। অদ্য যে আমি মাওলার জন্য জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছি, দিবানিশি যে তাহার প্রেম-অনলে ধড়ফড় করিতেছি, ইহা হৃদয়ের সেই পুরাতন আঘাতেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

অনাদিতে আমি বাঁধা পড়িয়াছি
প্রিয়র প্রেমের কলে,
সেই আঘাতেই জ্বলিতেছি আজও
সেই সে প্রেম-অনলে।

বুদ্ধির গোলামী নয় বরং এশ্‌কের গোলামী

মহব্বত ছাড়া উন্নতির সকল দ্বার রুদ্ধ থাকে। হযরত খাজা ছাহেব বলেন ঃ

اب بھی مجذوب جو محروم پذیرائی ہے
کیا جنوں میں ابھی آمیزش دانائی ہے ؟

অর্থ ঃ হে মজ্যূব ! এখনও যে তুমি ঐ মহান দরবারের কবূলিয়ত ও তাহার খুছূছী প্রেম-মহব্বত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছ, তবে কি তুমি বিবেক-বুদ্ধির হস্তক্ষেপ ও চাতুরী এখনও সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিতে পার নাই ? তোমার 'জুনূন্'-এর মধ্যে বুদ্ধির সংমিশ্রণ এখনও বর্তমান ? শোন, তাহাকে পাইতে হইলে, তাহার দুয়ারে কবূল হইতে হইলে 'বেআক্কল বুদ্ধির' নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ রূপে ছিন্ন করিতে হইবে। (জুনূন্ অর্থ, পাগলামী, উম্মাদনা, পাগল হওয়া, বেহুশ হওয়া। আশেকীনের কথার মধ্যে 'জুনূন্' বলিতে মাওলার জন্য পাগল হওয়াকে বুঝায়। অর্থাৎ মাওলাপাকের

প্রতি সেই আনুগত্যময় প্রেমাসক্তি, বিবেক-বুদ্ধি যাহার বশীভূত গোলাম হইয়া থাকে। (– অনুবাদক)।

'এশ্‌কের গোলাম' হওনি বলে

পাওনি তারে কাছে,

বুদ্ধির গোলাম পাইবে তারে ?

স্বপ্ন সে যে মিছে।

'ভেজাল জুনূন্' হয় না কবূল

দেয় না প্রেমের ডোর,

'স্বচ্ছ জুনূন্' দেখলেই শাহ্

জল্‌দি খোলেন দোর।

মাওলার প্রেমসাগরের ডুবুরী হযরত খাজা ছাহেবের প্রেমের গাঁথা আরও শুনুন। তিনি বলেন ঃ

ازل میں سامنے عقل و جنوں دونوں کا ساماں تھا

جو میں ہوش وخرد کو لیتا تو کیا میں کوئی ناداں تھا

অর্থাৎ উর্ধ্ব জগতে অবস্থান কালে আমার সম্মুখে বিবেকও ছিল, জুনূনও ছিল। বিবেক ও জুনূন্ উভয়ের মধ্যে হইতে যে কোন একটি গ্রহণ করার এখ্‌তিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। আমি বিবেককে বর্জন করিয়া জুনূন্‌কে গ্রহণ করিয়াছি। আমি কি কোন আহাম্মক বা নাদান যে, 'জুনূন্'-এর মত মহা দৌলত সম্মুখে থাকিতে উহা না লইয়া হুশ্ ও বিবেককে গ্রহণ করিব ? (অর্থাৎ আমি সেই বিবেক-বুদ্ধি গ্রহণ করি নাই যাহা জুনূন্‌কে শাসন করিবে, যে বুদ্ধি মাওলার প্রেম-মহব্বতকে নিজের অধীনে, নিজের খুশীতে চালাইবে। বরং আমি জুনূন্ তথা মাওলার প্রেম-মহব্বতকে গ্রহণ করিয়াছি, হুশ-বিবেক ও যুক্তি-বুদ্ধি যাহার আজীবন গোলাম ও অনুগত দাস হইয়া থাকিবে।)

বুদ্ধির গোলাম রূমী 'এশ্কের গোলাম'

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ)ও ঠিক সেই কথাই বলিতেছেন। শুনুন ঃ

آز مودم عقل دوراندیش را
بعد ازاں دیوانه سازم خویش را

অর্থ ঃ আমার প্রখর জ্ঞান, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বহুদর্শী বিবেকের খেলা আমি বহু দেখিয়াছি। বিবেকের যুক্তি-পরামর্শ, পদচারণা ও পরিচালনার আমি অসংখ্য ময়দানে পরীক্ষা দেখিয়াছি। অবশেষে আমি আমাকে 'দেওয়ানা' বানাইয়াছি। অর্থাৎ নিরেট বিবেকের বল্গাহীন নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন করিয়া আমি 'এশ্কের গোলাম' বনিয়াছি, পৃথিবী যাহাকে 'দেওয়ানা' নামে আখ্যায়িত করে, যেই দেওয়ানার দেওয়ানেগী বিবেকের উপর স্বীয় মহা প্রতাপশালী রাজত্ব পরিচালনা করে।

আহ্, হযরত রূমীর কথা কী হৃদয়স্পর্শী কথা ! তিনি বলেন ঃ

رو رو اے جاں زود زنجیرے بیار
بار دیگر آمدم دیوانه وار

হে আমার প্রাণ, আমার ত শুধু দেওয়ানা আর দেওয়ানা হইতে ইচ্ছা করে। মাওলার প্রেমের শত শিকলে আবদ্ধ হওয়ার পরও আমি আরও শিকলে বন্দী হওয়ার আকাংখায় পুড়িয়া মরি। হে প্রাণ, যাও, আরও শিকল নিয়া আস। পেয়ারা মাওলার পাক্ যাতের সঙ্গে আমকে আরও শক্ত করিয়া বাঁধ। এই শিকলে যতই আট্কা পড়ি, ততই শান্তি, ততই আরাম, ততই বেশী মজা।

দেখিয়া আমি বহুত খেলা
বহুদর্শী বুদ্ধি-জ্ঞানের,
হলাম শেষে আস্তপাগল
দর্শী যেজন মাওলাপাকের।

বহুদর্শী বিবেক-বুদ্ধি

টানে মোরে জঙলা পানে

পাগল-হৃদয় টানে আমায়

সর্বদর্শী মাওলা পানে।

দেওয়ানার হাতে না পড়িলে দেওয়ানা হওয়া যায় না

মাওলানা রূমী (রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মত মহাজ্ঞানী ব্যক্তি বলেন যে, আল্লাহ্র দেওয়ানা হওয়া ব্যতীত কাজ হয় না, কামিয়াব হওয়া যায় না। অবশ্য, মাওলার দেওয়ানা হওয়ার জন্য কোন না কোন দেওয়ানার পালায় পড়িতে হইবে। দেওয়ানার পালায় না পড়িলে দেওয়ানা হওয়া যায় না। তবে, এখানে ইহাও স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্র দেওয়ানা কোন ওলী না আপনার 'দুনিয়া' কাড়িয়া লইবে, না দুনিয়া ছুটাইয়া দিবে। না আপনার ধন-দৌলত, বাড়ী-গাড়ী সব গঙ্গায় ফেলিতে বলিবে। কিন্তু তাঁহাদের বরকতে এই হইবে যে, 'দুনিয়া' আপনার হাতে থাকিবে, পকেটে থাকিবে, সর্বত্রই থাকিবে, স্রেফ অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। অন্তরে শুধু 'আল্লাহ্' থাকিবে, আল্লাহ্ই আল্লাহ্। তখন অনুভব হইবে যে, সপ্ত সিংহাসন, সপ্ত সম্রাজ্য এবং সমস্ত আসমান ও পৃথিবী হইতেও শ্রেষ্ঠ কোন সম্পদ আপনার হস্তে মওজূদ আছে।

চিনি বেশী মধুর, নাকি উহার স্রষ্টা ?

মাওলানা রূমী (রহঃ) বলেনঃ

اے دل ایں شکر خوشتر یا آنکہ شکر سازد

হে হৃদয়, বল, এই চিনি বেশি সুমিষ্ট, নাকি উহার স্রষ্টা বেশি সুমিষ্ট ? চিনি বেশি মধুর, নাকি উহার স্রষ্টা বেশি মধুর ?

যে হৃদয়কে তিনি তাহার খাছ্ তাআল্লুক ও খাছ প্রেমডোর নসীব করিয়া দেন, সর্বদা সে মস্ত্ থাকে, খুশীতে বাগবাগ থাকে, আনন্দে আত্মহারা থাকে। সর্বদা তাহার হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দের ঢেউ খেলিতে থাকে। কখনও যদি কোন দুঃখ-কষ্ট

বা মুসীবতেরও সম্মুখীন হয়, তখনও তাহার হৃদয়ে অপার্থিব সুখ-শান্তির এক মজাদার পৃথিবী বিরাজিত থাকে এক মধুময় হালত ও কাইফিয়ত্ থাকে।

এক সাগর দুঃখ ও পৃথিবীময় কাঁটার মধ্যেও আশেকের আনন্দ

হযরত খাজা ছাহেব (রহ্ঃ) বলেন, যেই হৃদয়ে মাওলা থাকে, সে হৃদয় হইতে যদি ব্যথা-বেদনার ধোঁয়াও বাহির হয়, বেদনার ঐ ধোঁয়ার মধ্যেও সে অসংখ্য হূর দেখিতে পায়। তিনি বলেন ঃ

جو نکلیں آہیں تو حور بن کر ، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر
یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں یہ کون میرے چشم پرآب میں ہے

আমার ব্যথিত হৃদয় হইতে যদি 'আহ্' বাহির হয়, তো হূর হইয়া। আর যদি আঁসূ বাহির হয়, তাও মাণিক হইয়া। হায়, এই কে আসীন আমার হৃদয়-আসনে? কে আসীন আমার অশ্রু-ভেজা দুই নয়নে?

অর্থাৎ মাওলাপ্রেমিকের হৃদয়ে মাওলা স্বয়ং সমাসীন থাকেন। মাওলার প্রেমিক যদি কোন ব্যথা পাইয়া কাঁদিয়া উঠে, তবে মাওলা তাহার কুদ্রতের হাত বুলাইয়া বুলাইয়া তাহাকে আদর করেন ও সান্ত্বনা দেন। তাই, মাওলাকে কাছে পাইয়া সমস্ত দুঃখ-বেদনা সে ভুলিয়া যায়। সমস্ত বিপদই বিল্কুল্ হাল্কা হইয়া যায়। পরন্তু, ব্যথাপ্রাপ্ত শিশু যেমন আব্বা-আম্মার আদর পাইয়া ও মায়াময় কোল পাইয়া ব্যথার কথা ভুলিয়া যায়, বরং খুশীর চোটে তাহার ঠোঁটের মধ্যে হাসি ফুটিয়া উঠে, তদ্রূপ, হৃদয়ে মাওলাকে পাওয়া বান্দা অজস্র দুঃখ ও বিপদের মধ্যেও মাওলার স্নেহের পরশ ও সান্নিধ্যের কোমল পরশ পাইয়া চিত্তসুখে এমনই মাতিয়া যায় যে, লক্ষ লক্ষ মণি-মাণিক এবং লক্ষ লক্ষ হূর পাওয়ার আনন্দের চেয়েও বেশী আনন্দের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। তদুপরি, মাওলা প্রাপ্ত বান্দার সকল দুঃখ-কষ্টের হালতে তাহার প্রতি মাওলাপাকের এক সাগর সন্তুষ্টি থাকে এবং নবতর ও তাজাতর অসংখ্য নূর ও তাজাল্লী মাওলাপাক তাহাকে নসীব করেন। হযরত খাজা ছাহেব (রহঃ) এই কথাগুলিকেই তাঁহার ছন্দের মধ্যে রূপকভঙ্গীতে হৃদয় ছুঁইয়া যাওয়া ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

কে আসীন আমার হৃদয়-আসনে ?
কে আসীন আমার দুই নয়নে ?
লভিয়া তোমায় হৃদয়ে প্রিয়,
হীরা ও হূর লভি সকল বেদনে।

বস্তুতঃ মাওলাকে-পাওয়া বান্দার জিন্দেগী অত্যন্তই মজাদার হইয়া যায়। এমনকি, পার্থিব জীবনের যে কোন দুঃখ-কষ্টের হালতও তাহার হৃদয়ে বড়ই মজাদার ও শান্তিময় মনে হয়। 'হায়াতে তাইয়েবাহ্' তথা এক 'সমুধুর জিন্দেগী' তাহার নসীব হইয়া যায়।

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বলেন ঃ

اگر عالم سراسر خار باشد
دل عاشق گل وگلزار باشد

আগার আ-লম ছারাছার খারে বাশদ্
দিলে-আশেক্ গুলো-গুল্যারে বাশদ।

অর্থ ঃ সমগ্র পৃথিবীও যদি কাঁটায় ভরিয়া যায়, মাওলার আশেকের হৃদয় তখনও অজস্র ফুল ও ফুলবাগানে ভরপুর থাকে।

ওয়াটার প্রুফ ঘড়ির মত দুঃখপ্রুফ অন্তর ঃ

হায়,কী হৃদয়গ্রাহী সত্যের সন্ধান দিয়াছেন হযরত মাওলানা রূমী যে,সমগ্র বিশ্বও যদি অসংখ্য কাঁটা আর কাঁটার দ্বারা ভরপুর হইয়া যায়, এই আমেরিকা-রাশিয়া ও সমস্ত পৃথিবী যদি হাজার হাজার এ্যাটম বোমের যুদ্ধের আগুনেও জ্বলিতে থাকে, সেই ভয়াবহ আগুনের মধ্যেও মাওলার আশেকগণ যে যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁহাদের 'হৃদয়' ফুলে-ফুলে সুশোভিত ফুলবাগান হইয়া থাকিবে। যেভাবে 'ওয়াটার প্রুফ' ঘড়ি নদীতে ডুবিয়া থাকিলেও উহার মধ্যে এক ফোঁটা পানি ঢুকিতে পারে না, তদ্রূপ, আল্লাহ্পাক তাহার প্রেমিকদের হৃদয় সমূহকে 'দুঃখপ্রুফ ও বেদনা প্রুফ' বানাইয়া দেন। ফলে, দুঃখ-বেদনা তাহাদের হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। এ সম্পর্কে আমার একটি পুরানা ছন্দ স্মরণ হইতেছে ঃ

زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا
ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا

অর্থ ঃ শত দুঃখ-বেদনার মধ্যেও জিন্দেগী আমার কাছে খুবই মজাদার ও শান্তিময় অনুভব হয়। মাওলার বেদনার বরকতে বেদনার ঢলের মধ্যেও আমি বেদনামুক্ত জিন্দেগী কাটাই।

শত বেদনের মধ্যে বহে
হৃদয়ে শান্তির ফল্গু-ধারা
বেদনাগিরির মধ্যেও আমি
তাহার বেদনে বেদনহারা।

উপমহাদেশের সুবিখ্যাত আলেম এবং হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) -এর বিশিষ্ট খলীফা আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ্ঃ) বলেন ঃ

ترے غم کی جو مجھکو دولت ملے
غم دوجہاں سے فراغت ملے

হে মাওলা ! তোমার তরে 'ব্যথিত হৃদয়' যদি আমার নসীব হইয়া যায়, তবে তোমার বেদনার দৌলতের বদৌলতে উভয় জগতের সকল ব্যথা-বেদনা হইতে আমি মুক্তি পাইয়া যাইব।

তোমার জন্য জ্বলাই যদি
হয় গো আমার জ্বালা,
দোজাহানের কোন জ্বালাই
রইবেনা আর জ্বালা।

শরীঅত ও তরীকতের সারকথা

অতএব, হে আমার বন্ধুগণ, দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের প্রতি বেশি মনোযোগ দিবেন না। হৃদয়কে উহার মধ্যে বেশি নিবিষ্ট না করিয়া বরং এই সবকিছুর যিনি দাতা, সেই মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বেশি নিবিষ্ট করুন। শরীঅত ও

তরীকতের সারকথা এতটুকুই যে, নেআমতদাতার মহব্বতকে নেআমতের মহব্বতের উপর প্রবল ও অগ্রগণ্য করিতে হইবে। স্রষ্টার ভালবাসাকে সৃষ্টির ভালবাসার উপর, সুখ-শান্তি দাতার ভালবাসাকে সুখের সকল উপকরণের ভালবাসার উপর অগ্রাধিকার দিতে হইবে। এক কথায়, দাতার ভালবাসাকে 'প্রদত্ত' সবকিছুর ভালবাসার উপর সর্বদা বিজয়ী করিতে হইবে। ধন-দৌলত, বিবি-বাচ্চা, রূপ-যৌবন, কোন প্রিয় বস্তু প্রভৃতির উপর আল্লাহ্‌র ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দিবে। আর আল্লাহ্‌র ভালবাসাকে সর্বদা যে বিজয়ী রাখিবে, সে যেখানেই থাকিবে, সর্বত্রই সে বিজয়ী থাকিবে, প্রবল ও প্রভাবশালী থাকিবে।

এশ্‌কের হাতে ঘায়েল বান্দার বিজয়ী জিন্দেগী

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! আপনাদের বরকতে, আপনাদের ওছীলায় অদ্যকার বয়ানের মধ্যে কী মূল্যবান মূল্যবান ও হৃদয়গ্রাহী বিষয়াদি আল্লহ্‌পাক দান করিতেছেন। জিগর্ মুরাদাবাদীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ছন্দ শুনুন ঃ

میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر
وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার প্রেমের সাফল্য শুধু এতটুকুই যে, আল্লাহ্ আমার উপর পরিব্যপ্ত,আর আমি কালের উপর পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ্ আমার উপর বিজয়ী ও প্রভাব বিস্তারকারী, আর আমি কালের উপর ও সমগ্র পৃথিবীর উপর বিজয়ী এবং প্রভাব বিস্তারকারী। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র মহব্বত-ভালবাসা যাহার উপর ছাইয়া যায়, সে যেখানেই যায়, সবকিছুর উপর ছাইয়া থাকে, প্রবল থাকে এবং বিজয়ী থাকে। কোন পরিবেশ, কোনও পরিস্থিতির কাছে সে হার মানে না, পরাজিত হয় না।

এশ্‌কের আমার কীর্তি এটুক্
প্রভাব এটুক্ শুনছ জনাব ?
আমার উপর প্রিয়র প্রভাব
কালের উপর আমার প্রভাব।

আমার উপর রাজা তিনি

সবার উপর রাজ্য তাহার,

বিশ্বের উপর রাজা আমি

কালের উপর রাজ্য আমার।

আল্লাহ্ওয়ালাদের এল্‌মের বরকত ঃ

যেমন, হযরত হাজী ছাহেব (রঃ)-এর এল্‌মের সম্মুখে হযরত থানবী, হযরত গঙ্গুহী, হযরত নানূতবীও মস্তক-অবনত

আমি আরয করিতেছিলাম যে, অল্প কিছুদিন কিছু কষ্ট-মেহ্নত করার পর মানুষ 'ছাহেবে নেছ্বত' (তথা আল্লাহ্র সহিত বিশেষ সম্পর্ক ওয়ালা) হইয়া যায়। তখন সামান্য এল্‌মের মধ্যেও আল্লাহ্পাক খুব বর্কত দান করেন। বিশ্ববরেণ্য বুযুর্গ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ) কোন বড় আলেম ছিলেন না। (স্রেফ্ কাফিয়া বা ক্লাশ সিক্স) পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছিলেন। অথচ, বিশ্বসেরা আলেমগণ তাঁহার এল্‌মের বর্কত দেখিয়া হতবাক এবং নতজানু হইয়াছেন। মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী, মাওলানা কাসেম নানূতবী,মাওলানা ইয়া'কূব নানূতবী, মাওলানা খলীল আহ্মদ সাহারানপুরী, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী প্রমুখ এত বড় বড় আলেম যাঁহাদের এল্‌ম্ সমস্ত বিশ্বকে কাঁপাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু হযরত হাজী ছাহেবের এল্‌ম্ ও এর্ফান্ তাঁহাদের প্রত্যেকের মস্তক ঝুকাইয়া দিয়াছে। হুজ্জাতুল-ইসলাম মাওলানা কাসেম নানূতবী (রঃ) বলিতেন ঃ হাজী ছাহেবের 'এল্‌ম্' দেখিয়া তাঁহার এল্‌মের সম্মুখে আমি ঝুকিতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহার এল্‌মের সম্মুখে নিজেকে আমি বিল্কুল্ 'বে-এলেম' বলিয়া অনুভব করি।

অথচ, এই হযরত নানূতবীর এল্‌মের অবস্থা এই ছিল যে, একদা তিনি বয়ান করিতেছিলেন। জনৈক শ্রোতা দীর্ঘক্ষণ শোনার পরও মাওলানার বয়ান তাহার বোধগম্য না হওয়ায় সে হযরত মাওলানা গঙ্গূহীকে বলিতে লাগিল ঃ হযরত, ইনি এ কি বয়ান করিতেছেন ? কিছুই ত বুঝে আসে না। মাওলানা গঙ্গূহী তখন রাগতঃ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ঃ আফ্সোস্, লোকেরা চায় যে, আরশে বিচরণকারী এই বাজপাখী যেন যমীনে অবতরণ করিয়া কথা বলে ! এই ছিল মাওলানা গঙ্গূহীর মত

আলেমের নজরে মাওলানা কাসেম নানূতবীর মর্তবা। আর সেই মাওলানা নানূতবীর নজরে 'কাফিয়া শিক্ষিত' হযরত হাজী ছাহেবের এল্‌মের মর্তবা এত সুউচ্চ ! ইহা আল্লাহ্‌র সহিত তাআল্লুক্ বা নেছ্‌বতেরই কারামত ও বরকত ব্যতীত আর কিছু ?)

—অধম অনুবাদক।

হাজী ছাহেবের পর বর্তমান বিশ্বে আর এক দৃষ্টান্ত (নক্‌শবন্দিয়া তরীকায়) হিন্দুস্তানের উচ্চ মর্তবা সম্পন্ন বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব এলাহাবাদী। হাকীমুল-ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়েব ছাহেব, মাওলানা আলী মিয়া নদভী ছাহেব, শায়খুল-হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব প্রমুখ বড় বড় আলেমগণ তাঁহাকে বড় ধরনের 'বুযুর্গ' বলিয়া জানেন এবং মানেন। অথচ, তিনি প্রচলিত নিয়মে শিক্ষা লাভকারী কোন বড় আলেম নন। কোন মাদ্রাসায় তিনি বোখারী শরীফ পড়ান না। তারপরও এত বড় বড় আলেমগণ তাঁহার বুযুর্গীর প্রতি কেন শ্রদ্ধাশীল ? বস্, সেই কথাই যে, ছীনার মধ্যে একটা 'মাওলাওয়ালা দিল্, একটা 'ব্যথাভরা অন্তর' নসীব হইয়া গিয়াছে। এ সবকিছু উহারই বরকত, উহারই প্রভাব ও প্রতিফল।

যিকির নাগা,তো রূহ্ ভূখা

ফলকথা এই যে, আল্লাহ্‌ওয়ালা হওয়ার জন্য একে ত কোন আল্লাহ্‌ওয়ালার ছোহ্‌বত ও সম্পর্ক জরুরী। দ্বিতীয়তঃ যাহাকিছু যিকির তিনি বাতলাইয়া দিবেন, যত্ন সহকারে ও গুরুত্ব সহকারে সেই মোতাবেক আমল করা জরুরী। যিকিরে যেন কোন ত্রুটি না হয়, নাগা না হয়। যিকিরের নাগা মানে রূহের ভূখা থাকা। যিকিরে নাগা না হওয়ার ও নিয়মিত যিকিরের অভ্যাস পয়দা ও বহাল থাকার একটি চমৎকার পন্থা এই যে, যেদিন যিকিরে নাগা হইয়া যাইবে সেদিন নফ্‌ছকে ভূখা রাখিয়া কষ্ট দিবেন। খানা বন্ধ করিয়া শাস্তি দিবেন। যেদিন নফ্‌ছ এই কথা বলে যে, আজ আমি যিকির করিব না, তখন নফ্‌ছকে বলুন যে, তুমি ত বাঁচিয়া আছ রূহের বদৌলতে। যখন রূহ্ থাকিবে না, তুমিও তখন বাঁচিতে পারিবে না। রূহ্ চলিয়া গেল, তো আহার-বিহারের কোন প্রশ্নই তখন থাকিবে না। আজ তুই চক্রান্ত আঁটিয়া আমার রূহ্‌কে ভূখা রাখিয়াছিস্ ? ঠিক আছে, আমিও তোকে ভূখা রাখিব। যখনই আপনি নফ্‌ছের খানা-দানা, ডিম-মাখন প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিবেন, দেখিবেন, নফ্‌ছ্ এইবার জল্‌দি-জল্‌দি যিকিরের জন্য তৈরী হইয়া গিয়াছে।

হাঁ, শুরু-শুরুতে কিছুদিন কষ্ট করিয়া, মনের উপর চাপ প্রয়োগ করিয়া যিকির করিতে হয়। অতঃপর যখন যিকিরের অভ্যাস হইয়া যাইবে তখন 'রূহ্' যিকিরের জন্য বেচাইন্ থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত যিকির না করিবেন, আপনার ঘুমই আসিবে না। যদি কোন খারাপ জিনিসের অভ্যাস হইয়া যায়, মানুষ উহার জন্যও বেচাইন্ হইয়া যায়। যেমন, বিড়ি-সিগারেট। যখন দেখে যে, মাওলানা সাহেবের বয়ান ত দীর্ঘ হইতেছে, ঐদিকে অভ্যাস তাকে পেরেশান করিতেছে, তখন চুপে চুপে উঠিয়া গিয়া সিগারেট পান করিয়া আসে। খারাপ জিনিসের অভ্যাসের পর উহার জন্য মন যখন এত বেচাইন্ হয়, তবে মাওলাপাকের যিকিরের অভ্যাস হইয়া গেলে যিকিরের জন্য হৃদয়-মন তখন কত বেশী বেচাইন্ হইতে পারে ? কারণ, যিকির হইল রূহের গেযা, আত্মার খোরাক।

যিকির আত্মার খোরাক ও হৃদয়ের ঘায়ের মলম

মাওলানা রূমী (রহঃ) বলেন ঃ

ذکر حق آمد غذا ایں روح را
مرهم آمد ایں دل مجروح را

মাওলার যিকির এই আত্মার খোরাক। মাওলার যিকির এ ব্যথিত হৃদয়ের চিকিৎসা, অন্তরের জখমের জন্য মলম। যাহাদের হৃদয় মাওলা-প্রেমের আঘাতে আঘাতে ঘা হইয়া গিয়াছে, মাওলার যিকির মাওলাপ্রেমিকের সেই হৃদয়ের ঘায়ের জন্য মলম। মাওলার যিকির পাইয়া পাগলের জ্বালাময় প্রাণে আরাম লাগে, প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

মাওলানা রূমী (রহ্ঃ) আরও বলেন ঃ

هر کہ باشد قوت او نور جلال
چوں نہ زاید از لبش سحر حلال

মাওলার প্রেমিকগণ, মাওলার যিকিরের নূর যাহাদের আত্মার খোরাক, তাহাদের সেই নূরভরা আত্মার মুখের কথা মানুষের হৃদয়মনে কেন প্রভাব ফেলিবে না ? কেন আছর ঢালিবে না ? হযরত থানবী (রঃ) এখানে 'ছেহ্রে হালাল'-এর তরজমা করিয়াছেন 'কালামে-মোয়াচ্ছের' দ্বারা, অর্থাৎ হৃদয়মনে প্রভাব বিস্তারকারী

ভাষা ও কথা। যাহারা আল্লাহ্ওয়ালা বান্দা, যাহারা আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে, রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের সময় মাওলার কাছে কাঁদে, আল্লাহ্পাক তাহাদের কথার মধ্যে নূর দান করেন, ক্রিয়াশীলতা দান করেন, আপন প্রেমবেদনার একটি সংমিশ্রণ দান করেন।

জরুরী সেই তিনটি জিনিস

আমার বন্ধুগণ, আবার বলিতেছি, আল্লাহ্র খাছ মহব্বত হাসিলের জন্য তিনটি জিনিস জরুরী—

১। এহ্তেমামে-যিক্রুল্লাহ্ অর্থাৎ নিয়মিত যত্ন সহকারে ও গুরুত্ব সহকারে যিকির করা।

২। এহ্তেমামে-ছোহ্বতে আহ্লুল্লাহ্— অর্থাৎ আল্লাহ্র ওলীদের সংসর্গে উঠা বসা করা এবং এছ্লাহী সম্পর্ক রাখা।

৩। তাফাক্কুর ফী-খাল্কিল্লাহ্— অর্থাৎ, আল্লাহ্পাকের 'সৃষ্টি' সম্বন্ধে চিন্তা-ফিকির করা।

মরা মস্তিষ্কের চিকিৎসা হইল ফিকির

কখনও একাগ্র মনে বসিয়া চিন্তা করুন যে, এই আসমান-যমীন এবং এই চন্দ্র ও সূর্য প্রভৃতি কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? কে তিনি ? এবং এই সবকিছুর সৃষ্টি দ্বারা আল্লাহ্পাক আমাদের উপর কি কি এহ্সান ও দয়া করিয়াছেন ? এভাবে চিন্তা-ফিকিরেরও অভ্যাস গড়িয়া তুলুন।

يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আল্লাহ্র খাছ্ বান্দাগণ আল্লাহ্র মা'রেফাত ও আল্লাহ্র পরিচয় লাভের জন্য আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন।

তবে আল্লাহ্র পরিচয় হাসিলের লক্ষ্যে আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা-ফিকিরের যদি তওফীক না হয়, উহাকে বলে নির্জীব চিন্তাশক্তি, নির্জীব মস্তিষ্ক বা নির্জীব ফিকির। মাওলনা রূমী (রঃ) উহার চিকিৎসা বাতলাইতেছেন ঃ

فکر اگر جامد بود رو ذکر کن

অর্থ ঃ তোমার চিন্তাশক্তি যদি ভোঁতা ও অচল হইয়া যাওয়ার ফলে ঐ মোবারক ফিকিরের জন্য তোমার তওফীক না হয়, মরা মস্তিষ্ক ও নির্জীব ফিকিরের প্রতিক্রিয়ায় অন্তরে যদি দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হইয়া আখেরাত বা পরকালের কথা স্মরণ না হয় এবং অন্তরে গাফ্লত, অলসতা ও খোদাবিস্মৃতি তুমি অনুভব কর, তবে যাও, তুমি আল্লাহ্পাকের যিকিরে মশগুল হইয়া যাও। আল্লাহ্পাকের যিকির তোমার নির্জীব ফিকিরকে উত্তপ্ত, উজ্জীবিত ও সতেজ করিয়া দিবে। যিকির তোমার অন্তরে নূর পয়দা করিবে। সেই নূরই তোমার নিশ্চলতা ও নির্জীবতাকে খতম করিয়া দিবে।

'ফিকির' (চিন্তা-গবেষণা) কাহাকে বলে ?

ফিকির (চিন্তা-গবেষণা) কাহাকে বলে ? ফিকিরের অর্থ কি এই যে, ফ্যাক্টরী কায়েম কর, ইলেক্শনের যুদ্ধ কর, কিংবা প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হইয়া যাও ? অথবা গবেষণা বলে মহাশূন্যে অভিযান চালাইয়া চন্দ্রে আরোহণ কর ? পবিত্র কোরআনে মাওলাপ্রদত্ত মস্তিষ্কের দ্বারা যে ফিকির করিতে বলা হইয়াছে, সেই ফিকিরের অর্থ কি এই সবকিছু ? শুনুন, মাওলানা রুমী (রঃ) এ সম্পর্কে রায় দিতেছেন ঃ

فکر آں باشد کہ بکشاید رہے
راہ آں باشد کہ پیش آید شہے

অর্থ ঃ ফিকির (চিন্তা-গবেষণা) উহাকে বলে যাহা 'রাস্তা' খুলিয়া দেয়। আর 'রাস্তা' উহাকে বলে যাহা বান্দাকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।

ফলকথা, যে মেধা, যে চিন্তা-ভাবনা বান্দার সম্মুখে আল্লাহ্প্রাপ্তির রাস্তা খুলিয়া দেয় এবং আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করিয়া দেয়, বস্তুতঃ উহারই নাম ফিকির। যে চিন্তা-গবেষণা বান্দাকে আল্লাহ্র দিকে নিয়া যায় না, উহাকে 'ফিকির বা চিন্তা-গবেষণা নামে অভিহিত করা যায় না। তাহা হইলে মাওলার অতি আদরের বান্দার জন্য শোভনীয় ফিকির কোন্টি ? তাহা উহাই, যাহা বান্দাকে আল্লাহ্র সহিত সম্বন্ধ গড়নে ও তা বর্দ্ধনে সাহায্য করে।

দুর্বল, অসুস্থ ও ব্যস্ত লোকের যিকির-ওযীফা সুস্থ-স্বাভাবিক লোকের মত নয়

এখন যদি কেউ এই প্রশ্ন করে যে, তবে কি দিনরাত সর্বদা যিকির আর যিকিরই করিতে থাকিতে হইবে ? না, যবানকে এরূপ বিরামহীন যন্ত্র বানাইতে হইবে না। বরং এক-একজনের কর্মব্যস্ততা ও স্বাস্থ্যের অবস্থা এক-এক রকম। তাই, ব্যস্ততা ও স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখিয়া 'শায়্খে কামেল্' যেই যিকির এবং যতটুকু যিকির নির্ধারিত করিয়া দেন, উহার উপর আমল রাখিবে। যেমন, হযরত থানবী (রঃ) খাজা ছাহেব (রঃ)-কে প্রত্যহ ২৪ হাজার বার আল্লাহ্-আল্লাহ্ যিকির করিতে বলিয়াছেন। আবার কাহারও স্নায়ুবিক দুর্বলতা কিংবা অধিক ব্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত যিকিরই তাহাকে স্রেফ এক হাজার বার বাতলাইয়াছেন।

আমার পহেলা মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহ্ঃ)। আমার জওয়ানি আমি তাঁহার সংসর্গেই অতিবাহিত করিয়াছি। তিনি ছিলেন অশীতিপর এক বৃদ্ধ, আর আমি ছিলাম মাত্র সতের-আঠার বৎসরের যৌবন-দীপ্ত এক যুবক। ভারতের আযম গড় নামক কস্‌বার বাহিরে, বহুদূরে, জনমানবহীন এক ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে তিনি 'বাড়ী' করিয়াছিলেন। মাগরিবের পর কী এক ভীতিপ্রদ নিঃস্তব্দ্ধতা। সূর্যের আলো নিভিতেই চেরাগের আলো জ্বালানো সুনিশ্চিত ব্যাপার। কিছুক্ষণ পর সেই চেরাগও নিভিয়া যাইত। সেই জঙলাপুরীর নিঃস্তব্ধতা আবার আমাদেরকে ঘিরিয়া ফেলিত। তাহাজ্জুদের সময় তারকারাজির আলোতে তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন এবং কান্নাকাটি, বেদনাময় নিঃশ্বাস আর জ্বালাময় 'আহ্' শব্দ ছাড়িতেন। কোর্তার গলা খোলা। এক আজব দেওয়ানা। এক আশেকানা হালত। বর্ণনার অতীত এক প্রেমোন্মাদ জিন্দেগী। তিনি মাওলানা আছগর মিয়া (রঃ)-এর সমকালীন আলেমেদ্বীন ছিলেন। প্রিয় মোর্শেদের কথা প্রসঙ্গে তাঁহার সামান্য স্মৃতিচার করিলাম।

আমার সেই মোর্শেদ, তিনি হযরত থানবীকে লিখিয়াছিলেন যে, হযরত, আমাকে 'দরূদে-তুনাজ্জীনা'র এজাযত দান করুন। উত্তরে হযরত থানবী লিখিলেন যে, এই দরূদ প্রত্যহ ৭০ বার পাঠ করিবেন। আমার শায়েখ্ আবার লিখিলেন,হযরত, আমি মাদ্রাসার অতি ব্যস্ত ও ভারী দায়িত্ব সম্পন্ন একজন শিক্ষক।

জৌনপুর মাদ্রাসায় আমি রোজ ১৪ টি 'সবক' পড়াই। (মাওলানা আছ্গর মিয়াও এখানে আছেন।) 'দরূদে-তুনাজ্জীনা' প্রত্যহ সত্তর বার পাঠ করা আমার জন্য দুষ্কর হইবে।

উত্তরে হযরত থানবী (রঃ) লিখিলেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি প্রত্যহ মাত্র সাত বার করিয়া পাঠ করুন। একে দশ-এর ওয়াদা রহিয়াছে। তাই, সাতে ৭০-এর ফায়দাই হাসিল হইয়া যাইবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

বন্ধুগণ, খুব বুঝিয়া লউন, আল্লাহ্র ওলীগণ অত্যন্ত দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী ও বহুদর্শী চক্ষুষ্মান হইয়া থাকেন। দেখুন না, কি হেক্‌মতে, কি কৌশলে সাতের দ্বারা সত্তরের সাফল্য অর্জনের পথ ধরাইয়া দিলেন।

আমার শায়েখ্ শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ) বলিয়ায়াছেন ঃ কোন শক্তিশালী পালোয়ান যদি প্রত্যহ চব্বিশ হাজার বার আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করে এবং আর একজন দুর্বল-মস্তিষ্কের লোক মাত্র এক হাজার বার কিংবা পাঁচ শত বার আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে, তাহা হইলে এই দুর্বল যাকেরও সেই মাকামেই পৌঁছিবে যেই-মাকামে পৌঁছিবে ঐ চব্বিশ হাজার বার ওয়ালা। ইন্‌শাআল্লাহ্ সে তাহার চাইতে পিছনে থাকিবে না। আল্লাহ্পাক আমাদের শক্তির দাপট বা গায়ের জোর দেখিতে চান না। বরং তিনি তাকত্ অনুযায়ী এতাআত্ চান অর্থাৎ সামর্থ্য পরিমাণ আনুগত্য চান। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

সামর্থ্য পরিমাণ আল্লাহ্কে ভয় কর।

(অতএব, সামর্থ্য পরিমাণ আল্লাহ্কে স্মরণ কর।)

নিঃসঙ্গ কবর-ঘরের সাথী ও সম্বল

বন্ধুগণ, আজ যদি আমরা দুনিয়া ও দুনিয়ার বস্তুসমূহ হইতে আমাদের অন্তর না হটাই, হৃদয়মনকে উহা হইতে মুক্ত ও পবিত্র না করিয়া লই, তবে জানিয়া রাখুন, এমন একদিন শীঘ্রই আসিতেছে যেদিন আমাদের ভোগ-বিলাসের, আমোদ-প্রমোদের, আদর-আহ্লাদের এবং আমাদের মনের আনন্দ-ফূর্তির যত চীজ-আসবাব, সবকিছু এই ম্যাটির উপর পড়িয়া থাকিবে, আর আমাদিগকে বুকের

উপর মাটি চাপা দিয়া মাটির তলে শোওয়াইয়া দেওয়া হইবে। হায় ! অসহায় ঐ মুর্দা যেন তখন তার ভাষাহীন কণ্ঠে বলে ঃ

دبا کے قبر میں سب چل دیئے دعا نہ سلام
ذراسی دیر میں کیا ھوگیا زمانے کو

নির্জন কবরের মাটির মধ্যে দাবাইয়া রাখিয়া হায়, কী নিষ্ঠুরের মত সবাই যার যার ঠিকানায় চলিয়া যাইতেছে। হায়, কাহাদের সহিত এত হৃদ্যতা ছিল, এত সখ্যতা ও মাখামাখি ছিল ? আজ ত উহারা একটু সালাম-কালামও করিল না। কোন যোগ-জিজ্ঞাসাই ত কেহ করিল না। হায় ! সামান্য সময়ের ব্যবধানে কি হইল যমানার ? কি হইল এ জগদ্বাসীর ? এম্‌নি করিয়া সবাই ভুলিয়া গেল ? এম্‌নি করিয়া আমাকে ছাড়িয়া গেল ?

বন্ধুগণ, কবরে শোওয়াইয়া যখন সকলে চলিয়া যাইবে, তারপর আর কেউ আসিবে না তোমাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। মনের আশা-আকাংখা পূরণের সামান, নানা রকম আনন্দ-ফুর্তি ও সাধ মিটানোর কোন পথ, কোন উপকরণ আর জুটিবে না সেই নিঃসঙ্গ কবর-ঘরে। কিছুই থাকিবেনা, কেহই যাইবে না তোমার সঙ্গে, তোমার কাছে, একমাত্র আল্লাহ্‌পাক ছাড়া।

কবরে আল্লাহ্‌পাক সকলেরই সঙ্গী হন ?

এখানে ভাবিবার বিষয় ইহাই যে, মাটির নীচে কবর ঘরে আল্লাহ্‌পাক কি সকলেরই সঙ্গী হন ? তবে, কাহার সঙ্গী হন তিনি ? সেখানে তিনি তাহাদেরই সঙ্গী ও সাহায্যকারী হন যাহারা মাটির উপরে থাকা অবস্থায় তাহাকে খুব স্মরণ করিয়াছে এবং তাহাকে মানিয়া চলিয়াছে। যাহাদের প্রাণে বাঁচার একমাত্র নির্ভর ও একমাত্র সম্বল ছিল মাওলা। মাওলা ছাড়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকা যাদের জন্য দুরূহ ছিল।

কেন আল্লাহ্‌পাক ইহাদিগকে কবর-ঘরের নিঃসঙ্গতায় স্বীয় সদয় সান্নিধ্য প্রদান করিবেন ? আল্লাহ্‌পাক বলেন, বান্দা, ইহার কারণ এই যে, এই যমীনের উপর হাজারো চীজ-আসবাবের আকর্ষণ ও সম্পর্কের জাল তোমাকে হাজারো দিকে টানিতে চাহিয়াছে। তবুও তুমি কোন অবস্থাতেই আমাকে ভুল নাই। তাই, অদ্য যমীনের নীচে ফেলিয়া সকলেই যখন তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, হে পেয়ারা

বান্দা, আজ আমি কি করিয়া তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি ? আমার মত দয়াময় মাওলার পক্ষে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? অসম্ভব, অসম্ভব। বান্দা, ঘাবড়াইও না, আমি তোমার কাছে আছি, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমিই তোমার দেখাশুনা করিব।

দোআ ও মুনাজাত

বস্, এখন সকলে দোআ করুন—

আয় আল্লাহ্ ! আপনার রহমতের ওছীলা, এই মোবারক জায়গার ওছীলা এবং আমাদের বুযুর্গানে-দ্বীনের আওলাদগণের ওছীলা, আয় আল্লাহ্ ! আমি আমাদের বুযুর্গানেদ্বীনের রক্ত-সম্পর্কের ওছীলা পেশ করিয়া ফরিয়াদ করিতেছি, ইহাদের ওছীলায় আপনি আমাদের সকলের ছীনা সমূহকে আপনার মহব্বতের আগুন দ্বারা ভরিয়া দিন।

আয় আল্লাহ্ !, আমাদের সকলকে 'ছাহেবে-নেছ্বত' ওলীআল্লাহ্ বানাইয়া দিন।

আয় আল্লাহ্ ! বায়েযীদ বোস্তামী, জুনাইদ বাগদাদী, বাবা ফরীদুদ্দীন আত্তার, মাওলনা থানবী, মাওলানা গঙ্গূহী, মাওলানা কাসেম নানূতবী (রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহিম্), এভাবে আমাদের অতীত বুযুর্গানের মধ্যে বড় বড় যত আওলিয়ায়ে-কেরাম অতিবাহিত হইয়াছেন, আয় আল্লাহ্ ! ঐ সকল আওলিয়ায়ে-ছিদ্দীকীনের ছীনার মধ্যে যেই মর্তবার ঈমান, মহব্বত ও তাক্ওয়া আপনি দান করিয়াছিলেন এবং ধ্বংসশীল এই দুনিয়ার প্রতি তাঁহাদের অন্তরে যেরূপ অনাসক্তি পয়দা করিয়াছিলেন, আয় আল্লাহ্ ! দয়া করিয়া ঐসব নেআমত আপনি আমাদের ক্বলব সমূহকেও নসীব করিয়া দিন।

আয় আল্লাহ্ ! ধ্বংসশীল এই দুনিয়ার প্রতি আমাদের হৃদয় সমূহকে বিরক্ত ও নিরাসক্ত বানাইয়া দিন।

আয় আল্লাহ্ ! আপনার মহব্বতকে গালেব করিয়া দিন, প্রবল করিয়া দিন।

আয় আল্লাহ্! আমাদের ইহকালকেও আপনি সুখ-শান্তিময় ও নিরাপদ বানাইয়া দিন। আমাদের পরকালকেও আপনি রাহাত্ ও আফিয়ত্ ওয়ালা বানাইয়া দিন। দোনো-জাহানকে আমাদের জন্য আরামদায়ক ও আপদমুক্ত করিয়া দিন।

আয় আল্লাহ ! আমাদের সকলকে আপনার আশেকদের মোলাকাত্ ও ছোহ্বত নসীব করিয়া দিন।

یا رب ترے عشاق سے ہو میری ملاقات

قائم ہیں جن کے فیض سے یہ ارض و سماوات

আয় আল্লাহ্ !, আপনার আশেক বান্দাগণ মাশ্রেক (পূর্ব) হইতে মাগরেব (পশ্চিম), শেমাল (উত্তর) হইতে জুনূব্ (দক্ষিণ) পর্যন্ত এই পৃথিবীর যেখানেই লুকাইয় থাকুন না কেন, আয় আল্লাহ্ ! তাঁহাদিগকে চিনিবার মত চক্ষু আমাদিগকে দান করুন এবং তাঁহাদের মোলাকাত, ছোহ্বত, ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সম্পর্ক নসীব করিয়া দিন।

আয় আল্লাহ্ ! আমরা যদি আমাদের নাদানী বশতঃ তাঁহাদের তালাশ এবং তাঁহাদের সহিত মিলিবার চেষ্টা নাও করিয়া থাকি, তবু আপনি তাঁহাদিগকে আমাদের প্রতি সদয় করিয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত আমাদের মোলাকাতের ও ফয়েয-বরকত লাভের এন্তেযাম করিয়া দিন।

آہن کہ بہ پارس آشنا شد

فی الفور بصورت طلا شد

আয় আল্লাহ্ ! তাঁহারা আপনার পরশপাথর, আর আমরা হইলাম লোহা। আয় আল্লাহ্ ! আমাদিগকে ঐ পরশপাথরদের ছোহ্বতের নেআমত নসীব করিয়া দিন। লোহা যেভাবে পরশপাথরের পরশ্ লাগিয়া সোনা হইয়া যায়, আপনি আমাদিগকে আপনার এমন আশেকদের সহিত সাক্ষাত করাইয়া দিন যাঁহাদের হৃদয়ের পরশ-পাথরের স্পর্শ পাইয়া আমাদের হৃদয়-নামের লোহাগুলি সোনা হইয়া যায়। যাহাতে আমরা আপনার আশেক ও দেওয়ানা হইয়া যাইতে পারি এবং মোত্তাকী হইয়া যাইতে পারি।

আয় আল্লাহ্ ! আমাদের জিন্দেগীকে আমাদের আছ্লাফ, আমাদের অতীত বুযুর্গানের জিন্দেগী ও আমলের নমূনা বানাইয়া দিন।

আয় আল্লাহ্ ! আমাদিগকে আপনি আপনার আওলিয়ায়ে-কেরামের আমল-আখলাক নসীব করিয়া দিন।

আয় আল্লাহ্ ! তাঁহাদের মত হৃদয় আমাদেরকেও নসীব করুন।

আয় আল্লাহ্ ! আপন দয়ায় আমাদিগকে আপনি ঈমানের সহিত মউত নসীব করিয়া দিয়েন।

আয় আল্লাহ্ ! সকলের সব রকম জায়েয মাক্ছূদ সমূহ পূরা করিয়া দিন। যাহারা এখানে উপস্থিত নাই, তাহাদেরও সকল জরুরত্ ও মাকছূদ পূরা করিয়া দিন।

এই বরকতময় হরম শরীফের বরকতে আমাদিগকে কা'বার মহব্বত ও হরমের মহব্বত নসীব করিয়া দিন। হরমের কদর ও সম্মানের তওফীক দান করুন। হরমের অঢেল নূর ও বরকত সমূহ দ্বারা আমাদিগকে ধন্য করিয়া দিন।

আয় আল্লাহ্! যাহা কিছু আপনার কাছে চাইতে পারি নাই, আপন রহ্মতে তাহাও আমাদিগকে দান করিয়া দিন। কারণ, সময় খুব কম এবং আখ্তারও খুব দুর্বল।

আয় আল্লাহ্ ! আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নয় বরং আপনার দয়া ও এল্ম্ অনুযায়ী রহ্মতের বহু দরিয়া আর দরিয়া আপনি আমাদের উপর বর্ষণ করিয়া দিন। এবং সেই রহ্মত সমূহকে জয্ব্ করার (গ্রহণ ও ধারণ করার) মত যোগ্যতা এবং তওফীকও আমাদিগকে দান করুন। আমীন।

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰى

عَلٰي خَيْرِ خَلْقِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

ফকীর আমি, অঞ্চলে মোর
রাজার রাজমুকুট,
ছীনায় ভরা প্রেম-জগতের
গুপ্ত-রাজ অটুট।
মাওলাপ্রেমের একটি ফোঁটার
বন্ধু, এতই দাম,
দো-জাহানও বেচলে কি হয়
একটি ফোঁটার দাম ?

عشق ساید کوه راما نند ریگ
عشق جوشد بحر را مانند دیگ

মাওলার তালাশ ও মহব্বত অবলম্বনে
মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন-হুসাইনের
লেখা কয়েকটি
মায়াময় ছন্দমালা

خلق اطفال اند جز مست خدا
نیست بالغ جز رهیده از هوا

সাকী তুই কত দূরে ?

তাকি হায় কত তূরে ?
ডাকি তায় কত সুরে ?
আঁখিজল বুকে পূরে,
সাকী তুই কত দূরে ?

তমিস্র নিশি ভবে,
অজস্র শশী নভে,
নীলিমার অবয়বে,
পাখীদের কলরবে
খুঁজি হায় এত ওরে,
সাকী তুই কত দূরে ?

যৌবনা নদী-স্রোতে,
উতলা বায়ু-ক্রোধে,
ধূধূ ওই মরু প্রান্তে
শ্যামলা তরু-কান্তে
খুঁজি হায় এত ওরে,
সাকী তুই কত দূরে ?

হৃদয়ের ব্যথাপূঞ্জে
নয়নের বারিকুঞ্জে
মায়েরই মধু-অন্নে
গোলাপের রূপে-গন্ধে
খুঁজি হায় এত ওরে,
সাকী তুই কত দূরে ?

অশ্রুতে রহ্মান

পরাণে নয়নে গগনে পবনে
কাহারে খুঁজিয়া পাই,
শিশিরে নিশিতে প্রভাতে দিবাতে
কাহাতে মজিয়া যাই।
ব্যথা ও প্রেমেতে, জোয়ারে-ভাটাতে
হৃদয়ে শান্তি পাই
মরম গলিল ডাকিতে ডাকিতে
তবু যে ক্লান্তি নাই।
কত যে চলেছি তাহারে লভিতে
পথের প্রান্ত নাই,
'রহ্মান' আমার এই ত অশ্রুতে
কী-যে গো তৃপ্তি পাই।
ডাকিলেই তারে কি বলিব হায়,
কত যে নিকটে পাই,
এত যে মায়ালু মাওলা আমার
কে জানিত আগে ভাই।
৪-৭-৮৬ ইং

অশ্রুফুলের মালা

'মাওলা মাওলা' হাঁক্ ছাড়িয়া
অশ্রু দিয়া ডাকো,
'অশ্রু ফুলের মালা' লইয়া
দুয়ার পরে হাঁকো।
অশ্রুফুলের মালা তাহার
বড়ই সখের চীজ
তাই ত মনের মূলে লাগায়
অশ্রুফুলের বীজ।

অশ্রুফুলের বীজ বুনিয়া
ক্ষেতের দিকে চায়
ফুল ফুটিবার কালে মাওলা
খুশী হন বেজায়।
মহব্বতের সঙ্গে মাওলা
ফুলে হাত বুলায়
কোমল হাতের শীতল পরশ
লাগে ফুলের গায়।
কেন্দে কেন্দে ডাক্ দে তারে
অনাথ্ হয়ে মাগ্,
মাতৃ-কোলের শিশুর মতন
মিল্‌বে রে সোহাগ।

রিক্তের মুনাজাত

একটা কথা শোন্‌রে মাওলা
একটা কথা শোন্
আমায় কর তোমার পাগল
মাওলা নিরঞ্জন।
চাই না আমি রাজার গদি
চাইনা আকাশ-তারা,
বানাও মোরে মাওলা সদা
তোমার পাগলপারা।
জাহান্নামে ফেলিও না
দিও না আযাব,

ক্ষমার আঁচল-তলে মোরে
ঠাঁই দিও হে রব্।
রাসূলুল্লার মুখ দেখাইও
মোরে কাল হাশরে
কালিযুক্ত মুখ দেখিয়া
হটাইওনা দূরে।
তোমার কাছে আনার মত
নাই কিছু মোর কাছে,
আছে শুধু পাপের বোঝা,
হায়রে জীবন মিছে !
মাওলা আমার, কসম লাগে,
সত্য সত্য বলি,
তোমার মেহের্ করম্ বিনে
রিক্ত হস্ত-থলি।
২৮-২-৯০ ইং

জীর্ণ ঘরে মহাজন

কে তুমি এলে গো আচানক্
আমার গরীব ঘরে ?
কে তুমি এলে গো আচানক্
জীর্ণ শীর্ণ চরে ?
আমি এক দীন-হীন মিস্কীন
আমি এক নিদারুণ অসহায়,
পাপী-তাপী, নালায়েক সঙ্গীন
কেউ ত কখনও যাঁচেনা পুছেনা আমায়।

অনুভবি তুমি খুবই বড় কেউ
বড় কোন মহাজন,
ধনে ধনী তুমি, গুণে গুণী তুমি
চাহনা কোনও ধন।
তাই ভাবি তুমি কিরূপে আসিলে
হঠাৎ এ কাঙ্গাল ঘরে ?
কিছু দিতে এলে ? কিছু নিতে এলে ?
ভাবি ও কাঁপি থর্থরে।
অনুপম ওগো, প্রীতিধন ওহে,
তোমারে লভিয়া এথা
নিভিয়া গিয়াছে শোক দুঃখ দাহ
অনাথের যত ব্যথা।
গুণীদের গুণী, জ্ঞানীদের জ্ঞানী
হে জগতের মহাজন,
দানিয়াছ শুধু, চাহনা ত কিছু,
চাহ শুধু কাঙ্গাল মন।
জীর্ণ-শীর্ণকে পরশ দানিয়া
কর তাকে মহীয়ান্,
শুষ্ক মরমে ফুটাও পুষ্প
তুমি চির গরীয়ান্।
আমি বড় পাপী, উড়িয়া গিয়াছি
হাজারো পাপের ঝড়ে,

তবু তুমি এলে ? তবু কোলে নিলে ?

এলে গো বিদীর্ণ ঘরে ?

শোকর তোমার মাওলা আমার

শোকর হাজার বার

করিয়া রাখিও অধীনে তোমার

চিরকাল আপনার।

২৬-৬-৮৭ ইং

ঈপ্সিত মুরাদের পথ

রহিয়া রহিয়া বুকের বেদনা হে

দংশিছ ভিমরুল মত

তবুও ওঝারে ডাকি না কখনও

দংশ পার আরও যত।

তুমি হে বেদনা বাড়িয়া উঠিলে

বাড়ে কি অসহ জ্বালা,

তবু যে তোমাকে চাহিনা দূরিতে

এযে কি আজব বালা।

জ্বালাতন তোমার ভালো লাগে ভারী

বক্ষ যায় ভরি সুখে

মনের দু'কূল ছাপিয়া বয়ে যায়

প্রশান্তি জোয়ার বুকে।

তুমি গো বেদনা যেওনা থামিয়া

দংশো সুতীব্র জোরে

লভিব আমি গো মন্যিল মম

এ দংশন-বিষে মরে।

দংশিত মনে, প্রতি দংশনে
লভি যে কাহারো চুমু
লোভিত সে-ঠোঁটের মধু-চুম্বনে
দংশনো আমার চুমু।
চোখে ত দেখিনা, শুধু টের পাই
পরম সোহাগের সুধা
মিটিয়ে দেয় গো একটু পরশে
তৃষিত হৃদয়ের ক্ষুধা।
ব্যর্থতা মম তৃপ্ততা হাজার
তৃষ্যে যদি তো তোষে
তুষ্টি কণারই তৃষ্ণা যে আমার
আতুষ্ট সে পরিতোষে।
এ দংশনে আজি পরশন সুধা
দর্শনও মিলিবে বা'জি,
এপথে লভেছে ঈপ্সিত মুরাদ
হাফেয, রুমী ও হাজী।
২৯-৬-৮৭ ইং

পূর্ণিমা রজনী

আজি পূর্ণিমা রজনী প্রিয়
তোমারে মনে পড়ে
দিকে দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া
খুঁজি তোমারে বারে বারে।
হ'তাম যদি কাছি কাছি ওহে তুমি-আমি
তোমাতে-আমাতে হ'তো কতোনা চুমোচুমি।

চন্দ্র আলোকে আলোকিত শ্যামলিমা
তন্দ্রা হারিত পুলকিত সবুজিমা
এম্‌নি মনোহর লগ্নে হতাম যদি গো পাশাপাশি
কতনা হরষে উল্লাসে হতো কতো ভালোবাসাবাসি।
ঝরিত আলোর কণা মাঝে
তোমার গন্ধ লভি,
না-জানি এসেছো কতো কাছে
তবুও বুঝিনি আমি।
আলো তো হাসে নিত্য' তবু আজি
ধরিত্রী হাসে বেশী,
তবে কি ওরা গন্ধ শোঁকে আজ
তোমার অনেক বেশী?
চন্দ্র শিশুরে তরুণও হেরেছি
হেরি আজি পূর্ণ যৌবনে,
কখন ও কিভাবে বাড়িয়া উঠিল
ভাবি নীরবে তন্ময় মনে।
লাগে কী যে ভালো, বড় বেশী ভালো
অদ্য নিশীথ কালে
মায়াভরা রাতি, জ্বল্ জ্বল্ বাতি
কতো, গগনের তলে।
পুলকিয়া মনে উথলিয়া উঠে
জ্বালাময় প্রেমের ঢেউ
'পূর্ণিমা' ওগো তোমাতে লুকিয়া
টানে মোরে মায়াময় কেউ।
জোয়ার নেমেছে, আলোর জোয়ারে

ডুবিয়া গিয়াছে ধরা
হৃদয়-সাগরে আলোক-জোয়ারে
কাহারে লভিনু ত্বরা।
বড় ভালো লাগে, বড় তৃপ্তি লাগে
বড় শান্তি লাগে বুকে
তোমারে লভি কালে হৃদয়-প্রবাহে
ভাসিয়া যাই আমি সুখে।
আজি পূর্ণিমা --------------।

২৭-৬-৮৭ ইং

ব্যথিতের কাকুতি

মোরে করো আপন জন
বুকে গড়ো সিংহাসন
ওহে আমার পরমজন
ওহে দয়াল্ নিরঞ্জন।

আর কত এই দূরে থাকা?
বুকটা আমার করে খাঁ খাঁ
দাওনা প্রিয় তাড়া তাড়ি
তোমার প্রিয় দরশন।

তোমায় বিনে এই জীবন
ভাজা কৈয়ের ভাজা মন,
ভাজা-পোড়া বুকে প্রিয়
তুমি আমার তাজা ধন।

পরকে তুমি আপন কর,
মন্দিরে হায় কা'বা গড়,
তোমার মায়াপূর্ণ বুকে
লওনা তুলে মনমোহন।

বুকে মোর কতো ব্যথা,
কে শোনে এসব কথা
ব্যথিতের তপ্ত বুকে
লও আসন প্রীতিধন।

মা'বূদের মজনূ

কারে টের পাই বুকের পাঁজরে
বাঁ-দিকের একটু তলে
ভেতরে থাকিয়া সুপ্ত-কাশিশে
বুক ভাসায় চোখ-জলে।
আন্‌চান-মনে ধড়ফড়িয়াছি
সন্ধ্যে-নিদ্রার কালে
সহসা কে-তুমি এ গহীন-রাতে
মধুর ঘুম ভাঙ্গালে?
জাগিতেই আমি বেকারার মনে
ডুবানু ঠোঁট তব মদে
শির সাঁপিয়াছে ব্যাকুলিয়া হিয়া
তোমার রূপ-রাঙা পদে।

লুটিয়াছি সে-যে উঠিতে পারিনি
উঠিবার দাওনি তুমি
দেখিনা তোমায়, শুধু আঘ্রাণি,
বুঝিবা সে মজ্‌নূ আমি ?
ভরিয়াছে মন, তবু যে ভরেনা
রহিল কি-জানি বাকী,
দানিবে কি ওগো সেটুকুন তুমি
আমার মায়াবী সাকী।
এত কাছে এলে, এত কিছু দিলে,
তবু-যে অশ্রু ঝরে ?
কাঁদিয়া মজ্‌নূ লভে 'শারাবান',
কাঁদে তাই অকাতরে।
হারানো মাণিক, ফিরিয়াছ বুকে
বলনা এগহীন রাতে
যাবেনা ত ভুলে, টানিবে ত কাছে ?
রাখিবে তো প্রিয় সাথে ?

৮-৭-৮৭ ইং

ওয়াল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

آزمودم عقل دوراندیش را
بعد ازاں دیوانه سازم خویش را

সমাপ্ত

৯ই যিল্‌হজ্জ ১৪০৭ হিজরী সালে সৌদী আরবে ময়দানে-আরাফাতে কৃত বয়ান

তওবার ফযীলত

বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
রুমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম

সূচীপত্র

বক্ষ্যমান এই কিতাবখানা মূলতঃ ৯ই যিলহজ্জ ১৪০৭ হিজরী মোতাবেক ৩রা আগষ্ট ১৯৮৭ ইং রোজ শনিবার বেলা ১১ টায় অকূফে-আরাফার সময় আরাফা ময়দানে আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত্-বারাকাতুহুম-এর বয়ান। পরে উহা কিতাব আকারে প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত উপকারী বিবেচনা করিয়া আমরা উহার বঙ্গানুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমরা যথাসম্ভব সহজ-সরল ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করিয়াছি। মূল কিতাবে অধ্যায়-সমূহের কোন শিরোনাম বা সূচীপত্র ছিল না। পাঠকদের সুবিধার্থে আমি শিরোনাম ও সূচীপত্র যোগ করিয়া দিয়াছি। আমি হুবহু শাব্দিক অনুবাদের পরিবর্তে ভাবসম্প্রসারণমূলক তরজমা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তরজমার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে অধমের প্রতি হযরত মোর্শেদের সুস্পষ্ট ইশারাও ছিল অনুরূপ।

আল্লাহ্পাক মূলের মত উহার তরজমাখানাও কবূল করুন এবং গ্রন্থকার, মো'তারজেম, সহযোগিতাকারী ও পাঠক সকলকে এবং আমাদের সকলের আওলাদ-পরিজন ও খান্দানকে স্বীয় গভীর মহব্বত ও মা'রেফাত দ্বারা ধন্য করুন এবং ভুল জীবনধারা পরিহার করিয়া সিরাতুল মুস্তাকীম-এর উপর চলার তওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল মতীন বিন-হুসাইন
২২ রবিউল আউয়াল ১৪২১ হিজরী
২৫ জুন ২০০০ ঈসায়ী।

فضائل توبه

তওবার ফযীলত

(আরাফা ময়দানের বয়ান)

(৯ই যিল্‌হজ্জ ১৪০৭ হিজরী মোতাবেক ৩রা আগষ্ট ১৯৮৭ ইং রোজ শনিবার বেলা ১১টায় অকূফে-আরাফার সময় আরাফা-ময়দানে আরেফ্‌বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম-এর কৃত বয়ান।)

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰىنَا

'যেহেতু আজ এখানে আমাদের আল্লাহ্পাকের নিকট রহ্‌মত, মাগফেরাত বা ক্ষমা ও দয়ার দরখাস্ত করার সময় এবং ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্পাক যেন আমাদিগকে মাফ করিয়া দেন— সেহেতু আমি এ আয়াতখানা নির্বাচন করিয়াছি যাহাতে ক্ষমা ও দয়া দানের জন্য (আসমান হইতে) 'সরকারী আবেদনপত্র' নাযিল করা হইয়াছে। কিভাবে, কোন্ ভাষায় দো'আ করিলে ক্ষমা পাওয়া যাইবে, এই আয়াতে আল্লাহ্পাক নিজেই স্বীয় বান্দাগণকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন।

পাপীদের বিরুদ্ধে চারিটি সাক্ষী ঃ

বন্ধুগণ, মানুষ যখন কোন গুনাহ্ করে, তাহার বিরুদ্ধে চারিটি সাক্ষী প্রস্তুত হইয়া যায়। চারিটি সাক্ষীই পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে।

প্রথম সাক্ষী যমীন ঃ

মানুষের দ্বারা যেই যমীনের উপর গুনাহ্ সংঘটিত হয় সেই যমীনও ঐ পাপের সাক্ষী হইয়া যায়। উহার দলীল পবিত্র কোরআনের এই আয়াত—

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا

অর্থঃ সেদিন (কিয়ামত দিবসে) যমীন তাহার খবর সমূহ বর্ণনা করিবে।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ছাহাবায়ে-কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)

এর সম্মুখে ছুরায়ে যিলযালের এই আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে বয়ান করিয়াছেন যে, যমীনের পিঠের উপর যে সকল কাজ করা হয়, যমীন উহার সাক্ষ্য দান করিবে।

(দেখুন তাফসীরে-মাযহারী ১০ম খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।)

বর্তমান যুগে টেপ-রেকর্ডের দ্বারা যমীনের সাক্ষ্য দানের বিষয়টি স্পষ্ট ও সহজ বোধ্য হইয়া গিয়াছে। কারণ, টেপ-রেকর্ডের মধ্যে লোহা সহ যত পার্টস্ (যন্ত্রাংশ) রহিয়াছে, সবকিছু এই যমীনের ভিতরকার বস্তুই। অতএব সবকিছু যমীনের ভিতর টেপ্ হইয়া যাওয়াটা যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়।

দ্বিতীয় সাক্ষী দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঃ

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইয়াছে—

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থ ঃ আজ (এই কিয়ামত দিবসে) আমরা তাহাদের মুখের উপর মোহর লাগাইয়া দিব, আর তাহাদের হাত আমাদের সহিত কথা বলিবে এবং তাহাদের পা সাক্ষ্য দান করিবে ঐ সকল বিষয়াদি সম্পর্কে যাহা তাহারা (দুনিয়ার জীবনে) করিয়াছে।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা গুনাহ্ হইয়াছে কিয়ামতের দিন ঐ সকল অঙ্গও সাক্ষ্য দান করিবে। মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন—

چشم گوید کرده ام غمزه حرام

চক্ষু সাক্ষ্য দিবে যে, হে আল্লাহ্, আমার দ্বারা সে হারাম কাজ করিয়াছে, কুদৃষ্টি করিয়াছে।

گوش گوید چیده ام سوء الکلام

কর্ণদ্বয় বলিবে, আয় আল্লাহ্, আমরা গীবত শুনিয়াছি, গান-বাদ্য শুনিয়াছি।

لب بگوید من چنیں بوسیده ام

ঠোঁট বলিবে, আয় আল্লাহ্ ! আমি হারাম ভাবে চুম্বন করিয়াছি এবং এই ভাবে অপরাধ করিয়াছি।

دست گوید من چنیں دزدیده ام

হাত বলিবে, আয় আল্লাহ্, আমি এইভাবে মালামাল চুরি করিয়াছি। অনুরূপ সিনেমা দেখার জন্য যদি পা ব্যবহার হইয়া থাকে তবে পা উহার সাক্ষ্য দান করিবে।

উল্লেখ্য যে, এভাবে নেক আমল সমূহেরও সাক্ষী তৈরী হইতে থাকে। যেমন, আরাফা ও মিনা-মোযদালাফায় যাহা কিছু আমল করা হইতেছে, ইহারও সাক্ষী প্রস্তুত হইতেছে।

তৃতীয় সাক্ষী ফেরেশতাগণ :

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইয়াছে—

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

অর্থ : কেরামান্-কাতেবীন (বা আমল লেখক সম্মানিত ফেরেশতাগণ)। তোমরা যাহা-কিছু কর, তাহারা তা জানে।

চতুর্থ স্বাক্ষী আমলনামা :

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইয়াছে—

وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

অর্থ : এবং যখন আমলনামা খুলিয়া দেওয়া হইবে।

(পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহের দ্বারা চার প্রকার সাক্ষী প্রমাণিত হইয়া গেল।) এখন প্রশ্ন হয় যে, যেহেতু কিয়ামতের দিন আমাদের উপর চারিটি সাক্ষী পেশ হইবে, তাহা হইলে নাজাতের জন্য আমরা কি করিতে পারি? যাহারা নিজের জীবনের উপর যুলুম করিয়াছে এবং নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী তৈরী করিয়াছে, তাহাদের জন্য এমন কোন উপায় কি আছে যাহাতে কিয়ামতের দিন তাহাদের বিরুদ্ধে এই সাক্ষী ও সাক্ষ্য পেশ না হয় বরং তাহা খতম হইয়া যায়? নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম উম্মতের জন্য সেই পন্থাও বাতলাইয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ গুনাহ্ হইতে তওবা করা। ইন্শাআল্লাহ্ এ বিষয়ে আমি পরে হাদীছ উদ্ধৃত করিব। অবশ্য এই তওবা হইতে হইবে তওবার শর্তাবলী সহকারে। তওবার জন্য আল্লাহ্র হকের ব্যাপারে রহিয়াছে তিনটি শর্ত, আর বান্দার হকের ব্যাপারে একটি শর্ত, মোট চারিটি শর্ত।

(দেখুন আল্লামা নাবাবীর শরহে-মুসলিম ২য় খণ্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা।)

তওবা কবুল হওয়ার শর্তাবলী ঃ

আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত এই যে, أَنْ يَقْلَعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ সর্ব প্রথম ঐ গুনাহ্ হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। এই নয় যে, নিজে গুনাহে লিপ্ত, অথচ মুখে তওবা-তওবা রটিতেছে। যেমন কোন-কোন লোক এরূপ বলিয়া থাকে যে, লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা, কি বেহায়াপনা কি যে উলঙ্গপনার যমানা আসিয়া গেল! এভাবে একদিকে মেয়েদের দিকে দেখিতেছে, আরেক দিকে লা-হাওলা লা-হাওলাও পড়িয়া যাইতেছে। এমন লা-হাওলা খোদ আমাদের নফ্ছের উপর লা-হাওলা পাঠ করে। অতএব, প্রথম শর্ত এই যে, গুনাহ ত্যাগ করিয়া দিবে।

দ্বিতীয় শর্ত হইল أَنْ يَنْدَمَ عَلَيْهَا ঐ গুনাহের কারণে অন্তরের মধ্যে যেন অনুতাপ-অনুশোচনা পয়দা হইয়া যায়। নাদামতের অর্থ ইহাই যে, অন্তরের মধ্যে যেন একটা বেদনা ও কষ্ট অনুভব হয় যে, হায়, আমি এ কি নালায়েকি করিলাম? এত বড় দয়াবান মালিক ও মেহেরবান পালনকর্তার হক্ আমি কেন আদায় করিলাম না? হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, দোযখ যদি না-ও থাকিত তবুও এরূপ এহ্ছানকারী, এত অনুগ্রহকারী মালিকের নাফরমানী করা বান্দার জন্য ভদ্রতা ও মানবতা বিরোধী কাজ হইত। আল্লাহ্পাকের দয়া ও মেহেরবাণী আমাদের উপর এত বেশী যে, উহার পর যেকোন ভদ্র ও সভ্য মানসের ইহাই স্বাভাবিক তাকিদ হওয়া উচিত ছিল যে, এমন মালিককে কিছুতেই আমরা নারাজ করিব না।

ছুবহানাল্লাহ্, ইহা ত মহব্বতের দাবী। যেমন কোন মেহেরবান পিতা নিজের সন্তানদিগকে ডাণ্ডা ত মারে না, কিন্তু যেহেতু সন্তানদের প্রতি তাহার মায়া-দয়া অঢেল, তাই তাহার ভদ্র-ছেলেটি ভাইদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, খবরদার, তোমরা আব্বাকে নারাজ করিও না। দেখ, আমাদের প্রতি আব্বার কত এহ্সান, কত দয়া।

তওবার তৃতীয় শর্ত হইল, أَنْ يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا পাক্কা-নিয়ত করিবে যে, আয় আল্লাহ্, আর কখনও এই-গুনাহ্ করিব না। অন্তর দিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিবে যে, প্রাণও যদি বাহির হইয়া যায় তবু আর কখনও এই পাপের কাছেও যাইব না। তওবার সময় পুনরায় গুনাহ্ না করার পাক্কা-এরাদা থাকা চাই। পরে যদি কখনও তওবা ভঙ্গ হইয়া যায় তবে এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গন পূর্ব-কৃত প্রতিজ্ঞার অস্তিত্বের বিলোপকারী হইতে পারেনা। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া এই-কথার প্রমাণ নয় যে, (ইতিপূর্বে) প্রতিজ্ঞাই করা হয় নাই। এরাদা (সংকল্প) করা এক জিনিস, আর এরাদা ভঙ্গ হইয়া যাওয়া আরেক জিনসি। তাই

তওবার সময় তওবা ভঙ্গ না করার এরাদা হওয়া চাই। পরে যদি ঐ তওবা ভঙ্গও হইয়া যায়, ইহাতে পূর্বে কৃত এরাদা অস্তিত্বহীন হইয়া যাইবে না। সেই তওবা কবূল হইয়া গিয়াছে, যদিও পরে তাহা লক্ষ-লক্ষ বারও ভঙ্গ হইয়া যাউক না কেন।

উপরোক্ত এই বিষয়টি আমি ঢাকায় বয়ান করিয়াছিলাম। বয়ানের পর আমি এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলাম যে, মাথায় দেওয়ার জন্য এক শিশি তেল নিয়া আসিবে, ভুলিয়া যাইবেনা কিন্তু। সে বলিল, ভুলার এরাদা নাই। ইহাতে আমি খুব আনন্দিত হইলাম যে, লোকটি আমার বয়ান ঠিক মত বুঝিয়াছে। অর্থাৎ অদ্য যে গুনাহ্ না-করার ইচ্ছা করিলাম, অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করিলাম যে, আর কখনও এই গুনাহ্ করিবনা, এই মুহূর্তে এই ইচ্ছা-ভঙ্গের ইচ্ছা না থাকা চাই। বস্, তওবা কবূল হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। যদিও শয়তান মনের মধ্যে এই অছ্অছা দিতে থাকে যে, আরে, তুমি ত বারবার তওবা ভঙ্গ করিতে থাক। তওবা করার সময় তওবা-ভঙ্গের এরূপ অছ্অছার কারণে কোন ক্ষতি হইবে না। যদিও নিজের মানবীয় দুর্বলতা ও জীবনের বারংবারের অভিজ্ঞতার ফলে খোদ আপনারও এরূপ বিশ্বাস লাগে যে, তওবার এই সংকল্পের উপর আমি টিকিয়া থাকিতে পারিব না, তবুও শুধু তওবার সময় এ সংকল্প ভঙ্গের সংকল্প না-থাকিলেই হইল। তাহা হইলে ইহা হইবে নিজের দুর্বলতা অনুভব করা বা দুর্বলতার প্রতি খেয়াল যাওয়া। ইহা সংকল্প-ভঙ্গের সংকল্প করণ নহে। বান্দার মধ্যে নিজের দুর্বলতার খেয়াল ত জাগেই যে, হায়, আমার নালায়েকীর দরুণ হাজার-হাজার বার আমার হাজার-হাজার সংকল্প চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্পাকের নিকট ইহাই আরয করিবে যে, হে আল্লাহ, আমি যে এই তওবার সংকল্প করিয়াছি, তাহা আমার শক্তির উপর ভরসা করিয়া নয়, বরং আপনার উপর ভরসা করিয়া আমি এ সংকল্প করিতেছি। অন্যথায় আমার এ বাহুদ্বয় তো আমার জীবনে বহু বার পরীক্ষাকৃত। یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں আয় আল্লাহ্, আমার এই হাত ও বাহু, আমার প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প বহুবার পরীক্ষাকৃত। আয় আল্লাহ্, আমরা দুর্বল, আপনি আমাদিগকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

দিনের মধ্যে ৭০ বার পাপের পরও ক্ষমা :

পবিত্র কোরআনে বলা হইয়াছে— خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا অর্থাৎ সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষ দুর্বল। তাহা হইলে পূর্ণ মানুষটিই যখন দুর্বল, তাহার অংশ-বিশেষও দুর্বলই হইবে। আর এ ইচ্ছা বা সংকল্প ত তাহার একটি অংশ। অতএব দুর্বল

জিনিসের ভাঙ্গিয়া যাওয়াটা আশ্চর্যের কিছুই নয়। এ জন্যই হাদীছ-শরীফে আসিয়াছে যে, কোন্ মানুষ যদি বার বার তওবা করে, অন্তর হইতে সংকল্প করে যে, ভবিষ্যতে আর কখনও এই-গুনাহ্ করিবনা। কিন্তু পরে তাহা ভঙ্গ হইয়া যায়। আবার সে তওবা করে। তবে তাহাকে 'গুনাহের উপর স্থির' আছে বলিয়া গণ্য করা হইবেনা। তাহাকে হঠকারী ও জেদী রূপে আখ্যায়িত করা হইবেনা। এক কথায় তাহাকে 'গুনাহ্গার' ধরা হইবেনা।

مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

(مشكوة صـ ٢٠٤)

অর্থঃ যে ব্যক্তি ক্ষমা চাহিল, যদিও সে দিনের মধ্যে একই পাপ সত্তর বারও করে, তবুও সে বদ্ধপাপী (পাপের উপর স্থির) বলিয়া গণ্য হইবে না।

(দেখুন মেশকাত শরীফ ২০৪ পৃষ্ঠা।)

তাই ত আল্লামা সাইয়েদ মাহ্মূদ আলূছী বাগদাদী (রঃ) وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে, এছ্রার (বারংবার করণ) দুই প্রকার। আভিধানিক এছ্রার ও শরয়ী এছ্রার। আভিধানিক অর্থ, কোন কাজ বারংবার করা। যেমন একটি লোক একই গুনাহ্ দশ বার করিল। আভিধানিক অর্থ হিসাবে সে এছ্রারকারী বা বারংবার পাপকারী। (এখন প্রশ্ন হইল, শরীঅতের দৃষ্টিতেও সে বারংবার পাপকারী রূপে পরিগণিত হইবে কিনা? আল্লামা আলূছী বলেন,) শরয়ী এছ্রারের অর্থ—

اَلْاِقَامَةُ عَلَى الْقَبِيْحِ بِدُوْنِ الْاِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ - روح المعانى ج٤ صـ٦١

তওবা-এস্তেগফার ছাড়াই কোন খারাপ-কাজের উপর কায়েম (স্থির) থাকা। আর যদি কায়েম না থাকে, বরং তওবা-এস্তেগফার করিয়া নেয়, তবে হাজার বার পাপে লিপ্ত হইলেও শরীঅতের দৃষ্টিতে তাহাকে সেই পাপের উপর কায়েম আছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না। আরে ভাই, আমরা গুনাহ্ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া যাইতে পারি, কিন্তু আল্লাহ্পাক ক্ষমা করিতে-করিতে ক্লান্ত হইতে পারেন না।

যেভাবে সমুদ্রের একটি তরঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের পেশাব-পায়খানা পাক-সাফ ঃ

হযরত থানবী (রঃ)-এর প্রবীণ খলীফা হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব (রঃ) বলিতেন, করাচীর এক কোটি অর্থাৎ এক শত লক্ষ মানুষের পেশাব-পায়খানা (নিকটবর্তী) সমুদ্রে গিয়া পড়ে। একটি ঢেউ আসিয়া সমস্ত পেশাব-পায়খানাকে পাক বানাইয়া দেয়। সমুদ্র একটি মাখ্‌লূক (সৃষ্ট বস্তু)। উহার একটি ঢেউয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌পাক এই শক্তি রাখিয়াছেন যে, (মুহূর্তের মধ্যে) লক্ষ-লক্ষ মানুষের পেশাব পায়খানা পাক-সাফ করিয়া দেয়। ফলে, কোন ইমাম যদি ঐস্থানে গোসল করিয়া নামায পাড়াইয়া দেন তবে তাঁহার নামায ছহীহ্ হইয়া যায়। তাহা হইলে, আল্লাহ্‌পাকের দয়ার অকূল-সমুদ্রের একটি মাত্র ঢেউ আমাদের সমস্ত পাপরাশিকে কেন পাক্ করিয়া দিবেনা?

অনেকে বলে, আরে, আমি, অনেক বড় পাপী, আমার দোআ আল্লাহ্‌পাক কিভাবে কবূল করিবেন? বারবার আমার তওবা ভঙ্গ হইয়া যায়, আল্লাহ্‌পাক কিভাবে আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন? বাহ্যতঃ ইহাকে বড় বিনয় বলিয়া মনে হয় যে, ভাই, তাহার মধ্যে নিজের নালায়েকির খুব অনুভূতি আছে। কিন্তু হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানবী (রঃ) বলেন, বাহ্যতঃ তাহাকে বিনয়ী মনে হইলেও আসলে সে চরম অহংকারী। কারণ, সে নিজের পাপরাশিকে আল্লাহ্‌র রহমতের চেয়ে বিরাট মনে করিতেছে। নিজের পাপরাশিকে আল্লাহ্ তাআলার অপার করুণা, অপরিসীম দয়া অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দিতেছে, বেশী বড় দেখিতেছে।

বলদের নিকট মাছির ক্ষমা প্রার্থনা ঃ

এই প্রেক্ষিতে হযরত থানবী একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন যে, কোন এক বলদের উপর একটি মাছি বসিয়াছিল। উড়িয়া যাওয়ার সময় বলিল, ভাই বলদ, আমাকে মাফ করিয়া দিবেন। বিনা-অনুমতিতে আমি আপনার শিংয়ের উপর বসিয়া পড়িয়াছিলাম। শুনিয়া বলদটি বলিল, আমি না তোমার বসার খবর জানি, না চলিয়া যাওয়ার খবর। তুমি যদি কিছু না বলিতে,তবে ত আমি টেরই পাইতাম না যে, তুমি কখন বসিলে আর কখন গেলে। অতঃপর হযরত থানবী বলিলেন, অনুরূপ আল্লাহ্‌পাকের কূল-কিনারাহীন রহমতের সামনে আমাদের পাপাচারের অসংখ্য সমুদ্রের কোন হাকীকত নাই।

শয়তানও যদি তওবা করিত তবে :

শয়তানও যদি তওবা করিয়া লইত, তবে তাহারও কাজ হইয়া যাইত। কিন্তু হ্যাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী বলেন, (আরবীতে আবেদ, আরেফ, আলেম ও আশেক-এর প্রতিটির শুরুতে আইন্-অক্ষর রহিয়াছে। তাই হযরত থানবী তাঁহার বিশেষ-ভঙ্গিতে বলিতেন, শয়তানের মধ্যে তিনটি 'আইন'(ع) ছিল, শুধু একটি আইন ছিল না। আবেদের আইন্ ছিল, আরেফের আইন্ ছিল এবং আলেমের আইন্ ছিল। আলেম ত সে এত বড় যে, সমস্ত নবীদের শরীঅতের মৌলিক বিষয়াদির পাশাপাশি শাখা-প্রশাখাগত বিস্তৃত বিধানাবলীও তাহার মুখস্থ আছে। আর আবেদও (ইবাদতকরীও) এত বড় যে, যমীনের কোন একটি অংশও এমন নাই যেখানে সে সেজ্দা না-করিয়াছে। যমীনের কোন অংশ তাহার সেজ্দা হইতে খালি থাকে নাই। এবং আরেফও সে এত বড় যে, আল্লাহ্পাক যখন গোস্বার সহিত হুকুম দিলেন যে, اُخْرُجْ فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ বাহির হইয়া যা, কারণ নিঃসন্দেহে তুই মর্দূদ (অভিশপ্ত)। আল্লাহ্পাকের এরূপ গোস্বার মুহূর্তেও সে আল্লাহ্পাকের নিকট দোআ করিতেছিল, (আবেদন পেশ করিতেছিল)। কারণ, সে জানিত যে, আল্লাহ্পাক প্রতিক্রিয়া হইতে পাক, ভারসাম্যহীনতা হইতে পবিত্র। তিনি গোস্বার দ্বারা পরাভূত হন না, (গোস্বার ফলে স্থিরতা ও দৃঢ়চিত্ততা হারাইয়া ফেলিতে পারেন না।) তাই তিনি এখনও আমার দোআ কবূল করিতে পারেন। সেই ক্ষমতা তাহার আছে। এতটা মা'রেফত হাসিল ছিল ইবলীসের। এতটা সে খোদাকে চিনিত। কিন্তু, তাহার মধ্যে আশেকের আইন্ ছিল না। যদি আশেকের আইন্ থাকিত, তাহা হইলে সে মর্দূদ হইত না।

(মোটকথা, ইবলীস আলেম ছিল, আরেফ ছিল, আবেদ ছিল, কিন্তু আশেক ছিলনা।) সে যদি আশেক হইত, তবে যুক্তি খাড়া করিয়া আল্লাহ্পাকের সহিত মোকাবিলা করিত না। বরং মাহ্বূবে-হাকীকীর অসন্তুষ্টির ফলে বে-চাইন হইয়া সেজ্দায় পড়িয়া যাইত এবং তাহাই বলিত যাহা হযরত আদম আলাইহিছ্-ছালাম বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ রব্বানা যলামনা আন্ফুছানা (হে পরওয়ারদেগার, আমি আমার উপর যুলুম করিয়া বসিয়াছি, অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন) বলিয়া উঠিত। যদি সে এরূপ করিত, তবে তাহারও ক্ষমা হইয়া যাইত।

মহব্বত ওয়ালা মরদূদ হয় না :

আলেমগণ লিখিয়াছেন, যাহার অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত (প্রেম) পয়দা হইয়া

যায়, সে মর্‌দূদ হইতে পারে না। (মর্‌দূদ অর্থ, আল্লাহ্‌র দ্বীন হইতে সম্পূর্ণ খারিজ, আল্লাহ্‌র দয়া হইতে চির-বিতাড়িত।) কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক বলিতেছেনঃ

مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা মোর্‌তাদ হইয়া যাইবে, ঐ-সকল মোর্‌তাদ ও বিদ্রোহীদের বদলে আল্লাহ্‌পাক এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবেন যে, আল্লাহ্‌পাক তাহাদিগকে মহব্বত করিবেন এবং তাহারাও আল্লাহ্‌কে মহব্বত করিবে।

আল্লাহ্‌পাক এই আয়াতে মর্‌দূদ ও মোর্তাদদের বিপরীতে মহব্বত্‌ওয়ালা বান্দাদিগকে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল, প্রেমিকগণ প্রতিশ্রুতিশীল ও আনুগত্যশীল হয়। অতএব, তাহারা মর্‌দূদ হইতে পারেনা (বিতাড়িত হইতে পারে না)। হযরত খাজা ছাহেব (রঃ) বলেন—

میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے
سر زاہد نہیں یہ سر سر سود ائی ہے

অর্থঃ কিয়ামত পর্যন্ত আমার এ-মস্তক এই-দুয়ারেই লুটাইয়া থাকিবে। কখনও আমি হে আমার মাওলা, তোমার দুয়ার ছাড়িব না। ইহা কোন মৃতপ্রাণ-মোল্লা কিংবা শুক্‌না আবেদের মাথা নয় যে, মাওলার দুয়ার ছাড়িয়া দিবে। ইহা তোমার প্রেমিকের মস্তক, ইহা তোমার পাগলের মাথা। প্রেমিক কখনও মোরতাদ হয় না, প্রিয়জনের দুয়ার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে না।

অতএব, আলেমগণ এই আয়াতের আলোকে লিখিয়াছেন যে, প্রেমিকের শেষ-পরিণাম শুভ হয়, প্রেমিকের মৃত্যু ঈমানের সহিত হয়। কারণ, প্রেমিকগণ যদি মর্‌দূদ ও ঈমানহারা হইত, তাহাদের মৃত্যু যদি খারাব ও ঈমান-ছাড়া হইত তবে আল্লাহ্‌পাক মর্‌দূদ-মোরতাদদের বিপরীতে প্রেমিকদেরকে উল্লেখ করিতেন না। এজন্যই হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী বলেন, ছালেকীনের তথা আল্লাহ্‌কে তালাশকারী বান্দাগণের উচিত মহব্বতওয়ালা-আওলিয়াদের সোহ্‌বতে বেশী থাকা।

খোদাপ্রেমিকদের আলামত ঃ

তবে এই আহ্‌লে-মহব্বত খোদাপ্রেমিক আওলিয়াদের আলামত কি? কিভাবে বুঝা যাইবে যে, তাহার মধ্যে আল্লাহর মহব্বত (প্রেমাসক্তি) আছে বা

নাই? কারণ, প্রত্যেক লোকই ইহা দাবী করিতে পারিত যে, আমিও আল্লাহ্‌র-প্রেমিক। তাই আল্লাহ্‌পাক এই আয়াতের পরেই তাহার আশেকদের তিনটি আলামত বয়ান করিয়া দিয়াছেন। প্রথম দুইটি হইল—

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

অর্থ ঃ খোদাপ্রেমিকগণ মোমেনদের সহিত নরম ও বিনম্র হন, আর কাফেরদের বিরুদ্ধে হন কঠোর।

অর্থাৎ যাহার অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বত থাকে তাহার মধ্যে তাওয়াযু' তথা বিনয় ও বিনম্র-ভাব পয়দা হইয়া যায়। দম্ভ-অহংকার বলিতে কিছুই তাহার মধ্যে বাকী থাকেনা। এসব খতম হইয়া যায়। নিজের প্রত্যেক মুসলমান-ভাইয়ের সহিত কোমল ও বিনম্র ব্যবহার করে। কোরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত এ-দাবীর সপক্ষে দলীল ঃ

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً

অর্থাৎ দুনিয়ার-বাদশারা যখন নিজেদের বিজিত-এলাকায় প্রবেশ করে, তখন উহাকে তছনছ করিয়া দেয় এবং উহার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে পদানত করিয়া লয়, গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে।

এই আয়াতের আলোকে মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌পাক ত সকল-বাদশার বাদশা, রাজাধিরাজ। তিনি যখন কাহারও অন্তরে আগমন করেন, অর্থাৎ যাহার অন্তরকে তিনি তাহার সহিত (খাছ্ তাআল্লুক ও খাছ্ নেছবত তথা) বিশেষ-সম্পর্ক ও বিশেষ-সম্বন্ধ দান করেন, ঐ-অন্তরের মধ্যে অহংকার ও আত্মপ্রসাদ ইত্যাদি নামক যত সর্দার, খান-সাহেব ও চৌধুরীরা বসিয়া ছিল, সকলকে তিনি গ্রেফতার করিয়া ফেলেন (এবং হটাইয়া দেন)। جَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً (-এর মধ্যে সেদিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে।) অতএব, ঐ অন্তরে اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ -এর শান পয়দা হইয়া যায়। অর্থাৎ বিনয়, নম্রতা ও বিলীনতা পয়দা হইয়া যায়। অহংকার ও আত্মপ্রসাদ নিপাত হইয়া যায়। (অহংকার অর্থ, অন্যকে তুচ্ছ ও তাহার তুলনায় নিজেকে বড় মনে করা। আর আত্মপ্রসাদ মানে, নিজেই নিজের কোন গুণের প্রতি নজর করিয়া মুগ্ধ হওয়া, মনে-মনে ফুলিয়া যাওয়া। শরীঅতে এতদুভয়ই হারাম।)

আমি আমার মোর্শেদ শাহ্ আবদুল-গনী-ফুলপুরী (রঃ)-কে দেখিয়াছি, তাঁহার চলার ভঙ্গির মধ্যেও (ফানায়িয়্যত বা) বিনম্রতা ও আত্মবিলীনতা প্রকাশ পাইতে

থাকিত। (অর্থাৎ এমনভাবে চলিতেন যে, তিনি যে নিজেকে কিছুই মনে করেন না, সেই দীনতা-হীনতা ও বিলীনতার হালত তাঁহার চাল-চলনে, আচার-আচরণে প্রস্ফুটিত থাকিত।)

তো প্রথম আলামত হইল, মোমেনদের সহিত বিনয়-বিনম্রতা, বিলীনতা। দ্বিতীয় আলামত, কাফেরদের সহিত কঠোরতা।

তৃতীয় আলামত ও আল্লাহর জন্য মোজাহাদার ব্যাখ্যা ঃ

তৃতীয় আলামত এই যে, يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه তাহারা আল্লাহ্র রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে।

আল্লাহ্র জন্য এই মোজাহাদা বা কষ্ট সহ্য করার কি অর্থ? মুফাস্সিরগণ আয়াত وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا-এর তাফসীর প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। (তাফ্সীরে-মাযহারী ৭ম খণ্ডের ২১৬ পৃষ্ঠায় ইহার অর্থ লিখিয়াছে)—

(١) اَلَّذِيْنَ اخْتَارُوا الْمَشَقَّةَ فِىْ ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِنَا وَنُصْرَةِ دِيْنِنَا

১—অর্থাৎ যাহারা আমার সন্তুষ্টির তালাশ ও আমার দ্বীনের সাহায্যে সকল কষ্ট বরদাশত করে।

(٢) وَالَّذِيْنَ اخْتَارُوْا الْمَشَقَّةَ فِى امْتِثَالِ اَوَامِرِنَا

২— যাহারা আমার হুকুম সমূহ পালন করার জন্য কষ্ট সহ্য করে।

তাহারা তাহাদের অবস্থার ভাষায় বলে, যা হয় হউক, আপনার হুকুম আমি অবশ্যই মানিব, যাহা আদেশ করেন তাহাই আমি মাথা পাতিয়া নিব।

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں
اب تو اس دل کو ترے قابل بنانا ہے مجھے

অর্থ ঃ শত আশা-আকাংখাও যদি খুন করিতে হয়, প্রাণের শত আবেগ-উচ্ছ্বাসও যদি পদদলিত করিতে হয়, তবে করিব। যে কোন কিছুর মূল্যেই হউকনা কেন, হে প্রিয়, এই প্রাণকে আমায় তোমার উপযুক্ত করিয়া বানাইতেই হইবে।

আল্লাহ্র-দেওয়ানা আল্লাহ্পাকের প্রতিটি হুকুম পালনের জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করিয়া লয়। আল্লাহ্পাক তাহার মহব্বতের নামে বরদাশত করার শক্তিও

দিয়া দেন। দেখুন, এই আরাফার ময়দানে রৌদ্র পড়িতেছে, ঘামও ঝরিতেছে। কিন্তু যাহাদের অন্তরে আল্লাহ্পাক তাহার ভালবাসার ব্যথা দান করিয়াছেন, এই অবস্থার মধ্যেও তাহারা চরম আনন্দিত। এই ঘামের জন্য তাহারা আনন্দিত হইতেছে এবং শোকর করিতেছে যে, যেখানে আল্লাহ্র জন্য সাহাবায়ে-কেরামের রক্ত ঝরিয়াছে, সেক্ষেত্রে অন্ততঃ আমাদের কিছু ঘামই ঝরুক। বলুন, অহুদের যুদ্ধে কি ঘটিয়াছিল? (সাহাবীদের কি-পরিমাণ রক্ত ঝরিয়াছিল? স্বয়ং প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর মাথায় কি কঠিন যখম ও দান্দান-মোবারক কিরূপে শহীদ হইয়া গিয়াছিল?) অতএব, আল্লাহ্পাকের শোকর যে, আমরা অন্ততঃ কিছু গরমের কষ্ট সহ্য করার মওকা পাইতেছি, যাহাতে তাঁহাদের সহিত কিছুটা মোশাবাহাত্ (বা সাদৃশ্য) হাসিল হইয়া যায়। রক্ত মাখিয়াও যদি শহীদদের খাতায় নাম লেখানো যায়, তবে তা বিরাট নেআমত।

মোজাহাদার তৃতীয় তাফসীর হইল—

وَالَّذِيْنَ اخْتَارُوْا الْمَشَقَّةَ فِى الْاِنْتِهَاءِ عَنْ مَنَاهِيْنَا

অর্থ ঃ যাহারা গুনাহ্ ত্যাগের জন্য কষ্ট স্বীকার করে।

এখন যদি কেহ বলে, হুযূর, নজর বাঁচাইতে, গীবত ত্যাগ করিতে ও অন্যান্য গুনাহ্ বর্জন করিতে কষ্ট হয়। তাহাকে বলিব, আমার ভাই, এই কষ্ট সহ্য করাই আমাদের কাজ। যদি মোজাহাদা না করা হয় তবে মোশাহাদা কিভাবে হাসিল হইবে? (কষ্ট না করিলে নৈকট্য কিরূপে অর্জন হইবে?) اَلْمُشَاهَدَةُ بِقَدْرِ الْمُجَاهَدَةِ। যাহার মোজাহাদা যত মযবুত হইবে, তাহার মোশাহাদাও তত পোক্ত হইবে। কষ্ট পরিমাণ নৈকট্য লাভ হয়।

প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের অসন্তুষ্টি বরদাশত করিতে পারে না ঃ

অতএব, কামেল-মহব্বতের (তথা পূর্ণ প্রেমানুরাগের) আলামত হইল, ঐ লোক সর্বপ্রকার গুনাহ্ ত্যাগের জন্য এরূপ প্রস্তুত হইয়া যাইবে যে, প্রাণ থাকুক আর না থাকুক, আমি আল্লাহ্র কোন নাফরমানী করিব না। আমার ভাই, গুনাহ্ ত্যাগ করিতে না-হয় মৃত্যুই আসিয়া যাইবে? আল্লাহ্র আশেক ইহার জন্যও প্রস্তুত হইয়া যায়।

অতএব, আস্তে আস্তে (ধীরে-ধীরে) গুনাহ্ বর্জন করিয়া দিন। আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কাজ বর্জন করা আল্লাহ্র সহিত মহব্বতের দলীল। যে-ব্যক্তি গুনাহ্ ত্যাগ করে না, তাহার মহব্বত এখনও কামেল (পরিপূর্ণ) হয় নাই। আর যদি

গুনাহ্ করার পর অন্তরে কোন পেরেশানীও না হয়, তাহা হইলে এই লোক ত একেবারেই কাঁচা। কারণ, কবি ফানী-বাদায়ূনী তাহার স্ত্রীর প্রতি খুবই প্রেমানুরাগী ছিলেন। তিনি স্বীয় স্ত্রী সম্পর্কে তাঁহার এক ছন্দের মধ্যে বলেন—

ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات
جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے

অর্থ ঃ প্রাণের প্রিয়জনকে একটু অসন্তুষ্ট দেখিলে সমগ্র দুনিয়াটা আমার কাছে অন্ধকার লাগে। মনে হয় সব কিছুই ধ্বংস হইয়া যাইতেছে।

বুযুর্গগণ লিখিয়াছেন, দুনিয়ার ভালবাসার ক্ষেত্রে যখন প্রেমাস্পদের সামান্য একটু অসন্তুষ্টির ফলে সমস্ত-পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্পাকের অসন্তুষ্টির ফলে তাহার আশেকদের কি অবস্থা হইতে পারে? কেহ কি তাহা কল্পনা করিতে পারে?

(কয়েক জন ছাহাবীর) সামান্য একটু ভুল হইয়া গিয়াছিল। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ৫০ দিন পর্যন্ত তাঁহাদের সহিত কথা বর্জন করিয়া ছিলেন। ফলে, এই সাহাবীদের নিকট সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার লাগিতেছিল। আল্লাহ্পাক তাঁহাদের মনের এই অবস্থা তাঁহার কোরআনে নাযিল করিয়াছেন। যদি তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের সেই অবস্থা বর্ণনা করিতেন, তবে ইতিহাস এই কথা বলিত যে, ইঁহারা ত নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তা নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ্পাক স্বীয় কোরআনের মধ্যে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া কিয়ামত পর্যন্তের জন্য তাঁহাদের ভালবাসার উপর স্বহস্তে সীল-মোহর লাগাইয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আমার অসন্তুষ্টির ফলে ইহারা এত অস্থির, এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে যে—

ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

এত বড় এই পৃথিবী তাহাদের কাছে সংকীর্ণ লাগিতেছে। وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ। এবং বাঁচিয়া থাকাটা তাঁহাদের নিকট খুবই কঠিন ও অসহনীয় মনে হইতেছে।

ইহা দ্বারা বুঝা গেল, গুনাহ্ করার পর এই পরিমাণ পেরেশানী যাহার মধ্যে পয়দা না হয়, কামেল মহব্বতের স্বাদ সে এখনও পায় নাই। অন্যথায়, আল্লাহ্পাকের সহিত যাহার সুন্দর ও সঠিক সম্পর্ক থাকে, সে ত সামান্য একটু

মাক্রূহ্ কাজের ফলেও পেরেশান হইয়া যায়। যেমন, কম্পাসের কাঁটাকে যদি তাহার লক্ষ্য হইতে একটু সরাইয়া দেওয়া হয়, তবে সে কাঁপিতে থাকে। আবার যখন সঠিক দিকে রোখ হইয়া যায় তখন স্থির হইয়া যায়। এ জন্যই তাফ্সীরে রূহুল-মাআনীতে ১১ পারার ২৫ নং পৃষ্ঠায় ছাকীনাহ্ বা প্রশান্তির সংজ্ঞা এই বলা হইয়াছে যে,

هُوَ نُوْرٌ يَسْتَقِرُّ فِى الْقَلْبِ وَبِهٖ يَثْبُتُ التَّوَجُّهُ اِلَى الْحَقِّ

ছাকীনাহ্ বা প্রশান্তি আসলে একটি নূরের নাম যাহা অন্তরের মধ্যে স্থির ভাবে বিরাজমান থাকে এবং উহার ফলে অন্তরের রোখ সব সময় আল্লাহ্পাকের দিকে থাকে। হৃদয়-মন সর্বক্ষণ আল্লাহ্মুখী থাকে।

অন্তরে নূর আসার আলামত ঃ

অন্তরে এই নূর আসার আলামত এই যে, কখনও সে আল্লাহ্কে ভুলিয়া যাইতে পারিবে না। চাই সে বাজারে থাকুক কিংবা মসজিদে। বিবি-বাচ্চার সঙ্গে থাকুক কিংবা অন্য কোথাও। কোন অবস্থাতেই সে আল্লাহ্ হইতে গাফেল হইতে পারিবেনা। (সর্বদা সর্বত্র তাহার অন্তঃকরণ আল্লাহ্র স্মরণে মশগুল থাকিবে।) যেভাবে কম্পাসের কাঁটার মধ্যে চুম্বকের (ম্যাগনেটের) পালিশ লাগিয়া যাওয়ার ফলে সর্বক্ষণ উহার রোখ চুম্বকের কেন্দ্রস্থলের দিকে থাকে, তদ্রূপ, যাহার অন্তরে নূরের পালিশ লাগিয়া গিয়াছে, তাহার অন্তরের রোখ সর্বদা আল্লাহ্পাকের দিকে স্থির থাকে। নূরের পালিশ লাগা প্রাণ সদা তাহাকে ঐ প্রাণাধিক প্রিয়জনের পানেই টানিয়া রাখে।

টানিয়া রাখে প্রাণ আমাকে
সদা মাওলা পানে,
বাঁচবোনাকো এক পলকও
আমি মাওলা বিনে।

অন্তরের রোখ কখনও যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণও অন্যদিকে সরিয়া যায় তখন সে বে-চাইন হইয়া যায়। অস্থির হইয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের কেবলা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে ঠিক করিয়া না নেয়, কোন ক্রমেই শান্তি লাগে না। অর্থাৎ যদি কখনও তাহার দ্বারা এমন কোন কাজ হইয়া যায় যাহা সম্পর্কে সে ইহা অনুভব করিতে পারে যে, আল্লাহ্পাক আমার এই কাজের উপর রাজী নন, তাহা হইলে যতক্ষণ সেজদায় পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখের পানি দ্বারা জমিনকে

ভিজাইয়া, মোনাজাতের মধ্যে কলিজার খুন পেশ করিয়া আল্লাহ্‌কে রাজী করিয়া না লয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন কিছুই তাহার কাছে ভালো লাগে না। মাওলাকে ভাল না বাসিয়া সে বাঁচিয়া থাকিতে পারেনা। মাওলার প্রেমের জিঞ্জিরে এমন ভাবে নিজেকে আবদ্ধ পায় যে, ভুলিতে চাহিলেও তাহাকে ভুলিতে পারে না। ভুলিয়া যাইবার কোন উপায় থাকে না। যেমন হযরত খাজা ছাহেব (রঃ) বলেন—

بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آرہے ہیں

অর্থ ঃ "তাহাকে আমি ভুলিতে চাহিয়াও ভুলিতে পারিনা। যদি তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করি, তবু আমার পাগল মন তাহার স্মরণে পাগল হইয়া উঠে।"

অন্তরে নূরের পালিশ ঃ

এই কাইফিয়ত (অবস্থা) হাসিল করার জন্য কি করিতে হইবে? অন্তরের উপর আল্লাহ্‌র যিকিরের নূরের পালিশ লাগাইতে হইবে। দেখুন, কম্পাসের কাঁটার মধ্যে চুম্বকের সামান্য পালিশ লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে সর্বক্ষণ উহার কাঁটা সোজা উত্তর মেরুর দিকে মুখ করিয়া থাকে। কিন্তু লক্ষ-লক্ষ টন ওজনের একটি লোহা, যাহার মধ্যে চুম্বকের পালিশ করা হয় নাই, উহাকে যেই দিকেই ঘুরাইয়া দেওয়া হইবে, সেই দিকেই স্থির হইয়া থাকিবে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই উহার রোখ করিয়া দিতে পার। কিন্তু সামান্য একটু চুম্বকযুক্ত ঐ কাঁটার রোখ তুমি কোন ক্রমেই অন্যদিকে রাখিতে পারিবে না। তদ্রূপ, এই যে ছোট্ট দিল্‌, উহাতে যদি আল্লাহ্‌র যিকিরের বর্‌কতে নূরের পালিশ লাগিয়া যায়, তবে নূরের মারকায (কেন্দ্র) তথা আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা সর্বদা তাহাকে নিজের দিকে টানিয়া রাখিবে।

যাক, আমি মোজাহাদা বা আল্লাহ্‌র জন্য কষ্ট স্বীকারের ব্যাখ্যা করিতেছিলাম, যাহা বয়ান করা হইয়া গিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, এই মোজাহাদার ফলে কি পুরস্কার পাওয়া যাইবে? কারণ, সকলেরই মন চায় যে, ভাই, যেহেতু মোজাহাদা করিতে খুব কষ্ট হয়, তাই কিছু পাওয়া তো উচিত।

نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کریگا میر

কষ্ট করিয়া পাপ বর্জন করিলে যদি উত্তম পুরস্কার পাওয়া যায়, পাপের মজা অপেক্ষা বেশী মজাদার জিনিস পাওয়া যায়, তবে সানন্দে পাপ ত্যাগ করিবার অনুরাগ জাগিবে এবং খুশীর সহিত তওবা করিবে। সেই মজাদার জিনিসটি কি?

আল্লাহ্পাক বলেন—

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ অবশ্য-অবশ্যই আমি তাহাদের জন্য হেদায়েতের দুয়ার সমূহ খুলিয়া দিব। হেদায়েতের পথ সমূহ উন্মুক্ত করিয়া দিব।

মুফাচ্ছিরগণ এই আয়াতের দুইটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাফসীরে রূহুল-মাআনী, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা নং ১৪ এবং তাফসীরে মাযহারী সপ্তম খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে—

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ السَّيْرِ إِلَيْنَا

অর্থাৎ আমার দিকে আসার 'অসংখ্য পথ' আমি খুলিয়া দিব।

এখানে ছুবুল শব্দটি ছাবীল-এর বহুবচন, যাহার অর্থ পথ। অতএব, ছুবুল অর্থ পথ সমূহ। তবে ইহা আল্লাহ্র ব্যবহৃত বহুবচন। মানুষের ব্যবহৃত বহুবচন ত তিন হইতে শুরু হয়, যাহার একটি সীমা আছে। কিন্তু আল্লাহ্র ব্যবহৃত বহু বচনের কোন সীমা নাই।

অতএব, ইহার অর্থ এই হইল যে, আমি তাহাদের হেদায়েতের জন্য অসংখ্য পথ খুলিয়া দিই। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে আমি-মাওলার দিকে বিভিন্ন পথে আনিতে থাকি। বিভিন্ন ভাবে টানিতে থাকি। টানিয়া টানিয়া তাহাদিগকে আমি আমার কাছে নিয়া আসি।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—

وَ سُبُلَ الْوُصُوْلِ اِلٰى جَنَابِنَا

অর্থঃ অসংখ্য পথে টানিয়া টানিয়া তাহাদিগকে একেবারে আমার দরবারে লইয়া আসি। অর্থাৎ তাহারা আমাকে পাইয়া যায়। ওয়াছেল-বিল্লাহ্ হইয়া যায়। এক হইতেছে আল্লাহ্র দিকে যাইতে থাকা, পথ চলিতে থাকা। আর এক হইতেছে আল্লাহ্পাকের যাত্ ও ছিফাতের (সত্তা ও গুণাবলীর) 'ধ্যান ও ফিকির' নসীব হইয়া দরবারের ভিতরে প্রবেশ করা। অতএব, এখানে দুইটি জিনিস। একটি হইল দরবার পর্যন্ত যাওয়া ও পৌছা। অপরটি হইল মোশাহাদা করা (দরবারের ভিতরের খাছ্ বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করা)। ইহাকেই বলে وُصُوْلُ اِلَى اللّٰهِ উছূল ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্কে পাইয়া যাওয়া বা আল্লাহ্র সহিত মিলন)। আল্লাহ্পাক ইহাদিগকে পূর্ণ মিলনের অর্থাৎ তাহার পরিপূর্ণ নৈকট্যের ও সর্বোচ্চ নৈকট্যের নূর ও তাজাল্লী সমূহ

দ্বারা ধন্য করেন। স্বীয় খাছ্ নৈকট্যের স্বাদ আস্বাদন করান। ফলে, ইহারা মাওলার অতি আপন জন হইয়া সর্বদা খুব নিকটে থাকার লয্যত পাইতে থাকে। এক অপার্থিব স্বাদ চাখিতে থাকে।

দেখুন আল্লামা আলূসী (রঃ) لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا-এর কি চমৎকার তাফসীর করিয়াছেন। তিনি ছাহেবে-নেছ্বত বুযুর্গ ছিলেন। আল্লামা শামীও ছাহেবে-নেছ্বত বুযুর্গ ছিলেন। ইঁহারা সূফী ছিলেন, খোদাপ্রেমিক ছিলেন। যথারীতি পীরের হাতে বায়আত ছিলেন।

আল্লামা আলূসী (রঃ) إِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ-এর তাফসীরে বলেন যে, আল্লাহ্পাক বলিতেছেন, তোমরা যদি আমার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার কর, তবে তোমাদিগকে আমি আমার খাঁটি আপন-জন রূপে গণ্য করিব, আমার মোখলেছ বান্দা বলিয়া গণ্য করিব, যাহার মধ্যে এখন আর কোন ভেজাল বাকী নাই। যেহেতু তোমরা খালেছ (সম্পূর্ণ) আমার হইয়া গিয়াছ, তাই আমিও তোমাদের সঙ্গী হইয়া গিয়াছি। সব সময়ই আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব। দেখুন, কোন লোক যদি আপনার দেওয়া হালুয়া খাইয়া আপনাকে বলে, আমি আপনার মোখলেছ্ দোস্ত (খাঁটি বন্ধু), তখন আপনি তাহা মানিয়া নেন না। আপনি বলেন, হালুয়া-খাওয়া বন্ধু ত অনেক পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় হয় না। তাই, মিষ্টি-খাওয়া বন্ধু নয় বরং যে আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করিবে, তাহাকেই আমি আমার খাঁটি-বন্ধু রূপে গ্রহণ করিব। অতঃপর যে আপনার জন্য দুঃখ-কষ্ট বরণ করে, ত্যাগ স্বীকার করে, তাহাকে আপনি খাঁটি-বন্ধু রূপে গ্রহণ করেন।

(এই পর্যায়ে হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল-হক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম মহিলাদের তাঁবুতে অবস্থিত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহতের পর এখানে ফিরিয়া আসিলেন। হযরত তখন তাঁহার সম্মানার্থে চুপ হইয়া গেলেন। ওয়াযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় তিনি আমাদের হযরতকে বলিয়া গিয়াছিলেন, আপনি এখানে পুরুষদের উদ্দেশ্যে বয়ান করুন। তাই হযরত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ যেই বিষয়ের উপর এতক্ষণ আলোচনা চলিতেছিল, উহা কি পূর্ণ করিয়া দিব? তিনি বলিলেন, হাঁ, কথা ত পূর্ণ হওয়া উচিত। অতঃপর হযরত আবার বয়ান শুরু করিলেন।)

আবার সেই আলোচনা ঃ

তো আমি আরয করিতেছিলাম, মানুষ তার জীবনে যে-কোন গুনাহ্ করে, উহার উপর চার জন সাক্ষী প্রস্তুত হইয়া যায় এবং তাহা পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত বিষয়।

তন্মধ্যে এক সাক্ষী যমীন। আল্লাহ্পাক পবিত্র-কোরআনে বলিতেছেন—

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

যমীন সেদিন সমস্ত খবর বলিয়া দিবে।

অতএব, যমীনের উপর যে-সব গুনাহ্ করা হইয়াছে, যমীন ঐ সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া দিবে।

দ্বিতীয় সাক্ষী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আল্লাহ্পাক বলেন—

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থঃ সেদিন আমি তাহাদের মুখের উপর মোহর মারিয়া দিব। তাহাদের হাত কথা বলিবে এবং তাহাদের পা সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা কি কি করিয়াছিল।

ইহাতে বুঝা গেল, যে-সকল অঙ্গের দ্বারা গুনাহ্ করা হয়, উহারা সাক্ষী হইয়া যায়।

তৃতীয় সাক্ষী আমলনামা, যাহার মধ্যে জীবনের ভাল-মন্দ সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

চতুর্থ সাক্ষী কেরামান-কাতেবীন (আমল লেখক ফেরেশতাগণ)।

كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

সাক্ষী চারিটি নিশ্চিহ্ন করার তরীকা ঃ

এভাবে চারিটি সাক্ষী তৈরী হইয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ্পাক আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এই চরম অধঃপতন হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি যখন দেখিলেন. গুনাহের দরুণ আমার বান্দার বিরুদ্ধে চারিটি সাক্ষী প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, তিনি তাঁহার প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর মাধ্যমে স্বীয় বান্দাদের জন্য এমন এক ক্যামিকেল, এমন এক পাউডার দান করিয়াছেন যে, গুনাহ্ সমূহের উপর তাহা ছিটাইয়া দিলে সমস্ত গুনাহ্ নিশ্চিহ্ন ও লা-পাত্তা হইয়া যাইবে। আসমানী সেই ক্যামিকেল বা পাউডারের নাম তওবা।

হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত থানবী (রঃ) তাঁহার আত্-তাশাররুফ ফী-আহাদীছিত্-তাছাওউফ নামক কিতাবে এই মর্মে একটি হাদীছ

উল্লেখ করিয়াছেন—

إِذَا تَابَ الْعَبْدُ أَنْسَى اللّٰهُ الْحَفَظَةَ ذُنُوْبَهٗ وَأَنْسٰى ذَالِكَ جَوَارِحَهٗ وَمَعَالِمَهٗ مِنَ الْأَرْضِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ اللّٰهِ بِذَنْبٍ - جامع صغير ج اصـ٢١

অর্থ : বান্দা যখন গুনাহ্ হইতে তওবা করে, আল্লাহ্পাক আমল-লেখক ফেরেশতাগণকে তাহার গুনাহ্ সমূহ ভুলাইয়া দেন এবং যে-সকল অঙ্গের দ্বারা ও যেই-যেই যমীনের উপর গুনাহ্ করিয়াছে, ঐ সকল অঙ্গ ও যমীনকেও গুনাহ্ সমূহের কথা এমনভাবে ভুলাইয়া দেন এবং পাপের চিহ্ন সমূহ এমনভাবে মুছিয়া দেন যে, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্পাকের সহিত সাক্ষাত করিবে তখন তাহার কোনও গুনাহের ব্যাপারে সাক্ষ্য দানের মত একটি সাক্ষীও বাকী থাকিবেনা। (জামেউছ্-ছগীর ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা।)

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এই হাদীছ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আল্লাহ্পাক আমাদের গুনাহ্ সমূহ নিশ্চিহ্ন করার জন্য ফেরেশতাদিগকেও ব্যবহার করেন নাই, বরং তিনি নিজেই তাহা ভুলাইয়া দেওয়ার ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? যাহাতে কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ আমাদিগকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে না পারেন যে, আসলে ত তোমরা নালায়েকই ছিলে, কিন্তু আমরা তোমাদের গুনাহ্ সমূহ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছি। আল্লাহ্পাক কত মেহেরবান যে, স্বীয় বান্দাগণকে তিনি ফেরেশতাদের খোঁটা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এভাবে নিজ গোলামদের ইয্যত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কী অপূর্ব তাঁহার ক্ষমা ঃ

আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে এমন কোন বাদশাহ্ দেখা যায় নাই যে ফাঁসীর আসামীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার পাশাপাশি এই হুকুমও জারী করিয়াছে যে, ইহার অপরাধের বিবরণ সম্বলিত ফাইল সমূহও খতম করিয়া দাও। দুনিয়ার কোন বাদশাহ্ এরূপ করে না। বাদশা যদি ক্ষমাও করিয়া দেয়, তাহার সুপ্রীম কোর্ট-হাইকোর্টের আদালতে তাহার অপরাধের রেকর্ড সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু আল্লাহ্পাক যাহাকে

ক্ষমা দান করেন, তাহার অপরাধের সমস্ত সাক্ষী, অপরাধের ফাইল ও রেকর্ড-পত্র সবকিছু নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন। দেখ, আল্লাহ্‌পাক কেমন কারীম, কেমন দয়াবান। তাহার দয়ার মত দয়া দুনিয়ার রাজা-বাদশারা কোথা হইতে পেশ করিবে? কি শান্ ঐ দয়াবানের যিনি সকল সুলতানের সুলতান, যিনি সকল বাদশার বাদশা। তাই ত হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব (রঃ) বলিয়াছেন ঃ

میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے
لا مجھکو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے

অর্থ ঃ বল, আমি আমার মাওলা ব্যতীত আর কাহার জন্য উৎসর্গ হইব? আমার মাওলার মত কেহ থাকিলে আনিয়া দেখাও তো আমাকে!

আল্লাহ্‌র আশেকের চরিত্র ঃ

যাহারা গুনাহ্ ত্যাগের ব্যাপারে যদি-কিন্তু-তবে ইত্যাদি বাহানা করে, যেমন এরূপ বলে, যদি আমি দাড়ি রাখি, তবে এই অসুবিধা হইবে, এই সমস্যা হইবে, ইত্যাদি। মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব (রঃ) তাহাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

مرضی تری ہر وقت جسے پیش نظر ہے
بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے

অর্থ ঃ হে মাওলা, যাহার নজর সদা আপনার সন্তুষ্টির উপর থাকে, তাহার মুখে যদি-কিন্তু কিছুই থাকেনা। সে ত মাওলার সন্তুষ্টির জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে সদা-প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ্‌র আশেকদের কাছে যদি-কিন্তু ইত্যাকার বাহানার কোন অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। আল্লাহ্‌র আশেকের ধর্ম ত এই হয়—

ہیں تبر بردار و مردانہ بزن

আরে! জল্‌দি তলোয়ার উত্তোলন কর এবং নফ্‌ছের উপর বীর পুরুষের মত হামলা কর।

ইহা মাওলানা রুমী (রঃ)এর বাণী। ইহার অর্থ, হে মানুষ, তুমি নফ্‌ছের হারাম চাহিদা সমূহকে সম্পূর্ণ পিষিয়া ফেল। অন্যথায় নফ্‌ছের এই সকল খবীছ্‌পনা সহই একদিন তোমাকে মৃত্যুর সহিত আলিঙ্গন করিতে হইবে এবং আসামীর বেশে আল্লাহ্‌পাকের সম্মুখে হাযির হইতে হইবে। অতএব, দেরী করিও না। নফ্‌ছ্

তোমার দুশমন। দুশমনের উপর চুড়ি পরিয়া মেয়েলোকের মত হামলা করিওনা। মাওলানা রুমী বলেন—

ہیں تبر بردار و مردانہ بزن
چوں علی دارایں در خیبر شکن

আরে, জল্‌দি তলোয়ার উত্তোলন কর এবং নফ্ছের উপর পুরুষের মত হামলা কর। নফ্ছ্ নামক খায়বরের কেল্লার উপর হযরত আলীর মত দৃঢ়চিত্তে হামলা করিয়া উহাকে মিস্‌মার করিয়া ফেল।

গুনাহ্ ত্যাগের শক্তি লাভের উপায় ঃ

কিন্তু এই হিম্মত, এই দুর্দমনীয় সাহসিকতা কিরূপে হাসিল হইবে? গুনাহ্ ত্যাগের হিম্মত লাভের জন্য হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) কামালাতে আশরাফিয়া কিতাবের মধ্যে তিনটি কাজ করিতে বলিয়াছেন। আমরা যাহারা গুনাহ্ ত্যাগ করিতে চাই, আমাদের উচিত এই তিনটি কাজ সম্পন্ন করা—

১— নিজে হিম্মত করা (দৃঢ় সংকল্প করা ও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা)।

২— হিম্মত দানের জন্য আল্লাহ্পাকের নিকট দোআ করা।

৩— আল্লাহ্র খাছ্ বান্দাদের নিকট হিম্মতের জন্য দোআর দরখাস্ত করা।

এই তিনটি কাজ করিতে পারিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ গুনাহের অভ্যাস অবশ্যই ছুটিয়া যাইবে।

আল্লাহ্পাক আমাদের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আসমান হইতে যে সরকরী দরখাস্তনামা নাযিল করিয়াছেন, এখন আমি উহার তরজমা ও তাফসীর পেশ করিতেছি। আল্লামা আলূসী (রঃ) (তাফসীর রূহুল-মাআনী, ৩য় খণ্ডের ৭১ পৃষ্ঠায়) বলেন, وَاعْفُ عَنَّا এর অর্থ— اُمْحُ اٰثَارَ ذُنُوْبِنَا. —হে আল্লাহ্, আমাদের পাপের সকল চিহ্ন ও সাক্ষী সমূহ সম্পূর্ণ খতম করিয়া দিন।

وَاغْفِرْ لَنَا بِسَتْرِ الْقَبِيْحِ وَاِظْهَارِ الْجَمِيْلِ

আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন। আমাদের পাপাচারকে আপনার ছাত্তার নামের পর্দার আড়ালে চিরতরে গোপন করিয়া রাখুন। আর আমাদের নেকী সমূহ লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিন।

وَارْحَمْنَا হে আল্লাহ্, আমাদের প্রতি দয়া করুন, রহ্মত নাযিল করুন।

ইহা দ্বারা আল্লাহ্পাক আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, যখন তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছ, আমি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। অতএব, এখন তোমরা আমার নিকট রহ্মতের দরখাস্ত কর। যেমন ছেলে যখন ক্ষমা চাহিয়া আব্বাকে সন্তুষ্ট করিয়া লয়, অতঃপর আব্বার নিকট কিছু আবেদন-নিবেদন করিয়া পকেট-খরচও জারী করাইয়া নেয়। অনুরূপ, আল্লাহ্পাক নিজেই আমাদিগকে শিখাইয়া দিতেছেন যে, তোমরাও তোমাদের পেয়ারা রব্ব্-এর নিকট দরখাস্ত করিয়া তোমাদের পকেট-খরচও জারী করাইয়া লও। বল, হে আমাদের রব্ব্, আমাদের প্রতি রহ্মত বর্ষণ করিয়া দিন।

এই রহ্মতের অর্থ ৪টি জিনিস ঃ

এখন প্রশ্ন হইল, এই যে রহ্মতের দরখাস্ত করা হইল, এই রহ্মতের কি অর্থ? হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) রহ্মতের ব্যাখ্যায় ৪টি জিনিস উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, ক্ষমাপ্রার্থনার পর যখন আমরা রহ্মতের দোআ করি, উহার মধ্যে আমরা এই ৪টি বিষয়ের নিয়ত করিয়া নিব।

১— تَوْفِيْقِ طَاعَتْ অর্থাৎ এবাদত ও আনুগত্যের তওফীক। হযরত থানবী বলেন, মানুষ যখন কুদৃষ্টি করে, উহার পর যদি কোরআন তেলাওয়াত করে, তবে ঐ তেলাওয়াতের মধ্যে কোন মজাই পাইবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তওবা না করিবে। গুনাহের কারণে এবাদতের স্বাদ-মজা ছিনাইয়া নেওয়া হয়। অতএব, যখন وَارْحَمْنَا (হে আল্লাহ্, আমাদের উপর রহ্মত বর্ষণ করিয়া দিন) বল, তখন মনে মনে এই নিয়ত করিয়া নাও যে, আয় আল্লাহ্, আমাদের জন্য এবাদতের তওফীক জারী করিয়া দিন।

২— হযরত থানবী রহ্মতের দ্বিতীয় অর্থ বলিয়াছেন فَرَاخِىِ مَعِيْشَتْ অর্থাৎ রিযিকের মধ্যে বরকত ও স্বচ্ছলতা। গুনাহের কারণে রিযিকের মধ্যে সংকীর্ণতা ও বে-বরকতী দেখা দেয়। বরকত থাকেনা। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী তাঁহার মুফ্রাদাতুল-কোরআনের মধ্যে বরকতের অর্থ লিখিয়াছেন فَيْضَانِ خَيْرَاتِ اِلٰهِيَّةْ —আল্লাহ্পাকের পক্ষ হইতে কল্যাণের ধারা বর্ষিত হওয়া। ইহা যদি না থাকে, তবে তুমি লাখ উপার্জন করিতে থাক, কোন বরকত হইবে না।

৩— রহ্মতের তৃতীয় অর্থ— بےحساب مغفرت বিনা হিসাবে ক্ষমা।

৪— চতুর্থ অর্থ— دُخُوْلِ جَنَّتْ বেহেশতে প্রবেশ লাভ করা।

অতএব وَارْحَمْنَا (আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করুন)-এর অর্থ এই হইল যে, হে আমাদের পালনেওয়ালা, পুনরায় আমাদের জন্য এবাদত-বন্দেগীর তওফীক জারী করিয়া দিন, রিযিকে বরকত ও সচ্ছলত দান করুন, বিনা-হিসাবে ক্ষমা দান করুন এবং বেহেশতে প্রবেশের সুনসীবও দান করিয়া দিন।

বিনা হিসাবে ক্ষমার নোছ্খা (ব্যবস্থাপত্র) ঃ

দিল্লীর ভাই ইল্ইয়াছ ছাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এমন কোন নোছ্খা (ব্যবস্থাপত্র) আছে কিনা, যাহার ফলে বিনা-হিসাবে ক্ষমা পাওয়া যাইতে পারে? যেমন (এয়ারপোর্ট ইত্যাদিতে) কাষ্টমস্ বিভাগে যাহার সামানাদির কাষ্টম না নেওয়া হয়, তাহার সামান-পত্রের উপর চক লাগাইয়া দেওয়া হয়। তখন আর কেহ ঐ সামান খুলিয়া দেখেওনা যে, ইহার মধ্যে কি আছে। আমি বলিলাম, হাঁ, এমন নোছ্খাও আছে যাহার ফলে কিয়ামতের দিন আমাদের জীবনের খারাপ বিষয়াদি প্রকাশই করা হইবেনা : এই নেআমত হাসিলের জন্য হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদিগকে এই দোআ শিখাইয়া গিয়াছেন—

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

অর্থঃ আয় আল্লাহ্, আমার নিকট হইতে আপনি সহজ হিসাব নিয়েন।

(রূহুল-মাআনী খণ্ড ৩০, পৃষ্ঠা ৮০)

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, সহজ হিসাবের অর্থ কি? —এখন নবীর কথার ব্যাখ্যা স্বয়ং নবীর কথার দ্বারাই শ্রবণ করুন। অর্থাৎ স্বয়ং নবী-করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামই বলিয়া দিয়াছেন যে, সহজ হিসাবের অর্থ হইল, আল্লাহ্পাক বান্দার আমলনামার উপর একটুখানি নজর বুলাইয়া কোন রূপ জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই বলিয়া দিবেন, আচ্ছা যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। এই হইল সহজ-হিসাবের অর্থ।

আল্লামা আলূসী وَارْحَمْنَا এর তাফসীর এভাবে করিয়াছেন—

تَفَضَّلْ عَلَيْنَا بِفُنُوْنِ الْاٰلَاءِ مَعَ اسْتِحْقَاقِنَا بِاَفَانِيْنِ الْعِقَابِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, যদিও আমরা অসংখ্য শাস্তির উপযুক্ত, তবুও আপনি আমাদের প্রতি অসংখ্য মেহেরবানী করুন।

সম্মানিত আলেমগণ একটু লক্ষ্য করুন যে, وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا এর মধ্যে যমীরে-মোত্তাতের ব্যবহার হইয়াছে। যখন রহমতের বৃষ্টি শুরু হইয়া গিয়াছে, তখন আল্লাহ্পাক হুকুম করিতেছেন যে, এতক্ষণ ত তোমরা পাপাচারের অন্ধকারের দরুণ হালতে-এছতেতারে ছিলে, দূরত্বের আড়ালে পড়িয়াছিলে। কিন্তু, এখন আর তোমরা যমীরে-মোত্তাতের ব্যবহার করিওনা। তোমাদের ক্ষমার আবেদন শুনিয়া আমার পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি ক্ষমা ও রহ্মত নাযিলের পর এখন আমার ও তোমাদের মধ্যকার সমস্ত পর্দা হটিয়া গিয়াছে। পাপাচারের পর্দা সমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے
بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے

অর্থ ঃ পর্দা সমূহ হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পেয়ারা মাওলা এখন পেয়ার ও দয়ার নজরে তোমার দিকে তাকাইয়াও আছেন। তোমার নিকট মাথা আছে, সম্মুখে তাহার চৌকাঠও আছে। আগে বাড়িয়া তাহার চৌকাঠে মাথা রাখিয়া ডাক দিয়া দেখ, না-জানি কোন্ বিরাট নেআমত আজ তোমার ভাগ্যে রহিয়াছে।

অতএব, ক্ষমা করিয়া সকল পর্দা হটাইয়া দিয়া যখন আমি তোমাদের প্রতি দয়ার নজরে তাকাইয়া আছি, এখন তোমরা আমার সহিত সরাসরি কথা বল। যমীরে-বারেযের দ্বারা, আপনি বা তুমি শব্দের দ্বারা আমাকে মুখামুখি সম্বোধন করিয়া ডাক দিয়া বল— أَنْتَ مَوْلٰنَا আপনি আমাদের মাওলা। যখন কেহ সম্মুখে থাকে তখন তাহাকে أَنْتَ তুমি বা আপনি বলিয়া সম্বোধন করা হয়। আমি ত এখন তোমাদের সম্মুখে আছি। অতএব أَنْتَ مَوْلٰنَا أَنْتَ مَوْلٰنَا আপনি আমাদের মাওলা, আপনি আমাদের মাওলা বলিয়া ডাকিতে থাক এবং মাওলাকে সম্মুখে পাওয়ার ও মাওলার সহিত সরাসরি, সামনা-সামনি কথা বলার মজা লুটিতে থাক।

আল্লামা আলূসী (রঃ) أَنْتَ مَوْلٰنَا (আপনি আমাদের মাওলা)-এর ব্যাখ্যায় তিনটি অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন—

أَنْتَ سَيِّدُنَا وَ مَالِكُنَا وَ مُتَوَلِّي أُمُوْرِنَا

অর্থাৎ আপনি আমাদের মনিব, আপনি আমাদের মালিক, আপনি আমাদের সর্ব বিষয়ের অভিভাবক।

অদ্য এই আরাফার ময়দানে ক্ষমার বিষয়টি যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই এ বিষয়ের উপর কিছু আরয করিলাম। আল্লাহ্‌পাকের নিকট বিশেষ ভাবে চাহিবার মত আরও দুই-তিনটি বিষয় অল্প সময়ের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলিয়া ধরিতে চাহিতেছি। তাহা হইল নাছীহাহ্, ফালাহ্ ও আফিয়ত অর্থাৎ মঙ্গলকামিতা, সর্বাঙ্গীন সাফল্য এবং সর্বাঙ্গীন সুস্থতা ও নিরাপত্তা। মোহাদ্দেছগণ লিখিয়াছেন যে, আরবী ভাষায় এই তিনটি শব্দের কোন বিকল্প নাই। মেশকাত শরীফের ৪২৩ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছে আছে اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ দ্বীন ত নাছীহাহ্। অর্থাৎ দ্বীন ত মঙ্গলকামিতাকে বলে। অন্তরে যেন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টির মঙ্গলকামিতার জয্‌বা পয়দা হইয়া যায়। প্রত্যেকের ভালাই ও কল্যাণের অনুরাগ পয়দা হইয়া যায়। সমস্ত মাখলূকের প্রতি রহ্‌মতের জন্য এরূপ দোআ ও দরখাস্তের তওফীক নসীব হইয়া যায় যে, আয় আল্লাহ্, কাফেরদিগকে ঈমানওয়ালা বানাইয়া দিন। ঈমানওয়ালাদিগকে তাক্‌ওয়া-ওয়ালা বানাইয়া দিন। বিপদগ্রস্তদিগকে বিপদমুক্ত ও সুখ-শান্তিপ্রাপ্ত করিয়া দিন। অসুস্থ লোকদিগকে সুস্থ করিয়া দিন। পিঁপড়াদের প্রতিও রহমত নাযিল করুন। সাগর-নদীর মাছের উপরও রহমত বর্ষণ করুন। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, আমার উপর একটা সময় এরূপ অতিবাহিত হইয়াছে যে, আমি সমস্ত মাখ্‌লূকের জন্য দোআ করিতে থাকিতাম।

যেক্ষেত্রে ওলীত্বের সর্বাধিক প্রকাশ ঘটে ঃ

তো হাদীছ্ বিশারদগণ বলেন যে, নাছীহাহ্ অর্থ, প্রতিটি মাখলূকেরই আল্লাহ্‌পাকের সহিত একটা সম্বন্ধ আছে, এই কথা চিন্তা করিয়া প্রতিটি মাখ্‌লূকের মঙ্গল কামনা করা। সে আমার আল্লাহ্‌র বান্দা, আমার আল্লাহ্‌র গোলাম। আল্লাহ্‌পাকের সহিত এতটুকু সম্বন্ধের খাতিরে তাহার হিতাকাংখী হওয়া, মঙ্গল কামনা করা এবং তাহার প্রতি মহব্বত করাকে নাছীহাহ্ বলে। যখন এই নেছ্‌বত হাসিল হইয়া যায়, যখন এই চরিত্র-গুণ নসীব হইয়া যায়, অন্তরে তখন প্রতিটি মোমেনের প্রতি এক্‌রাম ও সম্মানবোধ বিদ্যমান থাকে। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, কোন লোক যদি ওলীআল্লাহ্ হয়, তাহা সর্বাধিক বেশী প্রকাশ পায় আল্লাহ্‌র বান্দাদের সহিত তাহার আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে। আচার-ব্যবহার দ্বারাই বুঝা যায়, এই লোক ছাহেবে-নেছবত ওলী কিনা। যে ছাহেবে-নেছবত ওলী হইয়া যায়, তাহার অন্তরে প্রত্যেক মোমেনের প্রতি এক্‌রাম ও এহ্‌তেরাম থাকে, প্রত্যেক মোমেনকে সে সম্মানের পাত্র মনে করে। নিজেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে এবং প্রতিটি মাখ্‌লূকের ভালাই কামনা করে। আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে তাহার প্রতিটি বান্দা ও প্রতিটি মাখলূকের হিতাকাংখী ও মঙ্গলকামী বানাইয়া দিন।

ফালাহ্ শব্দের অর্থ ঃ

আলোচিত তিনটি শব্দের আর একটি হইল ফালাহ্। আরবী ভাষায় এত ব্যাপক-অর্থবোধক শব্দ আর নাই। আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরআনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ফালাহ্ (সর্বাঙ্গীন সাফল্য) দানের ওয়াদা করিয়াছেন। যেমন তিনি যিকিরের ফলে ফালাহ্ দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন। আল্লাহ্‌পাক বলেন—

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ ঃ তোমরা বেশী-বেশী আল্লাহ্‌র যিকির কর। তাহা হইলে তোমরা ফালাহ্ (সর্বাঙ্গীন সাফল্য) লাভ করিবে।

তাফসীরে জালালাইন শরীফে تُفْلِحُوْنَ এর অর্থ লিখিয়াছে اَىْ تَفُوْزُوْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্য লাভ করিবে। ফালাহ্ অর্থ ঃ جَمِيْعُ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ অর্জিত হইয়া যাওয়া। এক কথায় দো-জাহানের সার্বিক মঙ্গলকে ফালাহ্ বলে।

আল্লাহ্‌পাক যাহাকে ফালাহ্ দান করেন, সে দ্বীন-দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণের অধিকারী হইয়া যায়। আর ইহা অর্জন হয় আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা। আল্লাহ্‌র যিকিরের মূল মর্ম হইল, আল্লাহ্‌র সকল নাফরমানীর কাজ হইতে বিরত থাকা, কোন একটি নাফরমানীতেও লিপ্ত না হওয়া। ইহাই সবচেয়ে বড় যিকির। মনে করুন, এক ব্যক্তি প্রত্যহ মুরগীর সুপ পান করে, ভিটামিন খায়, শক্তিবির্ধক হালুয়া খায়, কিন্তু বিষ পান হইতে বিরত থাকে না। এমতাবস্থায় এই মুরগীর সুপ, ভিটামিন ও শক্তির হালুয়া বা টনিক ইত্যাদি কোন কিছুই কি তাহার কোন উপকারে আসিবে? তাই, যেভাবে শক্তির টনিক ও হালুয়া খাওয়ার পাশাপাশি বিষ পান হইতে বিরত থাকা জরুরী, তদ্রূপ, যিকির, নফল নামায ও অন্যান্য এবাদত-বন্দেগীর উপকার লাভ নির্ভর করে সকল গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার উপর। এ জন্যই পবিত্র কোরআনের মোফাচ্ছেরগণ লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌পাকের সমস্ত হুকুম-আহ্‌কাম পালন করাও আল্লাহ্‌র যিকিরের মধ্যেই পরিগণিত।

দেখুন, প্রেমিকের উপর মাহ্‌বুবের (প্রিয়জনের) দুইটি হক থাকে। একটি হইল, প্রিয়জন যে-কাজের হুকুম দেন তাহা পূর্ণ করা। দ্বিতীয়তঃ প্রিয়জন যে-কাজে অসন্তুষ্ট হন, উহার ধারে-কাছেও না যাওয়া। যাহার মধ্যে এই ফিকির নাই, তাহার মহব্বত কামেল নয় (বরং ত্রুটি পূর্ণ)। ইহা দ্বারাই বুঝিয়া নিন যে, যে-ব্যক্তি

মাহবূবে-হাকীকী আল্লাহ্‌কে রাযী-খুশী করার কাজ সমূহ ত করে, কিন্তু যে-সকল কাজের দ্বারা আলাহ্পাক অসন্তুষ্ট হন তাহা হইতে বিরত থাকেনা, আল্লাহ্পাকের অসন্তুষ্টি হইতে বাঁচার ফিকির করে না, তাহার মহব্বত কামেল নয় (বরং নাকেছ, ত্রুটিপূর্ণ)।

আফিয়তের অর্থ ও ফযীলত ঃ

আলোচিত তিনটি জিনিসের আরেকটি হইল আফিয়ত বা দ্বীন-দুনিয়ার শান্তি। (আরবীতে) দিন-রাত আমরা আফিয়তের দোআ করি, অথচ, আমাদের অনেকেরই জানা নাই যে, আফিয়ত কি জিনিস। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ)-কে বলিয়াছেন যে, হে আবূবকর, আল্লাহ্পাকের নিকট ক্ষমা ও আফিয়ত প্রার্থনা করিতে থাক। কারণ,

لَمْ يُعْطَ اَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ

(ترمذی ٢ ص ١٩٦)

ঈমান-ইয়াকীনের পর আফিয়তের চেয়ে বড় কোন নেআমত কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

অতএব, ঈমানের পর সবচেয়ে বড় কোন দৌলত যদি থাকে, তবে তাহা হইতেছে আফিয়ত। এত বড় দৌলতের ব্যাখ্যা ত জানা দরকার যে, উহা কি জিনিস। সাধারণ লোকেরা মনে করে, আফিয়ত (সর্বাঙ্গীন সুখ-শান্তি) অর্থ, এয়ারকণ্ডিশনওয়ালা কামরা,আরামদায়ক জীবন-যাপনের সামান-পত্র, ভাল খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থা। কিন্তু আফিয়তের (বা দ্বীন-দুনিয়ার সর্বাঙ্গীন শান্তি ও নিরাপত্তার) আসল হাকীকত কি? মোল্লা আলী কারী (রঃ) মেশকাত-শরীফের বোধিনী মেরকাতের ৫ম খণ্ডের ২৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, আফিয়ত অর্থ—

اَلسَّلَامَةُ فِى الدِّيْنِ عَنِ الْفِتْنَةِ وَالسَّلَامَةُ فِى الْبَدَنِ عَنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ وَالْمِحْنَةِ - مرقاة ج٥ ص٢٤٥

দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি হইতে হেফাযতে থাকা এবং খারাপ-খারাপ রোগ-ব্যাধি ও অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ হইতে নিরাপদ থাকা।

অর্থাৎ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কার্য-কলাপ হইতে হেফাযতে থাকা দ্বীনী-আফিয়ত, আর কঠিন-কঠিন রোগ-ব্যাধি ও কষ্টদায়ক অবস্থা হইতে নিরাপদ

থাকার নাম দৈহিক আফিয়ত। দেহ যদি নিরাপদ থাকে, সুখে-আরামে থাকে, কিন্তু দ্বীনী-ঈমানী হালত খারাপ থাকে, তবে ইহাকে পূর্ণ-আফিয়ত বা পূর্ণ সুখ-শান্তি বলা যায় না। এক কথায় আফিয়ত অর্থ, দ্বীন-দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা বা সর্বাঙ্গীন সুখ-শান্তি, সর্বাঙ্গীন মঙ্গল।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এ বিষয়ে যে দোআ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার পূর্ণ রূপ এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্, আপনার নিকট আমি দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, সর্বাঙ্গীন সুখ-শান্তি কামনা করি এবং দ্বিপক্ষীয়-নিরাপত্তা কামনা করি। (দ্বিপক্ষীয়-নিরাপত্তা অর্থ, না কেহ আমার উপর যুলুম করে, না আমি কাহারও উপর যুলুম করি।)

মোল্লা আলী কারী (রঃ) মোআফাত (দ্বিপক্ষীয়-নিরাপত্তা)-এর অর্থ লিখিয়াছেন—

اَنْ يُّعَافِيَكَ اللّٰهُ مِنَ النَّاسِ وَاَنْ يُّعَافِيَهُمْ مِنْكَ

(مرقاة ج٥ صـ٢٤٥)

আল্লাহ্পাক তোমাকে লোকদের যুলুম-অত্যাচার হইতে নিরাপদ রাখেন এবং লোকদেরকেও তোমার যুলুম-অত্যাচার হইতে নিরাপদ রাখেন। ইহা নয় যে, আমি ত বুযুর্গ হইয়া গিয়াছি। অতএব, আমার জন্য যে-কাহাকেও কষ্ট দেওয়া এবং যুলুম করার অধিকার আছে। আমি সাধারণ আইনের উর্ধ্বের লোক। কেহ আমাকে কষ্ট দিতে পারিবেনা, কিন্তু আমি সবাইকে কষ্ট দিতে পারিব। এরূপ মনে করা বড় অপরাধ। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই চিন্তা ও অনুভূতি থাকা চাই যে, আমার দ্বারা যেন কেহ কোন রূপ কষ্ট না পায়।

বন্ধুগণ, সম্মানিত ভাইগণ, আফিয়ত এত বড় নেআমত যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত আবূ-বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর মত সাহাবীকে আফিয়তের জন্য দোআ করিতে বলিয়াছেন। অথচ, তিনি ছিলেন সমস্ত সাহাবীদের

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার চার পুরুষ সাহাবী। অর্থাৎ তিনি নিজে সাহাবী, তাঁহার পিতা আবূ-ক্বোহাফা সাহাবী, তাঁহার পুত্র হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূবকর সাহাবী এবং হযরত আবদুর রহ্মানের ছেলেও সাহাবী। এই মর্যাদা সাহাবীদের মধ্যে অন্য কাহারও ছিলনা। তদুপরি, তিনি ছিলেন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর 'গারে-ছওরের সাথী'। এমন সময়ের এমন সাথী দ্বিতীয় কেহই ছিল না। যৌবন-কাল হইতেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। ইতিহাসে আছে, যখন হযরত ছিদ্দীকে-আকবরের বয়স ছিল ষোল বৎসর, আর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বয়স ছিল আঠার বৎসর, তখন হইতেই এক নবী ও এক ছিদ্দীকের মাঝে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এত বড় মর্যাদা সম্পন্ন ও এত বড় প্রিয় সাহাবীকে লক্ষ্য করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, হে সিদ্দীক, আল্লাহ্পাকের নিকট তুমি ক্ষমা ও আফিয়ত প্রার্থনা কর। ইহাতে অনুমান হয় যে, আফিয়ত কত বড় দামী ও কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ নেআমত।

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর আশ্চর্য ঘটনা ঃ

হযরত আবূ-বকর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা শুনাইয়া বয়ান শেষ করিতেছি। কারণ, সময় বেশী নাই।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) তাঁহার খাছায়েছে-কোব্রা নামক কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২৯ পৃষ্ঠায় হযরত আবূ-বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর এক বিরাট মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি নওজোয়ান ছিলেন, তখন একবার ব্যবসায়ের কাজে শাম-দেশে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি একটি স্বপ্ন দেখিলেন এবং জনৈক রাহেবের (খৃষ্টান-আলেমের) নিকট উহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলেন। রাহেব বলিলেন, ঃ مِنْ اَىِّ بَلَدٍ তুমি কোন্ শহরের অধিবাসী? কোথা হইতে আসিয়াছ? বলিলেন, মক্কা শরীফ হইতে। রাহেব বলিলেন, তুমি কি কাজ কর? বলিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য। রাহেব বলিলেন, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমাদের মক্কা-শরীফে আল্লাহ্পাক এক নবী প্রেরণ করিবেন, যাঁহার নাম হইবে মোহাম্মদ।

وَ اَنْتَ تَكُوْنُ وَزِيْرَهٗ فِىْ حَيَاتِهٖ وَ خَلِيْفَتَهٗ بَعْدَ وَفَاتِهٖ

তুমি তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার উযীর হইবে এবং তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হইবে।

হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ) এই স্বপ্ন ও উহার ব্যাখ্যা গোপন রাখিয়াছিলেন। لَمْ يُخْبِرْ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ এ সম্পর্কে কাহাকেও কিছু বলেন নাই। এভাবে তাঁহার বয়স যখন ৩৮ বছর ও হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বয়স ৪০ বছর হইল, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্ত হইলেন এবং নবুয়তের ঘোষণা দিলেন। হযরত ছিদ্দীকে-আকবর (রাঃ) তখন হুযূরের খেদমতে হাযির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— مَا الدَّلِيْلُ عَلٰى مَا تَدَّعِىْ ؟ আপনি যে নবুয়তের দাবী করিতেছেন, এ বিষয়ে আপনার নিকট কোন দলীল আছে ? হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন— رُؤْيَاكَ الَّتِىْ رَأَيْتَهَا بِالشَّامِ আমার নবুয়তের দাবীর পক্ষে দলীল তোমার শাম-দেশে দেখা সেই স্বপ্ন যাহা তুমি আজ পর্যন্ত গোপন করিয়া রাখিয়াছ, কাহারও নিকট প্রকাশ কর নাই। فَعَانَقَهٗ وَ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ইহা শুনিয়া হযরত ছিদ্দীকে-আকবর (রাঃ) আনন্দের আতিশয্যে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর গলায় জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহার কপালে চুম্বন করিলেন। খুশিতে তিনি বাগবাগ হইয়া গেলেন যে, আমার দোস্তজী এত উচ্চ মর্তবার অধিকারী। তাই, ইহা ছিল খুশীর মোআনাকা। (মোআনাকা অর্থ, গলাগলি করা।)

বস্, হযরত ছিদ্দীকে-আকবর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই মূল্যবান ঘটনা শুনাইয়া অদ্যকার বয়ান শেষ করিতেছি। আল্লাহ্পাক কবূল করুন এবং আমাদের সবাইকে আমলের তওফীক দান করুন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

সমাপ্ত

এই ওয়াযটি ক্যাসেট হইতে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করার পর আমি তাহা আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছি।

মুহাম্মদ আখতার আফাল্লাহু আনহু
২৬ জুমাদাল-উলা, ১৪১১ হিঃ

হায়দারাবাদে কিছু দ্বীনী-কথা

দুনিয়াদার লোক ও ওলীআল্লাহ্দের জিন্দেগীর পার্থক্য ঃ

(৯ই সফর ১৩৯৪ হিঃ, মোতাবেক ১৩ই মার্চ ১৯৭৪ইং তারিখে কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম তাঁহার কিছু মুরীদানের দাওয়াতক্রমে হায়দারাবাদ সফর করেন। সেখানে 'এছ্লাহ্ ও তাবলীগ লাইব্রেরী'র মালিক হাফেয আবদুল-কাদীর ছাহেবের ঘরে কিছু দোস্ত-আহ্বাবের উপস্থিতিতে হযরত কুত্বে-আলম মূল্যবান এই কথাগুলি আরয করিয়াছিলেন।)

বহু লোক এমনও আছে যে, তাহার দেহে দুই হাজার টাকার দামী পোশাক শোভা পাইতেছে, শরীর দুই লাখ টাকা দামের কারের (গাড়ীর) মধ্যে বসা আছে। কিন্তু দিল্ বরবাদ হইয়া আছে। দিল্ আল্লাহ্র মহব্বত ও আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক হইতে খালি ও বঞ্চিত। আল্লাহ্পাকের নিকট ইহাদের এহেন দিলের কোন মূল্য নাই। পক্ষান্তরে কোন কোন বান্দা এমনও আছে যে, তাহার দেহে তালিযুক্ত কম দামের পোশাক, তাহার খাদ্য রুটি আর ভর্তা। কিন্তু তাহার সীনার মধ্যে এমন এক দিল্ রহিয়াছে যাহা আল্লাহ্পাকের নৈকট্য, আল্লাহ্পাকের দায়েমী সাহচর্য দ্বারা এত মূল্যবান হইয়া গিয়াছে যে, ঐ একটি মাত্র দিল্ আল্লাহ্পাকের নিকট লক্ষ লক্ষ গাফেল দেহ অপেক্ষা অধিক প্রিয়, অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ও দামী। আল্লাহ্পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্যের বরকতে চাশ্নি-রুটি এবং অভাব-অনটনের মধ্যেও তাহাদের অন্তরে এমন শান্তি বিরাজমান যে, রাজা-বাদশারা কখনও তাহা স্বপ্নেও দেখিতে পায় নাই।

ইহার বিপরীতে যাহারা খোদা হইতে গাফেল, খোদাকে ভুলিয়া আছে, যদিও তাহাদের দেহ দামী কারের মধ্যে বসা আছে, দুই হাজার টাকা দামের সুট দেহকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে এবং মুরগীর গোশ্ত, পোলাউ-বিরিয়ানীর মত সুস্বাদু খাবার মুখে যাইতেছে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে অশান্তি আর অশান্তি বিরাজ করিতেছে। বুঝা গেল, বাহিরের জিনিসের দ্বারা অন্তরে শান্তি আসিতে পারেনা। ভিতরে যদি শান্তি থাকে, তবে বাহিরের ভালো ভালো খাবার-দাবার ইত্যাদি সবকিছুই তখন ভালো লাগে। আর অন্তরে যদি শান্তি না থাকে, তবে বাহিরের সবকিছু কাঁটা মনে হয়। তখন বিবি-বাচ্চাও ভালো লাগেনা, কার এবং বাংলাও

ভালো লাগেনা। মোরগ, পোলাউ, কাবাবও তখন বিষের মত লাগে।

دل گلستاں تھا تو ہرشی سے ٹپکتی تھی بہار
دل بیاباں ہوگیا عالم بیاباں ہوگیا

অর্থ ঃ দিল্ যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নূরে সুন্দর-ফুলবাগান থাকে, তবে, সবকিছুই তখন সুন্দর লাগে। আর দিল্ যদি বরবাদ হইয়া যায়, তবে সবকিছুই তখন ধ্বংস ও বরবাদ বলিয়া মনে হয়। সারাটা দুনিয়া তখন অন্ধকার লাগে, এবং সবকিছু অশান্তির আগুন মনে হয়।

দুনিয়া দুনিয়াদার লোকদের জন্য আযাব হইয়া গিয়াছে। কারণ, দুনিয়া তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। আল্লাহ্র ওলীদের নিকট দুনিয়া আসিলেও দুনিয়াকে তাঁহারা দিলের বাহিরে রাখেন। তাঁহাদের দিলে শুধু আল্লাহ্ই-আল্লাহ্ থাকেন। তাঁহাদের দিল্ সর্বদা আল্লাহ্পাকের খাছ্ নৈকট্য, খাছ্ সম্বন্ধ, খাছ সান্নিধ্য-সাহচর্যের দ্বারা ধন্য থাকে। এমন দিল্ওয়ালাকে যদি সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহ্ বানাইয়া দেওয়া হয়, সমস্ত বাদশাহী যদি তাঁহার হাতে আসিয়া যায় এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর তিনি স্বীয় শাসন ও রাজত্ব পরিচালনা করেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয়-মন আদৌ প্রভাবিত হইবে না। এত বড় রাজত্ব এবং এত বড় পৃথিবীও তাঁহার সম্মুখে তুচ্ছ ও দীন-হীন সাব্যস্ত হয়। কারণ, সর্বক্ষণ যে সূর্যের সাথে উঠা-বসা করে, কিভাবে সে তারকাদের দ্বারা প্রভাবিত হইবে? অতএব, দিবারাত যে আল্লাহ্পাকের সাথে, আল্লাহ্পাকের সান্নিধ্যের মধ্যে জীবন যাপন করে, অর্থাৎ যে আল্লাহ্র স্মরণ ও বন্দেগীর তওফীক লাভ করিয়াছে, যে আল্লাহ্র মহব্বতের স্বাদ ও মধু আস্বাদন করিতেছে, দুনিয়ার সমস্ত স্বাদ ও আকর্ষণ তাহার সম্মুখে নেহায়েতই তুচ্ছ ও বে-কীমত হইয়া যায়।

چوں سلطان عزت علم بر کشد
جہاں سر بجیب عدم در کشد

অর্থ ঃ সকল বাদশার বাদশা ঐ সুলতানে-হাকীকী যখন কোন হৃদয়কে তাহার খাছ্ সান্নিধ্য দান করেন এবং সে তাহা অনুভব করে, তখন সমস্ত পৃথিবী ও উহার সমস্ত স্বাদ-লয্যত অস্তিত্বহীন পরিগণিত হয়। সেই দিল্ সমস্ত পৃথিবী ও সমাজের গতির উপর এবং সকল অন্যায় ও গোমরাহীর উপর বিজয়ী থাকে। কারণ, সে

میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر
وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا

অর্থঃ মাওলার সহিত ভালবাসার মহা-কীর্তি এই যে, মাওলা আমার উপর ছাইয়া আছেন, আর আমি যুগ ও সমাজের উপর ছাইয়া আছি। আমি সম্পূর্ণ মাওলার অধীন, মাওলার এশ্‌ক্ ও ভালবাসার অধীন। আর যুগ ও সমাজ আমার সেই এশ্‌কের শক্তির অধীন, এশ্‌কের প্রভাবাধীন।

অতএব, মানুষ আমীর, নেতা, শাসক কিংবা বাদশা থাকা অবস্থায়ও ওলীআল্লাহ্ হইতে পারে। লোকেরা মনে করে, আল্লাহ্‌র ওলীগণ 'দুনিয়া' ছাড়াইয়া দিবেন। আরে, তাঁহারা দুনিয়া ছাড়াইয়া দেন না। তাঁহারা বরং উভয় জগতের বাদশাহী দান করিতে চান। তাঁহারা ত ইহাই চান যে, যিনি দোনো-জাহানের মালিক, তাহাকে রাযী করিয়া লও। যাহাতে দুনিয়াতেও তোমরা এমন জীবন লাভ করিতে পার যাহা দেখিয়া বাদশাদেরও ঈর্ষা হয়। সেই সঙ্গে বেহেশতের চিরস্থায়ী বাদশাহীও নসীব হইয়া যায়। যে ব্যক্তি দোনো-জাহানের মালিককে রাযী করিয়া লয়, দো-জাহানের সেই মালিকও তাহার জিন্দেগীকে শান্তিময় ও আরামদায়ক জিন্দেগী বানাইয়া দেন। আর যেহেতু আল্লাহ্‌পাকের কোন সমকক্ষ নাই, و لم يكن له كفوا احد (কেহ তাহার বরাবর বা সমতুল্য নাই) তাই তাহার পবিত্র নামের লয্‌যতের বরাবরও কোন কিছুই নাই। এমনকি, বেহেশতের নেআমত সমূহও আল্লাহ্‌র নামের লয্‌যতের মত লয্‌যত কিছুতেই দিতে পারিবেনা। এজন্যই আল্লাহ্‌র ওলীগণ দুনিয়ার কোন কিছুর বিনিময়ে বিক্রি হন না। কারণ, তাঁহাদের অন্তর সেই অতুল্য দৌলত দ্বারা ধন্য, উভয় জগতে যাহার কোন তুলনা নাই, কোন বদল নাই।

ইহার বিপরীতে, দুনিয়ার মোহগ্রস্ত লোকেরা মাটি আর পানির তৈরী বস্তু সমূহের দ্বারা যে স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করিতেছে, ঐ স্বাদ ও আনন্দের প্রতিটি ঢোক পাপাচারের কলুষ-কালিমার দরুণ বিষে পরিণত হইয়া যায়। তাহাদের সমস্ত স্বাদ-আনন্দ পাপের বিষে তিক্ত হইয়া যায়।

دشمنوں کو عیش آب وگل دیا
دوستوں کو اپنا درد دل دیا
ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی
مجھکو طوفانوں میں بھی ساحل دیا

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌পাক তাহার দুশমনদিগকে মাটি ও পানির তৈরী বস্তু সমূহের ক্ষণস্থায়ী স্বাদ-আনন্দ দান করিয়াছেন। আর তাঁহার প্রিয়দিগকে তিনি তাঁহার ভালবাসা, তাঁহার প্রেমের ব্যথ্যা দান করিয়াছেন। ফলে, খোদার ঐ সকল দুশমনেরা, ঐসকল পাপীষ্ঠ লোকেরা শান্তি ও আনন্দের উপকরণের মধ্যেও আযাব আর আযাবে ডুবিয়া আছে। অশান্তির আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছে। আর আল্লাহ্‌প্রেমিকগণ বাহ্যিক ভাবে তুফানের মত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও মাওলা-প্রদত্ত শান্তি এবং মাওলার মহব্বতের স্বাদ ও আনন্দে মজিয়া আছেন।

আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে নিজের জন্য কবূল করুন এবং আপন করুণায় স্বীয় প্রিয়জনদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

সমাপ্ত

২রা মুহার্‌রম ১৪০৭ হিজরী সালে
মদীনা মোনাওয়ারায় উহুদ পাহাড়ের
পদ-পার্শ্বে কৃত বয়ান

যাহা শ্রবণে শ্রোতাদের অশ্রু ঝরিতেছিল

এস্তেগফারের সুফল

বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম

সূচীপত্র

বক্ষ্যমান এই কিতাবখানা মূলতঃ এসতেগফার সম্পর্কে একটি অতি মূল্যবান বয়ান। ২রা মুহররম ১৪০৮ হিজরী মোতাবেক ২৬ আগষ্ট ১৯৮৭ ইং রোজ বুধবার মাগরিবের নামাজের পর মদীনা-মোনাওয়ারায় জাবাল-এ-উহুদের পাদদেশে এক মজলিসে আমার মোর্শেদ কুত্বে-আলম আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত্-বারাকাতুহুম আল্লাহ পাকের নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ের উপর ঈমান বর্ধক ও আল্লাহ্র ভালবাসা বর্ধক এক গুরুত্বপূর্ণ বয়ান রাখেন, যাহাতে কোন-কোন বিশিষ্ট আলেমও উপস্থিত ছিলেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বয়ান শুনিতেছিলেন। পরে টেপ্ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহা কিতাব আকারে প্রকাশ করা হয়। অত্যন্ত উপকারী বিবেচনা করিয়া আমরা উহার বঙ্গানুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমরা যথাসম্ভব সহজ-সরল ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করিয়াছি। মূল কিতাবে অধ্যায়-সমূহের কোন শিরোনাম বা সূচীপত্র ছিল না। পাঠকদের সুবিধার্থে আমি শিরোনাম ও সূচীপত্র যোগ করিয়া দিয়াছি। আমি হুবহু শাব্দিক অনুবাদের পরিবর্তে ভাবসম্প্রসারণমূলক তরজমা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তরজমার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে অধমের প্রতি হযরত মোর্শেদের সুস্পষ্ট ইশারাও ছিল অনুরূপ।

আল্লাহ্পাক মূলের মত উহার তরজমাখানাও কবূল করুন এবং গ্রন্থকার, মোতারজেম, সহযোগিতাকারী ও পাঠক সকলকে এবং আমাদের সকলের আওলাদ-পরিজন ও খান্দান্কে স্বীয় গভীর মহব্বত ও মা'রেফাত দ্বারা ধন্য করুন এবং ভুল জীবনধারা পরিহার করিয়া সিরাতুল মুস্তাকীম-এর উপর চলার তওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল মতীন বিন-হুসাইন

২২ রবিউল আউয়াল ১৪২১ হিজরী

২৫ জুন ২০০০ ঈসায়ী।

এস্তেগফারের সুফল

(উহুদ-পাহাড়ের পাদদেশের বয়ান)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰے اَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (مشكوة صـ ٢٠٤)

এস্তেগফার সংকট ও বিপদ হইতে মুক্তির পথ ঃ

পরম করুণাময় আল্লাহ্পাকের অসংখ্য গুণগান ও তাঁহার মনোনীত নবী-রাসূলগণের প্রতি দুরূদ ও সালাম জ্ঞাপন পর আরয, রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে-ব্যক্তি বেশী-বেশী পরিমাণে এস্তেগ্ফার করিবে (ক্ষমা প্রার্থনা করিবে), আল্লাহ্পাক তাহার জন্য সকল সংকট হইতে মুক্তি লাভের পথ খুলিয়া দিবেন, সমস্ত পেরেশানী দূর করিয়া দিবেন এবং এমন স্থান হইতে তাহাকে রিযিক দান করিবেন যেদিকে তাহার কল্পনাও হয় না।

আমি আপনাদের সম্মুখে মেশকাত শরীফের একটি হাদীছ পাঠ করিয়াছি। আল্লাহ্পাক ইহার মধ্যে তাহার গুনাহ্গার বান্দাদের জন্য এক বিরাট নেআমত, এক অতি মূল্যবান তদবীর (পন্থা) দান করিয়াছেন যে, দেখ, তোমাদের দ্বারা যদি কিছু গুনাহ্-খাতা হইয়া যায়, (তবে তোমরা খোদার সমীপে তওবা করিয়া মাফ্ চাহিয়া নিও।) আর গুনাহ্ হইয়া যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, كُلُّ بَنِيْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ ইহা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক মানুষই বহু গুনাহ্গার। হযরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন, 'খাত্তা' অর্থ কাছীরুল–খাতা, অর্থাৎ যে বহু পাপে লিপ্ত। এখন প্রশ্ন এই যে, এই বহু পাপের প্রতিকার কি? বহু পাপের প্রতিকার বহু বহু তওবা ও এস্তেগফার। যেমন রোগ তেমন দাওয়াই। তাই হযরত রাসূলে-কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন—

كُلُّ بَنِى اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَ خَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

(مشكوة صـ ٢٠٤)

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই অনেক গুনাহ্‌গার। আর সর্বোত্তম গুনাহ্‌গার ঐ ব্যক্তি যে বহু-বহু তওবা করে।

তওবা কবূলের শর্ত ঃ

তবে,তওবা কখন কবূল হয়? তওবা কবূল হওয়ার কতগুলি শর্ত আছে। হাদীছবিশারদগণ তিনটি শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন। শায়েখ মুহীউদ্দীন আবূ-যাকারিয়া নাবাবী (রঃ) তাঁহার শরহে-মুসলিম শরীফ দ্বিতীয়খণ্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—

১— اَنْ يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ প্রথম শর্ত হইল, ঐ গুনাহ্ হইতে পৃথক হইয়া যাওয়া। অনেকে বেপর্দা মেয়েদিগকে দেখিতে থাকে আর বলে, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্, মাওলানা, দেখুন, কি বেপর্দেগী, বেহায়ায়ী ? দেখিতেও আছে, আবার লা-হাওলাও পড়িতেছে। এরূপ লা-হাওলা স্বয়ং তাহার উপর লা-হাওলা পাঠ করে। فَاِنَّ هٰذَا الْاِسْتِغْفَارَ يَحْتَاجُ اِلَى الْاِسْتِغْفَارِ এরূপ এস্তেগফারের জন্য এস্তেগ্‌ফার করা দরকার। অতএব, তওবা তখন কবূল হয় যখন মানুষ সংশ্লিষ্ট গুনাহ্ হইতে পৃথক হইয়া যায়।

২— আর দ্বিতীয় শর্ত হইল اَنْ يَنْدَمَ عَلَيْهَا কৃত পাপের জন্য আন্তরিকভাবে ব্যথিত, অনুতপ্ত ও শরমিন্দা হওয়া। নাদামত্ অর্থ, পাপ করার ফলে আন্তরিকভাবে বেদনাহত হওয়া।

যেমন আপনারা কতিপয় সাহাবায়ে-কেরাম রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হুম সম্পর্কে জানেন, যখন তাঁহারা অনুভব করিতে পারিলেন যে, আল্লাহ্ ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের উপর নারাজ, তখন তাঁহাদের কি অবস্থা হইয়াছিল। খোদ কোরআনের মুখে শুনুন وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ অর্থাৎ এত বিরাট এই পৃথিবী মনোবেদনার কারণে তাঁহাদের কাছে অতি সংকীর্ণ লাগিতেছিল। وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ এবং জীবনে বাঁচিয়া থাকা তাহাদের নিকট কঠিন ও অসহনীয় বোধ হইতেছিল। জীবনের প্রতি তাঁহারা অতীষ্ঠ ও অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বস্তুতঃ ইহা মহব্বতের হক্ সমূহের মধ্য হইতে একটি হক। যাহার প্রতি ভালবাসা থাকে তাহার অসন্তুষ্টির দরুণ এরূপ প্রতিক্রিয়াই হওয়া চাই। অতএব, যদি গুনাহ্ হইয়া যায় তবে আল্লাহ্র গোস্বা ও অসন্তুষ্টির সহিত দুনিয়ার কোন কিছুই যেন ভাল না লাগে। বাল-বাচ্চাও ভাল না লাগে,খানাপিনাও ভাল না লাগে, ঘর-দুয়ারও ভাল না লাগে। সারাটা পৃথিবীই যেন তাহার চোখে খুব সংকীর্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়। বাঁচিয়া থাকিতেও যেন মনে না চায়। মন যেন জীবনের প্রতি একেবারে বিষাইয়া উঠে— যতক্ষণ না দুই রাকাত ছালাতুত্-তওবা (তওবার নামায) পড়িয়া অশ্রুভরা নয়নে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তওবা-এস্তেগফার করিয়া প্রাণাধিক প্রিয় আল্লাহ্কে রাযী করিয়া লওয়া হয়। নাফরমানীর অবস্থায় এবং পাপের উপর অটল থাকা অবস্থায় দুনিয়ার নে'আমত সমূহ ভোগ করা বান্দা সুলভ ভদ্রতার পরিপন্থী কাজ। (নে'আমত দাতার নাফরমানী করিয়া তাহার সম্মুখে তাহারই নেআমত ভোগ করা নেহায়েত অভদ্রাচার বৈ কি ?)

বাদায়ূনের এক কবি ছিল। স্ত্রীর প্রতি তাহার অগাধ ভালবাসা ছিল। ভালবাসার হক্ বা দাবী সম্বন্ধে একজন কবির ছন্দ ও রুচি পেশ করতেছি। ঐ যালেম বলে —

ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات
جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے

অর্থাৎ আমার প্রিয়জন যদি আমার প্রতি এতটুকুও অসন্তুষ্ট হইয়া যায়, তবে সমগ্র পৃথিবীর নাড়ি অচল হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয় (সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসোম্মুখ বলিয়া মনে হয়)। দেখুন, শুধু নিজের নাড়িই অচল হওয়া নয় বরং বলিতেছে যে, সমগ্র পৃথিবীর নাড়ি অচল মনে হইতেছে, সমগ্র পৃথিবী আমার চোখে অন্ধকার লাগিতেছে। ইহাতে বুঝা গেল, মহব্বতের ইহাও একটি হক যে, মাহ্বূবের (প্রিয়জনের) অসন্তুষ্টির ফলে নিজের মধ্যে এরূপ অবস্থা বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া চাই। কবির মুখে উল্লেখিত এই ভালবাসা ত মাত্র কয়েক দিনের বস্তু, যাহা ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। অথচ আমাদের উপর যে আল্লাহ্ পাকের কত বড় হক, তাহা ত বর্ণনারও অতীত। কিছুতেই তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যাইবে না। আল্লাহ্পাক আমাদের শিরদাড়া হইতেও নিকটবর্তী। আমাদের অস্তিত্ব তাঁহার মেহেরবাণীতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত বিষয়াদি আল্লাহ্ পাকের সহিত সম্পর্কিত। সমস্ত দুনিয়াও যদি আমাদের প্রশংসা

করে তবে ইহাতে আমাদের কোনই কল্যাণ হইবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্পাক স্বয়ং কিয়ামতের দিন এই কথা বলিয়া দেন যে, যাও, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি।

পরকালকে সম্মুখে রাখ ঃ

আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রঃ)-এর একটি ছন্দ মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলেন, দুনিয়াতে লোকেরা তোমার যত প্রশংসাই করুক না কেন, উহার ফলে তুমি নিজেকে দামী মনে করিয়া বসিও না। কারণ,কিছু সংখ্যক গোলাম অন্য এক গোলামকে খুব দামী বলিলেই তাহার দাম বাড়ে না। বরং গোলামদের দাম বাড়ে মালিকের সন্তুষ্টির দ্বারা। তাই, হযরত সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রঃ) বলেন—

ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے
وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

অর্থাৎ এখানে আমি যেভাবেই থাকি না কেন, যেভাবেই জীবন যাপন করি না কেন, আসল লক্ষণীয় বিষয় ত এই যে, ওখানে আমার কি অবস্থা হইবে ? ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ায় আমি কি পাইলাম, কি হইলাম,তাহা তেমন লক্ষণীয় বিষয় নয়। লক্ষণীয় বিষয় ত এই যে, চিরকাল যেখানে থাকিতে হইবে, সেই পরকাল জীবনে আমার কি হাল হইবে ? এখানে আমার খুব প্রশংসা হইতেছে, কিন্তু ওখানে আমার কি মূল্য হইবে, তাহা ত কিয়ামত দিবসেই জানা যাইবে।

তাঁহার আরও একটি মূল্যবান ছন্দ শুনাইয়া দিতেছি। কারণ, অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী জীবনের দ্বারা মানুষ ধোকাগ্রস্ত হইয়া যায়। তিনি বলেন—

حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم
مسافر رہے جیسے تیسے رہے

অর্থাৎ দু'দিনের এ জিন্দেগীর আরাম-আয়েশের জন্য এত কি চিন্তা-ভাবনা ? বস্, মুসাফিরের মত কোন রকম জীবন কাটাইয়া দাও। কারণ, শান্তির উপকরণাদি মওজুদ থাকিলেই অন্তরে শান্তি আসা জরুরী নয়।

অন্তরের শান্তিই শান্তি ঃ

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) বলেন—

از بروں چوں گور کافر پر حلل
واندروں قہر خدائے عز و جل

অর্থাৎ যদি কোন কাফেরের কবরের উপর মার্বেল পাথর লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং দুনিয়ার সমস্ত বাদশাহরা আসিয়া উহার উপর ফুলের চাদর বিছাইয়া দেয়, পুষ্পস্তবক অর্পণ করে, নানাহ বাদ্য-বাজনা বাজানো হয় এবং সামরিক বাহিনী কর্তৃক সালামও পেশ করা হয়, কিন্তু— واندروں قہر خدائے عز وجل

কবরের ভিতর যে আল্লাহ্‌র আযাব চলিতেছে, কবরের উপরের মার্বেল পাথর, আলোকসজ্জা, পুষ্পস্তবক এবং দুনিয়াবাসীর সেলুট বা সালাম উহার কোন প্রতিকার করিতে পারে না। ঐ আযাবের সম্মুখে এ সবকিছুই নিষ্ফল।

অনুরূপভাবে কেহ যদি এয়ারকন্ডিশনের ভিতরে বসিয়া থাকে, বিবি-বাচ্চা, ধন-দৌলত সবকিছু বর্তমান থাকে, সর্বদা রিয়াল আর ডলার গুণিতে থাকে, ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ টাকাকড়ি জমা থাকে, অথচ সে আল্লাহ্‌কে রাজী করিয়া লয় নাই, তবে কিছুতেই তাহার হৃদয়ে শান্তি আসিতে পারে না। কারণ, এই সবকিছু ত শান্তি ও আরামের শুধু বাহ্যিক উপকরণ। (ইহা দ্বারা দেহের কিছু আরাম ত হইতে পারে, হৃদয়ের নয়।) কারণ, এই দেহও একটি কবর। ইহার উপর ঠাট-বাট থাকিলে ভিতরেও যে ঠাট-বাট থাকিবে তাহা জরুরী নহে। এয়ারকন্ডিশন আমাদের চামড়াকে ত ঠাণ্ডা করিতে পারে, কিন্তু আমাদের ভিতরের আগুনকে নিভাইতে পারে না। আল্লাহ্‌পাক যদি অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে দেহ লাখ আরামের ভিতর থাকিলেও অন্তর আযাবে আক্রান্ত থাকে। ফলে, কিছুতেই সে সুখ-শান্তি পাইতে পারে না। এক বুযুর্গ বলেন—

دل گلستاں تھا تو ہرشی سے ٹپکتی تھی بہار
دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہوگیا

অর্থাৎ হৃদয়ে যখন শান্তি ছিল, শান্তির ফুলবাগান ছিল, তখন সবকিছুতেই শান্তির বন্যা বহিতেছে বলিয়া মনে হইত। আর হৃদয় যখন বিরান হইয়া গেল, সারাটা পৃথিবী এখন বিরান মনে হইতেছে।

তাই, অন্তরে যদি শান্তি থাকে তবে বাহিরেও শান্তি। আর অন্তর যদি বিরান থাকে তবে বাহিরেও বিরান। অন্তরে যদি অশান্তি থাকে তবে সবকিছুতেই অশান্তি। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বলেন—

آں یکے در کنج مسجد مست وشاد

অর্থাৎ এক ব্যক্তি মসজিদের ছেঁড়া চাটাইর উপর আনন্দে আত্মহারা। মহব্বতের সহিত, এখলাছের সহিত সে আল্লাহ্‌র নাম যপিতেছে। এক-একবার

আল্লাহ্ বলিয়া সে এত স্বাদ পাইতেছে, যেন সমস্ত পৃথিবীর সকল স্বাদ-মজা একটি ক্যাপসুল আকারে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতেছে।

আল্লাহ্‌র নামের মজা ঃ

মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন—

نام اوچوں برزبانم می رود
ہر بن مو از عسل جوئے شود

অর্থাৎ যখন আমি আল্লাহ্‌র নাম যপি, যখন আমার মুখ হইতে আল্লাহ্ নাম বাহির হয়, তখন আমার দেহের বিন্দু-বিন্দু মধুর দরিয়া হইয়া যায়। ঐ নামের মধু আমার প্রাণে, আমার বুকে, আমার মুখে— আমার সবকিছুতে মধু আর মধুর দরিয়া বহাইয়া দেয়। উহার প্রমাণ তিনি তাঁহার দীওয়ানে-শামছে-তাবরেয গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। মাওলানা রুমী (রঃ) দীওয়ানে-শামছে-তাবরেয (হযরত শামছুদ্দীন তাবরেযীর কাব্যগ্রন্থ) নামে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, আসলে উহা স্বয়ং মাওলানা রুমীরই কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু ভক্তি ও ভালবাসার আতিশয্যে স্বীয় পীরের নামে নামকরণ করিয়াছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে বলেন—

اے دل ایں شکر خوشتر یا آنکہ شکر سازد

হে মন, এই চিনি বেশী মধুময়, নাকি চিনির সৃষ্টিকর্তা বেশী মধুময়? আল্লাহ্পাক যদি ইক্ষুর মধ্যে রস না পয়দা করেন তবে দুনিয়ার সমস্ত ইক্ষু মশারীর ডান্ডার দামে বিক্রি হইয়া যাইবে। কেহ উহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিবে না। নজর উঠাইয়াও দেখিবে না।

মাওলানা রুমী আরও বলেন—

اے دل ایں قمر خوشتر یا آنکہ قمر سازد

হে মন, এই চাঁদ বেশী সুন্দর? নাকি চাঁদের মধ্যে যিনি সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি বেশী সুন্দর?

এজন্যই অন্তরে যখন আল্লাহ্‌র মহব্বত হাসিল হইয়া গেল তখন (মহব্বতের শক্তির বলে) আল্লাহ্‌র ওলী শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেছে-দেহ্‌লবী (রঃ) দিল্লীর জামে মসজিদের মিম্বর হইতে মোগল সম্রাটগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মোগল-বাদশারা,শোন, ওয়ালীউল্লাহ্‌র বুকের মধ্যে একটি হৃদয় আছে, যে-হৃদয়ে

আল্লাহ্র মহব্বতের কিছু অমূল্য মণি-মুক্তা আছে। যেমন কোন বড় বাক্সের ভিতর ছোট্ট সিন্দুক থাকে। সেই ছোট্ট সিন্দুকের যেরূপ মূল্য হয়, বড় বাক্সটিকে সেই-দৃষ্টিতেই মূল্যায়ন করা হয়। বড় বাক্সের মধ্যে যদি তুলা, ছেঁড়া কাঁথা-কম্বল এবং বাচ্চাদের পেশাবের কাপড়-চোপড় ভরা থাকে, তবে উহার কোন মূল্য নাই। উহার কোন বিশেষ হেফাযতও করা হয় না।

কিন্তু যদি কোন বড় বাক্সের ভিতর এমন একটি ছোট সিন্দুক থাকে যাহার মধ্যে কোটি টাকা মূল্যের মুক্তা রাখা হইয়াছে, তবে উহার হেফাযতের জন্য সান্ত্রী বা পাহারাদারও রাখা হয়। মূল্যবান ছোট সিন্দুকটির কারণে বড় বাক্সটিরও যত্ন ও হেফাযত করা হয়। অতএব, আমাদের অন্তরে যদি আল্লাহ্র মহব্বত, ঈমান, তাক্ওয়া বা খোদাভীতির মত দামী-দামী সম্পদ থাকে, তবে (দামী ঐ ছোট সিন্দুকের খাতিরে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে) আমাদের দেহেরও হেফাযত করা হইবে, আমাদের সবকিছুর হেফাযত করা হইবে। বাতেনের কারণে যাহেরেরও যত্ন এবং হেফাযতের ব্যবস্থা করা হইবে।

কেন আমরা শত্রুর হাতে মার খাইতেছি ঃ

আজ আমাদের প্রশ্ন জাগে, কেন আমরা ইসরাঈলের হাতে মার খাইতেছি ? ভারতে মুসলমানদের সহিত কি আচরণ করা হইতেছে ? এভাবে দুনিয়ার সর্বত্র কেন মুসলমানরা লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হইতেছে ? উহার মূল কারণ ইহাই যে, আমাদের কাছে কেবল বড় বাক্সটিই শুধু আছে। আর আমাদের ছোট বাক্সটি শূন্য ও বরবাদ হইয়া আছে। আমাদের বাক্সগুলি পূর্বেকার বাক্স সমূহ হইতে অধিক চাকচিক্যময়। সাহাবায়ে-কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম)-এর 'যাহের' (অর্থাৎ দেহ, আসবাব-পত্র, গাড়ী-বাড়ী প্রভৃতি) অপেক্ষা আমাদের 'যাহের' অধিক আকর্ষণীয় ও চাকচিক্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে যে দামী মোতি ছিল, আজ আমাদের হৃদয়সমূহ তাহা হইতে শূন্য। আজ আমাদের সেই বস্তুটিরই প্রয়োজন। কি সেই বস্তু ? তাআল্লুক মাআল্লাহ্ বা আল্লাহ্র সহিত সুসম্পর্ক, গভীর সম্পর্ক— আল্লাহ্র মহব্বত, আল্লাহ্র ভয় এবং তাক্ওয়া।

আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের শক্তি ঃ

বস্তুতঃ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেছে-দেহ্লবী (রঃ) এদিকে ইঙ্গিত করিয়াই বলিয়াছেন—

دلے دارم جواہر پارۂ عشق ست تحویلش
کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کہ من دارم

অর্থাৎ হে মোগল বাদশারা, শোন, ওয়ালীউল্লাহ্র সীনার মধ্যে এমন একটা অন্তর আছে যে-অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্র মহব্বতের কিছু মণি-মুক্তা রক্ষিত আছে। আসমানের নীচে আমার চেয়ে বড় কোন আমীর যদি কেহ থাকিয়া থাকে তবে সে আমার সম্মুখে আস।

বস্তুতঃ ইঁহারাই আল্লাহ্র ওলী। ইঁহাদের অন্তরে যখন আল্লাহ্র মহব্বত, আল্লাহ্প্রেম নসীব হয়, তখন রাজা-বাদশাদের প্রতি ইঁহারা এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ করেন না। হযরত হাফেয শীরাযী (রঃ) বলেন—

چو حافظ گشت بیخود کے شمارد
بیک جو مملکت کاؤس وکے را

অর্থাৎ হাফেয শীরাযী যখন আল্লাহ্র নামের দ্বারা মস্ত্ ও আত্মহারা হইয়া যায় এবং আরশে-আ'যম হইতে আল্লাহ্র গভীর-সান্নিধ্যের খোশ্বু আসে, কায়কাউসের বিশাল সাম্রাজ্যকে তখন সে এক পয়সার সমানও মনে করে না।

بوئے آں دلبر چوں پراں میشود

আরশে—আ'যম হইতে মাহ্বূবে-হাকীকী আল্লাহ্পাকের খোশবু যখন যমীনের উপর আসে তখন আল্লাহ্র ওলীদের, তাহার দেওয়ানা গোলামদের কি অবস্থা হয়?

ایں زبانہا جملہ حیراں میشود

তখন আল্লাহ্পাকের ঐ অকূল সান্নিধ্য ও অসীম মহব্বতের স্বাদ বর্ণনা করার মত কোন ভাষা তাঁহারা খুঁজিয়া পান না। আরবী, ফার্সী, তুর্কী, ইংরেজী, উর্দু, বাংলা তথা পৃথিবীর সমস্ত ভাষা একত্রিত হইয়াও ঐ স্বাদ ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইয়া যায়। কারণ, দুনিয়ার সমস্ত ভাষাই সৃষ্ট ও সসীম। আর আল্লাহ্পাক ত স্রষ্টা ও অসীম। তাই, হাফেয শীরাযী (রঃ) বলেন—

چو حافظ گشت بیخود کے شمارد
بیک جو مملکت کاؤس وکے را

অর্থাৎ হাফেয-শীরাযী যখন আল্লাহ্র মহব্বতের নেশায় উন্মত্ত হইয়া যায় তখন

পারস্য-সম্রাটের সাম্রাজ্যের প্রতি সে এতটুকু ভ্রুক্ষেপও করে না। ইরানের সুবিশাল সাম্রাজ্যকে একটি যবের বিনিময়েও খরিদ করিতে রাজী না।

সন্‌জরের বাদশার নিকট বড় পীর জীলানী (রঃ)-এর উত্তর ঃ

সন্‌জরের বাদশাহ্ হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ)-কে পত্র লিখিয়াছিল যে, আমি আপনার খান্‌কার ব্যয় নির্বাহের জন্য আমার নিম্‌রোজ রাজ্যটি ওয়াক্‌ফ করিয়া দিতে চাই। উত্তরে তিনি তাঁহাকে লিখিয়াছেন—

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد
گر دردلم بود ہوس ملک سنجرم

সন্‌জরের বাদশার কালো-ছাতার মত আমার ভাগ্যও কালো হইয়া যাউক যদি তাঁহার রাজত্বের প্রতি আমার অন্তরে সামান্য লোভ-লালসাও বিদ্যমান থাকে।

زانگہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب

যখন হইতে আমি অর্দ্ধ-রাতের রাজত্ব লাভ করিয়াছি, অর্থাৎ যেদিন হইতে গভীর রজনীতে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাহাজ্জুদের সেজদা নসীব হইয়া গিয়াছে, উহার স্বর্গীয় স্বাদে আত্মহারা হইয়া আমি দুনিয়ার সকল রাজ্য-রাজত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি।

যেমন মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, যদি তুমি একটি সেজ্‌দার মজাও পাইয়া যাও, তবে হযরত ইবরাহীম ইবনে-আদ্‌হামের মত তুমিও তোমার রাজ্য-রাজত্ব সবকিছু ত্যাগ করিয়া দিবে। সেজদার তছ্‌বীহ্ ছুবহানা রাব্বিয়াল আ'লার মধ্যে আল্লাহ্‌পাক 'ইয়া' ('আমার') যুক্ত করিয়া তাহার নাম যপিতে হুকুম করিয়াছেন। (অর্থাৎ আমার রব্ বলিয়া ডাক দিতে বলিয়াছেন।) ছুবহানাল্লাহ্ অর্থ, আল্লাহ্ পবিত্র। আর ছুবহানা রাব্বিয়া অর্থ, আমার রব্ পবিত্র, আমার মাওলা পবিত্র। আল্লাহ্‌পাক বলেন, হে আমার বান্দা, যদিও তোমরা নামাযের বাহিরে চলা-ফেরা ইত্যাদির সময় ছুবহানাল্লাহ্–ছুবহানাল্লাহ্ পড়িয়া থাক, কিন্তু সেজদার মধ্যে যখন আমার কদমের উপর মাথা রাখ এবং আমার অতি নিকটে আসিয়া যাও, তখন তুমি আমার রব্ (আমার মাওলা) বলিয়া আমাকে ডাক দাও। আমার এত নৈকট্যে আসিয়া এখন ত আমাকে খুলিয়া বল যে, আমি তোমার কি লাগি ? বল যে, আপনি আমার রব্, আপনি আমার মাওলা। বল, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى অর্থাৎ পরম পবিত্র আমার

মাওলা, আমার পালনেওয়ালা, যিনি অতি উচ্চ মর্যাদাওয়ালা। হযরত জীলানী (রঃ) সেদিকে ইঙ্গিত করিয়াই বলিতেছেন—

অর্থাৎ যেদিন হইতে আমি অর্দ্ধ-রাতের রাজত্বের সন্ধান লাভ করিয়াছি, তোমার রাজত্বকে আমি একটিমাত্র যবের বিনিময়েও খরিদ করিতে রাজী নই।

হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গন্জ্-মুরাদাবাদী (রঃ) হযরত থানবী (রঃ)কে বলিয়াছিলেন, মিয়া আশরাফ আলী, যখন আমি সেজদা করি, তখন আমি এত মজা পাই, যেন আল্লাহ্পাক আমাকে আদর করিতেছেন। আর যখন আমি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করি তখন এত মজা আল্লাহ্পাক আমাকে উহার মধ্যে দান করেন যে, পাক কোরআনের ঐ মজা যদি তোমরা পাইয়া যাইতে তবে তোমরা কোর্তা-কাপড় ফাড়িয়া চীৎকার মারিয়া জঙ্গলে চলিয়া যাইতে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বেহেশতের মধ্যে হূরেরা যখন আমার নিকট আসিবে, তখন আমি তাহাদিগকে বলিব, হে বিবিরা, যদি কোরআন শুনিতে চাও তবে বস। অন্যথায় আপন পথে চলিয়া যাও।

দেখুন, আমরা কি চিন্তা করি, আর আল্লাহ্র ওলীগণ কি চিন্তা করেন? আমাদের চিন্তা আর তাঁহাদের চিন্তার মধ্যে কত পার্থক্য? তাঁহারা হইলেন আশেকে-যাতে হক্, (স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের আশেক)।

স্বার্থপর মৌলবী ও আল্লাহ্র ওলী ঃ

জনৈক বেতনভুক্ সরকারী মৌলবী, যে রিয়াসত–রামপুর হইতে বেতন ভোগ করিত, একবার সে হযরত শাহ্ ফযলুর রহমান ছাহেব (রঃ)-এর দরবারে হাযির হইল। শাহ্ ছাহেব তখন বোখারী-শরীফ পড়াইতেছিলেন। মধ্যখানে একটু সুযোগ পাইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হযরত, রামপুরের নবাব সাহেব বলিয়াছেন, আপনি যদি তাঁহার দরবারে আসেন তবে তিনি আপনাকে এক লক্ষ টাকা নযরানা দিবেন। হযরত শাহ্ ছাহেব ইহাতে খুবই মর্মাহত হইলেন এবং বলিলেন, আরে মৌলবী সাহেব, লাখ্ রুপিয়া পর ডালো খাক্— লাখ টাকার উপর মাটি ছোঁড়, আমি যে কথা শুনাইতেছি তাহা শোন। অতঃপর তিনি এই ছন্দটি পাঠ করিলেন—

جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں
تو دل کو بہ از جام جم دیکھتے ہیں

অর্থাৎ আমরা আমাদের অন্তরের উপর আল্লাহ্র রহমতের যে বারিধারা দেখি, উহার পর আমাদের হৃদয়-মন নবাবদের নবাবী ও লক্ষ-কোটি টাকার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেও অপ্রস্তুত। আল্লাহ্র রহ্মতের বারিধারা নবাবী ও টাকার কাড়িকে খোদাপ্রেমিকদের নজরে তুচ্ছতর করিয়া দিয়াছে। কারণ, হাতীওয়ালা যদি কাহারও সহিত বন্ধুত্ব করে, তবে সে ঐ বন্ধুর বাড়ীতে হাতী সহই আগমন করে। তাই,পূর্বেই সে বন্ধুর বাড়ীর গেইট হাতী-প্রবেশের উপযুক্ত করিয়া নির্মাণ করায়। তদ্রূপ, আল্লাহ্পাক যেই অন্তরকে তাহার খাছ্ নূর, খাছ্ তাজাল্লী, খাছ্ নৈকট্য দান করেন, ঐ অন্তরকে তিনি বিশাল বড় বানাইয়া দেন। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন—

ظاہرش را پشہ آرد بچرخ
باطنش باشد محیط ہفت چرخ

অর্থাৎ কোন আল্লাহ্র ওলী বাহ্যিক ভাবে এতটা দুর্বলও হইতে পারেন যে, মশার একটি কামড় খাইয়াই একদম নাচিয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর এত বড় থাকে যে, সাত-আসমান যেন তাঁহার বিশাল অন্তর-জগতের কোন একটি কোণে ঘূর্ণন-রত আছে। হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব (রঃ)-এর একটি ছন্দ মনে পড়িল। তিনি বলেন—

جب کبھی وہ ادھر سے گذرے ہیں
کتنے عالم نظر سے گذرے ہیں

মাওলা যখন আমার অন্তরে খাছ্ তাজাল্লী বর্ষণ করেন, আমার হৃদয়কে তাহার খাছ্ সান্নিধ্য দান করেন,তখন কত অসংখ্য জগত আমি স্বয়ং আমার অন্তর-জগতে দেখিতে পাই।

জিগর-মুরাদাবাদী সে-একই বিষয়কে এভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد
طواف کرتے ہوئے ہفت آسماں گذرے

কখনও কখনও ত সাত-আসমানকে এই এক মুষ্টি মাটির চারি দিকে তাওয়াফে মশগুল দেখিতে পাই। অর্থাৎ ওলী যখন তাহার হৃদয়ে আল্লাহ্পাকের গভীর সান্নিধ্য ও একান্ত সম্পর্ক অনুভব করে, তখন সাত-আসমানকে তাহার অনুগত এক ক্ষুদ্র দাস এবং ভক্তি-বিগলিত ও শির-অবনত এক সদাপ্রস্তুত খাদেম বলিয়া মনে হয়।

হযরত ছাঁই-তাওয়াক্কুল শাহ্ ও হযরত থানবী ঃ

আমার বন্ধুগণ, আমি ইহা আরয করিতেছিলাম যে, আল্লাহ্র নামে এত মজা এবং এত মধু যে, ভাষা উহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রাখে না। থানাভবনে এক বুযুর্গ ছিলেন ছাঁই-তাওয়াক্কুল-শাহ্। তিনি হযরত হাকীমুল-উম্মত থানবী (রঃ)-কে বলিতেন, হযরত জ্বী, মুঝে আল্লাহ্কে নাম-মেঁ ইত্না মযা আ-বে হ্যায়, কে মেরা মোঁহ্ মীঠা হো-জাবে। খোদা-কি কসম, মেরা মোঁহ্ মীঠা হো-জাবে হ্যায়। ইহা থানাভবনের আঞ্চলিক ভাষা। অর্থাৎ হযরতজ্বী, আল্লাহ্র নামে আমি এত মজা পাই যে, আমার মুখ মিঠা হইয়া যায়। অতঃপর বলিলেন,আল্লাহ্র কসম, আমার মুখ একদম মিঠা হইয়া যায়।

শায়েখ মুহীউদ্দীন আবূ-যাকারিয়া নাবাবী (রঃ) হালাওয়াতে-ঈমানী (বা অন্তরে খোদাপ্রদত্ত এ স্বর্গীয় স্বাদ)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, হালাওয়াতে-ঈমানী আল্লাহ্পাক ঐ সব বান্দাগণকে দান করেন যাহারা ঐ-সকল আমল করে যে আমলের উপর হালাওয়াতে-ঈমানীর ওয়াদা রহিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্র ওলীদের সহিত মহব্বত রাখা, কুদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করা ইত্যাদি। মোটকথা, যে সব কাজ করিলে হালাওয়াতে-ঈমানী (বা ঈমানের এক অপার্থিব স্বাদ ও সুমিষ্টতা) প্রদানের ওয়াদা করা হইয়াছে, যাহারা ঐসব কাজ করে, আল্লাহ্পাক তাহাদের অন্তরে সেই অপার্থিব স্বাদ প্রদান করেন। এবং আসলে তাহা অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়)। কিন্তু কোন-কোন লোককে আল্লাহ্পাক ঐ অপার্থিব স্বাদ 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বাদ' রূপেও প্রদান করেন। অর্থাৎ মুখের মধ্যে একদম মিষ্টি-মিষ্টি লাগে। ইহা আল্লাহ্র দান, তিনি যাহাকে ইচ্ছা, দান করেন। তবে মুখে অনুভবযোগ্য মিষ্টতা না পাইলেও প্রত্যেকের অন্তর ঐ-স্বাদ অবশ্যই পাইয়া যায়। ঐ-আমল করার সাথে-সাথে অন্তরের মধ্যে একটা প্রশান্তি লাভ হয়।

অতএব, হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার স্নেহভাজনেরা, আমি ইহা আরয করিতেছি যে, দুনিয়ার জীবনে বাহ্যিক আরামের জন্য আমরা যতটুকু চিন্তা-ফিকির করি, অন্তরকে বা-খোদা (অর্থাৎ খোদাপ্রাপ্ত, খোদার খাছ্ সান্নিধ্য প্রাপ্ত) বানানোর জন্য আমাদিগকে তদপেক্ষা বেশী ফিকির করিতে হইবে, যদি আমরা শান্তিতে থাকিতে চাই। অন্যথায় এয়ারকণ্ডিশনের ভিতরে থাকিয়াও নানাহ চিন্তা-পেরেশানী এবং বিপদের ফলে অন্তরে অশান্তির আগুন জ্বলিতে থাকিবে। সহস্র-সহস্র, লক্ষ-লক্ষ রিয়ালের মধ্যেও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার অজস্র লাথি-ঘুষি খাইয়া অন্তর সর্বদা

অস্থির ও পেরেশান থাকিবে। কারণ, শান্তির বাহ্যিক সামান থাকিলেই অন্তরেও যে শান্তি থাকিবে তাহা জরুরী নহে। (অন্তরের শান্তি ত কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইয়াদ্ ও আল্লাহ্র আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল।) মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) বলেন—

آں یکے در کنج مسجد مست وشاد
واں یکے در باغ ترش ونامراد

একজন মসজিদের কোণে টুটা-ফুটা চাটাইর উপর বসিয়া আনন্দে আত্মহারা। আর একজন চতুর্দিক ফুলে-ফুলে সুশোভিত বাগানের মধ্যে থাকিয়াও চিন্তা-পেরেশানীর অসংখ্য কাঁটার ঘায়ে অস্থির ও অশান্তিগ্রস্ত। একজন ফুলের মধ্যে কাঁদিতেছে, আর একজন কাঁটার মধ্যে হাসিতেছে।

দুশ্চিন্তা-প্রুফ অন্তর ঃ

কেহ যদি বলে, কাঁটার মধ্যেও হাসা অর্থাৎ পেরেশানীর মধ্যেও আনন্দিত থাকা— ইহা ত পরস্পরবিরোধী দুই-জিনিসের সম্মিলন বা একত্রীভূত হওয়ার দাবী করা হইতেছে। ইহা কিরূপে সম্ভব ? কিভাবে আল্লাহ্পাক পেরেশানীর মধ্যেও তাহার বান্দাকে প্রফুল্ল রাখিতে পারেন ? আমি বলিব, কেন জনাব, আপনি কি সুইজারল্যান্ডের তৈরী ওয়াটারপ্রুফ (পানি-রোধক) ঘড়ি দেখেন নাই ? চতুর্দিকে সম্পূর্ণরূপে পানির মধ্যে ডুবিয়া থাকা সত্ত্বেও কেন উহার মধ্যে পানি প্রবেশ করিতে পারিতেছে না ? কারণ, উহা ওয়াটার-প্রুফ। উহাকে তৈরীই করা হইয়াছে এমন ভাবে যে, উহার ভিতর পানি প্রবেশের কোন পথ নাই। অনুরূপ ভাবে, আল্লাহ্পাক তাহার আশেকদের অন্তরকেও দুশ্চিন্তা-প্রুফ করিয়া দেন। যাহার অন্তরের উপর আল্লাহ্পাকের দয়া ও মেহেরবাণীর দৃষ্টি হয়, হাজার সমস্যা এবং হাজার পেরেশানীর পরিস্থিতিতেও সে নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্ল-চিত্ত থাকে। ঐসব সমস্যা ও পেরেশানী তাহার সংশোধন, পরিমার্জন ও রূহানী তর্বিয়তের জন্য আসে। তাহার জীবন গঠন ও ঈমানের উন্নতি-অগ্রগতি সাধনের জন্য আসে। দৃশ্যতঃ হাজার দুঃখ-কষ্ট থাকা সত্ত্বেও ভিতরে-ভিতরে সে আনন্দ-মত্ত ও সন্তুষ্ট-চিত্ত থাকে। যদিও সে কাঁদিতেও থাকে, চক্ষু হইতে অশ্রুও ঝরিতে থাকে, যেমন, সন্তানের অসুখ বা নিজের রোগের যাতনায় কখনও ক্রন্দনও করে। কিন্তু এই পেরেশানী বা দুঃখ-কষ্ট তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। উহার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছি। এক ব্যক্তি কড়া ঝালের শামী-কাবাব খাইতেছে এবং চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতেছে।

ঐ অবস্থায় কেহ তাহাকে বলিয়া ত দেখুক যে, ভাই, মনে হয় আপনি কোন বিপদে আছেন। আপনার বড় কষ্ট হইতেছে। আপনি শামী-কাবাব খাওয়া পরিত্যাগ করুন। অনর্থক কেন কাঁদিতেছেন ? আপনি আর খাইয়েন না, কাবাবগুলি আমাকে দিয়া দিন। তখন সে কি উত্তর দিবে ? নিশ্চয় সে ইহাই বলিবে যে, ভাই, যদিও আমার চোখ দিয়া পানি বাহির হইতেছে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে আমি অত্যন্ত স্বাদ পাইতেছি। খুব স্বাদ আস্বাদন করিতেছি। আমার এই অশ্রু বড় স্বাদের অশ্রু। ইহা কোন দুঃখ বা কষ্টের অশ্রু নয়।

তদ্রূপ, যদি সকল নাফরমানী, সকল পাপ কাজ বর্জন করিয়া আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিয়া লওয়া যায়, তবে বাহ্যিক ভাবে শত প্রকার দুঃখ-কষ্টের হালতে থাকিলেও অন্তরে শান্তি ও আনন্দ বিরাজিত থাকে। শর্ত হইল, সকল পাপ কাজ, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কাজ পরিহার করিয়া দিতে হইবে। কারণ, পাপের প্রতিফলে আল্লাহ্‌র রহ্‌মত দূর হইয়া যায়। প্রত্যেক নাফরমানীই বান্দাকে খোদা হইতে দূরে সরাইয়া দেয়।

পাপের বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, ছোট হইতে ছোট পাপও বান্দাকে আল্লাহ্ হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। আর নেক্ কাজের স্বভাব হইল, ছোট হইতে ছোট নেক্-কাজও বান্দাকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করিয়া দেয়। অতএব, যত প্রকার গুনাহ্ আছে, সমস্ত গুনাহ্‌কে জহর (বিষ) মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়া দিবে। এবং ছালেহীনের অর্থাৎ নেক্-লোকদের সংসর্গে থাকিবে ও আল্লাহ্‌পাকের যিকির করিবে। তাহা হইলে আল্লাহ্‌পাক তাহার অন্তরকে দুঃখ-প্রুফ, কষ্ট-প্রুফ, অশান্তি-প্রুফ করিয়া দিবেন। (অর্থাৎ কষ্টকর অবস্থার মধ্যেও অন্তরে কোনরূপ অশান্তি বা অস্বস্তি অনুভব হইবে না।) এমন লোক দুনিয়াতে সর্বদা সর্বত্র আনন্দিত ও প্রফুল্লচিত্ত থাকে। যত চিন্তা-পেরেশানীই হউক না কেন,উহা তাহার অন্তরের বাহিরে-বাহিরেই থাকে।

কাহারও উপর যখন আল্লাহ্‌পাকের দয়া ও মেহেরবাণীর নজর হয় এবং আল্লাহ্‌পাক ইহা চান যে, এই বান্দাকে আমি আনন্দিত রাখিব, তখন দুনিয়ার সমস্যাবলী তাহাকে চিন্তিত বা নিরানন্দ করিতে পারে না। এই মর্মে মাওলানা রুমী (রঃ) এর একটি ছন্দ শুনুন। তিনি বলেন—

گر او خواہد عین غم شادی شود
عین بند پائے آزادی شود

অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যদি ফয়সালা করেন যে, এই বান্দাকে আমি সুখী ও আনন্দিত রাখিব, তবে হুবহু ঐ দুঃখ-বেদনা নামক বস্তুটিকেই তিনি শান্তি ও আনন্দে পরিণত করিয়া দিতে পারেন।

ইহা হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) কৃত ব্যখ্যা যাহা তিনি তাঁহার কালীদে-মছ্নবী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ দুনিয়ার লোকেরা ত কষ্ট দূর করার জন্য শান্তি ও আনন্দের আসবাব-উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া দিবে, আগুনকে হটাইয়া পানি আনিয়া দিবে। কিন্তু আল্লাহ্পাক পরস্পর-বিরোধী দুই-বস্তুকেও একত্রিত করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি হুবহু আগুনকেই পানি বানাইয়া দিতে পারেন, দুঃখকেই তিনি সুখে রূপান্তরিত করিতে পারেন। এবং বন্দীর পায়ের বেড়ীকেই তিনি 'মুক্তি ও স্বাধীনতা' বানাইয়া দিতে পারেন।

আল্লাহ্র রাস্তার জেলখানা ঃ

তাই ত হযরত ইউসুফ আলাইহিছ্-ছালামকে যখন বন্দীশালায় নিক্ষেপ করা হইল,তখন তিনি সানন্দ-চিত্তে বলিলেন— رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ হে আল্লাহ্! ইহা আপনার রাস্তার জেলখানা। আপনার কারণে আমি জেলে যাইতেছি। যদিও আমি জেলে যাইতেছি, কিন্তু যেহেতু সেখানে আপনি আছেন, অতএব, হে ফুলবাগানের স্রষ্টা, যেখানে আপনি আছেন, কিছুতেই তাহা জেলখানা হইতে পারে না। বরং উহা ত আমার প্রাণাধিক প্রিয় জায়গা। জেলখানা নয় বরং উহা আমার অতি প্রিয় ঠিকানা। তাই, আমি বলিয়া থাকি, আল্লাহ্পাক এত মাহ্বুব, এত প্রিয় যে, তাহার রাস্তার জেলখানাও অত্যন্ত প্রিয়। হায়, যাহার রাস্তার জেলখানাও অত্যন্ত প্রিয়, তাহার রাস্তার ফুলবাগান কিরূপ হইবে?

বন্ধুগণ, আল্লাহ্র পথে নজরের হেফাজত করিতে গিয়া বা যেকোন গুনাহ্ ত্যাগ করিতে গিয়া যদি একটি কাঁটাও বিদ্ধ হয়, অন্তরে আঘাত লাগে, কষ্ট অনুভব হয়, তবে আল্লাহ্র কসম, দুনিয়ার সমস্ত ফুলও যদি ঐ কাঁটাকে সালাম পেশ করে, তবুও উহার সম্মান ও মর্যাদার এতটুকু হক্ও আদায় হইবে না। আল্লাহ্র নাফরমানী ত্যাগ করিতে গিয়া অন্তরে যে কষ্ট অনুভব হইল, দুনিয়ার সমস্ত আনন্দও যদি ঐ-কষ্টকে সালাম করে, আল্লাহ্র নিকট ঐ কষ্টের যে দাম ও মর্তবা, ইহাতে উহার এক বিন্দু হক্ও আদায় হইতে পারে না। কারণ, ইহা আল্লাহ্র রাস্তার কষ্ট। ইহার মূল্য যে কত বড়, তাহা কল্পনাই করা যায় না।

ইহার মূল্য জানে নবী ও ওলীদের প্রাণ। তাঁহারা জানেন যে, এই কাঁটা ও কষ্টের কি দাম ? এজন্যই সর্বদা তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা ও মাতোয়ারা থাকেন।

কারণ, তাঁহারা আল্লাহ্ তাআলাকে রাজী করিয়া লইয়াছেন। তাই আল্লাহ্পাকও তাঁহাদের হৃদয়-মনকে তুষ্ট ও আনন্দিত করিয়া রাখেন। কোন পেরেশানী ও দুঃখ-বেদনা তাঁহাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। হৃদয়ের বাহিরে-বাহিরেই থাকে।

কষ্ট ও আনন্দের সম্মিলন ঃ

এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, কষ্ট ও আনন্দ এতদুভয় কিভাবে একত্রিত হইতে পারে ? দুঃখ-বেদনার কাঁটা সমূহের মধ্যেও মন কিভাবে হাসিতে পারে, আনন্দিত হইতে পারে ? এবিষয়ে আমার একটি ছন্দ আছে—

صدمہ وغم میں مرے دل کے تبسم کی مثال
جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے

অর্থাৎ দুঃখ-বেদনার মধ্যেও আমার হৃদয়ের মুচকি-হাসির উদাহরণ এরূপ, যেভাবে অসংখ্য কাঁটায় ঘেরা শাখায়-শাখায় ফুল ফুটে। কলির যদি এই নেআমত হাসিল হইতে পারে যে, অসংখ্য কাঁটার মধ্যেও উহারা ফুটিয়া যায়, তবে আল্লাহ্পাক কি স্বীয় দয়া ও করুণা বলে তাহার খাস্-বান্দাগণের হৃদয়-মনকে তাছ্লীম ও রেযার বরকতে সম্পূর্ণ দুঃখ-কষ্টের হালতেও আনন্দিত রাখিতে পারেন না ? তছ্লীম ও রেযা অর্থ, আল্লাহ্ যখন যে-হালতে রাখেন, সর্ব-অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, নিবেদিত থাকা। এ সম্পর্কে আমার আরও একটি ছন্দ আছে—

اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزیں بھی
ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے

অর্থ ঃ তাছ্লীম ও রেযার (তথা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণের) তলোয়ারের দ্বারা আমার বেদনাহত-প্রাণ প্রতিটি মুহূর্তে শাহাদতের স্বাদ আস্বাদন করিতেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক বান্দাকে যখন যে-হালতে রাখেন, বান্দার কাজ হইল উহার উপর সন্তুষ্ট থাকা। তাহা হইলে ইন্শাআল্লাহ্ তাছ্লীম ও রেযার (এই সন্তুষ্ট ও সমর্পিত থাকার) বরকতে সর্বাবস্থায়ই সে আনন্দিত থাকিবে।

আমার আরও একটি ছন্দ মনে পড়িয়া গেল—

অর্থ ঃ জীবনকে আমি দারুণ শান্তিময় পাইয়াছি, যদিও বহু দুঃখ-বেদনা হৃদয়কে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। কারণ, মাওলার ভালবাসার বেদনার বরকতে শত বেদনার মধ্যেও আমি বেদনাহীন থাকি।

এই তাছ্লীম ও রেযা (আল্লাহ্তে সমর্পণ ও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্টি) অনেক বড় জিনিস। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) আমার শায়েখ্ শাহ্ আবদুল গণী ছাহেব (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বলুন তো, এখলাছের উপরও কোন মকাম (উচ্চ স্থান) আছে কি ? তিনি বলিলেন, হযরত, আমার জানা নাই। হযরত বলিলেন, (আছে। উহার নাম) তাছ্লীম ও রেযা। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। এই আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির ফলে অনেক বড় পুরস্কার লাভ হয়। আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রঃ) বলেন—

ترے غم کی جو مجھکو دولت ملے
غم دو جہاں سے فراغت ملے

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এ হৃদয়ে যদি আপনার বেদনার মত অমূল্য সম্পদ লাভ হয় তবে উহার ফলে উভয়-জগতের সকল বেদনা ও ভাবনা হইতে আমি মুক্ত হইয়া যাইব।

আল্লাহ্র বেদনা বড়ই মজাদার বেদনা। ইহা নবী ও ওলীদের হিস্সা। আল্লাহ্পাক তাহার রাস্তায় আধা-জান্ নেন। কিন্তু বিনিময়ে তিনি শত-শত জান্ দান করেন।

نیم جاں بستاند وصد جاں دہد
انچہ در وہمت نیاید آں دہد

অর্থ ঃ মাওলানা রুমী বলেন যে, আল্লাহ্পাক বান্দার আধা-জান্ নিয়া তাহাকে শত-শত জান্ দান করেন। অর্থাৎ সামান্য কষ্টের বিনিময়ে তিনি অনেক বড় বড় পুরস্কার দান করেন যাহা তোমার কল্পনায়ও আসিতে পারে না। এজন্যই যাদেরকে আল্লাহ্পাক তাহার মহব্বত-মারেফাত দান করেন তাহারা সমস্ত পাপের কাজ বর্জন করিয়া দেয়।

এক শরাবখোরের তওবা ঃ

কবি জিগর-মুরাদাবাদী শরাব বর্জন করিয়াছে, দাড়ি রাখিয়াছে। অথচ, সে এত বেশী শরাব পান করিত যে, কবিতার আসরে অংশগ্রহণের জন্য লোকেরা তাহাকে

নেশার হালতে উঠাইয়া লইয়া যাইত। জিগর নিজেই বলেন—

اب ہے روز حساب کا دھڑکا
پینے کو تو بے حساب پی لی

অর্থ ঃ শরাব ত আমি এত পান করিয়াছি যাহার কোন হিসাব নাই। কিন্তু এখন হিসাবের দিনের ভয়ে কাঁপিতেছি।

তাহার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় পয়দা হইয়া গেল। তিনি তওবা করিলেন। হযরত হাকীমুল-উম্মতের নিকট চলিয়া গেলেন। তাঁহার দ্বারা দোআ করাইলেন। বলিলেন, হযরত, দোআ করিয়া দিন যেন আমি শরাব ত্যাগ করিতে পারি, হজ্ করিতে পারি এবং দাড়ি রাখিতে পারি। অতঃপর তিনি পূর্ণ এক-মুঠ্ দাড়ি রাখিলেন, শরাব ত্যাগ করিলেন। ডাক্তারদের বোর্ড তাহাকে বলিল, শরাব পান না করিলে তুমি মরিয়া যাইবে। তিনি বলিলেন, হাঁ, মরিয়া ত যাইব। কিন্তু যদি পান করিতে থাকি তবে কতদিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিব ? ডাক্তারগণ বলিলেন, হয়তঃ আরও দুই-চারি বৎসর গাড়ী চলিতে পারে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র গযবের সহিত বাঁচিয়া থাকার চেয়ে ইহাই শ্রেয় যে, জিগর শরাব বর্জনের ফলে এখনই মৃত্যু বরণ করে। কারণ, এখন মরিলে জিগর আল্লাহ্র রহ্মতের ছায়ার মধ্যে মৃত্যু বরণ করিবে। আর যদি পান করিতে করিতে মরি, তবে সেই মৃত্যু আসিবে আল্লাহ্র গযবের হালতে। অতএব, উহা অপেক্ষা এখন মৃত্যুবরণ করাই আমার জন্য শ্রেয়। কিন্তু আল্লাহ্র রহমতে জিগর সুস্থ হইয়া গেলেন এবং দীর্ঘ-দিন বাঁচিয়া থাকিলেন। স্বাস্থ্যও খুব ভাল হইয়া গিয়াছিল। এবং সুন্নত মোতাবেক দাড়ি রাখার পূর্বেই আল্লাহ্পাক তাহার মুখ হইতে একটি ছন্দ বাহির করাইলেন—

چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا
سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا

অর্থ ঃ চল আমরা জিগরের তামাসা দেখিতে যাই। শুনিলাম ঐ কাফেরটা নাকি মুসলমান হইয়া যাইবে ?

একবার তিনি মীরাঠে ঘোড়ার গাড়ীতে বসা ছিলেন। গাড়ীওয়ালা জিগরের এই ছন্দটি রটিতেছিল। যালেম বুঝিতে পারে নাই যে, জিগর আজ সত্যিকার মুসলমান রূপেই তাহার গাড়ীতে বসা আছেন। জিগর এই ছন্দ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে,

আয় আল্লাহ,আপনার এত বড় অনুগ্রহ লাভের পূর্বেই আপনি সে সম্পর্কে ছন্দ বলার তওফীক দান করিয়াছেন, অতঃপর নাফরমানী হইতে মুক্তি দান করিয়াছেন।

তো আমার বন্ধুগণ, আমি আরয করিতেছিলাম যে, লুঙ্গী-পায়জামা টাখনুর উপরে রাখা, এক-মুঠ্ দাঁড়ি রাখা, কুদৃষ্টি ত্যাগ করা, গীবত ত্যাগ করা, নিজেকে সকলের চেয়ে তুচ্ছ মনে করা, অর্থাৎ শরীঅতের যাহেরী-বাতেনী সমস্ত বিধানাবলীর উপর পুরাপুরি আমল করা জরুরী। এবং এজন্য বুযুর্গদের সোহ্বত লাভ করা জরুরী। বুযুর্গদের সোহ্বতের বরকতে তাঁহাদের অন্তরের ইয়াকীন তোমার অন্তরেও পয়দা হইবে।

একশত লোক হত্যাকারীর ক্ষমার আয়োজন ঃ

বুযুর্গদের ছোহ্বতের গুরুত্ব বোখারী-শরীফ ও মুসলিম-শরীফের ঐ হাদীছের দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, এক শত লোকের হত্যাকারীকে আদেশ করা হইল, যাও, অমুক স্থানে আওলিয়াদের এক বস্তি আছে, সেখানে গিয়া তওবা কর। তাহা হইলে তোমার তওবা কবূল হইয়া যাইবে। ছুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্র ওলীদের এত বড় মর্তবা যে, যেই যমীনের উপর তাঁহারা আল্লাহ্কে স্মরণ করেন, ছুবহানাল্লাহ্—আলহামদু লিল্লাহ্ বলেন, চোখের পানি ফেলেন, ঐ যমীনকে আল্লাহ্পাক এত ইয্যত দান করেন যে, একশত লোক হত্যাকারী আসামীর তওবা কবূলের জন্য তাহাকে সেই ওলীদের বস্তিতে যাইতে বলা হইয়াছে। অথচ ঐ সর্বশক্তিমান, মহা ক্ষমাকারী, অসীম তওবা-কবূলকারী আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যেকোন যমীনের উপরই তাহাকে ক্ষমা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু স্বীয় খাস্ রহ্মত অবতীর্ণের জন্য, বিশেষ করুণা প্রকাশের জন্য তিনি ওলীদের যমীনকে নির্বাচন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আওলিয়াদের সম্মান ও মর্যাদা অনুমান করা যায়।

আল্লামা ইবনে-হজর আছ্কালানী বোখারীর শরাহ্ ফাত্হুল-বারীর ষষ্ঠ খণ্ডের ৫১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আওলিয়াদের ঐ বস্তির নাম ছিল নাছারাহ্, আর পাপিষ্ঠদের বস্তির নাম ছিল কাফারাহ্। ঐ লোকটি আওলিয়াদের ঐ বস্তি পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। রাস্তার মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর সময় স্বীয় বক্ষ ঐ বস্তির দিকে করিয়া দিয়াছিল। তাহার এই ভঙ্গির উপর আল্লাহ্পাকের মেহেরবাণী হইল। কিভাবে তিনি সেই মেহেরবানী করিলেন ? আযাবের

ফেরেশতারা বলিতেছিল, তাহাকে আমরা নিয়া যাইব। কারণ, সে এখনও ঐ বস্তি পর্যন্ত পৌঁছে নাই। আর রহ্মতের ফেরেশতারা বলিতেছিল, সে ত ঐ দিকেই যাইতেছিল। মাঝখানে মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে, যাহা তাহার এখতিয়ারের বিষয় ছিল না। অতএব, তাহাকে আমরা নিয়া যাইব। এই মতবিরোধ দূর করার জন্য আল্লাহ্পাক অন্য এক ফেরেশ্তা পাঠাইলেন। সেই ফেরেশতা উক্ত ফেরেশতা-দিগকে বলিল, তোমরা উভয় বস্তির দূরত্ব মাপিয়া দেখ। ওদিকে আল্লাহ্পাক নেক্কারদের বস্তিকে হুকুম দিলেন, তুমি কিছুটা ঐ লোকের নিকটবর্তী হইয়া যাও। কারণ, তোমার উপর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারা বসবাস করে। আর পাপওয়ালা বস্তিকে হুকুম দিলেন, তুমি এই বান্দা হইতে দূরে সরিয়া যাও। কারণ, তোমার উপর খোদা হইতে দূরে-নিক্ষিপ্ত লোকেরা বসবাস করে। মেরকাত শর্হে-মেশ্কাত কিতাবের ৫ম খণ্ডে ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে যে, মোহাদ্দেছীনে-কেরাম ইহার নাম রাখিয়াছেন—

فَضْلٌ فِىْ صُوْرَةِ عَدْلٍ "ইন্সাফের নামে দয়া"। অর্থাৎ একদিকে ফেরেশতাদের দ্বারা যমীন মাপাইতেছেন, অপরদিকে নিজেই ভিতরে-ভিতরে বান্দা-বেচারার মুক্তির সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করিতেছেন। এ বিষয়ে মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আহ্মদ ছাহেব (রঃ) এর একটি ছন্দ মনে পড়িল। তিনি বলেন—

حسن کا انتظام ہوتا ہے
عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے

অর্থাৎ মঙ্গলের ও সাফল্যের সকল রাস্তা ও ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ্পাকই সম্পন্ন করেন, যদিও নাম হয় আল্লাহ্র আশেক-বান্দাদের। যেমন, আল্লাহ্পাকের রহ্মতই এখানে সবকিছু সম্পন্ন করিয়াছে। অন্যথায় বাস্তবে নেক্কারদের ঐ বস্তি ত দূরে ছিল। তাই, সত্য ইহাই যে—

عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے

আশেকের শুধু নাম। আসলে কাজ করে খোদ্ আল্লাহ্পাকের রহমত।

আরে, আমরা যদি অল্প-স্বল্প পরিমাণেও আল্লাহ্র নাম নিই এবং ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে রাযী করিয়া লই, তবে ক্ষমাপ্রার্থীদিগকেও তিনি মোত্তাকীদের সম-মর্যাদা দান করেন।

إِنَّ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ نَزَلُوْا مَنْزِلَةَ الْمُتَّقِيْنَ —

অর্থাৎ এস্তেগ্‌ফারকারীদিগকে (ক্ষমাপ্রার্থীদিগকে) মোত্তাকীদের পর্যায়ে গণ্য করা হয়।

এস্তেগ্‌ফার সম্পর্কে যে-হাদীছখানা আমি পাঠ করিয়াছিলাম এখন উহার তরজমা শুনুন। দোজাহানের সর্দার হযরত রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এছ্‌তেগ্‌ফারকে লাযেম (অবধারিত) করিয়া লয়, অর্থাৎ যে-ব্যক্তি বেশী-বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা করে, আল্লাহপাক তাহার জন্য সকল সংকট ও পেরেশানী হইতে মুক্তি লাভের পথ খুলিয়া দেন এবং এমন-এমন স্থান হইতে তাহাকে রিযিক দান করেন যেদিকে তাহার কল্পনাও যায় না। তবে সেই এস্তেগফার হইতে হইবে উহার শর্তাবলী সহকারে। তন্মধ্যে দুইটি শর্ত ত বর্ণনা হইয়া গিয়াছে—

১— গুনাহের কাজ হইতে পৃথক হইয়া যাওয়া।

২— কৃত ঐ গুনাহের জন্য অন্তরে অনুতাপ পয়দা হওয়া। তওবা কবূলের তৃতীয় শর্ত মোহাদ্দেছীন এই লিখিয়াছেন—

أَنْ يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَنْ لَا يَعُوْدَ إِلَى مِثْلِهَا أَبَدًا (شرح مسلم للنووى ج ٢ صـ٣٤٦)

অর্থাৎ পাক্কা-এরাদা (দৃঢ় সংকল্প) করিবে যে, আয় আল্লাহ্, ভবিষ্যতে আর কখনও এই গুনাহ্ করিব না।

যদি শয়তান আসিয়া কানে-কানে বলে যে, তুমি ত এই গুনাহ্ আবারও করিবে, তবে উহার উত্তর এই যে, তাক্‌ওয়ার আয্‌ম্ তথা পুনরায় ঐ গুনাহ্ না করার দৃঢ় সংকল্পই তওবা কবূলের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্‌পাক এই সংকল্পকেই কবূল করিয়া নেন। তবে শর্ত এই যে, এই সংকল্পকে ভঙ্গ করার সংকল্প না থাকা চাই। এরাদাকে ভঙ্গ করার এরাদা যদি না থাকে, তবে আল্লাহ্‌পাক এই এরাদাকে কবূল করিয়া নেন। বস্, তওবা করার সময় আল্লাহ্‌পাকের উপর ভরসা করিয়া বলিয়া নিবে যে, আয় আল্লাহ্, আমি আপনার উপর ভরসা করিয়া পাক্কা-এরাদা করিয়াছি যে, আর কখনও এই গুনাহ্ করিব না। পরে যদি তওবা ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে আবার ক্ষমা চাহিয়া নিব। বলুন, আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়া আমরা কোথায় যাইতে পারি?

নফ্ছকে যদি পরাভূত করিতে নাও পার তবে ঃ

হযরত খাজা আযীযুল-হাছান মজ্যূব (রঃ) বলেন—

نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو
تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے
ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی
کبھی وہ دبالے کبھی تو دبالے
جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی
بہر حال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے
یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے
جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

অর্থ ঃ পাপের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী নফ্ছকে যদি তুমি পরাভূত করিতে না পার তবে হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াও থাকিও না। এই নফ্ছের সঙ্গে ত সারা জীবনই তোমার লড়াই চলিতে থাকিবে। তাই সে যদি কখনও তোমাকে পরাভূত করে তবে তুমিও তাহাকে পরাভূত করার চেষ্টা কর। কখনও সে পরাভূত করিল, কখনও তুমি পরাভূত করিলে। নফ্ছের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তুমি জীবনভরও যদি শুধু ব্যর্থ আর ব্যর্থ হইতে থাক, তবে সত্য-সত্যই যদি তুমি আল্লাহ্প্রেমিক হইয়া থাক, তাহা হইলে কিছুতেই তুমি চেষ্টা ত্যাগ করিবে না। যাহাতে আল্লাহ্র সাথে তোমার ভালবাসার এই বন্ধন অটুট থাকে সেজন্য তোমাকে চেষ্টা চালাইয়া যাইতেই হইবে। তাই ভালবাসার এ বন্ধনে যদি শত বারও ভাঙ্গন ধরে, তবে শত বার তুমি তাহা জুড়িয়া লও।

হায়, গুনাহ্ ত ছাড়িলে না, অথচ আল্লাহ্কে ছাড়িয়ে দিলে ? আরে, আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কোথায় যাইবে ? আর কোন ঠিকানা আছে ? অন্য কোন খোদা আছে ?

نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو
کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্, আপনি যদি নেক্‌কার ব্যতীত আর কাহাকেও কোন পাত্তা না দেন, তবে আপনার গুনাহ্‌গার বান্দারা কোথায় যাইবে ? কাহার নিকট আশ্রয় পাইবে ?

বন্ধুগণ, নেক্‌কারদের যেই আল্লাহ্, গুনাহ্‌গারদেরও সেই একই আল্লাহ্। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া আমরা কোথায় যাইব ? আর কোন ঠিকানা ত নাই। তাই, তওবা ও এস্তেগ্‌ফারের সযত্ন প্রয়াস নেহায়েত জরুরী। যেকোন সময় কোন ভুল-চুক্ হইয়া গেলে অবশ্যই তওবা ও এস্তেগ্‌ফার করিয়া নিবে।

পাপের পর মানুষ যখন তওবা করিতে চায় তখন শয়তান মনে মনে তাহাকে লজ্জা দেয় এবং বলে, তুমি কোন্ মুখে তওবা করিতেছ ? তোমার শরম লাগে না, অথচ প্রতিদিন তুমি আবারও সেই কর্মই কর যাহা হইতে তওবা করিতেছ ? আসলে ইহা প্রকৃত শরম নয়।

প্রকৃত শরম কাহাকে বলে ঃ

প্রকৃত শরম সম্পর্কে বিখ্যাত মোহাদ্দেছ মোল্লা আলী কারী (রঃ) মেরকাত শরহে-মেশ্‌কাত কিতাবে লিখিতেছেন—

فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ

প্রকৃত শরম এই যে, তোমার মাওলা তোমাকে এমন কাজে, এমন স্থানে, এমন হালতে না দেখেন যাহা হইতে তিনি তোমাকে নিষেধ করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌পাক দিবারাত আমাদিগকে গুনাহের মধ্যে দেখিতেছেন, তখন আমাদের লজ্জা হয় না। অথচ তওবা করিতে আমাদের লজ্জা হইতেছে। বড় লজ্জাশীল বনিয়াছি আমরা! ইহা কত বড় শয়তানী ধোকা ? প্রকৃত লজ্জা ত এই যে, মানুষ গুনাহ্ হইতে বিরত হইয়া যায়, গুনাহ্ করিতে শরম লাগে। কোন কোন লোক কবি গালেবের এই ছন্দ পাঠ করে—

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب
شرم تم کو مگر نہیں آتی

হে গালেব! তুমি কোন্ মুখে কা'বা যাইবে ? স্বীয় অপকর্মের জন্য তোমার কি লজ্জা হয় না ?

গালেবের এই কথা অনুসরণ করিলে আজ মুসলমানগণ কা'বা গমন হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইতেন। তাই, গালেবের এই ছন্দের সংশোধন জরুরী ছিল। মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব (রঃ) যিনি শাহ্ ফয্‌লে রহ্‌মান গান্‌জ্-মুরাদাবাদী (রঃ)-এর সিল্‌সিলার খলীফা, তিনি বলিয়াছেন, আখতার মিয়া, আমি এই ছন্দটি সংশোধন করিয়া দিয়াছি। অন্যথায় গালেবের এই ছন্দ লোকদিগকে আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ করিয়া দিত এবং কা'বা দর্শন হইতে বঞ্চিত করিয়া দিত। আমি বলিলাম, হযরত, বলুন আপনি কি সংশোধন করিয়াছেন ? বলিলেন, আমি উহাকে এভাবে সংশোধন করিয়া দিয়াছি—

میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا
شرم کو خاک میں ملاؤں گا
ان کو رو رو کے میں مناؤں گا
اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا

অর্থ ঃ এই মুখ নিয়াই আমি কা'বা গমন করিব। মনের লজ্জা-সংকোচকে আমি দু'পায়ে দলিত করিব। কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি আমার আল্লাহ্‌কে রাজী করিব। আমার বরবাদ-জীবনকে আমি এভাবে আবাদ করিব, এভাবে গড়িয়া তুলিব।

আল্লাহ্-আল্লাহ্! দেখ, আল্লাহ্‌র ওলীদের কবিতার মধ্যে আর দুনিয়াদারদের কবিতার মধ্যে কিরূপ পার্থক্য হয় ?

যেভাবে মাছের শান্তি পানিতে ঃ

একটি মাছকে যদি তুমি দশ বারও শিকার কর এবং তাহার কানে-কানে বল যে, কি খবর, পানিতে যাইতে চাও ? নাকি বার বার ধরা পড়িয়া বার বার পানিতে যাইতে শরম বোধ হইতেছে ? তো মাছ বলিবে—

گرچہ در خشکی ہزاراں رنگہاست
ماہیاں را با یبوست جنگہاست

হে শিকারীরা, শোন, যদিও তোমরা স্থলের মধ্যে হাজার-হাজার আকর্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছ, এখানে মিরিণ্ডা আছে, শামী-কাবাব আছে, বিরিয়ানী আছে, কিন্তু এই সবকিছুই আমাদের জন্য মৃত্যু।

گرچہ در خشکی ہزاراں رنگہاست
ماہیاں را با یبوست جنگہاست

পানিবিহীন এ অসংখ্য আকর্ষণ ও আনন্দের সামান আমাদের কোন কাজে আসিবে না। আমাদিগকে পানিতে ফেলিয়া দাও। সেখানের তুফানও আমাদের জন্য উপকারী।

তদ্রূপ, মোমেনের জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সাথে সবকিছুই মঙ্গলময়। আল্লাহ্পাক যেই হালতে রাখেন, উহার মধ্যে বরকত, উহার মধ্যে কল্যাণ। আর যদি আল্লাহ্ নারাজ থাকেন, তবে সুখের লাখ আসবাব, লাখ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাহার আত্মা পানিবিহীন মাছের মত ছটফট্ করিতে থাকিবে, অশান্তিগ্রস্ত থাকিবে।

তো আমি একটি হাদীছ শুনাইতেছিলাম যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইতেছেন, যে ব্যক্তি বেশী–বেশী এস্তেগফার করিতে থাকে অর্থাৎ আল্লাহ্কে রাযী করার চেষ্টা করিতে থাকে, গুনাহের ফলে আল্লাহ্পাকের সহিত যে সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কাকুতি-মিনতি করিয়া, চোখের পানি ছাড়িয়া কাঁদিয়া-কাঁদিয়া আল্লাহ্পাকের সহিত বন্দেগীর সেই সম্পর্ক জুড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতে থাকে, আল্লাহ্পাক তাহাকে কি কি অমূল্য পুরস্কার দান করেন উহার বিবরণ পরে আসিতেছে।

চোখের পানির দাম ঃ

তবে তৎপূর্বে হে বন্ধুগণ, ইহাও শুনিয়া নিন যে, আল্লাহ্পাকের নিকট বান্দার চোখের পানির কি দাম ?

মেশকাত-শরীফের হাদীছ—

مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَاِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ثُمَّ يُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهٖ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ - مشكوة صـ ٤٥٨

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, কোন বান্দার চক্ষুদ্বয় হইতে যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে অনুতাপের অশ্রু বাহির হয়, যদিও তাহা মাছির মুণ্ড-পরিমাণই হউক না কেন, তবে ঐ-চেহারাকে আল্লাহ্‌পাক জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করিয়া দেন।

আমি আমার মোর্শেদ শাহ্ আব্দুল গণী ফুলপুরী (রঃ)-কে দেখিয়াছি, সব সময় স্বীয় চোখের পানি তিনি চেহারার উপর মলিয়া দিতেন এবং বলিতেন, আমি হাকীমুল-উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-কে দেখিয়াছি, সব সময় স্বীয় চোখের পানিকে তিনি চেহারার উপর মলিয়া নিতেন। অতঃপর আমি এক ছাহাবীর বর্ণনা দেখিয়াছি, তিনি বলেন, আমি আমার চোখের পানি চেহারার উপর এজন্য মলিয়া দিই যে,আমার প্রাণাধিক প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, চোখের এই পানি যেখানে–যেখানে লাগিয়া যায়, দোযখের আগুন উহার উপর হারাম হইয়া যায়।

বাদশা আলমগীর (রঃ) ও এক রাজপুত্রের দৃষ্টান্ত ঃ

হযরত থানবী (রঃ) বলেন, ইহার উপর একটি এল্‌মী-প্রশ্ন হয় যে, যেই চেহারার উপর অশ্রু মলিয়া দেওয়া হইল, উহা ত জান্নাতে চলিয়া যাইবে। বাকী দেহের কি অবস্থা হইবে? অতঃপর বিষয়টিকে বুঝানোর জন্য হযরত থানবী একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, বাদশাহ্ আলমগীর (রঃ)-এর যমানায় কোন এক রাজ্যের রাজার মৃত্যু হইয়া গেল। তাহার একটি ছেলে ছিল। তাহার চাচা ও অন্যান্যরা তাহাকে বঞ্চিত করিয়া ক্ষমতা দখল করিতে চাহিতেছিল। কিন্তু উযীরগণ যেহেতু তাহার পিতার নুন্ খাইয়াছিলেন, তাই তাহারা বলিলেন, বেটা, দিল্লী চল। আমরা আলমগীরের নিকট সুপারিশ করিব। তুমি বাচ্চা-মানুষ। বাদশাহ্ তোমার প্রতি দয়া করিবেন এবং তোমাকে তোমার পিতার গদিতে বসাইয়া দিবেন। অতঃপর উযীরদ্বয় রাস্তা-ভর তাহাকে পড়াইতে থাকিলেন যে, বাদশাহ যদি তোমাকে এই প্রশ্ন করেন তবে এই উত্তর দিবে, যদি এই প্রশ্ন করেন তবে এই উত্তর দিবে, ইত্যাদি। অতঃপর দিল্লীর কেল্লা যখন একেবারে নিকটে আসিয়া গেল তখন ছেলেটি বলিল, এতক্ষণ যাবত আপনারা আমাকে যাহা-কিছু পড়াইলেন, বাদশাহ যদি উহার বাহিরে অন্য কোন প্রশ্ন করেন তখন আমি কি উত্তর দিব?

উযীরদ্বয় তখন হাসিয়া বলিলেন,ছেলেটা ত খুবই বুদ্ধিমান! সে ত নিজেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিবে। তাহাকে শিখানোর দরকার নাই।

আলমগীর (রহঃ) তখন (শাহী মহলের) হাউজের পাড়ে গোসল করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে ছেলেটি তাঁহার নিকট গিয়া পৌঁছিল এবং সালাম করিয়া বলিল, হুযূর, আমি আপনার নিকট একটি আবেদন পেশ করিতে চাহিতেছি। আবেদন শোনার পর আলমগীর (রঃ) স্বহস্তে তাহার বাহুদ্বয় ধরিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে এই পানির মধ্যে ডুবাইয়া দিব ? শুনিয়া ছেলেটি খুব জোরে হাসিয়া উঠিল। আলমগীর বলিলেন, এমন একটি পাগল-ছেলের হাতে কিভাবে একটা রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায় ? তোমার ত বলা উচিত ছিল, হুযূর, আমাকে ডুবাইবেন না। যেখানে ভয়ে কাঁপা উচিত সেখানে তুমি খিলখিলাইয়া হাসিতেছ ? ইহা ত পাগলের আচরণ। কিভাবে এই ছেলে রাজ্য সামলাইবে ? সে বলিল, হুযূর, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কেন হাসিয়াছি। তারপর আপনার যাহা ফয়সালা হয় তাহা করিবেন। বাদশাহ্ বলিলেন, আচ্ছা। তবে বল, তুমি কেন হাসিলে ? সে বলিল, হুযূর, আপনি একজন বাদশাহ্। বাদশাহ্দের মন-মস্তিষ্ক অনেক বড় হয়, দৃষ্টি অনেক উঁচু হয়। আমার বিশ্বাস যে, আমার একটি আঙ্গুলও যদি আপনার হাতে ধরা থাকে তবে আমি ডুবিতে পারি না। অথচ, আজ ত আমার উভয় বাহু আপনার উভয় হাতের মধ্যে।

হযরত থানবী এই ঘটনা বয়ান করিয়া বলেন যে, একটা কাফেরের বাচ্চা যখন দুনিয়ার একজন বাদশার দয়ার উপর এতটা আস্থা রাখে, তাহা হইলে আল্লাহ্পাকের দয়া সম্পর্কে তোমরা কি ধারণা করিতে পার ? যাহার চেহারাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, তাহার অবশিষ্ট দেহকে তিনি দোযখে নিক্ষেপ করিয়া দিবেন ? আল্লাহ্পাক কারীম। মোল্লা-আলী কারী (রঃ) কারীমের অর্থ লিখিয়াছেন—

اَلَّذِىْ يُعْطِىْ بِدُوْنِ الْاِسْتِحْقَاقِ وَالْمِنَّةِ

কারীম ঐ সত্তাকে বলে যিনি অযোগ্যকেও দান করেন, নালায়েকের প্রতিও দয়া করেন। তাহার সেই অসীম-অপার দয়া-মায়া হইতে ইহা বহু দূরে যে, যাহার চেহারাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, বাকী দেহকে তিনি দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। দেখুন, মেরকাত তৃতীয় খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা।

হযরত শায়খুল-হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (রঃ) সম্পর্কে শুনিয়াছি, শেষ-সময় তিনি ইয়া কারীম, ইয়া-কারীম বলিতে থাকিতেন।

কান্নার ভানও রহমতকে আকৃষ্ট করে ঃ

বস, আমাদের সকলের উচিত, নিঃসংকোচে আমরা আল্লাহ্পাকের নিকট তওবা-এস্তেগ্ফার করি এবং আশা রাখি। আর যদি চোখের পানি বাহির হয় তবে মলিয়া-মলিয়া চেহারার উপর ছড়াইয়া দিবে। চোখে যদি পানি না আসে তবে ক্রন্দনকারীদের আকৃতি ধারণ করিবে।

হযরত ছা'দ বিন্ আবি-ওয়াক্কাছ্ (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা। ইনি তৃতীয় ছাহাবী। তিনি বলেন—

كُنْتُ ثَالِثَ الْإِسْلَامِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ رَمٰى السَّهْمَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ আমি তৃতীয় মুসলমান। এবং আমি সেই মুসলমান যে আল্লাহ্র রাস্তায় কাফেরদের উপর সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করিয়াছে। হযূর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁহাকে এভাবে দোআ দিয়াছিলেন—

اَللّٰهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهٗ وَاَجِبْ دَعْوَتَهٗ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্ ! ছা'দ বিন আবি-ওয়াক্কাছের তীরকে আপনি লক্ষ্যভেদী করিয়া দিন এবং তাহার দোআ সমূহ আপনি কবূল করিয়া নিন। হযূর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন— اِرْمِ يَا سَعْدُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ

হে ছা'দ, তীর নিক্ষেপ করুন, আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হউক।
(মেশ্কাত ৫৯৬ পৃষ্ঠা, এক্মাল ফী-আছ্মায়ির রিজাল)

এই নেআমতের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন স্রেফ দুইজন ছাহাবী, একজন হযরত যুবায়ের, আর একজন ইনি। নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এ দুইজন ব্যতীত আর কাহারও জন্য এই বাক্য ব্যবহার করেন নাই। (অর্থাৎ আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হউক বাক্যটি অন্য কাহারও জন্য বলেন নাই)। এবং তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর একজন। সেইসঙ্গে তাঁহাদের শেষজনও। অর্থাৎ আশারা-মোবাশ্শারার মধ্যে ইনি সবার শেষে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইনি বর্ণনা করেন যে—

اِبْكُوْا فَاِنْ لَّمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا

অর্থ ঃ হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, (আল্লাহ্র ভয় বা আল্লাহ্র মহব্বতে) তোমরা কাঁদ। যদি কান্না না আসে তবে ক্রন্দনকারীদের ভান কর, ক্রন্দনের আকৃতি ধারণ কর। (ইবনে মাজাহ্ শরীফ ৩১৯ পৃষ্ঠা, আব্ওয়াবুয্-যুহ্দ্)।

মেশকাত শরীফের ৪১৩ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, একজন ছাহাবী আরয করিলেন, مَا النَّجَاةُ ইয়া রাছূলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, নাজাত পাওয়ার উপায় কি? হুযুর বলিলেন, اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ তোমার যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। অর্থাৎ মুখের দ্বারা কোন ক্ষতিকারক কথা বলিও না। মালিক যেভাবে গোলামকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, তদ্রূপ তোমার যবানকে তুমি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া রাখ। وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ এবং তোমার ঘর যেন তোমার জন্য সুপ্রশস্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া ঘর হইতে বাহির হইওনা এবং এদিক-সেদিক ঘোরাফেরার অভ্যাস করিও না। বরং নিজের সৎ কাজে (ও কর্তব্য কাজে) লিপ্ত থাক। মোল্লা আলী কারী (রঃ) (মেরকাত ৯ম খণ্ডের ১৫০ পৃষ্ঠায়) ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—

هٰذَا زَمَانُ السُّكُوْتِ وَمُلَازَمَةِ الْبُيُوْتِ وَالْقَنَاعَةِ بِالْقُوْتِ حَتّٰى يَمُوْتَ

এখন চুপ থাকার যমানা, ঘরের মধ্যে জমিয়া থাকার যমানা এবং বাঁচার সম্বলের ব্যাপারে প্রয়োজন-পরিমাণের উপর সন্তুষ্ট থাকার যমানা—যতক্ষণ না মৃত্যু আসিয়া যায়।

(তো হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ছাহাবীকে উপদেশ দিতেছিলেন যে, নিজের যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ, নিজের ঘরকে নিজের জন্য সুপ্রশস্ত-সুবিশাল মনে কর।) অতঃপর শেষ নসীহত এই করিলেন যে, وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ আর নিজের গুনাহের জন্য কাঁদিতে থাক। বুঝা গেল যে, নাজাতের রাস্তা হইল স্বীয় পাপরাশির জন্য কান্নাকাটি করা। কিন্তু যদি কান্না না আসে, তবে? কারণ, কান্না ত

বান্দার এখতিয়ারাধীন কাজ নয়। কোরবান হউন দয়ার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর উপর, আল্লাহর রহ্মতকে আকৃষ্ট করার জন্য তিনি তাঁহার উম্মতকে হেদায়েত দিয়া গিয়াছেন যে, فَاِنْ لَّمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا

অর্থ ঃ যদি কান্না না আসে (চোখের পানি বাহির না হয়) তবে ক্রন্দনের ভান কর। অর্থাৎ ক্রন্দকারীদের ছুরত ধর। কারণ, ক্রন্দনকারীর ছুরত ধরা ত সকলেরই এখতিয়ারভুক্ত। (কাঁদিয়া চোখের পানি বাহির করা যদিও ক্ষমতার বাহিরের জিনিস, বরং উহা আল্লাহ্র দয়ার দান, কিন্তু কান্নার ছুরত ধরার ক্ষমতা ত সকলেরই আছে।) কবি গালেব বলিয়াছেন—

بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب
تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں

অর্থ ঃ ফকীরদের বেশ ধারণ করিয়া আমরা দয়াবানের দয়া-দরদের তামাসা দেখি। অর্থাৎ ফকীরের বেশ ধারণকারীর প্রতিও দানশীলদের মনে দয়া না জাগিয়া পারেনা। দুনিয়ার দয়াবানদেরই যখন এই অবস্থা যে, ফকীরের বেশ ধারণকারীকেও তাহারা বঞ্চিত করে না। অথচ তাহাদের এই দয়া ত নিজস্ব ও প্রকৃত দয়া নয় বরং তাহা প্রকৃত দয়াবান আল্লাহ্র অসীম-দয়াভাণ্ডারের একটুখানি ভিক্ষা মাত্র। তাহা হইলে সেই প্রকৃত দয়ার আধার আল্লাহ্পাকের রহ্মতের কি অবস্থা হইতে পারে? তাহা ত আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। অতএব, যদি চোখে পানি না আসে তবে আসুন, ক্রন্দনকারীদের ছুরত ধরিয়া আমরা ঐ অসীম-দয়াবানের দয়া ও মেহেরবানীর তামাসা দেখি।

হাদীছ শরীফের তরজমা ঃ

এখন হাদীছ শরীফের তরজমা পূরা করিয়া বয়ান শেষ করিতেছি।

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا

যে ব্যক্তি বেশী-বেশী পরিমাণে এস্তেগ্ফার করিবে (ক্ষমা প্রার্থনা করিবে), আল্লাহ্পাক সকল সংকট হইতে তাহাকে মুক্তি দান করিবেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, আমি খুব সংকটের মধ্যে আছি, কি করিব? সংকটের প্রতিকার এস্তেগফার।

وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا এবং বেশী বেশী এস্তেগফারকারীকে আল্লাহ্পাক সকল পেরেশানী হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এখানে আরবী হাম্মুন্ শব্দটির কি অর্থ? মোল্লা আলী কারী (রঃ) (মেরকাত ৫ম খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠায়) বলেন—

اَلْهَمُّ هُوَ الْغَمُّ الَّذِىْ يُذِيْبُ الْاِنْسَانَ وَالْحُزْنُ لَيْسَ كَذٰلِكَ

হাম্‌ম্ ঐ কঠিন পেরেশানীকে বলে যাহা মানুষকে তিলে তিলে গলাইয়া ছাড়ে। আর হুয্‌ন্ হাম্‌ম্ অপেক্ষা হাল্‌কা পেরেশানীকে বলে। বুঝা গেল, আল্লাহ্পাক এস্তেগফারের বরকতে কঠিন হইতে কঠিন চিন্তা-পেরেশানীও দূর করিয়া দেন। কারণ, তওবার দ্বারা বান্দা আল্লাহ্পাকের প্রিয়পাত্র হইয়া যায়। যেমন খোদ কোরআন-শরীফে বলা হইয়াছে— اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ্পাক তওবাকারীদিগকে মহব্বত করেন, নিজের প্রিয়পাত্র বানাইয়া নেন।

আর দুনিয়াতেও কোন মানুষ নিজের প্রিয়জনকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দেখিতে পারে না। তাহা হইলে, আল্লাহ্পাক যাহাকে তাহার প্রিয়জন বানাইয়া নেন, কিভাবে সে পেরেশানীর মধ্যে থাকিতে পারে?

এই হাদীছের শেষ বাক্য হইল—

وَرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থ ঃ আল্লাহ্পাক তওবা-এস্তেগ্ফারকারী বান্দাগণকে এমন এমন জায়গা হইতে রিযিক দান করেন যাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না।

হযরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, এই হাদীছের মধ্যে গুণাহ্গারদের জন্য বিরাট সান্ত্বনা রহিয়াছে যে, মোত্তাকী বান্দাগণকে তাক্ওয়ার উপর যে-সকল নেআমত দান করা হয়, এই হাদীছে ক্রন্দনকারী, তওবা-এস্তেগফারকারী, অনুতাপ-অনুশোচনাকারী বান্দাগণের তওবা-এস্তেগ্ফারের উপরও হুবহু ঐ সকল নেআমতেরই ওয়াদা করা হইয়াছে।

فَنَزَّلُوْا مَنْزِلَةَ الْمُتَّقِيْنَ (مرقاة ج ٥ ص١٣٥)

অর্থ ঃ এই হাদীছের মধ্যে তওবাকারী ও ক্ষমা প্রার্থনাকারীদিগকে মোত্তাকীদের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। (মোত্তাকী অর্থ, খোদাভীরু, গুনাহ্মুক্ত, পরহেযগার।)

যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে ঃ

মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন যে, আসলে উক্ত হাদীছখানা এই আয়াত শরীফের আলোকে গ্রহণ করা হইয়াছে—

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

(مرقاة ج٥ صـ١٣٠)

এই আয়াত সমূহের তরজমা হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এরূপ করিয়াছেন যে, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্পাক তাহার জন্য সংকট হইতে উদ্ধারের পথ করিয়া দেন এবং এমন জায়গা হইতে তাহাকে রিযিক দান যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। (আর যেহেতু তাক্ওয়ার একটি শাখা তাওয়াক্কুল এবং উহার বৈশিষ্ট্য এই যে,) যে-ব্যক্তি আল্লাহপাকের উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করিবে, তাহার সকল সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ্পাকই যথেষ্ট। বন্ধুগণ, কোরবান হইয়া যান রহ্মাতুল-লিল্-আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর উপর, তাঁহার দয়ালু প্রাণ ইহা বরদাশ্ত করে নাই যে, আমার উম্মতের পাপী বান্দারা মাহ্রূম থাকিয়া যাইবে। তাই তিনি তওবাকারী ও ক্ষমা প্রার্থনাকারী পাপীদের জন্যও ঐ সকল পুরস্কারের ওয়াদা করিয়া গিয়াছেন যাহা মোত্তাকী-পরহেযগার বান্দাগণকে দান করা হইবে। ইহা কি কম বড় নেআমত যে, (গুনাহ্গার হওয়া সত্ত্বেও তওবা-এস্তেগ্ফারের বরকতে) আমরা মোত্তাকীদের মর্তবা পাইয়া গেলাম, যদিও দ্বিতীয় সারিতেই থাকিনা কেন।

ওলীদের সঙ্গে যে জুড়িয়া থাকে সে মাহ্রূম থাকে না ঃ

হাফেয আবদুল-ওলী বহ্‌রায়েচী (রঃ) হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ)-কে লিখিলেন যে, হযরত আমার হাল-অবস্থা খুবই খারাপ। জানিনা কেয়ামতের দিন আমার কি অবস্থা হইবে? উত্তরে হযরত থানবী লিখিলেন, ইন্শাআল্লাহ বহুত্ আচ্ছা-হাল হো-গা। আগার কামেলীন-মেঁ না-উঠায়ে গ্যায়ে, তো ইন্শাআল্লাহ্ তায়েবীন-মেঁ যরুর উঠায়ে জায়েঙ্গে। আওর ইয়ে-ভী বড়ী নে'মত হ্যায়। অর্থাৎ ইন্শাআল্লাহ্ খুব ভাল অবস্থা হইবে। যদি কামেলীনের দলভুক্ত হইয়া না-ও উঠ,

তবে ইনশাআল্লাহ্, তওবাকারীদের দলভুক্ত হইয়া ত অবশ্যই উঠিবে। আর ইহাও বিরাট নেআমত। হযরত থানবী আরও বলিয়াছেন, ইহা আমাদের সিল্‌সিলার বরকত যে, যাহারা আল্লাহর ওলীদের সহিত জুড়িয়া থাকে তাহারা মাহ্রূম থাকে না।

কাঁটার কান্না কবূল ঃ

মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন, যে সকল কাঁটা ফুলের আঁচলের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া থাকে, বাগানের মালী উহাদিগকে ফুলবাগান হইতে দূরে সরাইয়া দেয় না। কিন্তু যে সকল কাঁটা শুধুই কাঁটা, যাহা কোন ফুলের সাহচর্যে নাই বরং ফুল হইতে মুখ ফিরাইয়া দূরে-দূরে আছে, মালী ঐসব কাঁটাদার গাছ সমূহ গোড়া সহ উপড়াইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করে। মাওলানা রুমী বলেন—

آں خاری گریست کہ اے عیب پوش خلق
شد مستجاب دعوت او گلعذار شد

অর্থ ঃ একটি কাঁটা তাহার অবস্থার ভাষায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহ্‌কে বলিতেছিল, হে মাখ্‌লূকের দোষ-ত্রুটি গোপনকারী ! আমার এই ত্রুটি আমি কিভাবে গোপন করিব যে, আমি একটি কাঁটা? আল্লাহ্‌পাক উহার ফরিয়াদ কবূল করিলেন এবং উহার ত্রুটি-ঢাকার এই ব্যবস্থা করিলেন যে, উহার উপর ফুল ফুটাইয়া দিলেন। ফলে, কাঁটাটি ফুলের পাপড়ীর মধ্যে তাহার মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

অতএব, যদিও আমরা কাঁটা হই, নালায়েক হই, আমাদের উচিত যে, আমরা আল্লাহ্‌র-ওলীদের ছোহ্‌বতে থাকি। তাঁহাদের সান্নিধ্যের বরকতে প্রথমতঃ আশা ত ইহাই যে, আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে ফুলই বানাইয়া দিবেন। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌র ওলী হইয়া যাইব। আর রোজ-কেয়ামতে কামেলীনের সঙ্গে যদি না-ও উঠানো হয় তবে ইন্‌শাআল্লাহ্, তায়েবীনের (তওবাকারীদের) সঙ্গে ত অবশ্যই উঠানো হইবে। ঐ কাঁটার মত আমরাও (ইন্‌শাআল্লাহ্) মাহ্রূম থাকিব না।

এই মর্মটিকে আমি আমার এক কবিতার মধ্যে স্বীয় মোর্শেদকে সম্বোধন করিয়া এভাবে তুলিয়া ধরিয়াছি—

ہمیں معلوم ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر
مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر

چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گل تر کے
تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے

হে মোর্শেদ, আমি জানি যে, অধম আখতার আপনার ফুলবাগানের একটি কাঁটা। এবং কাঁটার পর্দা ফুলের আঁচল হইতে উত্তম নহে। কোন একটি কাঁটা যদি ফুলের আঁচলে মুখ লুকাইয়া থাকে, তবে ইহাতে তাজ্জবের কিছুই নাই। কারণ, বাগানে-বাগানে এরূপ দৃষ্টান্ত বহু বিদ্যমান আছে।

(অর্থাৎ হে মোর্শেদ, যদিও আপনি মাওলার প্রিয়-ফুল, আর আমি এক কাঁটা। কিন্তু আমি যে ঐ প্রিয়-ফুলের আঁচলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আছি। মাওলার বহু প্রিয় ফুলের (ওলীর) সাথে বহু কাঁটাও (পাপীও) মাওলার প্রিয় দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। হে প্রিয়-ফুল ! এ নগণ্য কাঁটাও আপনার সাহচর্যের বরকতে অনুরূপ প্রিয়-দৃষ্টি লাভের আশা রাখে।)

আল্লাহ্র ওলীদের সোহ্বতের (সান্নিধ্য ও সম্পর্কের) সর্বাধিক ক্ষুদ্র ফায়দা এই যে, যাহারা তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহারা পাপের উপর কায়েম (অটল) থাকিতে পারে না। তওবার তওফীক হইয়া যায় এবং তাহাদের দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের দ্বারা বদলাইয়া যায়। বোখারী শরীফের হাদীছ—

هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ (ج ٢ صـ٩٤٨)

অর্থাৎ ইহারা আল্লাহ্পাকের এমনই মকবূল-বান্দা যে, যাহারা তাহাদের সহিত উঠা-বসা করে, সম্পর্ক রাখে, তাহারা বঞ্চিত ও হতভাগ্য থাকিতে পারে না।

আল্লামা ইবনে-হজর আছ্কালানী (রঃ) বোখারীর শরাহ্ ফাতহুল-বারীতে (১১ খণ্ড, ২১৩ পৃষ্ঠায়) হাদীছ-শরীফের উক্ত বাক্যটির এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে—

اِنَّ جَلِيْسَهُمْ يَنْدَرِجُ مَعَهُمْ فِىْ جَمِيْعِ مَا يَتَفَضَّلُ اللّٰهُ بِهٖ عَلَيْهِمْ اِكْرَامًا لَهُمْ

অর্থ ঃ আল্লাহ্পাক তাহার ওলীগণকে যে সকল নেআমত দান করেন, যাহারা তাহাদের সহিত উঠা-বসা করে, সম্পর্ক রাখে, আল্লাহ্পাক তাহার ওলীদের

সম্মানার্থে ঐ সকল বান্দাগণকেও ঐসব নেআমত সমূহ সম্পূর্ণতঃই দান করিয়া দেন যাহা তিনি তাহার ওলীদিগকে দান করেন। যেমন, সম্মানিত মেহ্মানের সহিত তাহার নিম্ন-মানের খাদেমদিগকেও ঐসব মূল্যবান বস্তু দ্বারা মেহ্মানদারী করা হয় যাহার আয়োজন করা হয় মূলতঃ ঐ বিশিষ্ট মেহ্মানের জন্য। তাই, আল্লাহ্র ওলীদের সঙ্গ লাভকারী, তাহাদের সহিত উঠা-বসাকারী ও সম্পর্কশীলদিগকেও আল্লাহ্পাক তাঁহাদের খাতিরে মাহ্রূম করেন না।

বস্, এখন দোআ করুন যে, এতক্ষণ যাহা-কিছু আরয করা হইল, আল্লাহ্পাক যেন উহার উপর আমলের তওফীক দান করেন। আমাদিগকে দিল্ দিয়া তওবা ও এস্তেগ্ফারের তওফীক দান করেন এবং আল্লাহ্পাক আমাদের সকলকে তাহার সহিত সঠিক ও মযবূত সম্পর্ক নসীব করেন। আয় আল্লাহ্ ! ছিদ্দীকীনের সর্বশেষ যে স্তর আছে, যেখানে বেলায়েত (ওলীদের সকল মর্তবা) খতম হইয়া যায়, আয় আল্লাহ্, আপনি কারীম, আপনি অনুপযুক্তদের প্রতিও মেহেরবাণী করনেওয়ালা, আয় আল্লাহ্, আপনার কারীম হওয়ার শান্ মোতাবেক আমাদের সকলকে আওলিয়ায়ে-ছিদ্দীকীনের সর্বোচ্চ সেই মকাম্ পর্যন্ত পৌছাইয়া দেন যেখানে বেলায়েত খতম হইয়া যায়। এবং আমাদের সকলকে আওলিয়াদের আখলাক, আওলিয়াদের ঈমান, আওলিয়াদের ইয়াকীন নসীব করিয়া দেন। আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত নির্মাণ করিয়া দেন। আমাদের বাচ্চাদের এবং আমাদের ঘরের লোকদের এছ্লাহ্ ও সংশোধন করিয়া দিন। আমাদের নফ্ছের তায্কিয়া করিয়া দেন (আমাদের অন্তর-আত্মাকে পরিমার্জিত করিয়া দেন)।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

তওবার তওফীক

(হযরতের সাহেবজাদা এবং মুহী উচ্ছুন্নাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম-এর খলীফা হযরত মাওলানা মাযহার ছাহেবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ানের তরজমা।)

তওবার দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই তওবা করিয়া লও ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ - يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ وَ يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ بَشَّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ اَمَّا بَعْدُ

বর্তমানে ভয়াবহ বদ্-দ্বীনীর এই যুগে আমরা রূহানিয়ত ত্যাগ করিয়া বস্তুবাদের দিকে ছুটিতেছি, যাহার ফলে নেক্ কাজের প্রতি উদাসীনতা ও পাপাচারের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া চলিয়াছে। লক্ষ-লক্ষ মানুষ এমন আছে যাহারা নিজেকে মুসলমান বলিয়া দাবী করে বটে, কিন্তু মাথা হইতে পা পর্যন্ত গুণাহের মধ্যে ডুবিয়া আছে। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ কার্যাবলীতে এতটা সীমা অতিক্রম করিয়া বসিয়াছে যে, পাপ বর্জনের ও তওবা-এস্তেগ্ফার করার কল্পনাও করিতে পারিতেছে না। এমতাবস্থায় ইহাদের অন্তরে এরূপ খেয়াল পয়দা হইতে থাকে যে, এখন আর কিভাবে আমাদের তওবা কবূল হইবে? অথচ আল্লাহ্পাক ত ঘোষণা করিতেছেন যে—

هُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّئَاتِ

অর্থ ঃ তিনি এমন মালিক যিনি স্বীয় বান্দাদের তওবা কবূল করেন এবং সমস্ত গুণাহ্ মাফ করিয়া দেন।

হযরত শাহ্ ওয়াছীউল্লাহ্ (রঃ) ও হযরত মুফতী শফী ছাহেব (রঃ)-এর অমূল্য বাণী ঃ

আল্লাহ্পাক সকলের চেয়ে বেশী দয়াবান, মেহেরবান। তিনি আর্হামুর রাহিমীন (সকল দয়ালু অপেক্ষা বড় দয়ালু)। তাহার রহ্মত হইতে কখনও নিরাশ হইবে না। বরাবর আন্তরিকভাবে খুব তওবা করিবে, তওবার ফিকির রাখিবে। আবারও গুণাহ্ হইয়া গেলে অনতি-বিলম্বে আবার তওবা করিবে। মাওলানা শাহ্ ওছীউল্লাহ্ ছাহেব (রঃ) এই ছন্দটি পাঠ করিতেন—

ہم نے طے کیں اس طرح سے منزلیں
گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহ্র পথের মন্যিল সমূহ এইভাবে অতিক্রম করিয়াছি যে, পড়িয়া গেলে আবার উঠিয়াছি, উঠিয়া আবার সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছি। এই ভাবেই একদিন আরাধ্য মন্যিলে পৌছিয়াছি।

ছগীরা গুণাহ্গুলি ত নেক্ আমল সমূহের দ্বারাও মাফ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কবীরা-গুণাহের ক্ষমার জন্য তওবা করা জরুরী। ইহাও জানা দরকার যে, ক্ষমার সুসংবাদ শুনিয়া এই খেয়ালে পাপাচারের প্রতি দুঃসাহসী হইয়া উঠা যে, মৃত্যুর আগে তওবা করিয়া নিব, ইহা শক্ত বোকামী, নাদানী ও বেওকুফী। কারণ, ভবিষ্যতের কথা কেহ বলিতে পারে না। কি জানি কখন মৃত্যুর ঘন্টা বাজিয়া উঠে, হঠাৎ জাঁ-কান্দানি (মুমূর্ষু-অবস্থা) শুরু হইয়া যায়, ফলে, তওবার দরজাই বন্ধ হইয়া যায়। পাকিস্তানের মুফ্তী-আ'যম হযরত মাওলানা মুফ্তী শফী ছাহেব (রঃ)-এর ছন্দ—

ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر
وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا

অর্থ ঃ হে পাপী, শোন্, দেরী করিস্না, এখনও তওবার সুযোগ আছে। যে পড়িয়া গিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে তো পড়ন্ত (পতিত) গণ্য করা হয় না।

(তিরমিযী-শরীফ ২য় খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠায় কেয়ামতের আলোচনার অধ্যায়ে) একটি হাদীছে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন—

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ

অর্থ ঃ বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নফ্ছকে (শরীঅতের অধীনে) নিয়ন্ত্রণ করিয়া রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর বোকা ও অথর্ব ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে নফ্ছের তাবেদার বানাইয়া রাখে, অথচ আল্লাহ্র নিকট (বড় বড়) আশা পোষণ করে।

এই হাদীছে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর নবূয়তী-যবানে বুদ্ধিমানের সার্টিফিকেট তাহাকে প্রদান করা হইতেছে যে নিজের নফ্ছের (প্রবৃত্তির) কথা মানে নাই এবং মৃত্যুর পরবর্তী জিন্দেগীর জন্য আমল করিয়াছে। আর বোকা (ও অথর্ব) বলা হইয়াছে ঐ ব্যক্তিকে যে নিজেকে নফ্ছের খাহেশাতের (তথা কুমন্ত্রণাদির) অনুগামী করিয়া রাখিয়াছে, অথচ, আল্লাহ্পাকের নিকট লম্বা-লম্বা আশা পোষণ করিয়াছে।

আকাশ ও পৃথিবী ভরা গুনাহ্ মাফের পয়গাম ঃ

গুণাহ্ যতই হউক না কেন, তওবা করিলে সমস্ত পাপেরই মাফ পাওয়া সম্ভব। তিরমিযী-শরীফে দোআর অধ্যায়ে হযরত আনাছ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে—

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِىْ وَ رَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَ لَا اُبَالِىْ - يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ وَ لَا اُبَالِىْ - يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ اَتَيْتَنِىْ

بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً (ترمذی ج ۲ ص ۱۹٤)

অর্থ ঃ আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিতেছিলেন, আল্লাহ্পাক বলিয়াছেন, হে আদম-সন্তান, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার নিকট দোআ করিতে থাকিবে এবং আমার নিকট আশা করিতে থাকিবে, তোমার যত গুণাহ্ই হউক না কেন, আমি তাহা মাফ করিয়া দিব এবং আমি কাহারও পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান ! তোমার গুণাহ্ যদি আকাশের মেঘমালা পর্যন্ত পৌছিয়া যায়, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব, এবং আমি কাহারও পরোয়া করি না। হে আদম-সন্তান, তুমি যদি আমার নিকট এই পরিমাণ গুণাহ্ নিয়া হাযির হও যাহা দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ভরিয়া যায়, কিন্তু তুমি আমার নিকট এই অবস্থায় আস যে, কাহাকেও আমার সহিত শরীক কর নাই, তবে আমি তোমাকে এই পরিমাণ ক্ষমা দান করিব যাহা দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ভরিয়া যায়।

হাদীছের এই ঘোষণা সমস্ত মোমেনদের জন্য সাধারণ ঘোষণা, যাহা প্রকৃত বাদশার পক্ষ হইতে ঘোষিত হইয়াছে। মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া যায়, গুণাহ্-কসূর হইয়া যায়। বিভিন্ন হুকুম তামীলের মধ্যে কোন না কোন ত্রুটি থাকিয়া যায়, পাবন্দি ও নিয়মানুবর্তিতা ছুটিয়া যায়। এভাবে নাদানী বশতঃ ছোট-বড় কোন গুণাহ্ বান্দার দ্বারা ঘটিয়া যায়। আল্লাহ্পাক তাহার বান্দাগণের ক্ষমার জন্য এই নিয়ম জারী করিয়াছেন যে, আশাভরা বুকে কাকুতি-মিনতির সহিত আল্লাহ্পাকের নিকট ক্ষমার দরখাস্ত কর। মনে-মনে শরমিন্দা ও লজ্জিত হও যে, হায়, এই ঘৃণ্য-নরাধমের দ্বারা সমস্ত জাহানের মালিকের অবাধ্যতা হইয়া গিয়াছে। আর ভবিষ্যতে গুণাহ না করার দৃঢ়-সংকল্প করিবে। এতটুকুতেই আল্লাহ্পাক ক্ষমা করিয়া দেন। তদুপরি ইহাও বলেন যে, গুণাহ্ ক্ষমা করিতে আমাকে কিছুমাত্রও বেগ পাইতে হয় না, কাহারও তোয়াক্কা করিতে হয় না। ছোট-বড় কোনও গুণাহ্ ক্ষমা করিতে আমার সম্মুখে কোন প্রতিবন্ধক নাই।

অতএব, যে কোন মোমেন-বান্দার দ্বারা যত গুণাহ্ই হইয়া যাউক না কেন, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র দয়া ও ক্ষমা হইতে নিরাশ হইবে না। বরং তওবা ও

ফার করিতে থাকিবে এবং বুকভরা আশা রাখিবে যে, মাওলায়ে-পা
ই ক্ষমা করিয়া দিবেন। হাঁ, কাফের ও মোশ্‌রেকের কোন ক্ষমা হইবে না
রা অনন্তকাল দোযখের মধ্যে থাকিবে। কিন্তু মোমেন বান্দার যত গুনাহ্
না কেন, আল্লাহ্‌পাক তাহাকে ক্ষমা দান করিবেন। অতএব, তাহার নিক
। ও এস্তেগফার করা এবং ক্ষমাপ্রাপ্তির পূর্ণ আশা রাখা আমাদের কর্তব্য। সে
সংশোধনের চেষ্টাও করা চাই। আল্লাহ্‌পাক আমাদের সবাইকে তওফীক দা
।। আমীন।

গ্রন্থকারের একটি মূল্যবান ছন্দ—

وہ مرے لمحات جو گذرے خدا کی یاد میں
بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے

অর্থাৎ আমার জীবনের যেই মুহূর্তগুলি মাওলার স্মরণে, মাওলার
ব্বতে কাটিয়াছে, একমাত্র উহাই আমার প্রকৃত জীবন।

জীবনের যেই দিনগুলি মোর
কেটেছে মাওলার কাজে,
উহাই আমার আসল জীবন,
বাকী সকলই মিছে।

ছালেকীনের সকাল-সন্ধ্যার আমল বা ওযীফা

সাধারণতঃ ছালেক (বহুবচনে ছালেকীন) বলা হয় তরীকতভুক্ত লোককে। যাহারা তরীকতভুক্ত নন ঐসকল মুসলমানগণও আমল করিতে পারিবেন এবং ইন্‌শাআল্লাহ্ তাহারাও উপকার পাইবেন।

(১) বিছমিল্লাহ্ সহ সূরায়ে-এখলাছ ৩ বার, সূরায়ে-ফালাক ৩ বার, সূরায়ে-নাছ্ ৩ বার।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সূরায়ে কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ ও কুল আউযু বিরাবিন্নাছ প্রতিটি তিন বার করিয়া পাঠ করিবে। তাহা হইলে সর্ব বিষয়ে ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। (মেশ্‌কাত শরীফ ১৮৮ পৃষ্ঠা।)

(২) সূরায়ে তওবার শেষ আয়াত হাছ্বিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহূ (পূর্ণ) (৭বার)।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে-ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সাত বার করিয়া উক্ত ওযীফা পাঠ করিবে, তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের তামাম চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানীর জন্য আল্লাহ্পাকই কাফী-সমাধানকারী হইয়া যাইবেন। (রূহুল্-মাআনী,১১ পারা, ৫৩ পৃষ্ঠা)।

(৩) আউযু বিল্লাহিছ্-ছামী-ইল আলীমি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম ৩ বার পাঠ করতঃ সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত (১বার)।

(৪) بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ وَنَفْسِىْ وَوَلَدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ (৩বার)।

ফায়দা ঃ সকাল-সন্ধ্যায় উপরোক্ত দোআটি পাঠ করিলে ইহার বরকতে আল্লাহ্পাক তাহার দ্বীন-ঈমান, জান্-মাল, আওলাদ-পরিজনকে হেফাযতে রাখেন এবং আমল্কারীর অন্তর ইহাদের ব্যাপারে পেরেশানী ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

(৫) سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (৩বার)।

ফায়দা ঃ এই দোআ পাঠকারীকে আল্লাহ্পাক অন্ধ হওয়া, পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও প্যারালাইসিস হইতে হেফাযত করিবেন।

(৬) লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ (৭বার)।

ফায়দা ঃ ইহা পাঠ করিলে নেক্ আমল করার এবং পাপাচার হইতে বাঁচার তওফীক মিলিতে থাকে।

(৭) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাও কঠিন বালা-মুসীবত হইতে, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ হইতে, ক্ষতিকারক ফয়সালা হইতে এবং দুশমনদের আনন্দ-উল্লাস হইতে।

অতএব, এসকল মুসীবত হইতে হেফাযতের জন্য এভাবে দোআ করিবে (৭বার) ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

(৮) اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ (৭বার)।

উপরোক্ত এই দোআ ফজরের পর ৭ বার ও মাগরিবের পর ৭ বার পাঠ করিলে আল্লাহ্পাক তাহাকে দোযখ হইতে হেফাযত করিবেন।

(৯) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন ঃ যে-ব্যক্তি সকাল-বিকাল তিন বার করিয়া এই দোআ পাঠ করিবে, কেহই এবং কিছুই তাহার কোন রূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না। দোআঃ (৩বার)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(১০) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের যে কোন লোক যদি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্পাক তাহার প্রতি দশটি রহ্মত নাযিল করেন, দশটি উচ্চ মর্তবা দান করেন, আমলনামায় দশটি নেকী লেখেন এবং দশটি গুনাহ্ মাফ করিয়া দেন।

আমরা অন্ততঃ নিম্নে বর্ণিত সর্বাধিক ছোট্ট এই দরূদ-শরীফটি দ্বারাও এত বড় এই ফযীলত হাছিল করিতে পারি– صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ "ছাল্লাল্লাহু আলান্-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি"।

আমার পীর ও মোর্শেদ আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এই দরূদ-শরীফ প্রত্যহ ১০০ বার পাঠ করার উপদেশ দেন।

بدنظری وعشق مجازی کی
تباہ کاریاں اوراس کا علاج

শায়খুল আরব ওয়াল-আজম
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রতিকার

তরজমা
মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রতিকার

মূল
সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফ্‌বিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

তরজমা
মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন
খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৪৭৩৫৬১৫

প্রকাশক
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
(মাকতাবা হাকীমুল উম্মত)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া
ইয়াদগার খান্‌কায়ে হাকীমুল উম্মত
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
০১৭১৬৩৭২৪১১, ০১৯৩৬৯০০৭৮৫

মুদ্রণকাল
১১ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী
২৭ এপ্রিল ২০১০ ঈসায়ী

মূল্য ঃ ৫০ টাকা মাত্র

Kudristi-Kusomporker Voyaboha Khoti O Protikar
by Mowlana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sb.
Translated by Mowlana Abdul Matin bin Husain.

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী সম্পর্কে কুত্বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্ আহবাবদের একজন। আল্লাহ্‌পাক তাকে ছহীহ্-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহবাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ)-এর এলমী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্‌পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্ওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন, তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহ্নতসমূহকে সর্বোত্তম কবূলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার
খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী
১১ই শা'বান আল্ মোআয্যম ১৪২৭ হিজরী

باسمہ تعالیٰ شانہ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANQAH IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O. BOX NO. 11182
PHONES : 481956 - 482676 - 4981958

حکیم محمد اختر عفی عنہ
ناظم مجلس اشاعۃ الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ / اشرف المدارس
ایس ٹی ۔ ۔ گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی
پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۸۲
فون [illegible]

عزیزم مولانا عبد المتین صاحب سلمہ میرے بہت ہی خاص احباب
میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا والہانہ محبت رکھتے ہیں ۔ بنگلہ دیش
میں سب احباب ہی اہل محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے
امیر محبت ہیں ۔ میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے ۔
یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے
جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ
وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیات قلبی کی بھی
ترجمانی کرتے ہیں ۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے
محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں
اور وجد آفریں بنا دیا ہے
حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
کے علوم اور احقر کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لئے
احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پرکاشنی قائم کی ہے ۔ دعا
کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباع اسلاف میں
مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے کتب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے
اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دین کا وشوں کو
شرف حسن قبول بخشے اور گھر گھر عام کر دے اور قیامت تک کے لئے
صدقہ جاریہ بنائے ۔ آمین ۔ محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতির বিবরণ ও অমূল্য উপদেশ

এখানে আমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাচ্ছি। তা এই যে, বর্তমান যমানায় দ্বীনদার, নেক্কার, মোত্তাকী-পরহেযগার ও তরীকতের সমস্ত ছালেকীনের জন্য নারীর ফেতনার চেয়ে দাড়ি-মোচ বিহীন সুশ্রী বালক-তরুণের ফেতনা বেশী মারাত্মক ও বেশী ধ্বংসাত্মক। এবং যেহেতু সুশ্রী বালক-তরুণদের ফেতনার পথে অর্থাৎ তাদের সাথে কোন পাপাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে বাহ্যিক বাধা-বিঘ্ন কম, তাই শয়তান মানুষকে সহজে ও দ্রুততর এই ফেতনায় (পাপের ফাঁদে) লিপ্ত করে দেয়। এর বিপরীতে না-মাহ্‌রাম ভিন্ নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বেশী-ছে বেশী কুদৃষ্টির অপরাধই সংঘটিত হয়।

এর কুফল সম্পর্কে হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলেন যে ঃ

১— না-মাহ্‌রাম নারী ও সুদর্শন বালক-তরুণের সাথে যে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখা, যেমন তার দিকে দৃষ্টি করা, মনে আনন্দ লাভের জন্য তার সাথে কথা বলা, নির্জনে তার সাথে বসা বা অবস্থান করা, অথবা তার মনস্তুষ্টির জন্য সাজগোজ করে পোশাক পরিধান করা, মোলায়েম ভাষায়, মিষ্টি সুরে কথা বলা ইত্যাদি—এ ধরনের সম্পর্কের দরুণ যে সকল ক্ষতি ও খারাবী পয়দা হয় এবং যে সকল মুসীবতের সম্মুখীন হতে হয় তা লিখে শেষ করার মত ভাষা আমার কাছে নাই।

২— এশ্‌কে-মাজাযী বা উক্তরূপ কু-সম্পর্ক আল্লাহ্‌র আযাব। (যেভাবে দোযখের মধ্যে না মৃত্যু, না জীবন—এরূপ এক আযাবের মধ্যে থাকবে, (মরেওনা বাঁচেওনা এমন এক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্যে কাটাবে) তদ্রূপ, কুদৃষ্টি করার পর কুসম্পর্ক-কুআকর্ষণে আক্রান্ত হয়ে মানুষ সর্বদা ছট্‌ফট্ করতে থাকে। অস্বস্তির আগুনে জ্বলতে থাকে। আরামের ঘুম থেকেও মাহরূম হয়ে যায়। দ্বীন-দুনিয়া সবই ধ্বংস হয়। অবশেষে 'পাগ্‌লা গারদে' ভর্তি হতে হয়। আজকাল পাগ্‌লা গারদের শতকরা নব্বই জনই কুপ্রেম-কুসম্পর্কের রোগী যারা টিভি, ভিসিআর, সিনেমা ও নভেল পাঠের পরিণামে পাগল হয়ে গেছে।

৩- কুদৃষ্টির পর অসৎ প্রেমের শিকার হয়ে যদি কখনও অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে উভয়ে উভয়ের চোখে চিরদিনের জন্য 'ঘৃণার পাত্র' হয়ে যায়। লজ্জিত ও ঘৃণিত অনুভূতির দরুণ জীবনে কখনও পরস্পরে চোখে চোখ মিলানো আর সম্ভব হবে

না। একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকাতে পারবে না। এবং যেভাবে স্নেহশীল দরদী পিতা আন্তরিক ভাবে চান যে, আমার ছেলেরা সম্মান ও মর্যাদার সাথে থাকুক, কখনও কোন অপকর্মে লিপ্ত হয়ে অপদস্ত-অপমানিত না হোক, তদ্রূপ, অপার-অসীম দয়া-মায়ার আধার আল্লাহপাকও চান যে, আমার বান্দারা কোন ঘৃণিত কাজে লিপ্ত হয়ে হেয়/ঘৃণ্য ও অপমানিত না হোক। অপরাধমুক্ত থেকে, তাক্ওয়ার সাথে থেকে মান-ইয্যতের সাথে জীবন যাপন করুক। হালালের উপর তুষ্ট থাকুক এবং হারাম থেকে বিরত থাকুক। দুনিয়াদাররা যখন দুনিয়ার স্বাদ-লয্যতের দ্বারা তাদের চক্ষু শীতল করে, কলিজা ঠাণ্ডা করে, তখন আমার বান্দারা যেন আমার ইবাদত ও আমার যিকিরের স্বাদ-লয্যতের দ্বারা তাদের চক্ষু শীতল করে এবং কলিজা ঠাণ্ডা করে। এই শান্তি ও শীতলতা হচ্ছে চিরস্থায়ী। আর দুনিয়ার মোহগ্রস্তদের স্বাদ ও শীতলতা অতি ক্ষণস্থায়ী এবং তাও আবার হাজারো বালা-মুসীবতের দ্বারা পরিবেষ্টিত। একদিকে স্বাদ গ্রহণ করে, আরেক দিকে হাজারো বিপদ তাদেরকে ঘিরে ধরে। এই মর্মটিই প্রকাশ করতেছে আমার এ দু'টি ছন্দ ঃ

دشمنوں کو عیشِ آب و گِل دیا
دوستوں کو اپنا دردِ دل دیا
ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی
مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا

আল্লাহ্পাক দুশমনদেরকে দিয়েছেন আরাম-আয়েশের সামান ও সুখের উপকরণাদি, আর প্রিয়দেরকে দিয়েছেন তার ভালবাসা, তার প্রেমের ব্যথা। কিন্তু কূলে থেকেও ওরা যেন সাগরবক্ষে হাবুডুবু খায়, আর সাগর বক্ষে প্রবল তুফানের কবলে পড়েও আমি কূলের শান্তির মধ্যে কাটাই। অর্থাৎ সুখের সহস্র উপকরণের মধ্যেও আল্লাহ্র নাফরমানীর ফলে সাগরবক্ষে ডুবন্ত মানুষের মত ওরা অজস্র বিপদ ও অশান্তির কষাঘাতে জর্জরিত ও নিষ্পৃষ্ট হতে থাকে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র অনুগত বান্দা, তারা আল্লাহ্র ভালবাসা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের পথে পাপাচার হতে বেঁচে থাকার যুদ্ধে যদিবা অসংখ্য মানসিক আঘাতের তুফান বরদাশ্ত করতে থাকে, কিন্তু এই তুফানের মধ্যেই দয়াময় আল্লাহ্ তাদের অন্তরে এমন এক অনাবিল আনন্দ-স্ফূর্তি বর্ষণ করেন যা তুফানের মধ্যেও তাদেরকে কূলের শান্তি প্রদান করে।

শত্রুদেরে দিলেন খোদা

দালান-কোঠা, টাকা-পয়সা,

বন্ধুদেরে দিলেন তিনি
প্রেমের ব্যাথা, ভালবাসা।
কূলেও ওরা মরছে ডুবে
অবাধ্যতার তীব্রাঘাতে,
হাসছি আমি কূলের মত
সাগর বুকের নিত্যাপদে।

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রঃ) একারণেই বলেছেন—

ڈال کر ان پر نگاہِ شوق کو
جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی

যদিও তাদের প্রতি দৃষ্টি করার ভারী আগ্রহ জাগে, তবুও তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমি আমার জান্ ও ঈমানকে বিপদের মধ্যে ফেলবনা।

তিনি আরও বলেন—

حُسنِ فانی پر اگر تو جائے گا
یہ منقّش سانپ ہے ڈس کھائے گا

যদি তুমি ক্ষয়শীল-লয়শীল সৌন্দর্যের পিছনে পড়, তবে এই চাকচিক্যময় সুদর্শন সর্পের দশংশনে তোমার সর্বনাশ ঘটে যাবে।

ভারতের মাযাহেরুল-উলূমের মোহাদ্দেছ, হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর খলীফা হযরত মাওলানা আস্আদুল্লাহ ছাহেব সাহারানপুরী (রঃ) বলেন—

عشقِ بتاں میں اسعد کرتے ہو فکرِ راحت
دوزخ میں ڈھونڈھتے ہو جنت کی خوابگاہیں

সুশ্রী বালক-তরুণ কিংবা ভিন্ নারীর ভালবাসার মধ্যে তুমি আরাম-আনন্দ ও সুখ অন্বেষণ করতেছ ? তার মানে, দোযখের মধ্যে তুমি বেহেশতের সুখনিদ্রালয় কিংবা বেহেশতের ফুলশয্যা তালাশ করতেছ ?

ক্ষণস্থায়ী রূপ-সৌন্দর্যের ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে আমার মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (দামাত্ বারাকাতুহূ) করাচীর খানকাহ্-এ গুলশান-এ ইকবালে

এই ছন্দটি শুনিয়েছিলেন—

دورِ نشاطِ جل بسا گردشِ جام ہو چکی
ساقیا گلعذار کی ترکی تمام ہو چکی

সেই আনন্দঘন দিনগুলো চির বিদায় নিয়েছে। সুরাপায়ীদের পালাক্রমে সুরাপাত্র পানের উল্লাসেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। হে সুরা পরিবেশক, থাম। কারণ, আমার প্রিয়জনের সৌন্দর্যলীলাও নিপাত হয়েছে, আমার প্রেমের খেলাও সাঙ্গ হয়েছে। অর্থাৎ সেই বল্গাহীন জীবনের অন্যায় ভালবাসার প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি কর্মের জন্য আজ শুধু দুঃখ বোধ ও পরিতাপ করছি যে, হায়, কেন যে সেদিন সেই ধ্বংসশীলের পিছনে ঘুরে ঘুরে দ্বীন-দুনিয়া সব বরবাদ করেছিলাম।

অধম আখতার আরয করতেছি যে, কুদৃষ্টিকারীর প্রতি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বদ-দোআ করে বলছেন—

لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ (مشكوة)

আল্লাহ্ তাআলা লা'নত বর্ষণ করুন নজরকারীর উপর এবং যার প্রতি নজর করা হয় তার উপর। অর্থাৎ যে বেপর্দা চলাফেরার দ্বারা কুদৃষ্টির আহ্বান জানায় তার উপরও লা'নত বর্ষণ হোক। পীর-আউলিয়ার বদ্দোআকে যারা ভয় করেন তাদেরকে আল্লাহ্র রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বদ্দোআকে ভয় করা উচিত। আল্লাহ্পাক আমাদের সকলের হেফাযত করুন। আমীন!

অল্প ক'দিনের রূপ-লাবণ্য যাদুর মত পাগল করে তোলে। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই সেই চেহারার ভূগোল পরিবর্তন হয়ে ভিন্নতর হয়ে যায়। আর বৃদ্ধকালে ত সম্পূর্ণ নক্শাই একদম আজব ধরনের হয়ে যায়। সৌন্দর্যের এই ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে আমার একটি ছন্দ আছে—

اِدھر جغرافیہ بدلا اُدھر تاریخ بھی بدلی
نہ اُن کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی

অর্থ— একদিকে প্রিয়জনের লাবণ্যময় চেহারার ভূগোল বদলে গেল, অপরদিকে প্রেমিকের ইতিহাসও বদলে গেল। প্রিয়জনের হিস্ট্রীও খতম, প্রেমিকের মিষ্টারীও খতম।

আরেকটি পুরানো ছন্দ মনে পড়ে গেল—

کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو
جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو

কোন মাটির মানুষের উপর তোমার জীবনটাকে তুমি মাটি করে দিওনা। তোমার মূল্যবান এ যৌবনকে তুমি সেই মহান সত্তার উপর উৎসর্গ কর যিনি তোমাকে যৌবন দান করেছেন।

এই ভয়াবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কতনা যুবক-যুবতীর জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আমার কতিপয় উপদেশমূলক ছন্দ আছে—

سنبھل کر رکھ قدم اے دل! بہارِ حسنِ فانی میں
ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحرِ جوانی میں

হে মন, যৌবনের এই সাগরে হাজার হাজার জাহাজের সমান রক্ত ও শক্তি মওজুদ আছে। অতএব, হে মন, ক্ষণস্থায়ী রূপ-সৌন্দর্যের মোহনীয় বসন্ত সম্পর্কে তোমাকে খুব সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। যাতে তোমার রক্ত ও শক্তির অমূল্য সম্পদ অপথে বিনষ্ট না হয়।

وہ جوانانِ چمن اور ان کا ظالم بانکپن
دیکھتے ہی دیکھتے سب ہو گئے دشت دمن

জগত-কাননের যুবক-তরুণদের যৌবনের অপূর্ব আকর্ষণ দেখতেই না দেখতে কখন যে তা মরুভূমির ন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কুদৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্পাক যে আয়াত নাযিল করেছেন তা হলো—

إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ্পাক তাদের কুদৃষ্টি ও কুদৃষ্টি জনিত সকল অপকীর্তি সম্পর্কে যথাযথ খবর রাখেন। এই মর্মেই আমার একটি ছন্দ আছে—

جو کرتا ہے تو چھپ کے اہلِ جہاں سے
کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے

দুনিয়ার লোকজনের আড়ালে-আবডালে তুমি যা-কিছুই করনা কেন, একজন তোমাকে আসমান হতে অবশ্যই দেখতেছেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, পবিত্র কোরআনে কুদৃষ্টি নামক ক্রিয়াকে আল্লাহ্পাক 'ছান্আত' (কারিগরি) ধাতু দ্বারা অভিব্যক্ত করেছেন। এতে কি রহস্য বিদ্যমান? রহস্য এই যে, যে ব্যক্তি কুদৃষ্টি করে, সে তার ঐ প্রিয়জন সম্পর্কে মনে মনে নানা ধরনের কামনা-বাসনার ফিচার (কল্পিত ছবি) তৈরী করতে থাকে। কল্পনার মধ্যে কখনও তাকে চুম্বন করে, কখনও নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে। ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই, আল্লাহ্পাক তার ইত্যাকার সর্ব প্রকার কারিগরি ও অপকীর্তি সম্পর্কে সম্যক খবর রাখার কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। এজন্যই মুফতীয়ে-বাগদাদ আল্লামা সাইয়েদ মাহমূদ আ-লূসী বাগদাদী (রঃ) তাঁর তাফসীর রূহুল মাআনীতে চারটি বিশেষ শব্দের দ্বারা এই 'ইয়াছ্নাঊন' শব্দের তাফসীর (ব্যাখ্যা) করেছেন—

১— : باجالة النظر অর্থাৎ নজর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুদৃষ্টি করণ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক সম্যক অবগত আছেন।

২— : باستعمال سائر الحواس অর্থাৎ কুদৃষ্টিকারী তার ত্বক, রসনা, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে হারাম স্বাদ গ্রহণের অপচেষ্টা করে আল্লাহপাক তারও খবর রাখেন।

৩— : بتحريك الجوارح অর্থাৎ কুদৃষ্টিকারী তার ক্ষণস্থায়ী প্রিয়জনকে অর্জন করার জন্য যেভাবে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে, হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ সমূহকে পরিচালনা করে, আল্লাহ্পাক তাও জানেন।

৪— : بما يقصدون بذلك মানে, কুদৃষ্টিকারীর যা সর্বশেষ লক্ষ্য অর্থাৎ অপকর্মে লিপ্ত হওয়া, আল্লাহ্পাক সে বিষয়েও পরিজ্ঞাত।

এভাবে তার প্রতিটি বিষয়ের খবর রাখার সংবাদ দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এ অপকর্ম থেকে বিরত থাক। নতুবা শক্ত আযাব দেওয়া হবে।

আমি একজন হাকীম। সারা জীবন আমি কুদৃষ্টি ও অবাঞ্ছিত প্রেমে আক্রান্ত বহু রোগী পেয়েছি। সকলে এই কথাই বলেছে যে, আমার যিন্দেগী তিক্ত ও অশান্তিগ্রস্ত। ঘুম হারাম হয়ে গেছে। সর্বক্ষণ অস্থিরতা, মৃত্যুর আকাংখা ও আত্মহত্যার খেয়াল হয়। স্বাস্থ্য নষ্ট। সর্বদা আতংকগ্রস্ত। মন-মস্তিষ্ক দুর্বল। কোন কাজে মন লাগেনা। ইত্যাদি। আমিও সর্বদা তাদেরকে একথাই বলেছি যে, এসব কিছুই অবাঞ্ছিত পার্থিব ভালবাসা এবং অন্তরে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাউকে স্থান দেওয়ার আযাব। এবং আমি এ ধরণের পেরেশানীতে আক্রান্ত লোকদের খেদমতে আমার এ ছন্দটি পেশ করে থাকি—

ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے　　بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے

মনে হয়, অন্তরের মধ্যে সর্বদা হাতুড়ি মারা হচ্ছে এবং মাথার মগজের মধ্যে খুঁটা ঠোকা হচ্ছে। বল, হে প্রেমিক দল, তোমরা পার্থিব প্রেমের কেমন মজা লুটলে ?

এশ্‌কে-মাজাযীর (ক্ষণস্থায়ী ভালবাসার) এছ্‌লাহ সংক্রান্ত আমার আরও কতিপয় ছন্দ শুনুন—

نہیں علاج کوئی ذوقِ حسن بینی کا
مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں
اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن
تو اہتمام حفاظت نظر ہو توشے میں

যাদের মধ্যে সৌন্দর্যপূজার মেযাজ ও রুচি হয়ে গেছে তাদের জন্য এটাই প্রতিকার যে, চোখের হেফাযত কর এবং ঘরের নিরাপদ কোঠায় অবস্থান কর। যাতে কোন সুশ্রীমুখের সম্মুখীন না হতে হয়। একান্ত প্রয়োজনে যদি বের হতেই হয় তবে অবশ্যই তোমাকে নজর হেফাযতের সম্বল তোমার সঙ্গে রাখতে হবে। এশ্‌কে-মাজাযীর ধ্বংসলীলা সংক্রান্ত আমার আরেকটি ছন্দ পেশ করতেছি—

ان کا چراغ حسن بجھا یہ بھی بجھ گئے
بلبل ہے چشم نم گل افسردہ دیکھ کر

অর্থঃ যেদিন ওদের সৌন্দর্যের চেরাগ নিভে গেল, এদের ভালবাসার বাতিও নিভে গেল। ফুলের মত প্রিয়মুখের আশ্চর্যজনক ক্ষয় দেখে প্রেমিকের প্রেম খতম হয়ে গেল এবং অতীত জীবনের কীর্তিকলাপ মনে পড়ে লজ্জায় মস্তক অবনত হয়ে গেল। আর মাথা তুলতে পারেনা, চোখ খুলতে পারেনা।

আজ যে সকল সুন্দর-সুন্দরীরা এই যমীনের উপর চলাফেরা করতেছে একদিন তারা কবরের মধ্যে মাটি হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর কখনও কবর খুলে দেখ, শুধু মাটি আর মাটিই দেখতে পাবে। যদি তাকে জিজ্ঞাসা কর যে, হে মাটি, তোমার কোন্ অংশ আমার প্রিয়জনের গাল ছিল ? কোন্ অংশ চুল ছিল? কোন্ অংশ তার দুই নয়ন ছিল ? এর উত্তরে তুমি মাটির স্তূপই শুধু দেখতে পাবে। চিনতেই পারবেনা যে, মাটির কোন্ ভাগ ছিল চোখ , কোন্ ভাগ নাক এবং কোন্ ভাগ গাল। আল্লাহ্‌পাক আমাদের পরীক্ষার জন্য মাটির উপর ডিস্টেম্পার করে দিয়েছেন (মাটিকে সুন্দর ও চাকচিক্যময় করে দিয়েছেন) যাতে তিনি দেখে নিতে পারেন যে, কে এই ক্ষণস্থায়ী ডিস্টেম্পারের উপর মরতেছে, আর কে পয়গাম্বরের হুকুমের উপর জান্ দিতেছে। যদি

না তিনি মাটির উপর এরূপ কারুকার্য ও চাকচিক্য করে দিতেন তাহলে সেই পরীক্ষাই বা কিভাবে হতো ? তাই, ডিস্টেম্পারের দ্বারা ধোকা খাবেন না। আল্লাহ্গামী অনেক পথিক ধোকা খেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। এবং তারা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। এবিষয়ে আমার একটি ছন্দ আছে—

میر مارے گئے ڈسٹمپر سے
ورنہ مٹی کی حقیقت کیا تھی

অর্থ ঃ সৌন্দর্যপ্রেমিক মানুষ বাহ্যিক চাকচিক্যের ফাঁদে পড়েই বরবাদ হয়ে গেছে। নতুবা মাটি ত মাটিই। মাটিও কি কোন মূল্যবান জিনিস? কোন কদরের জিনিস? অতএব, হে বন্ধু, ধ্বংসশীল এই চাকচিক্যের মোহে কেন আক্রান্ত হচ্ছ ? সৌন্দর্যের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে আমার আরও কয়েকটি উপদেশমূলক ছন্দ শুনুন—

کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں
جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں
لگانا دل کا ان فانی بتوں سے
عبث ہے، دل کو یہ سمجھا رہا ہوں

অর্থ ঃ আজ আমার সেই প্রিয়জনকে আমি নিজ হাতে কাফন পরাচ্ছি। সেই রূপ-সৌন্দর্যকে আজ মাটির বুকে দাফন করে দিচ্ছি। তাই আজ আমি আমার মনকে বারবার একথাই বুঝাবার চেষ্টা করতেছি যে, ক্ষয়শীল, লয়শীল ও ধ্বংসশীল এই সুন্দর দেহের সাথে ভালবাসা স্থাপন করা সত্যি ত বড়ই অনর্থক কাজ।

প্রিয়মুখের শেষ পরিণতি সম্পর্কে উপাদেশমূলক আরেকটি ছন্দ—

شیریں لبی کے ساتھ وہ شیریں دہن بھی تھا
آغوشِ موت میں وہی زیرِ کفن بھی تھا

যার মুখ ছিল সুমিষ্ট, ওষ্ঠাধর ছিল মধুর, একদিন তাকে মৃত্যুর কোলে কাফন পরিহিত দেখতে হল।

বরং মৃত্যুর পূর্বেই যতই সময় আতিক্রান্ত হয়, ধীরে ধীরে মুখের লাবণ্যও ঝরে যেতে থাকে। নাক-মুখ-চোখের পূরা ভূগোলই বিকৃত হয়ে যায়।

کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی   کوئی نانا ہوا ، کوئی نانی ہوئی
ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی   کوئی دادا ہوا ، کوئی دادی ہوئی

একদিন সেই প্রিয়জনের কোমর ঝুঁকে ঘড়ির কাঁটার মত দেখা যাচ্ছে। সেদিনের সেই প্রিয়জনদের কেউ আজ নানা হয়েছে, কেউ নানী হয়েছে। মোহনীয় কালো চুলগুলো যখন ব্যাপকভাবে সাদা হয়ে গেল তখন তাদের কেউ দাদা হলো, আর কেউ দাদী হলো। কি থেকে কি হয়ে গেল ? কি বিকৃতি ? কি পরিণতি ?

এভাবে একদিন প্রেমের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এবং প্রেমিকগণ স্বহস্তে প্রেমের জানাযা দাফন করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত মনে সেখান হতে কোন্ সুদূরে চলে যায়। এবিষয়ে আমার আরও দু'টি ছন্দ আছে—

ان کے چہرہ پہ کھچڑی داڑھی کا
ایک دن تم تماشہ دیکھو گے
میر اس دن جنازہ الفت کا
اپنے ہاتھوں سے دفن کردو گے

হে প্রেমিক, শোন, একদিন তুমি তোমার প্রিয়জনের মুখে সাদা-কালো রঙের দাড়ির খিচুড়ী দেখতে পাবে। সেদিন তুমি নিজ হাতে তোমার ভালবাসার জানাযা দাফন করে দিবে। তাই, ভালবাসার উপযুক্ত সত্তা ত শুধু আল্লাহ্ যিনি চিরঞ্জীব, চির সুন্দর। যাঁর সৌন্দর্যের কোন লয় নাই, ক্ষয় নাই। বরং প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর সৌন্দর্যের এক নতুন নূতন শান্।

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

অর্থ ঃ প্রতিটি মুহূর্তে তিনি এক এক শানে থাকেন।

আল্লাহ্পাকের সত্তা হতে তার সৌন্দর্য ও গুণাবলী কখনও পৃথক হতে পারেনা। এবং তা অসম্ভব। এর বিপরীতে দুনিয়ার সকল সুন্দর-সুন্দরীদের রূপ-লাবণ্য প্রতিটি মুহূর্তেই ক্ষয়িষ্ণু ও ক্ষয়ের দিকে ধাবমান। এদের দেহ সমূহকে কবরে প্রবেশ করতেই হবে। এদের কালো চুল সাদা হয়ে যাবে। কোমর ঝুকে যাবে। চোখ হতে ক্লেদাক্ত পানি প্রবাহিত হবে। চেহারার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে তদস্থলে ধোঁয়া উঠতে থাকবে। হায়, তোমার এজীবনকে তুমি কোথায় ধ্বংস করে দিচ্ছ? একটু চিন্তা ভাবনা ত করে দেখ। আমার আরও কয়েকটি ছন্দ শুনুন—

آج کچھ ہیں کل اور کچھ ہوں گے
حسن فانی سے دل لگانا کیا
میر مت مرنا کسی گلفام پر
خاک ڈالو گے انہیں اجسام پر

আজ এক রকম আছে, তো কাল অন্য রকম হবে। যেই সৌন্দর্যের ধ্বংস অনিবার্য, কেন তুমি তার সঙ্গে মন লাগাও ? হে যুবক, হে তরুণ, হে মানুষ, আমার উপদেশ গ্রহণ কর। ক্ষয়শীল কোন চন্দ্রমুখের উপর তোমার জীবনকে তুমি বরবাদ করোনা। একদিন তুমিই এদের দেহের উপর মাটি ঢালবে, মাটি চাপা দিবে।

সাপ যেদিক দিয়ে যায়, তার গমনপথে একটা ছোট্ট রেখা রেখে যায়। কিন্তু সৌন্দর্যের সাপ এমনিভাবে চলে যায় যে, সৌন্দর্যের একটু চিহ্ন, একটি রেখাও অবশিষ্ট থাকেনা। তখন এই অদূরদর্শী বোকা প্রেমিকেরা হতবাক-হতবুদ্ধি হয়ে হাত কচ্‌লাতে থাকে। আফসোস করতে থাকে।

حُسنِ رفتہ کا تماشہ دیکھ کر
عشق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے

প্রিয়জনের সৌন্দর্যের ধ্বংসাত্মক কীর্তি দেখে প্রেমিকের আক্কেল গুড়ুম। সুশ্রীজনের সৌন্দর্যের পরিণাম যদি নজরের সামনে থাকে তাহলে তাদের থেকে দূরে থাকার মোজাহাদা (সাধনা) সহজ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমার একটি ছন্দ আছে—

ان کے پچپن کو ان کے بچپن سے
پہلے سوچو تو دل نہیں دو گے

শৈশব ও তারুণ্যের পর বার্ধক্য যে তার দিকে ধেয়ে আসতেছে তা যদি তুমি আগেই ভেবে দেখ, তাহলে তুমি তার প্রেমে পড়বে না।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য। তা এই যে, রূপ-সৌন্দর্যের ধ্বংসলীলার এই যে মোরাকাবা, তা শুধু মনকে একটা বুঝ দেওয়ার জন্য যে, দেখ, এসব ত অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল, পচনশীল। এমন বস্তুর প্রতি তুমি আকৃষ্ট হয়োনা। কিন্তু সৌন্দর্যের এই ধ্বংসলীলার কথা চিন্তা করে সে-কারণে সৌন্দর্যের মোহ-মায়া হতে বিরত থাকা— এ ত বন্দেগীর অতি নিম্ন স্তর। এর অর্থ ত এই দাঁড়ায় যে, এসকল সুন্দর-সুন্দরীদের রূপ-সৌন্দর্য যদি ক্ষয়শীল ও ধ্বংসশীল না হত তাহলে অবশ্যই আমরা তাদের প্রতি প্রেমাসক্ত হতাম, তাদের সঙ্গে দিল্ লাগাতাম। নাঊযুবিল্লাহ্। তাই বন্দেগী ও দাসত্বের উচ্চ স্তর হলো এই যে, আমরা প্রিয় মা'বূদকে এরূপ বলবো যে, হে আল্লাহ্, আপনার অনুপম সৌন্দর্য ও মহত্বের এবং আমাদের প্রতি আপনার সীমাহীন দয়া ও এহ্সানের হক ত এই যে, কিয়ামত পর্যন্তও যদি এসকল সুশ্রী-সুন্দরীদের সৌন্দর্যে কোনও পরিবর্তন না আসে বরং তা পূর্ণভাবে মোহনীয়-কমনীয় হয়েই অব্যাহত থাকে তবুও আমরা আপনার মহব্বত, আপনার

আয্মত ও এহ্সানাতের তাগিদে একটিবারও তাদের প্রতি নজর তুলে দেখবনা। কারণ, যেই আনন্দের উপর আপনি অসন্তুষ্ট, যেই আনন্দ আপনার অসন্তুষ্টির পথে অর্জিত হয় নিঃসন্দেহে তা লা'নতওয়ালা আনন্দ। এমর্মেও আমার একটি ছন্দ আছে—

ہم ایسی لذتوں کو قابلِ لعنت سمجھتے ہیں
کہ جن سے رب مرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے

হে বন্ধুগণ, শোন, এমন স্বাদ ও আনন্দকে আমরা লা'নতী ও অভিশপ্ত মনে করি যেই স্বাদ ও আনন্দের দ্বারা প্রিয় মা'বূদ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

সামান্য সময়ের পাপের মজার মধ্যে হাজার হাজার বিপদ-আপদ এবং হাজার হাজার দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা লুক্কায়িত থাকে। পাপের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার প্রথম বিন্দু আল্লাহ্র আযাব ও আল্লাহ্ হতে দূরত্বেরও প্রথম বিন্দু। যে কোন পাপের ইচ্ছা বা পরিকল্পনা করার অর্থ, নিজেকে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও আল্লাহ্র আযাবের সম্মুখীন করে দেওয়া। মানুষ পাপের দিকে রোখ করে, তো আল্লাহ্র আযাব তার দিকে রোখ করে। ফলে, এর পর তার অন্তরে কোনরূপ শান্তি ও স্বস্তির কল্পনাও করা যায় না।

ہر عشقِ مجازی کا آغاز بُرا دیکھا
انجام کا یا اللہ کیا حال ہُوا ہوگا

যে কোন এশ্কে-মাজাযীর (অবাঞ্ছিত প্রেমের) শুরুই বিশ্রী ও বিপজ্জনক দেখা গিয়েছে। খোদা জানে যে, এর পরিণাম কতনা ভয়াবহ হয়েছে। কারণ, এর দ্বারা অন্তরে মুর্দার প্রবেশ করেছে। ফলে, অন্তরও মুর্দা হয়ে গেছে। এই সুশ্রী তরুণ ও নারীরা অবশ্যই একদিন মুর্দা হবে। যদিও এখন জিন্দা আছে। কিন্তু যেহেতু এরা ধ্বংসশীল ও মরণশীল, তাই যদি এরা কোন অন্তরে প্রবেশ করে তবে সেই ধ্বংসশীলতা ও মরণশীলতার প্রতিক্রিয়া সহই প্রবেশ করে। ফলে, ঐ অন্তরে তাআল্লুক মাআল্লাহ বা আল্লাহ্র মহব্বত ও আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের স্বাদ ও মাধুর্য বর্তমান থাকতে পারে না। যেমন, মনে করুন, কোন কামরার মধ্যে আপনারা খানা খাচ্ছেন। আপনাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার মজার মজার খানা। হঠাৎ এক মৃত ব্যক্তির লাশ এনে ঐ কামরার মধ্যে আপনাদের সম্মুখে রাখা হল। বলুন, এখন আপনারা ঐ খানার মধ্যে কোনও মজা পাবেন কি ? অনুরূপভাবে কোন মুর্দা (মরণশীল লোক) যদি অন্তরে স্থান পায় তবে সেই অন্তর কিছুতেই আল্লাহ্র মহব্বত ও ভালবাসার স্বাদ পেতে পারেনা। এমন অন্তরে আল্লাহ্ আসেনা, আল্লাহ্র নূর আসেনা যেই অন্তরে গায়রুল্লাহ্র দুর্গন্ধ ও ময়লা বিরাজমান থাকে। ভারতের হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ

আহ্‌মদ ছাহেব (রঃ) বলেন—

نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آجائے
حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا

অর্থ ঃ অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ না করে অথবা প্রবেশের পথ না ধরে, সে জন্য সর্বদা তোমাকে তোমার অন্তরের কঠোর পাহারায় রত থাকতে হবে।

এজন্যই আল্লাহ্‌র ওলীগণ সর্বদা তাঁদের নিজ নিজ অন্তরের দেখাশুনা করতে থাকেন যে, নফ্‌ছ যেন কোন চোরা পথে হারাম মজা না লুটতে পারে। এজন্যই তারা এমন চেহারা সমূহকে কাছেই আসতে দেন না যা থেকে সাবধান থাকা ওয়াজিব। এর ফলে তাদের অন্তরে খানিকটা কষ্ট অনুভব হয় বটে, কিন্তু সেই কষ্টের বরকতে হৃদয়-মন সদা সজীব, উৎফুল্ল, আনন্দিত ও আল্লাহ্‌পাকের মস্ত বড় নৈকট্যের দ্বারা ধন্য থাকে। এ মর্মে আমার একটি ছন্দ আছে—

مرے ایامِ غم بھی عید رہے
ان سے کچھ فاصلے مفید رہے

অর্থ ঃ আমার কষ্টের দিনগুলিও আসলে ঈদের দিন ছিল। আল্লাহ্‌র জন্য আকর্ষণীয় চেহারা-সূরত থেকে দূরে থাকা আমার জন্য বড়ই মঙ্গলময় হয়েছে।

যখন সূর্য উদয়ের সময় হয় তখন আকাশের পূর্বদিগন্ত সম্পূর্ণ লাল হয়ে যায়। ইহা আলামত যে, এক্ষণই সূর্য উদয় হবে। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি পাপের সর্বপ্রকার হারাম কামনা-বাসনাকে খুন করতে থাকে এবং এভাবে হারাম কামনা-বাসনার রক্তের দ্বারা যখন তার হৃদয়ের সমগ্র আকাশ লাল হয়ে যায়, ঐ হৃদয়ে তখন আল্লাহ্‌র নূর ও নৈকট্যের সূর্য উদয় হয়। এমর্মে আমার কয়েকটি ছন্দ শুনুন—

وہ سُرخیاں کہ خونِ تمنا کہیں جسے
بنتی شفق ہیں مطلع خورشید قرب کی

অর্থ ঃ হৃদয়ের সেই অসংখ্য লাল চিহ্ন সমূহ যা মনের হারাম কামনা-বাসনাকে খুন করার ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের সূর্য উদয়ের জন্য তা-ই হয় রক্তিম দিগন্ত।

مرا انجامِ الفت میر تم بھی دیکھتے جانا
مری ویرانیاں آباد ہیں خونِ تمنا سے

অর্থ ঃ হে মীর, আমার ভালবাসার পরিণামফল তুমিও দেখতে থেক। আমার জীবনের সকল বিরান ভূমিকে আমি হারাম কামনা-বাসনার রক্তের দ্বারা আবাদ করেছি। অর্থাৎ যে হৃদয় পাপের আবেগ-আগ্রহকে আল্লাহ্র জন্য বর্জন করে, সে-হৃদয়কে আল্লাহ্র নূর, আল্লাহ্র মহব্বত ও রহ্মতের দ্বারা আবাদ করে দেওয়া হয়।

অর্থ ঃ মনের হারাম আগ্রহ-অনুরাগ বর্জনের কষ্ট সহ্যের ফলে অন্তরে যে রক্তিম দিগন্ত সৃষ্টি হয়, হৃদয়ের সে অসংখ্য রক্তিম দিগন্ত জুড়ে আল্লাহ্র নূরের সূর্য, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সূর্য, আল্লাহ্র নৈকট্যের সূর্য বিরাজমান থাকে।

এর বিপরীতে যারা দৃষ্টি সংযত রাখেনা তারা অবশেষে কামুক প্রেমে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এবং দুনিয়াতেই তারা যেই পরিমাণ পেরেশানীর আযাব ভোগ করে প্রত্যেক কামুক তা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করে থাকে। তাছাড়া, এর অশুভ পরিণতিতে কত লোক যে মৃত্যুর সময় কালেমার বদলে হারাম-প্রিয়জনের নাম নিতে নিতে মৃত্যু বরণ করেছে। তাদের কালেমা নসীব হয় নাই। এজন্যই মাশায়েখগণ বলেছেন যে, ছালেকের (আল্লাহ্গামী পথিকের বা তরীকতভুক্ত লোকের) জন্য মেয়েলোক ও দাড়ি-মোচ বিহীন বালক-তরুণের সাথে উঠাবসা ও মেলামেশা করা বিষতুল্য ধ্বংসাত্মক। শয়তান যখন সূফীদেরকে লক্ষ্যচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার আর কোন পথই দেখতে না পায় তখন সে তাদেরকে মেয়েলোক ও শ্মশ্রুবিহীন বালক-তরুণদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে। শয়তানের এই অস্ত্র এত ভয়াবহ ও এত সফল যে, যে-ই এর শিকার হয়েছে সে-ই ধ্বংস হয়েছে। লক্ষ্যপথ হারিয়ে ফেলেছে। কারণ, অন্যান্য পাপের দরুন আল্লাহ্ হতে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি হয় না যতটা দূরত্ব সৃষ্টি হয় এই কামুক প্রেমের দ্বারা। যেমন কেহ যদি মিথ্যা কথা বলল কিংবা গীবত করল অথবা নামাযের জামাত তরক করে দিল তা হলে মনে করুন তার অন্তর আল্লাহ্ থেকে চল্লিশ ডিগ্রী সরে গেল। অতঃপর সে তওবা করে নিল, ফলে আবার অন্তরের রোখ পুরাপুরি আল্লাহ্র দিকে হয়ে গেল। কিন্তু যদি কেহ কোন সুশ্রী-ছুরতের প্রেমে আক্রান্ত হয় তাহলে তার অন্তরের রোখ আল্লাহ থেকে ১৮০ ডিগ্রী পরিমাণ হটে যায়। এক কথায় তার অন্তরের কেবলাই পরিবর্তন হয়ে যায়। ফলে, এখন সে নামায পড়তেছে, তো ঐ সুশ্রী-ছুরত তার সম্মুখে আছে। তেলাওয়াত করতেছে, তো ঐ ছুরত সম্মুখে আছে। কলবের (অন্তরের) রোখ আল্লাহ থেকে হটে গিয়ে এখন রোখ হয়েছে গলনশীল-পচনশীল এক মুর্দা-লাশের দিকে। আল্লাহ্পাক থেকে এতটা দূরত্ব আর

কোন গুনাহের কারণে পয়দা হয় না যতটা দূরত্ব পয়দা হয় কোন হারাম ছুরতের প্রেমের দ্বারা। শিকারীরা যেই পাখী শিকার করতে চায় তার পালক সমূহে আঠা লাগিয়ে দেয় যাতে উড়তে না পারে। এভাবে তারা সহজে পাখী শিকার করে। অনুরূপ শয়তান যখন দেখে যে, কোন ছালেক অতি দ্রুত গতিতে আল্লাহ্গামী পথ অতিক্রম করতেছে, খুব অগ্রগতি লাভ করে চলেছে, জান্ কোরবান করে এক-একটি গুনাহ্ থেকে বাঁচতেছে, তখন তাকে কোন ছুরতের (সুশ্রীমুখের) প্রেম-ভালবাসার ফাঁদে ফেলে দেয়। এভাবে সে তাকে আল্লাহ থেকে মাহ্রূম (বঞ্চিত) করে দেয়।

অতএব, যত সুন্দর চেহারাই সম্মুখে আসুকনা কেন, কোন ক্রমেই আড়চোখেও তার দিকে নজর করবেন না। তখন অন্ধ হয়ে যাবেন। চোখে আলো থাকা সত্ত্বেও আলোহীনের মত হয়ে যাবেন। অপাত্রে সেই আলোর ব্যবহার করবেন না। এমর্মে আমার একটি ছন্দ আছে—

جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے
جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے

আসিল যখন সম্মুখে সে-জন

বনিলাম অন্ধজন,

যেইবা হটিল সম্মুখ হতে

আমি সে-দৃষ্টিমান।

আরহামুর-রাহিমীন অপার দয়ার সাগর আল্লাহ্ যখন দেখবেন যে, আমার বান্দাটি কি আমানতদারীর সাথে আমার দেওয়া চোখের আলো খরচ করতেছে তখন কি তার প্রতি আল্লাহ্পাকের মায়া লাগবেনা ? রহ্মতের দরিয়া তার প্রতি উথলে উঠবে না ? তিনি দেখবেন যে, যে ক্ষেত্রে আমি রাযী সেই ক্ষেত্রে সে দেখে, আর যেখানে আমি নারাজ সেখানে সে তার চোখের জ্যোতি ব্যবহার করেনা। আমাকে রাযী করার জন্য সে তার মনের আবেগ-আগ্রহ সমূহকে জলাঞ্জলি দিতেছে। আমার জন্য দুঃখ-কষ্ট বরদাশ্ত করতেছে। আল্লাহ্র রহ্মত এরূপ অন্তরকে আদর-সোহাগ করে। ভালবাসে। এমর্মে আমার একটি (মায়াময়) ছন্দ শুনুন—

অর্থ ঃ আমার বেদনাক্লিষ্ট ও দুঃখ জর্জরিত প্রাণের প্রতি তার এমনি ভাবে মায়া লাগে, যেভাবে মা অশ্রুসিক্ত নয়নে তার আদরের দুলালের মুখে চুমু খায়।

যে দিল্ এভাবে আল্লাহ্র জন্য বিরান হয়, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, আল্লাহ্পাক সেই দিলে আসন গ্রহণ করেন। সেই দিলের উপর তিনি আনন্দ ও খুশীর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

دلِ ویراں پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی
سمجھ مت میر ان کی راہ میں مرنے کو بربادی

যে হৃদয় আল্লাহ্র জন্য বিরান হয়, বিদীর্ণ হয়, বিচূর্ণ হয়, আমার আল্লাহ্ স্বয়ং সেই হৃদয়কে আবাদ করে দেন। হে মীর, আল্লাহ্র পথে, আল্লাহ্র মহব্বতে জান্ কোরবান করাকে তুমি বরবাদী মনে করোনা।

আমার প্রথম মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ) বলতেন, সবুজ-সজীব গাছের পাশে যদি আগুন জ্বালাও তবে ঐ গাছের তাজা তাজা পাতাগুলো আগুনের উত্তাপে মরা মরা হয়ে যাবে। বড় মুশকিলে তা পুনরায় আগের মত শ্যামল ও সজীব হয়। সারা বৎসর ওর পিছনে মেহনত কর, সার দাও, পানি দাও। তারপর হয়তঃ ঐ পাতাগুলো নতুন জীবন লাভ করবে। তদ্রূপ, যিকির, এবাদত, বুযুর্গদের সোহ্বত প্রভৃতির দ্বারা অন্তরে যে নূর পয়দা হয়, একটি মাত্র কুদৃষ্টির দ্বারা সেই নূরানী হৃদয়ের সর্বনাশ ঘটে যায়। সেই অন্তরে পুনরায় যিকিরের নূর ও ঈমানের হালাওয়াত (রস-তষ) বহাল হতে অনেক সময় লেগে যায়। কুদৃষ্টির যুল্মত (কলুষ-কালিমা) সহজে দূর হয় না। বড়ই মুশকিল হয়। বহু তওবা-এস্তেগফার, কান্নাকাটি এবং কঠোরভাবে বারবার দৃষ্টি সংযত রাখার কষ্ট স্বীকারের পর হয়তঃ দ্বিতীয়বার অন্তরে সেই ঈমানী-হায়াত উজ্জীবিত হয়।

আমি সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, আমাদের থেকে যে গুনাহ্ ছুটতেছেনা এর কারণ এই যে, আমরা হিম্মতকে এস্তেমাল করতেছিনা। গুনাহ্ ত্যাগের জন্য দৃঢ়সংকল্প, দৃঢ় মনোবল ও সৎসাহস প্রয়োগ করতেছিনা। যদি গুনাহ্ বর্জন করা কোন অসম্ভব কাজ হতো তাহলে আল্লাহ্পাক আমাদেরকে এই ভাষায় হুকুম দিতেন না যে –

ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ

তোমরা প্রকাশ্য গুনাহ্ ও অপ্রকাশ্য গুনাহ্ বর্জন কর।

আল্লাহ্ কর্তৃক আমাদেরকে এই হুকুম দান করা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আমাদের মধ্যে গুনাহ্ ত্যাগের ক্ষমতা আছে। কারণ, আল্লাহ্পাক এমন কোন হুকুম দেন না যা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ কারো প্রতি তার ক্ষমতা বহির্ভূত কোন দায়িত্ব-কর্তব্য আরোপ করেন না।"

আসল ব্যাপার এই যে, আমরা আমাদের মনের প্রস্তাব মত কাজ করতেছি, মনের পক্ষে সায় দিতেছি, সাড়া দিতেছি। যাকে আজকালের ভাষায় বলা হয় মনের 'ফ্যাবারে' কাজ করতেছি। এজন্যই আমরা পাপের ফিভারে (জ্বরে) আক্রান্ত আছি। অথচ, এই মনই (নফ্ছই) আমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন। এর দুশমনীর সংবাদ দিয়েছেন স্বয়ং চির সত্যবাদী প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম—

إِنَّ أَعْدٰى عَدُوِّكَ فِيْ جَنْبَيْكَ

অর্থ ঃ তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু তোমার দুই পাঁজরের মধ্যখানে অবস্থিত (অর্থাৎ নফ্ছ যাকে স্বেচ্ছাচারী মন বা বল্গাহীন প্রবৃত্তি বলা চলে।)

বলুন, আপনার শত্রু যদি আপনাকে মিষ্টি পেশ করে তবে কি আপনি নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করেন ? নাকি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, খোদা ভাল করুক, নাজানি এর মধ্যে বিষ-টিষ মিশিয়ে দিল কিনা ? কিন্তু আফসোস, নফ্স নামক দুশমন আমাদেরকে কুদৃষ্টির সামান্য একটু মজা পেশ করলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করে নিই। অথচ, দৃশ্যতঃ যদিও সে মজা পেশ করতেছে কিন্তু আসলে সে সাজার ব্যবস্থা করতেছে। কুদৃষ্টির পর আখেরাতের আযাব তো রয়েছেই, দুনিয়াতেও অন্তর সর্বদা অস্থির, অশান্ত থাকে। তার স্মরণে মন ছটফট করতে থাকে। রাতের পর রাত নিদ্রাহীন কাটাতে হয়। ঘুম হারাম হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আযাব তাকে গ্রাস করে ফেলে।

কুদৃষ্টির পাপ নেহায়েত আহাম্মকী পাপ। কারণ, পাওয়া তো যায়না কিছুই। অনর্থক অন্তরকে পোড়ানো হয়, যন্ত্রণার শিকার বানানো হয়। বলুন, পরের সম্পদের উপর লোভের নজর করা আহাম্মকী কিনা ? শুধু দেখলে কি তা পাওয়া যাবে ? যা পাওয়া যাবেনা তার প্রতি দৃষ্টি করে করে মনে মনে জ্বলতে থাকা ও ছটফট করতে থাকা বোকার বোকামী ছাড়া আর কিছু? এবং ধরুন, যদি তা পাওয়াও যায় তবুও অশান্তির আগুন হতে তো কোন রক্ষা নাই। কারণ, হারাম রাস্তায় বা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির পথে যে-আনন্দ অর্জিত হয় তার মধ্যে অশান্তি, পেরেশানী ও লাঞ্ছনার শত-সহস্র সাপ-বিচ্ছু থাকে যার দংশনে জীবনটা আষ্টে-পৃষ্ঠে অতীষ্ঠ ও দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করে সুখ-শান্তির স্বপ্ন দেখা চরম বোকামী ও চরম ধরনের গাধামি। কারণ, শান্তি, অশান্তি, দুঃখ ও আনন্দের স্রষ্টা ত আল্লাহ। তাই, যে বান্দা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট রাখে, আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট রাখার জন্য গুনাহ্ থেকে বাঁচার কষ্ট সহ্য

করে অর্থাৎ আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য স্বীয় হৃদয়- মনকে কষ্ট দেয়, ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত করে, আনন্দের কোন উপায়-উপকরণ ছাড়াই তার অন্তরে অসংখ্য আনন্দের সাগর ঢেউ খেলতে থাকে। আল্লাহ্পাক তাকে এমন আনন্দ দান করেন যা রাজা-বাদশারা কোনদিন স্বপ্নেও দেখতে পায় নাই।

পক্ষান্তরে, যে-ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে; আল্লাহ্পাক তার জীবনেক তিক্ত, অতীষ্ঠ ও কন্টকবেষ্টিত করে দেন। আল্লাহ্পাক বলেন–

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

অর্থ ঃ যে আমার স্মরণ হতে মুখ ফিরাবে, আমি তার জীবনকে কঠিন ও সংকটময় করে দিব।

যারা এশ্কে-মাজাযী বা অসৎ প্রেমে (পুরুষে-পুরুষে কিংবা নারী-পুরুষে পার্থিব ভালবাসায়) আক্রান্ত আছে এবং এর ফাঁদ থেকে বের হতে চাচ্ছে কিন্তু বের হতে পারছেনা, তারা যদি এই ছয়টি কাজ করে তাহলে, ইনশাআল্লাহ্ তারা এ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

১– আল্লাহ্পাক যে 'হিম্মত' দান করেছেন তাকে কাজে লাগাবে। (এখানে হিম্মত অর্থ, নেক কাজ করার বা বদকাজ ত্যাগের দৃঢ় ইচ্ছা করা, আন্তরিক চেষ্টা করা বা দৃঢ় মনে সচেষ্ট হওয়ার ক্ষমতা। – অনুবাদক)

২– নিজে আল্লাহ্পাকের নিকট হিম্মতের জন্য দোআ করবে।

৩– আল্লাহ্র খাস বান্দাদের দ্বারা, বিশেষতঃ নিজের দ্বীনী মুরব্বী বা উপদেশদাতার (মোর্শেদ বা এছ্লাহী মুরব্বীর) দ্বারা 'হিম্মত' দানের জন্য দোআ করাবে।

৪- নিয়মিত আল্লাহ্র যিকির করবে, এ বিষয়ে খুব যত্নশীল হবে।

৫– যে সব বস্তু বা যে সব কাজ পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপের ঐসব পথ বা উপকরণ হতে দূরে থাকবে। অর্থাৎ সকল সুশ্রী-ছূরত হতে অন্তরকেও মুক্ত রাখবে, দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও দূরে রাখবে।

৬– কোন আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গের সোহ্বতে (সংস্রবে-সংস্পর্শে) আসা-যাওয়া রাখবে এবং তাঁর সাথে 'এছ্লাহী সম্পর্ক, কায়েম করবে। (কোন খাঁটি বুযুর্গ ব্যক্তির নিকট নিজের এবাদত-বন্দেগী, আচার-ব্যবহার, চারিত্রিক বিষয় প্রভৃতির ভাল-মন্দ, দোষ-অদোষ সবকিছু প্রকাশ করে তাঁর হেদায়াত, পরামর্শ বা উপদেশ মোতাবেক চলার নাম 'এছ্লাহী সম্পর্ক' কায়েম করা। এজন্য প্রথমতঃ ঐ বুযুর্গের নিকট এ বিষয়টি উল্লেখ করে অনুমতি চেয়ে তাঁর সম্মতি পেয়ে গেলেই 'এছ্লাহী সম্পর্ক'

কায়েম হয়ে গেল। অতঃপর তাঁকে অবস্থাদি জানাবে ও তাঁর পরামর্শাদি মেনে চলবে। তবেই ইনশাআল্লাহ সাফল্য লাভ হবে। -অধম অনুবাদক।)

কুদৃষ্টি ও অসৎ ভালবাসার প্রতিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ তাআলা সম্মুখে আসতেছে। মোটকথা, যত খারাপ অবস্থাই হোকনা কেন, অথবা অন্তরে যত খারাপ খেয়াল, খারাপ কামনাই পয়দা হোকনা কেন, মোটেই নিরাশ হবেন না। আসলে মহব্বতের এই শক্তিটা বড় মূল্যবান সম্পদ, যদি এর সদ্ব্যবহার করা হয়। যে ইঞ্জিনে পেট্রোল বেশী থাকে তা জাহাজকে সেরূপ প্রচণ্ড গতিতে উর্দ্ধে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তবে শর্ত এই যে, তার গতি সঠিক লক্ষ্যমুখী করে নিতে হবে। যদি ঐ জাহাজকে কা'বামুখী করে দেওয়া হয় তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা তোমাকে কা'বায় পৌঁছে দিবে। আর যদি তাকে মন্দিরমুখী করে দেওয়া হয় তাহলে অনুরূপ দ্রুতগতিতেই তোমাকে মন্দিরে পৌঁছে দিবে। এশ্‌ক্ ও মহব্বতের শক্তি হচ্ছে পেট্রোল। যদি কোন ওলীআল্লাহ্‌র সোহ্‌বত ও বেশী-বেশী আল্লাহ্‌র যিকিরের দ্বারা একে সঠিক লক্ষ্যগামী করে দেওয়া হয় তবে এধরনের লোকেরা এত বেশী দ্রুতগতিতে আল্লাহ্‌র রাস্তা অতিক্রম করে যে, মহব্বতহীন লোকেরা বহু বহু বছরের মেহনত ও সাধনার দ্বারাও সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা। তাই ত দেখা গেছে যে, কোন কোন শরাবখোর ও বিপথগামী প্রেমিক আল্লাহ্‌র পথে এসেছে এবং কলিজাপোড়া এক 'আহ্' বেরুতেই সে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আল্লাহ্‌কে পেয়ে গেছে। যত প্রচণ্ড বেগে সে পার্থিব অন্যায় ভালবাসার দিকে ছুটে চলেছিল, ঠিক অনুরূপ প্রচন্ড গতিতে সে আল্লাহ্‌র দিকে উড়ে গেছে। তার প্রাণের বেদনা, জ্বালাময় দীর্ঘনিঃশ্বাস, কান্নাকাটি, অনুতাপ-অনুশোচনা, হৃদয়ের বিষণ্ণতা, বিদীর্ণতা, কোন খোদাপ্রেমিক ওলীর প্রতি তার প্রেমাসক্তি, প্রাণ কোরবান ও আত্মোৎসর্গ করণ এক পলকে-এক মহূর্তকালের মধ্যে তাকে যমীন হতে তুলে নিয়ে আরশে পৌঁছে দিয়েছে। এধরনের লোকদের সম্পর্কেই অধমের এই ছন্দ ঃ

خوبرویوں سے ملا کرتے تھے میر
اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے
مت کرے تحقیر کوئی میر کی
رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے

আগে লোকটার ভালবাসা ও উঠাবসা ছিল সুশ্রীমুখদের সাথে। আর এখন তার ভালবাসা, উঠা-বসা ও মেলামেশা আল্লাহ্‌র ওলীদের সাথে। অতএব, তোমরা কেহ তাকে ঘৃণা করোনা, হেয় মনে করোনা। কারণ, সে-ত এখন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখে।

কুদৃষ্টি ও অসৎ প্রেমের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

এখন আমি আমার 'দস্তূরে তায্কিয়ায়ে নফ্ছ্' পুস্তিকায় এতদসম্বন্ধে প্রতিকারমূলক যে ব্যবস্থাবলী উল্লেখিত আছে, যা কোরআন-হাদীছ ও বযুর্গানেদ্বীনের অমূল্যবাণী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, নিম্নে তা উদ্ধৃত করতেছি। ইনশাআল্লাহ এর উপর আমল করলে কুদৃষ্টি ও অসৎ সম্পর্কের পুরানো হতে পুরানো ব্যাধি হতেও নাজাত নসীব হবে। একটা মেয়াদ পর্যন্ত নিম্নলিখিত মা'মূলাত (করণীয় কাজগুলো) নিয়মিত ঠিকঠিকভাবে পালন করলে ইনশাআল্লাহ এরূপ অবস্থা হবে, মনে হবে যেন আখেরাতের যমীনের উপর চলাফেরা করতেছি এবং জান্নাত-জাহান্নাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতেছি। এবং দুনিয়ার মোহ-মায়া, স্বাদ-আনন্দ ও খাহেশাত সবকিছু তুচ্ছ মনে হবে।

১— তওবার নামায

প্রত্যহ কোন এক নির্দিষ্ট সময় নির্জন স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে এবং সম্ভব হলে খোশ্বু লাগিয়ে নিয়ে প্রথমতঃ দুই রাকাত নফল নামায তওবার নিয়তে পড়বে। নামাযের পর আল্লাহ্পাকের নিকট সর্বপ্রকার গুনাহ্ থেকে খুব এস্তেগফার করবে, খুব মাফ চাইবে। এরূপ বলবে যে, হে আল্লাহ, যেদিন আমি বালেগ হয়েছি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার চোখের দ্বারা যত খেয়ানত হয়েছে, যত গুনাহ্ হয়েছে, মনে মনে খারাপ চিন্তা-কল্পনার দ্বারা যত হারাম মজা গ্রহণ করেছি, অথবা আমার দেহের ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা যত হারাম স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করেছি, আয় আল্লাহ! আমি ঐ সবকিছু হতে তওবা করতেছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি এবং আমি পাক্কা এরাদা (দৃঢ় সংকল্প) করতেছি যে, ভবিষ্যতে কোন পাপের কাজ করে আপনাকে আমি নারাজ করবো না। আয় আল্লাহ, যদিও আমার পাপের কোন সীমা নাই, কিন্তু নিশ্চয়ই আপনার রহমতের সাগর আমার পাপের চেয়ে অনেক বড়, অনেক প্রশস্ত। অতএব, আপনার সীমাহীন, কূল-কিনারাহীন রহমতের ওছীলায় আপনি আমার জীবনের সমস্ত গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দিন। আয় আল্লাহ, আপনি ত বহুত বহুত ক্ষমাকারী এবং আপনি ক্ষমা করাকে ভালবাসেন। অতএব, আমার যাবতীয় দোষ-ত্রুটি, খাতা-কসুর আপনি আপন মেহেরবানী বশতঃ ক্ষমা করে দিন।

২— হাজতের নামায (মনে কোন উদ্দেশ্য স্থির করে যে নামায পড়া হয়।)

অতঃপর হাজতের (নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের) নিয়তে দুই রাকাত নামায পড়ে এই দোআ করবে যে, হে আল্লাহ্, আমার অসংখ্য পাপরাশির দ্বারা ধ্বংস ও বরবাদ জীবনের প্রতি আপনি রহম (দয়া) করুন। আমার এছ্লাহ্ (সংশোধন) করে দিন। আমাকে নফ্ছের (স্বেচ্ছাচারী মনের) গোলামী থেকে মুক্ত করে আপনার গোলামী ও ফরমাবরদারীর (আনুগত্যের) ইয্যতওয়ালা যিন্দেগী দান করে দিন। আপনার এই পরিমাণ ভয়-ভক্তি আমাকে দান করুন যা আমাকে আপনার সকল নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। আয় আল্লাহ, আপনার কাছে আমি শুধু আপনাকেই চাই।

کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے
الٰہی میں تجھ سے طلب گار تیرا
جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری
اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

আয় আল্লাহ্! শত মানুষ আপনার কাছে শত কিছু চায়। আমার মাওলা, আপনার কাছে আমি শুধু আপনাকে চাই। আপনি যদি আমার হন তবে ত সবই আমার। আসমান আমার, যমীন আমার, চন্দ্র আমার, সূর্য আমার। আর যদি আপনি আমার না হন তাহলে ত আমার কিছুই নাই। তাহলে ত আমি সর্বহারা, কপালপোড়া।

শত জনে তোমার কাছে শতকিছু চায়
মাওলা ওগো, একাঙ্গালে চায় শুধু তোমায়।
তুমি আমার, তো সবি আমার
আকাশ আমার, যমীন আমার,
তুমি যদি নওগো আমার
নাই কিছু এই কপালপোড়ার।

৩— নফী-এছ্বাতের যিকির

অতঃপর পাঁচশত বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ যিকির করবে। লা-ইলাহা বলার সময় এরূপ খেয়াল করবে যে, আমার দিল্ (অন্তর) সমস্ত গায়রুল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছু) থেকে পাক-পবিত্র হচ্ছে। এবং ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় এই খেয়াল করবে যে, আমার অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত দাখেল হচ্ছে (প্রবেশ করতেছে)।

৪—ইছ্মে-যাতের যিকির

প্রত্যহ কোন এক সময় এক হাজার বার আল্লাহ্-আল্লাহ্ যিকির করবে। যবানের দ্বারা যখন আল্লাহ্ বলবে তখন এরূপ ধ্যান করবে যে, যবানের সাথে সাথে আমার অন্তর হতেও আল্লাহ্ শব্দ বের হচ্ছে। বড়ই মহব্বত ও ব্যথাভরা দিলে আল্লাহ্র নাম নিবে। আমরা আমাদের মা-বাপকে ছেড়ে দূরে কোথাও গেলে যেভাবে আমরা মনের বেদনা ও বিচ্ছেদ-ব্যথার সাথে আমাদের মা-বাপকে স্মরণ করি, কমছে-কম এতটুকু প্রাণের ব্যথা, এতটুকু প্রাণের জ্বালা সহ তো আল্লাহ্র নাম আমাদের যবানে আসা উচিত। অবশ্য অন্তরে যদি এতটুকু মহব্বত অনুভব না হয় তাহলে মাওলাপাগল-মহব্বতওয়ালা বান্দাদের নকল করলেও কাজ হবে। তাই, আল্লাহ্র আশেকদের মত ছূরত ধারণ করে এবং তাঁদের মহব্বতের নকল বা ঢং অবলম্বন করে আল্লাহ্র নাম নিতে শুরু করুন। আল্লাহ্র নাম বহুত বড় নাম। এই নাম যখন যবানে আসবে, কিছুতেই তা বৃথা যাবেনা, বরং অবশ্যই কাজে লাগবে। অবশ্যই উপকার হবে। অবশ্যই এতে নূর পয়দা হবে।

৫— বিশেষ নিয়মে ইছ্মে-যাতের যিকির

এবং একশত বার 'আল্লাহ্' নামের যিকির এরূপ ধ্যানের সাথে করবে যে, আমার দেহের যার্‌রা-যার্‌রা (বিন্দু-বিন্দু) হতে অসংখ্য কণ্ঠে আল্লাহ্-আল্লাহ্ যিকির বের হচ্ছে। কিছুদিন পর সেই সাথে এই ধ্যানও যোগ করবে যে, আসমান-যমীন, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, পাথর-পাথার, পশু-পক্ষী, মোটকথা, পৃথিবীর যার্‌রা-যার্‌রা, বালু-কণা হতে আল্লাহ্-আল্লাহ্ যিকির জারী আছে।

৬— মোরাকাবায়ে আলাম্ ইয়া'লাম বিআন্নাল্লাহা য়ারা বা মোরাকাবায়ে রুইয়ত : (مراقبہ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى)

অতঃপর আল্লাহ্পাকের বাছীর ও খাবীর হওয়ার মোরাকাবা করবে। বাছীর মানে তিনি সবকিছু দেখেন, খাবীর মানে তিনি সবকিছুর খবর রাখেন। অর্থাৎ কয়েক মিনিট এই ধ্যান করবে যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখতেছেন। আমি সেই মাহ্বূবে-হাকীকীর (প্রকৃত প্রিয়জনের) সামনে বসা আছি। এবং খুব দোআ করতে থাকবে যে, আয় আল্লাহ্, আপনি যে সব সময় আমাকে দেখতেছেন এই ধ্যানকে আমার অন্তরে খুব বদ্ধমূল করে দেন, যাতে করে আমি আর কোন গুনাহ্ না করতে পারি। কারণ, আমার অন্তরে এই ধ্যান যদি বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, সর্বদা আপনি আমাকে দেখতেছেন, তাহলে আমি কোন পাপ করার সাহস পাবোনা, পাপে লিপ্ত হতে পারবো না!

আর মনে-মনে (অর্থাৎ ধ্যানের মধ্যে) আল্লাহ্র সঙ্গে এভাবে কথা বলবে যে, আয় আল্লাহ্, যখন আমি গুনাহ্ করতেছিলাম, কুদৃষ্টি ইত্যাদি করতেছিলাম তখন আপনার কুদ্রতে-কাহেরাও (অপরাজেয় কহ্রী কুদ্রতও) ঐ পাপে লিপ্ত অবস্থাতেই আমাকে দেখতেছিল। তখন যদি আপনি হুকুম দিতেন যে, হে যমীন, তুমি ফাঁক (বিদীর্ণ) হয়ে যাও এবং এই নালায়েককে গিলে ফেল, অথবা আপনি যদি হুকুম করতেন যে, হে নালায়েক, তুই ঘৃণ্য বান্দরে পরিণত হয়ে যা, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনার হুকুমে তাই ঘটতো এবং শত শত মানুষ আমার অপমান, যিল্লতি ও লাঞ্ছনার তামাসা দেখতো। অথবা যদি ঐ মুহূর্তেই আপনি আমাকে কোন কঠিন যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে আক্রান্ত করে দিতেন তাহলে আমার কি দশা হতো! হে আল্লাহ্, হে দয়ার সাগর, আপনার অপার করম (দয়া) ও হেল্ম্ (সহ্য শক্তি) আমাকে বরদাশত করতেছে এবং সেজন্য আপনার কহ্রী-শক্তি আমার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি। অন্যথায় আমার ধ্বংস ও বর্বাদী সুনিশ্চিত ছিল।

৭— মউত ও কবরের মোরাকাবা

অতঃপর কিছুক্ষণ মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে যে, দুনিয়ার সকল প্রিয়জন, বিবি-বাচ্চা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, চাকর-নোকর, সালাম দেনেওয়ালা, হযূর হুযুর কর্নেওয়ালা প্রভৃতি সকলকে ছেড়ে আমি পরপারের জন্য রওনা হয়ে গেছি। আমার মরে যাবার পর কাঁচি দ্বারা কেটে আমার শরীর থেকে কোর্তা-কাপড়গুলো খুলে ফেলা হচ্ছে। এখন আমাকে গোসল দেওয়া হচ্ছে। অতঃপর এখন আমাকে কাফন পরানো হচ্ছে। যেই ঘর-বাড়ীকে আমি আমার ঘর, আমার বাড়ী মনে করতাম, আমার আপনজনেরা, বিবি-বাচ্চারা জোর-জবরদস্তি আমাকে আমার সেই ঘর-বাড়ী হতে বের করে দিয়েছে। আমার যেই পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি বিভিন্ন স্বাদ-রস আস্বাদন করতাম তা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। যেই চোখের দ্বারা সুশ্রীদেহ সমূহ দেখে

দেখে অন্তরে হারাম মজা গ্রহণ করতাম সেই চক্ষু এখন আর দেখার ক্ষমতা রাখেনা। (এখন আরসিনেমা-টেলিভিশনের রং-তামাসা দেখার কোন শক্তি নাই।) কান আর গান-বাজনা শুনতে পারতেছেনা। রসনায় (মুখে) শামী-কাবাব ও মোরগ-পোলাউর স্বাদ গ্রহণের শক্তি নাই। বস্তুজগতের স্বাদ-আনন্দের সকল পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন অন্তরের মধ্যে যদি এবাদত-বন্দেগী, তাক্ওয়া-পরহেযগারীর নূর থেকে থাকে তবে একমাত্র তা-ই আমার কাজে আসবে। অন্যথায় আর সবকিছুই ত স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে।

অতঃপর এই ধ্যান করুন যে, এখন আমাকে কবরের মধ্যে শোওয়ানো হচ্ছে। তারপর বাঁশ-চাটাই লাগানো হচ্ছে। এখন সকলে কবরে মাটি ফেলতেছে। এখন আমি নির্জন-কবরের মধ্যে কত মণ মাটির তলে চাপা পড়ে আছি। আমার বুকের উপর শুধু মাটি আর মাটি। এখানে আমার কোন সাথী নাই। যা কিছু নেক্ কাজ করেছিলাম একমাত্র তা-ই এখন উপকারে আসবে। কবর হয়ত জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্য হতে একটি বাগান অথবা দোযখের গর্ত সমূহের মধ্য হতে একটি গর্ত।

মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ করার দ্বারা হৃদয়-মন দুনিয়া-বিরাগী হয়ে যায়, দুনিয়ার মোহ-মায়া থেকে মন উঠে যায় এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের তথা নেক্ কাজ-নেক্ আমলের তওফীক লাভ হয়। জামেউছ্-ছগীর কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীছ শরীফে আছে যে, সকল স্বাদ-আনন্দের বিচূর্ণকারীকে অর্থাৎ মৃত্যুকে তোমরা বেশী-বেশী স্মরণ কর। অতএব, মৃত্যুর ধ্যান এত বেশী পরিমাণে করবে যেন মৃত্যুর আতঙ্কের স্থলে মৃত্যুর প্রতি আগ্রহ ও আসক্তি পয়দা হয়ে যায়। অপ্রিয় এই মৃত্যু যেন এখন মনের কাছে প্রিয় হয়ে যায়।

আসলে মোমেনের জন্য মৃত্যু হচ্ছে মাহ্বূবে-হাকীকীর (আল্লাহ্র) পক্ষ হতে মোলাকাতের (সাক্ষাতের) পয়গাম। মৃত্যুর পর ত মোমেনের শুধু আরাম আর আরাম, শান্তি আর শান্তি।

৮— হাশর-নশরের মোরাকাবা

অতঃপর কয়েক মিনিট এই ধ্যান করবে যে, হাশরের ময়দান কায়েম হয়ে গেছে। এবং হিসাব-নিকাশের জন্য আমি আল্লাহ্পাকের সামনে দণ্ডায়মান আছি। আল্লাহ্পাক বলতেছেন, হে বে-হায়া, তোর কি একটুও শরম লাগলোনা যে, তুই আমাকে ত্যাগ করে অন্যের উপর নজর করলি ? যে নাকি অচিরেই মরে লাশ হবে, তুই আমাকে ছেড়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হলে ? বল, এই ছিল তোর উপর আমার হক্? এই ছিল আমার প্রতি তোর কর্তব্য ? আমি কি তোকে এজন্যই সৃষ্টি করেছিলাম যে, তুই

অন্যদের উপর উৎসর্গ হবি, অন্যদেরকে ভালবাসবি আর আমাকে ভুলে যাবি ? আমি কি তোর চোখের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি এজন্য দান করেছিলাম যে, তুই তা হারাম ক্ষেত্রে ব্যবহার করবি? হে বে-হায়া, বেশরম, তুই আমার দেওয়া বস্তু সমূহকে, আমার দেওয়া চোখ-কান-প্রাণকে তুই আমার নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করতে তোর কি একটুও লজ্জা হলোনা ?

অতঃপর এই ধ্যান করবে যে, এখন অপরাধীদের সম্পর্কে হুকুম জারী হচ্ছে যে—

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ

ধর এই নালায়েককে। ওকে জিঞ্জির পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

এরপর খুব মিনতি সহকারে কেঁদে-কেঁদে আল্লাহ্র কাছে মাফ চাইবে। আমল-আখলাকের এছলাহ (সংশোধন) ও ঈমানের সাথে মৃত্যুর জন্য দোআ করবে। এবং আল্লাহ্র আযাব ও গযব হতে পানাহ্ চাইবে।

৯— জাহান্নামের আযাবের মোরাকাবা

তারপর এভাবে দোযখের আযাবের মোরাকাবা করবে যে, জাহান্নাম এখন আমার চোখের সামনে আছে। এবং আল্লাহ্পাকের সঙ্গে এভাবে কথা বলবে যে, আয় আল্লাহ্, এই জাহান্নাম ত আপনার হুকুমে প্রজ্জ্বলিত আগুন।

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝

আয় আল্লাহ্, এই আগুনের কষ্ট ও দাহ এদের অন্তর পর্যন্ত পৌছতেছে।

تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝

আয় আল্লাহ্! জাহান্নামী লোকেরা আগুনের লম্বা-লম্বা স্তম্ভের নীচে চাপা পড়ে জ্বলছে আর কাতরাচ্ছে।

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

আয় আল্লাহ্! যখন তাদের চামড়া সমূহ পুড়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল, তখন আপনি তাদের সেই চামড়া সমূহকে সম্পূর্ণ তাজা চামড়ায় রূপান্তরিত করে দিলেন যাতে তাদের দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পায়। كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ

بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا

আয় আল্লাহ্! যখন তাদের ক্ষুধা লাগলো তখন তাদেরকে কাঁটাদার যাক্কুম গাছ খেতে দেওয়া হলো। এবং তা এমনও নয় যে, কাঁটার কষ্টের দরুণ খেতে না পারলে তারা অস্বীকার করতে পারবে, বরং বাধ্য হয়ে তাদেরকে পেট ভরে খেতেই হবে।

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝

আয় আল্লাহ্। যখন তাদের পিপাসা লাগলো তখন আপনি তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি খেতে দিলেন। এবং তারা তা পান করতে অস্বীকারও করতে পারবেনা বরং পিপাসার্ত উট যেভাবে ডগ্‌ডগ্ করে পান করতে থাকে তারাও তদ্রূপ পান করতেই থাকবে। فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝

প্রতিদান দিবসে এই হবে তাদের মেহ্‌মানদারী। هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

আয় আআল্লাহ! যখন তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি পান করানো হবে এতে তাদের নাড়িভুঁড়ি কেটে টুকরা টুকরা হয়ে তাদের মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাবে।

فَسُقُوْا مَآءً فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ

এবং আয় আল্লাহ! এই জাহান্নামী লোকগুলি আগুন ও ফুটন্ত গরম পানির মাঝে ছুটাছুটি করতে থাকবে। একবার আগুনের দিকে যাবে, একবার গরম পানির দিকে যাবে। আবার অনুরূপ করবে এবং করতে থাকবে।

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۝

আয় আল্লাহ্! যখন তারা কাঁদতে চাইবে, তো পানির অশ্রুর বদলে রক্তের অশ্রু ঝরবে। এবং অসহনীয় কষ্টের ফলে যখন তারা ভাগতে চেষ্টা করবে তখন তাদেরকে পুনরায় জাহান্নামের ভিতর (ঠেলে) দেওয়া হবে।

كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۝

আয় আল্লাহ্! এদের সকল চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হবে তখন তারা আপনার নিকট ফরিয়াদ করার অনুমতি চাইবে। তখন আপনি তাদেরকে গোস্বাভরে বলবেন—

اِخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ۝

লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে এই জাহান্নামের মধ্যেই পড়ে থাক এবং তোমরা আমার সাথে কোন কথা বলবেনা।

আয় আল্লাহ্! আমরা ত এই দুনিয়ার আগুনের একটি অঙ্গারই সহ্য করতে পারিনা। তাহলে জাহান্নামের আগুন যা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশী তেজ

হবে তা আমি কিরূপে সহ্য করবো।

আয় আল্লাহ্! আমার আমল ও কার্যকলাপ ত জাহান্নামেরই উপযুক্ত। আপনার অকূল-অসীম রহ্মতের কাছে আমার কাতর ফরিয়াদ, দয়া করে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাব হতে আমাকে রক্ষা করুন। আমার জন্য আপনি মুক্তি মঞ্জুর করুন।

উপরোক্ত এই দোআটি কেঁদে-কেঁদে তিনবার আরয করবে। কান্না না

আসলে ক্রন্দনকারীদের ভান করবে। ক্রন্দনকারীর আকৃতি ধারণ করবে। প্রত্যহ পাবন্দির সাথে এই আমলটি জারী রাখবে। ইন্‌শাআল্লাহ্, ধীরে ধীরে ঈমানের মধ্যে তরক্কী হতে থাকবে। এবং এর বরকতে এমন একদিন আসবে যে, জাহান্নাম বিল্‌কুল চোখের সামনে মনে হবে। তখন আর কোন নাফরমানীর হিম্মত হবেনা। এবং সর্বপ্রকার গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকার তওফীক নসীব হবে ইন্‌শাআল্লাহ তাআলা।

১০— মোরাকাবায়ে এহ্ছানাত (আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ রাশির মোরাকাবা)

অতঃপর নিজের প্রতি আল্লাহ্পাকের এহ্ছানাত ও অনুগ্রহ রাশির এভাবে মোরাকাবা করবে এবং আল্লাহ্পাকের নিকট এরূপ আরয করবে যে, আয় আল্লাহ্! আমার রূহ্ কখনও আপনার নিকট সৃষ্টি হওয়ার জন্য বা অস্তিত্ব লাভের জন্য কোন দরখাস্ত করে নাই। আপনার দয়া ও করম বিনা-দরখাস্তে আমাকে অস্তিত্ব দান করেছে। তদুপরি আমার রূহ্ ত এই দরখাস্তও করে নাই যে, আমাকে আপনি মানুষের দেহ দান করুন। ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে শূকর ও কুকুরের দেহের মধ্যেও স্থাপন করতে পারতেন। ফলে আমি হতাম একটা শূকর কিংবা কুকুর। আয় আল্লাহ্! তা না করে আমার কোনও আর্যি ব্যতিরেকে আপন করুণায় আপনি আমাকে সৃষ্টির সেরা মানুষের দেহ দান করেছেন। আমাকে মানুষ বানিয়েছেন।

তদুপরি, হে আমার আল্লাহ্! আপনি যদি আমাকে কোন কাফের-মোশরেকের ঘরে সৃষ্টি করতেন তাহলে নাজানি কত ভয়াবহ ক্ষতি ও বরবাদীর শিকার হয়ে যেতাম। ঐ অবস্থায় যদি আমি কোন দেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা বাদশাও হয়ে যেতাম, তবুও কাফের-মোশ্‌রেক হওয়ার দরুণ আমি জন্তু জানোয়ার অপেক্ষা ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট হতাম। আপন দয়ায় আমাকে মুসলমানের ঘরে সৃষ্টি করে আপনি যেন আমাকে শাহ্জাদা রূপে সৃষ্টি করেছেন। ঈমানের মত বিরাট নেআমত যার সামনে পৃথিবীর সমস্ত নেআমত এবং সমস্ত রত্নভাণ্ডারের কোন মূল্য নাই, বিনা-চাওয়ায় আপনি আমাকে এত বড় অমূল্য নেআমত দান করেছেন। আয় আল্লাহ্, বিনা-দরখাস্তেই যখন

আপনি এত বড় বড় এবং এত অসংখ্য নেআমত দান করেছেন তাহলে দরখাস্তকারীকে আপনি কিরূপে মাহ্‌রূম করবেন ?

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا
دریا بہا دیئے ہیں دُر بے بہا دیئے ہیں

অর্থ ঃ আমার অপার করুণার আধার মাওলার কাছে কেহ যদি একটি ফোঁটা চেয়েছে, তো তিনি তাকে এক সাগর দান করেছেন। সেইসঙ্গে কত অমূল্য মনিমুক্তাও দান করে দিয়েছেন।

আয় আল্লাহ্, বিনা-দরখাস্তে আপনি আমার প্রতি যে অজস্র অনুগ্রহ করেছেনে সেই-অনুগ্রহরাশির ওছীলা দিয়ে আমি আপনার কাছে ফরিয়াদ করতেছি, দয়া করে আপনি আমার এছ্‌লাহ্ করে দিন। আমার অন্তর-আত্মাকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে দিন। যেন মৃত্যু পর্যন্ত আমি আপনার সকল নাফরমানী হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও বিরত থাকতে পারি।

আয় আল্লাহ্! আপনি আমাকে ভাল ঘরে, ভাল বংশে সৃষ্টি করেছেন। আপনি আমাকে আপনার নেক্-বান্দাদের প্রতি মহব্বত দান করেছেন। এবং দ্বীনের উপর আ-মলের তওফীক দান করেছেন। অন্যথায় আপনি যদি পথ প্রদর্শন না করতেন তাহলে আমার কোন উপায় ছিলনা। কারণ, বহুলোক মুসলমানের ঘরে পয়দা হওয়া সত্ত্বেও বদদ্বীন, নাস্তিক ও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এবং আয় আল্লাহ্! আপনারই দয়ায় আল্লাহ্ওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের তওফীক হয়েছে। এবং আপনি হকপন্থীদের সাথে সম্পর্ক নছীব করেছেন। অন্যথায় যদি কোন বদ্দ্বীন, ভণ্ড বা আনাড়ীর হাতে পড়ে যেতাম তাহলে আজ আমি গোমরাহীর শিকার থাকতাম। আয় আল্লাহ্! দুনিয়াতে আপনি ছালেহীনের (নেক্‌কারদের) সঙ্গ দান করেছেন। দয়া করে আ-খেরাতেও ছালেহীনের সঙ্গ নসীব করুন। আয় আল্লাহ্, কত অসংখ্য পাপ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, তখন আপনার কহরী-কুদ্‌রত (মহাপরাক্রমী রাজশক্তি) তা প্রত্যক্ষ করতেছিল। কিন্তু আপনি আপনার ক্ষমা ও সহনশীলতার আঁচল-তলে আমার ঐ সমস্ত পাপরাশিকে ঢেকে রেখেছেন। এবং আপনি আমাকে অপমানিত করেন নাই। আয় আল্লাহ্! আমার মত নালায়েকের অসংখ্য নালায়েকী আপনার হেল্‌মের ছেফতের দ্বারা আপনি বরদাশ্‌ত করেছেন। আয় আল্লাহ্! আমার লাখো-কোটি জান্ আপনার সেই হেল্‌মের (সহ্যশক্তির গুণের) উপর কোরবান। অন্যথায় আজও যদি আমার সকল গোপন বিষয়াদি আপনি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেন তাহলে কোন মানুষ আমাকে তার কাছে বসতেও দিবেনা।

আয় আল্লাহ্, আপন করমে আমার জন্য ঈমানের সাথে মৃত্যু মঞ্জুর করুন। আয় আল্লাহ্! সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী জান্নতীদের সাথে আপনি এই অধমকেও কবুল করুন ও তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন।

মোটকথা, এভাবে এক-একটি নেআমতের কথা চিন্তা করবে যে, আল্লাহ্পাক আমাকে মাল-দৌলত, ইয্যত-আব্রু, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা ইত্যাদি দান করেছেন। এক-এক নেআমতের খেয়াল করবে ও খুব প্রাণভরে শোকর আদায় করবে।

সবশেষে আল্লাহ্পাকের নিকট আরয করবে যে, আয় আল্লাহ্, আপনার নেআমত, এহ্ছান ও অনুগ্রহরাজি এত অনন্ত ও অসীম যে, সেগুলোর কথা স্মরণে আনা বা অন্তরে উপস্থিত করাও অসম্ভব। আয় আল্লাহ্, আপনার সীমাহীন নেআমত ও অনুগ্রহের মধ্য হতে যা-যা আমি স্মরণ করতে পেরেছি এবং যেগুলো স্মরণ করা সম্ভব হয় নাই, আমার দেহের প্রতিটি পশম, প্রতিটি বিন্দুর যবানে এবং বিশাল এই পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুর অসংখ্য যবানে আমি আপনার সমস্ত নেআমতের শোকর আদায় করতেছি। আয় আল্লাহ্! দয়া করে আপনি আমার নফ্ছের এছ্লাহ্ ও তায্কিয়ার ফয়সালা করুন। পূর্ণ সংশোধন ও পরিমার্জনের ফয়সালা করুন।

১১— নজর হেফাযতের আপ্রাণ চেষ্টা

যারা শহরে বা বাজারে যাতায়াত করে থাকেন তারা ঘর থেকে বের হওয়ার আগে দুই রাকাত হাজতের নামায পড়ে দোআ করে নিবেন যে, আয় আল্লাহ্, আমি আমার চক্ষুদ্বয় ও আমার অন্তরকে আপনার হেফাযতে রাখতেছি। নিশ্চয় আপনি সর্বোত্তম হেফাযতকারী। অফিস-আদালতে, দোকানপাটে এবং বাজারে থাকা অবস্থায় যথাসম্ভব উযূ সহকারে থাকবেন। এবং যিকিরে মশগুল থাকবেন। তারপরও যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় তাহলে ঘরে ফিরে এস্তেগফার করে নিবেন। আল্লাহ্র কাছে খুব মাফ চেয়ে নিবেন। এবং প্রতি বারের অন্যায়ের জন্য জরিমানা স্বরূপ চার রাক্আত নফল নামায পড়বেন। সামর্থ্য অনুসারে কিছু আর্থিক জরিমানাও আদায় করবেন। অর্থাৎ কিছু টাকা-পয়সা ছদ্কা করে দিবেন। নিজের উপর এই নিয়ম চালু রাখবেন। আর যদি হেফাযতে থাকার তওফীক হয় তাহলে আল্লাহ্র দরবারে শোকর আদায় করবেন।

১২— রূপ-সৌন্দর্যের ধ্বংসের মোরাকাবা

যদি হঠাৎ কখনও কোন সুশ্রী-চেহারার উপর নজর পড়ে যায় তাহলে সাথে সাথে কোন বিশ্রী-চেহারার দিকে তাকাবে। যদি সামনে না থাকে তাহলে মনে-মনে একটি

বিশ্রী-আকৃতির মানুষের ছবি কল্পনা করবে যার চেহারা একেবারে বিদঘুটে কালো, সমস্ত মুখে বসন্তের দাগ, চেপ্টা নাক, লম্বা লম্বা দাঁত। কানা। মাথায় টাক পড়া। মোটা ও বেঢঙা দেহ। ভুঁড়ি বের হয়ে আছে। ঘন-ঘন পাতলা পায়খানা হচ্ছে। তার পায়খানার উপর ও তার আশ-পাশে অসংখ্য মাছি পড়তেছে আর ভন্‌ভন্‌ করতেছে। অতঃপর খেয়াল করবে যে, আজ যাকে প্রিয় ও সুন্দর লাগতেছে একদিন তারও এই পরিণতি হবে।

তাছাড়া এও চিন্তা করবে যে, এই সুশ্রী লোকটি যখন মারা যাবে তখন তার লাশ পচে-গলে কিরূপ বিশ্রী-বীভৎস দেখা যাবে। শত শত কীড়া তার পচা গাল ও গোশত্‌ ইত্যাদির উপর হাটতে থাকবে এবং মজাছে ভক্ষণ করতে থাকবে। পেট ফুলে ফেটে যাবে এবং এত দুর্গন্ধ হবে যে, ওদিকে নাক দেওয়াই মুশকিল হয়ে যাবে। অতএব, কেন আমি পচনশীল, মরণশীল, ধ্বংসশীল এরূপ বস্তুর প্রতি অনুরক্ত হবো?

তবে স্মর্তব্য যে, কোন বিশ্রী-ছূরতের এরূপ কল্পনার দ্বারা সাময়িক উপকার হবে বটে। পরে আবারও তাকাযা পয়দা হবে। অন্তরে আবার সেই সুশ্রীমুখের প্রতি আবেগ-অনুরাগ জাগবে। তাই ভবিষ্যতে সেই তাকাযা ও আবেগকে দুর্বল করার পদ্ধতি এই যে, হিম্মত করে ঐ তাকাযার অনুকূলে সাড়া দান থেকে বিরত থাকবে। মনের আবেগ পূরা করবে না। বরং কঠোরভাবে তার বিরোধিতা করবে। এবং বেশী-বেশী আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করবে। অন্তরে আল্লাহ্‌র আযাবের ধ্যান জমাবে। আর কোন ছাহেবে-নেছ্‌বত (আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্কশীল) ওলীআল্লাহ্‌র সঙ্গ লাভ করবে।

১৩— নফ্‌ছের এছ্‌লাহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ব্যবস্থা

নফ্‌ছের এছ্‌লাহের (তথা দুশ্চরিত্র দমন ও সংশোধনের) সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, কোন ওলীআল্লাহ্ লোকের সোহ্‌বতে (সংসর্গে) নিয়মিত কিছু সময়ের জন্য অবশ্যই হাযিরা দিতে থাকবে এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতের কথা শুনতে থাকবে। কারণ, সাধা-রণতঃ আল্লাহ্‌র ওলীদের সোহ্‌বত (সংসর্গ) ব্যতীত নফ্‌ছের এছ্‌লাহ্ (দুশ্চরিত্র সংশোধন ও সচ্চরিত্র অর্জন) এবং দ্বীনের উপর এস্তেকামত (অটলত্ব, অনড়ত্ব) হাসিল হওয়া কঠিন বরং অসম্ভব। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। বরং যেই আল্লাহ্‌ওয়ালার সাথে মোনাছাবত (মনের অনুরাগ, মনের টান বা আকর্ষণ) অনুভব হয় তার সাথে 'এছ্‌লাহী

সম্পর্ক' কায়েম করে নিবে। অর্থাৎ তাঁকে নিজের জন্য দ্বীনি উপদেশদাতা বা পরামর্শদাতা রূপে গ্রহণ করবে। এবং তাঁকে নিজের আমল, আচার-ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ক অবস্থাদি জানাতে থাকবে। সেই প্রেক্ষিতে তিনি যেই প্রতিকার ও ব্যবস্থাদি বাতলিয়ে দেন যথাযথভাবে তা মেনে চলবে এবং তৎপ্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণ করবে (যে, আমার মুরব্বীর দেওয়া পরামর্শাদি মেনে চলার মধ্যেই আমার এছ্‌লাহ্ ও কামিয়াবী রয়েছে)। ইন্‌শাআল্লাহ্ সমস্ত রূহানী ব্যাধি থেকে দ্রুততর শেফা (নিরাময়) নসীব হবে। যিকির এবং মামূলাতও নিয়মিত আদায় করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

উল্লেখিত ব্যবস্থাপত্রে যে যিকির বাতলানো হয়েছে তা হচ্ছে একজন সুস্থ-সবল মানুষের জন্য। তাই, যদি কারো কোনরূপ দুর্বলতা বা কোন রোগ থাকে তাহলে তা এছ্‌লাহী মুরব্বীকে জানিয়ে তাঁর পরামর্শ মোতাবেক যিকিরের পরিমাণ কমিয়ে নিবে। এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, মোর্শেদ বা মোছ্‌লেহ্-এর পরামর্শ ব্যতীত এই ব্যবস্থাপত্রের দ্বারা আদৌ কোন উপকার হবে না। অতএব, সোহ্‌বতে যাতায়াত ও পত্র আদান-প্রদানের মাধ্যেমে কোন আল্লাহওয়ালা মোছ্‌লেহ্‌কে (এছ্‌লাহী মুরব্বীকে) অবস্থা জানানো ও তাঁর প্রতি আন্তরিক আস্থার সাথে তাঁর দেওয়া ব্যবস্থা ও হেদায়াতের অনুসরণ অব্যাহত রাখা জরুরী।

১৪— কুদৃষ্টির ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির মোরাকাবা

কুদৃষ্টির ক্ষতি ও ধ্বংসলীলার কথা চিন্তা করবে যে, ইহা এমনই এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধি যে, এই ব্যাধির শিকার হয়ে বহু লোক শেষ পর্যন্ত কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। অর্থাৎ কুদৃষ্টির অশুভ প্রতিক্রিয়ায় অসৎ প্রেমে লিপ্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত আর তা থেকে মুক্ত হতে পারেনি এবং মৃত্যুকালে মুখ দিয়ে কালেমার বদলে কুফরী কথা উচ্চারিত হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ্।

আমার মোর্শেদ ও আমার মাহামান্য মুরব্বী হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (দামাত্ বারাকাতুহূ) দৃষ্টি সংযত রাখার ব্যাপারে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো হেদায়াত সম্বলিত একটি ব্যবস্থাপত্র রচনা করেছেন। এখানে তা উদ্ধৃত করতেছি। স্বীয় এছ্‌লাহের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ একবার তা পাঠ করবেন।

নজরের হেফাযতের জন্য মুহীউচ্ছুন্নাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব(দামত্ বারাকাতুহুম)-এর অমূল্য ব্যবস্থাপত্র ঃ

কুদৃষ্টির ক্ষতি এত ব্যাপক ও এত ভায়বহ যে, অনেক সময় এর পরিণামে দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই ধ্বংস হয়। বর্তমানে এই আত্মিক ব্যাধির শিকার হওয়ার আসবাব ও উপসর্গ সমূহ ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করতেছে। তাই, এর অপকারিতা ও এ থেকে বাঁচার জন্য কিছু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা লিখে দেওয়া মুনাসিব মনে হলো। যাতে করে এর সমূহ্ ক্ষতি থেকে বাঁচা যেতে পারে। সুতরাং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে পালন ও অনুসরণ করলে সহজেই নজরের হেফাযত সম্ভব হবে।

১- যখন মেয়েরা যেতে থাকে তখন আপ্রাণ চেষ্টা করে দৃষ্টি নীচু রাখা, চাই মন তাদেরকে দেখার জন্য যতই অস্থির হয়ে উঠুকনা কেন।

যেমন হিন্দুস্থানী আরেফ্ হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রঃ) বলেছেন—

دین کا دیکھ ہے خطر اُٹھنے نہ پائے ہاں نظر
کوئے بتاں میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا

অর্থঃ দেখ, সাবধান, এখানে তোমার দ্বীন ঈমান ধ্বংস হওয়ার আশংকা আছে। অতএব, কিছুতেই যেন এখানে কোন নারীর প্রতি তোমার নজর না যায়। এরূপ ক্ষেত্রে মাথা নীচু করে, নজর নীচু করে চলাই তোমার কর্তব্য।

২- যদি হঠাৎ কারুর উপর নজর পড়ে যায় তাহলে সাথে সাথে দৃষ্টি নীচু করে ফেলবে। এতে যত কষ্টই হোকনা কেন, এমনকি প্রাণ বের হয়ে যাওয়ারও যদি আশংকা হয় তবুও।

৩- চিন্তা করবে যে, চোখের হেফাযত না করলে দুনিয়াতেই যিল্লতি ও অপমানের আশংকা আছে । তা ছাড়া এর ফলে এবাদতের নূর ধ্বংস হয়ে যায়। তদুপরি আখেরাতের বরবাদী তো সুনিশ্চিত।

৪- কুদৃষ্টি হয়ে গেলে অবশ্যই এক সাথে বার রাকাত নফল নামায পড়া। সেই সাথে সামর্থ অনুযায়ী কিছু ছদ্‌কা-খয়রাত করা ও বেশী বেশী এস্তেগ্‌ফারের এহ্‌তেমাম (সযত্ন প্রচেষ্টা) করা।

৫– এরূপ চিন্তা করবে যে, কুদৃষ্টির কুৎসিত কালিমার দ্বারা অন্তরের মারাত্মক ক্ষতি সাধন হয় এবং কুদৃষ্টির কালিমা অনেক দেরীতে দূর হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় মনের আগ্রহ সত্ত্বেও বারবার চোখের হেফাযত না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তর পরিষ্কার হয় না।

৬– চিন্তা করবে যে, কুদৃষ্টির দরুণ মনে আকর্ষণ পয়দা হয়। আকর্ষণের পর ভালবাসা জন্মে, এবং সেই ভালবাসাই পরে প্রেমের রূপ নেয়। আর নাজায়েয প্রেমের দ্বারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই বরবাদ হয়।

৭– এই কথা চিন্তা করবে যে, কুদৃষ্টির ফলে আস্তে আস্তে এবাদত- বন্দেগী ও যিকির-শোগলের প্রতি আগ্রহ-অনুরাগ হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি, এক পর্যায়ে সব ছুটে যায়। অতঃপর এবাদত ও যিকির-শোগল ইত্যাদি খারাপ লাগতে শুরু করে। নাউযুবিল্লাহ্।

অসৎ প্রেম দমনের জন্য আরও কিছু জরুরী কাজ-

কুদৃষ্টির অশুভ প্রতিক্রিয়া বশতঃ যদি অসৎ প্রেমে আক্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকে তাহ-লে এমতাবস্থায় উল্লেখিত বিষয়াদির পাশাপাশি আরও কয়েকটি কাজ করতে হবে।

১— ঐ মা'শূকের সাথে সর্ব প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। অর্থাৎ তার সাথে কথা বলা, তার প্রতি দৃষ্টি করা, তার সাথে উঠা-বসা করা, চিঠিপত্র দেওয়া বা কখনও কখনও সাক্ষাত করা এসবকিছু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। এমনকি, অন্য কেহ যদি তার কথা আলোচনা করতে শুরু করে তবে তাকে বাধা দিবে (অথবা সরে যাবে) এবং তার এত বেশী দূরে অবস্থান করবে ও এতটা দূরত্ব বজায় রেখে চলবে যাতে করে তার সাক্ষাতের সম্ভাবনাই না থাকে, বরং ভুলেও যেন তার উপর নজর পড়ার কোন সম্ভাবনাও না থাকে। মোটকথা, সম্পূর্ণরূপে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

২— যদি তার আগমনের আশংকা অনুভব হয় তবে ইচ্ছাকৃত ভাবে তার সাথে ঝগড়া করে নিবে যাতে করে তার মনে বন্ধুত্ব রক্ষার আর কোন আশাই অবশিষ্ট না থাকে।

৩ — ইচ্ছাকৃত ভাবে তার কথা স্মরণ করবে না। অতীতের বিষয়াদি স্মরণ করেও

স্বাদ গ্রহণ করবে না। কারণ, এটা অন্তরের খেয়ানত যা অতি শক্ত গুনাহ্–গুনাহে কবীরা। এতে অন্তরের সর্বনাশ ঘটে যায়। এবং এর ক্ষতি কুদৃষ্টির ক্ষতি অপেক্ষা বেশী মারাত্মক।

৪– প্রেমের কবিতা, প্রেমের কাহিনী ও নভেল পাঠ করবে না। সিনেমা, টিভি, ভিসি আর, উলঙ্গ-অশ্লীল ছবি বা যৌন উত্তেজনা উদ্দীপক ছবি দেখা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। এবং যেখানে উলঙ্গপনা, অশ্লীলতা ও নাফরমানী বিদ্যমান আছে তথা হতে দূরে থাকবে। নাফরমানদের সংস্রবে থাকবে না।

৫– দুনিয়াবী প্রেমিক-প্রেমিকাদের গাদ্দারী ও নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করবে যে, কেহ তার প্রতি যতই ধন-দৌলত, মান-ইয্যত ও প্রাণ উৎসর্গ করুক না কেন, কিন্তু যদি তার মন আরেক জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় অথবা তুলনামূলক বেশী সম্পদশালী কেউ মিলে যায় তাহলে সে সাবেক প্রেমিক হতে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে আদৌ পরোয়া করে না। এমনকি, অনেক সময় তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বা অন্য-কথায়, পথের কাঁটা সরানোর জন্য বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যাও করে ফেলে।

৬–চিন্তা করুন যে, ঐ প্রিয়জন যদি মারা যায় তাহলে আপনি দ্রুততর তাকে নিয়ে কবরস্তানে পৌছিয়ে দেন। আর যদি আপনার মৃত্যু আগে হয় তাহলে আপনার ঐ প্রিয়জন আপনার লাশ দেখে ঘৃণা বোধ করবে। অথবা যদি দুইজনের যেকোন একজনের শ্রী নষ্ট হয়ে চেহারা অসুন্দর হয়ে যায় তাহলে সমস্ত প্রেম-ভালবাসাই মুহূর্তের মধ্যে বরফে পরিণত হবে। তখন মনে হবে, হায়, এসবই ত ছিল এক প্রতারণা। এত ক্ষণস্থায়ী–ক্ষণভঙ্গুর যে ভালবাসা, এও কি কোন ভালবাসা? হাকীমুল-উম্মত হযতর থানবী (রঃ) তাঁর আত্-তাশার্‌রুফ কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ৩৪ নং পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন—

اَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهٗ

তুমি যাকে ইচ্ছা ভালবাস। একদিন তুমি তার থেকে অবশ্যই আলাদা হবে।

৭–এই ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত অন্যান্য সব কাজগুলো ঠিক ঠিক ভাবে

আঞ্জাম দিবে। এতে করে আস্তে আস্তে তাকাযা (পাপের আগ্রহ) দুর্বল হতে থাকবে। এরূপ আকাংখা করবেনা যে, তাকাযা যেন একেবারেই নির্মূল হয়ে যায়।

কারণ, কাম্য শুধু এতটুকুই যে, তাকাযা যেন এতটা কমজোর ও স্তিমিত হয়ে যায় যে, সহজেই তাকে কাবু করা যায় বা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। উল্লেখিত নিয়মাবলীর উপর আমল করলে ইন্‌শাআল্লাহ্ নফ্‌ছ্ একদিন কাবু হবেই, নিয়ন্ত্রণে আসবেই। এবং গায়রুল্লাহ্‌র মহব্বত হতে নাজাত নসীব হবেই। এবং হৃদয়-মনে এমন এ- নেআমত অনুভব হবে যা সর্বদা হৃদয়-মনকে আনন্দমত্ত ও নেশাগ্রস্ত রাখবে। অন্তরে এমন অনাবিল শান্তি অনুভব হবে যে, রাজা-বাদশারা কোনদিন তা স্বপ্নেও দেখতে পায় নাই। এবং এরূপ মনে হবে যে, একটা দোযখী-জিন্দেগী জান্নাতী-জিন্দেগী লাভ করেছে।

نیم جاں بستاند و صد جاں دہد
انچہ در وہمت نیاید آں دہد

আল্লাহ্‌র জন্য সাধনা ও কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌পাকের জন্য আধা জান্ পেশ করে। তিনি তা গ্রহণ করেন এবং আধা জানের বদলে শত শত জান্ তাকে দান করেন। এবং তার অন্তরে এমন-এমন নেআমত দান করেন যা তোমরা কল্পনাও করতে পারনা।

দোআ করি, আল্লাহ্‌পাক উল্লেখিত নিয়মাবলীকে নফ্‌ছের যাবতীয় দুষ্টামী ও খারাবি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য 'উত্তম অবলম্বন' রূপে কবূল করেন। এর ওছীলায় গায়রুল্লাহ্‌র সকল সম্পর্ক থেকে মুক্ত করে দেন। এবং আমার এই প্রচেষ্টাকে তিনি কবূলিয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন।

বিশেষ স্মর্তব্য—

প্রত্যহ দুই রাকাত নফল পড়ে খুব কাকুতি-মিনতির সাথে নফ্‌ছের এছ্‌লাহ্ ও তায্‌কিয়ার জন্য আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোআ করবে। কারণ, আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণা ব্যতীত কারুরই নফ্‌ছ্ পবিত্র হতে পারে না। আল্লাহ্‌র রহ্‌মত ও করম ব্যতীত এই নেআমত কেহই পেতে পারে না।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

রুমীয়ে-যামানা কুতুবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

কুধারণা ও প্রতিকার

তরজমা
মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

কুধারণা ও প্রতিকার

মূল
সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
রূমীয়ে-যমানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

তরজমা
মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন
খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রহ.)
পরিচালক : খানকাহ্ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া ইয়াদগার খানকাহ্-এ হাকীমুল উম্মত
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল
জামেআ হাকীমুল উম্মত গুলশান-এ শাহ্ আখতার কমপ্লেক্স
হযরত থানবী নগর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫ ফোন : ৯৫৭৫৪২৮

প্রকাশক
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান
● হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
মাকতাবা হাকীমুল উম্মত
ইসলামী টাওয়ার
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

● খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া
ইয়াদগার খান্‌কাহ্-এ হাকীমুল উম্মত
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা- ১২০৪
যোগাযোগ: ০১৭১৬-৩৭২৪১১

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪২৭ হিজরী, জুন ২০০৬ ইং
পরিমার্জিত দশম মুদ্রণ : জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ২০১৭ ইং

মূল্য : আশি টাকা মাত্র

Kudharona O Protikar. by: Arefbillah Maolana Shah **Hakeem Muhammad Akhtar** Saheb (Rh.) and Translated by : **Maolana Abdul Matin Bin Husain** Saheb damat barakatuhum.

কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা

শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রহ.)-এর বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্ আহবাবদের একজন। আল্লাহ্‌পাক তাকে ছহীহ্-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহ্‌বাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহ.)-এর এল্‌মী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্‌পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্‌ওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন, তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহ্‌নতসমূহকে সর্বোত্তম কবূলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌঁছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্‌কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার
খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী
১১ই শা'বান আল্ মোআয্‌যম ১৪২৭ হিজরী

কুধারণা ও প্রতিকার ◆8

باسمہٖ تعالیٰ شانہٗ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANQAH IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O.BOX NO. 11182
PHONES : 461958 - 462678 - 4981850

حکیم محمد اختر عفی عنہ
ناظم مجلس اشاعۃ الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ / اشرف المدارس
ایس ٹی ۱، گلشن اقبال بلاک ۲، کراچی
پوسٹ بکس ۱۱۱۸۲

عزیزم مولانا عبد المتین صاحب سلمہٗ میرے بہت ہی خاص احباب میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سب احباب ہی اہل محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے امیر محبت ہیں، میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے۔ یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیات قلبی کی بھی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے، محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں اور وجد آفریں بنا دیا ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور احقر کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لیے احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پرکاشنی قائم کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباع اسلاف میں مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے کتب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دین کاوشوں کو شرف حسن قبول بخشے اور گھر گھر عام کر دے اور قیامت تک کے لیے صدقۂ جاریہ بنائے۔ آمین۔

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

সূচীপত্র

কুধারণা ও প্রতিকার ◆৬

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে
কিতাব ও গ্রন্থকারের পরিচয়

আল্লাহপাকের বে-শুমার হাম্‌দ। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তাঁহার আছহাবে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম্ ও তামাম আওলিয়ায়ে-উম্মতের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও ছালাম। অতঃপর বিনীত আরয এই যে, আসলে এই পৃথিবী কায়েম রহিয়াছে রব্বানী ওলামা ও আওলিয়ায়ে কেরামের বরকতে। বিশ্ব মানব-সমাজ তাঁহাদেরই ওছীলায় নেআমত খায়, রহ্‌মত ও হেদায়েত পায়, আল্লাহর মহব্বত-মা'রেফাত পায় এবং তাঁহাদেরই বরকতে আল্লাহর সহিত এক নিবিড় বন্ধনের জিন্দেগী লাভে ধন্য হয়। আল্লাহ্‌পাক সমস্ত আলেমদের প্রতি এবং সমস্ত ওলীদের প্রতি রহ্‌মতের অশেষ বারিধারা বর্ষণ করুন। দোনো জাহানে তাহাদিগকে অনেক অনেক ইয্‌যত-আফিয়ত ও অনেক আরাম দান করুন। আমীন।

অত্র কিতাবের ভাষ্যকার মহামান্য ও পরমপ্রিয় মোর্শেদ আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ. বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গানেদ্বীনের অন্যতম। চিশ্‌তিয়া ছাবেরিয়া তরীকার বরং চারি তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, প্রায় দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রহ. এর সিল্‌সিলার আমানতবাহক আরেফীন্ ও কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার শোহ্‌রত, মাকবূলিয়ত্, স্বীকৃতি ও সুখ্যাতি রহিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর অতি উচ্চস্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী রহ.-এর তিনি খাছ্ আশেক্ ও খাছ্ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহান পরশ-পাথরের ছোহবতে, তাঁহার প্রেমবিদগ্ধ হৃদয়ের দোআ ও ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন। হযরত শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী রহ. বলিতেন : হাকীম আখতার সর্বদা আমার সঙ্গে এইভাবে জড়াইয়া থাকে যেভাবে কোন শিশু মায়ের হাতে কিংবা আঁচল ধরিয়া সর্বদা তাহার মায়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসর কাল তিনি বর্তমান ভারতের নক্শবন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব এলাহাবাদী রহ. এর ছোহ্বতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী রহ. বলিতেন, আখতার! বহু লোকের ছীনায় এল্ম ও এরফানের দৌলত থাকে কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এলম ও এরফানের দৌলত থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্পাক তোমার ছীনাকে মা'রেফাত ও মহব্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহব্বত ও মা'রেফাতবর্ষী যবানও দান করিয়াছেন।

হযরত ফুলপুরীর এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল-উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা সুন্নতে-রাছুলের বে-মেছাল আশেক, মুহীউচ্ছুন্নাহ্ ভারতের হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব রহ.-এর হাতে বায়আত হন। অতঃপর একদা তিনি তাঁহাকে পবিত্র কা'বা শরীফ হইতে 'খেলাফত' দান করেন। তাঁহার দোআর বরকতে আল্লাহপাক তাঁহার এক কালের নিশ্চল যবানকে এমনিভাবে খুলিয়া দেন যে, বিশ্বের বড় বড় বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সামনে নিজেদেরকে 'নিরেট বোবা' বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। আল্লাহপাক ঐ মহান বুযুর্গের জ্যোতির্ময় জীবনের ফয়েয-বরকতসমূহ বিশ্ববাসীর কল্যাণে চিরস্থায়ী করুন। আমীন।

হযরত মুহীচ্ছুন্নাহ বলেন, বড় বড় বুযুর্গানেদ্বীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি কিভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া জান্ কোরবান খেদমত করিয়াছেন তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা কিতাবে পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যে তাহা বাস্তবেও প্রত্যক্ষ করিলাম, আমাদের সম্মুখে যাহার কোন নজীর অবর্তমান।

হাকীমুল উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা করাচীর ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব রহ. বলেন, আল্লাহপাক আমার প্রিয়পাত্র মুহ্তারাম মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবকে এমন রূহানী তাকত্ নসীব করিয়াছেন যাহা হৃদয়সমূহকে মস্ত্ ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হাকীকত ও মা'রেফাতের যে এক যওক্ ও আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা তাঁহার বুযুর্গানের ফয়েয-বরকত।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)-এর শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেন : আমি হযরত মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের বাল্যকালের সাথী, ছাত্রজীবনের সহপাঠী। বাল্যকাল হইতেই 'মোত্তাকী' হিসাবে তাঁহার শোহরত ও সুপরিচিতি ছিল। ছোট্ট বেলায় যখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেন, লোকেরা গভীর আগ্রহে তাঁহাকে দেখিতে থাকিত। এরূপ নামায আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নাই। তিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ।

উপমহাদেশের অতি উচ্চ চূড়ার মোহাদ্দেস করাচীর হযরত মাওলানা সাইয়েদ ইউসুফ বিন্নৌরী রহ. একদা এক প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন যে, মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব ও মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী রহ. এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেবের বিশিষ্ট খলীফা, বাংলাদেশের বিখ্যাত বুযুর্গ, অধমের মহামান্য উস্তাদ ও আজীবন মুরুব্বী হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব রহ. (মোহাদ্দেছ যাত্রাবাড়ী মাদরাসা ঢাকা) একদা বলিতেছিলেন : হযরত হাকীম আখতার ছাহেবের ভিতর হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজেরে মক্কী রহ. এর রং ও আখলাকের প্রভাব বেশী।

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব ছাহেব রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা, সিলেট দরগাহ্ হযরত শাহ্ জালাল মাদরাসার মোহ্তামিম হযরত মাওলানা আকবর আলী ছাহেব রহ. একদা আমাদের সম্মুখে হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে যমানার শামসুদ্দীন তাবরেযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

বাংলার মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর খাছ্ খাদেম ও মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব রহ. এর অন্যমত খলীফা হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেব রহ. বলেন : আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব হইতেছেন 'লেছানে হাকীমুল উম্মত' (হযরত থানবীর কণ্ঠস্বর বা মুখপাত্র)।

কুধারণা ও প্রতিকার ◆১০

বাংলাদেশে তাঁহার (হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব-এর) খলীফাদের মধ্যে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ, হাকীমুল উম্মত হযরত থানবীর সুদীর্ঘ ছোহবতপ্রাপ্ত আলেমে রব্বানী, লালবাগ মাদরাসার সুদীর্ঘকালের সাবেক প্রিন্সিপ্যাল হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (মোহাদ্দেছ ছাহেব হুযূর) রহ., ঢাকার বড়কাটরা মাদরাসার সাবেক মুহতামিম, হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. এর ছোহবতপ্রাপ্ত প্রবীণ আলেম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী (চাঁনপুরী হুযূর) রহ., লালবাগ মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দেছ, হযরত মাওলানা মুফতী শফী ছাহেব রহ. এর ছোহবতপ্রাপ্ত বুযুর্গ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব (ঢাকার হুযূর) রহ., শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব রহ. এর সুযোগ্য শিষ্য, পটিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব এবং কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম, কুমিল্লা কাসেমুল উলূম মাদরাসার শায়খুল হাদীছ, উস্তাযুল আসাতেযা হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব, বড়কাটরা মাদরাসার শায়খুল হাদীছ হযরত মুফতী ওয়াহীদুয্-যামান ছাহেব, গোপালগঞ্জের গওহারডাঙ্গা মাদরাসার মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা হেলালুদ্দীন ছাহেব, মাওলানা আবদুর রউফ ছাহেব ও মাওলানা আবদুল মোকতাদের ছাহেব, খুলনা দারুল উলূম মাদরাসার নায়েবে মোহতামিম হযরত মাওলানা রফীকুর রহমান ছাহেব, ঢাকার মাদানী নগর মাদরাসার শায়খুল হাদীছ প্রবীণ আলেম হযরত মাওলানা কুতবুদ্দীন ছাহেব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব (চাঁনপুরী হুযূর) বলেন, আমার মোর্শেদের মধ্যে আমি হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর সীরত ও হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এর তরীকত্ ও এশ্কের অনলবর্ষী বয়ান ও এরশাদাত পাইয়াছি।

হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব রহ. একদা বলিতেছিলেন : আমি ত কোথাও যাই না। হযরত আসিলে তাঁহার সোহবতে যাই। হযরতের ছোহবত ও মোলাকাত না পাইলে খুব বেশী বে-চাইন লাগে। আর একবার বলিলেন : হযরতের কিতাবগুলি অতি উপকারী। কঠিন

কঠিন মযমূনকে তিনি খুব সহজ করিয়া পেশ করিয়াছেন ঃ অন্তরে খুব আছর করে এবং খুব উপকার হয়।

আমার প্রিয় মোর্শেদের লেখা এছলাহী ও এশকের আগুনভরা কিতাবাদির মধ্যে রূহ কী বীমারিয়াঁ আওর উন্‌কা এলাজ, মা'আরেফে শামসে-তাবরেয, মা'আরেফে মছ্‌নবী, মা'রেফতে এলাহিয়্যাহ, মলফূযাতে শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী রহ., কাশকূলে মা'রেফাত ও দুনিয়া কী হাকীকত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বহু সংখ্যক মাওয়ায়েযের কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে। বহু ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। মলফূযাত ও মাওয়ায়েযের মধ্যে মাওয়াহেবে-রব্বানিয়াহ্ ও মাওয়ায়েযে দরদে-মহব্বত আশ্চর্যজনক কিতাব।

বক্ষ্যমাণ এই কিতাবখানা মূলতঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান। ২১ জুমাদাল-উলা ১৪১১ হিঃ মোতাবেক ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং রোজ সোমবার মাগরিবের নামাযের পর খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া গুলশান-এ-ইকবাল-২ করাচীতে বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ. 'শরীঅত বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ মজলিসে' আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক বয়ান রাখেন।

এক শ্রেণীর নামসর্বস্ব ইসলামী চিন্তাবিদ, স্বঘোষিত মোফাচ্ছেরে-কোরআন ও আধুনিকতাবাদী লেখকের বই-পুস্তক পাঠ করিয়া বহুলোক, বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বহু মুসলমান হক্কানী ওলামা ও বুযুর্গানেদ্বীনের প্রতি কুধারণার শিকার হইয়া তাঁহাদের ফয়েয-বরকত হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এইভাবে ইহারা খাঁটি দ্বীন ও দ্বীনি শিক্ষা হইতেই মাহরূম থাকিতেছে।

উল্লিখিত বয়ানের মধ্যে বিভ্রান্ত মুসলিম ভাই-বোনদের উক্ত কুধারণার ইহ-পরকালীন ক্ষতিসমূহ তুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং কোরআন-হাদীছ ও বুযুর্গানেদ্বীনের হেদায়াতের আলোকে বাতিলপন্থীদের বিভ্রান্তিকর অভিযোগসমূহ খণ্ডন করা হইয়াছে।

ফলতঃ এই কিতাব পাঠ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ এহেন ধ্বংসাত্মক মন-মানসিকতা হইতে মুক্তি পাইয়া অন্তরে হক্কানী ওলামা ও বুযুর্গানেদ্বীনের প্রতি অনুরাগ, সুধারণা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা পয়দা হইবে।

কুধারণা ও প্রতিকার ◆১২

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গানেদ্বীনের প্রতি আস্থা ও সুধারণা অটুট না থাকিলে ঐ ব্যক্তির দ্বীন-ঈমান সুরক্ষিত থাকিতে পারে না।

মূল্যবান এ বয়ানটি পরে কিতাব আকারে প্রকাশিত হয়। এখানে উহারই ভাবসম্প্রসারণ মূলক সরল বঙ্গানুবাদ পেশ করা হইতেছে।

আল্লাহপাক মূলের মত উহার তরজমাখানাও কবূল করুন। গ্রন্থকার, মোতারজেম, সহযোগিতাকারী ও পাঠক সকলকে এবং আমাদের সকলের আওলাদ-পরিজন, খান্দান ও সমস্ত আহবাব্‌কে কুধারণাসহ সকল আত্মিক ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া দোনো জাহানে কামিয়াব করুন। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল মতীন বিন হুসাইন
রবিউস্‌সানী ১৪২১ হিজরী
জুলাই ২০০০ ঈসায়ী

কুধারণা ও প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ (بخاري ج٢صـ٨٩٦)

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ : ظُنُّوْا بِالْمُؤْمِنِ خَيْرًا

(تفسير كبيرجـ١٤ صـ١٣٤)

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য এবং ইহাই চূড়ান্ত সত্য। আর শান্তি বর্ষিত হউক তাহার ঐ সকল বান্দাগণের প্রতি যাঁহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে মনোনীত করিয়াছেন। অতঃপর আরয এই যে, আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন : সাবধান, তোমরা 'কুধারণা' হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ, কুধারণা হইল জঘন্যতম মিথ্যা।

(বোখারী শারীফ ২য় খণ্ড, ৮৯৬ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও ফরমাইয়াছেন : মো'মেনের প্রতি সু-ধারণা রাখ।

(তাফসীরে কাবীর, ১৪ নং খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

কুধারণার পক্ষে নিরাব্বইটি প্রমাণ সত্ত্বেও

এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সু-ধারণা রাখার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। রব্বানী আলেমগণ এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাহারও কোন বিষয় সম্পর্কে যদি কুধারণার অনুকূলে নিরাব্বইটি প্রমাণ থাকে, আর একটি পথ থাকে সু-ধারণা পোষণের পক্ষে, তবে তুমি সু-ধারণা পোষণের রাস্তা অবলম্বন কর। ইহাই তোমার জন্য নিরাপদ রাস্তা।

কুধারণাকারী মহা বিচারপতির আদলতের আসামী

আমার প্রথম মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী রহ. বলেন : ইহার কারণ এই যে, কুধারণার ফলে কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ্পাক তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দাঁড় করিবেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি যে আমার এই বান্দার প্রতি কুধারণা করিয়াছিলে, বল তোমার সেই কুধারণার পক্ষে তোমার নিকট কি কি দলিল আছে? অথচ, কাহারও প্রতি সু-ধারণা করিলে বিনা দলিলে আল্লাহ্পাক তাহাকে পুরস্কার দান করিবেন। সু-ধারণার জন্য দলিল-প্রমাণ ছাড়াই ছাওয়াব প্রদান করা হইবে। কারণ, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হুকুম ফরমাইয়াছেন যে, তোমরা প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সু-ধারণা পোষণ কর। (যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর হুকুম পালন করিবে, নিঃসন্দেহে সে পুরস্কারযোগ্য ও প্রশংসার পাত্র বিবেচিত হইবে।)

অতএব, কুধারণা করিয়া নিজেকে নিজে কিয়ামত দিবসের মহা বিচারপতির আদলতের আসামী করা এবং কঠিন বিপদের সম্মুখীন করা সম্পূর্ণ বেওকুফী, নাদানী ও আহাম্মকী। হযরত ফুলপুরী রহ. হাসিয়া বলিতেন, নিরেট আহাম্মক ঐ ব্যক্তি যে মোফ্তের ছাওয়াব গ্রহণের পরিবর্তে নিজেই নিজের উপর মোকদ্দমার পর মোকদ্দমার ব্যবস্থা সম্পন্ন করিতেছে এবং বিপদ আর বিপদ প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। অতএব, হে লোক সকল, অন্যের প্রতি সু-ধারণা করিয়া মোফ্তে ছাওয়াব অর্জন কর এবং কুধারণা করিয়া নিজের জান্কে প্রমাণাদি পেশের মোকদ্দমায় ফাঁসাইও না।

বুযুর্গদের প্রতি কুধারণার কারণ : দুইটি বস্তুর অভাব

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন যে, দ্বীনের খাদেমদের প্রতি কুধারণা বা অভিযোগের কারণ হয় দুইটি বিষয় : এলমের কমি এবং মহব্বতের কমি। অর্থাৎ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোকেরাই অভিযোগ করিয়া থাকে। হয় তাহার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি মহব্বতের ত্রুটি আছে, যাহার ফলে তাহার মধ্যে দোষ খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিতে থাকে। অথবা সে দ্বীন-শরীঅত সম্বন্ধে খুবই অজ্ঞ। যেহেতু কোরআন, হাদীছ, ফেকাহ্ শাস্ত্রের

নীতিমালা ও বিধানাবলী তাহার সম্মুখে থাকে না, তাই সে অজ্ঞতা বশতঃ কুধারণা করিয়া বসে, তাহার মনের মধ্যে কোন অভিযোগ সৃষ্টি হয়। হযরত থানবী একারণেই বলিতেন যে, দুই শ্রেণীর লোকেরাই আমার খানকায় আসিয়া উপকৃত হইবে : হয় শরীঅতের বিধানাবলী সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া চাই, যাহাতে সে আমার প্রতিটি কাজকে শরীঅতের আলোকে বুঝিতে পারে যে, এক্ষেত্রে ফেকাহ্ শাস্ত্রের অমুক বিধান প্রযোজ্য, এ বিষয়টি অমুক বিধান দ্বারা সমর্থিত। অথবা তাহাকে (আমার প্রতি) অত্যন্ত আশেক (খুব আসক্ত ও অনুরাগী) হওয়া চাই। কারণ, আশেকের নজরে মাহ্বূবের (প্রিয়জনের) প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি আচরণই ভালো লাগে। আর যদি কাহারও এই অবস্থা হয় যে, না তাহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় মহব্বত আছে, না শরীঅতের বিধানাবলী সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে, তবে এ ধরনের লোকেরা (বুযুর্গানেদ্বীনের প্রতি কুধারণা ও কু-মনোভাবের ফলে) মাহরূমই থাকিয়া যায়। মোটকথা, এই দুইটি বস্তুই দ্বীনের খাদেমদের প্রতি কুধারণা, আপত্তি-অভিযোগ এবং তাঁহাদের বরকত হইতে বঞ্চিত থাকার কারণ হয় : মহব্বতের কমি অথবা এলেমের কমি।

কুধারণার বিষফলে মোজাদ্দেদের ফয়েয হইতে বঞ্চিত

দেখুন, থানাভবনের মত একটি কস্‌বা যেখানে যমানার মোজাদ্দেদ বর্তমান ছিলেন এবং যেখানে দূর-দূর হইতে বড় বড় আলেম-ওলামা ও বুযুর্গদের সমাগম হইতেছিল, সেখানকার নিকটবর্তী লোকজন অর্থাৎ ঐ এলাকারই কিছু লোক তিরস্কার করিয়া বেড়াইত আর বলিত, এই লোকগুলির কি হইয়াছে যে, ইহারা কলিকাতা হইতে, মাদ্রাজ হইতে, বোম্বাই, আযমগড় ও জৌনপুর হইতে (এবং সমগ্র ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে) এখানে ছুটিয়া আসিতেছে? কি নির্বোধ এই লোকগুলি? আমরা তো এই বড় মিয়ার মধ্যে এমন বিশেষ কিছুই দেখিতে পাই না। ফলে, দূর-দূর হইতে আগমনকারী লোকেরা কামিয়াব হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা নিকটে ছিল, কিন্তু কদর করে নাই, তাহারা মাহ্রূম (বঞ্চিত) হইয়া গিয়াছে।

নির্বোধ লোকজন কর্তৃক হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে-মক্কীর প্রতি অভিযোগ

এক ব্যক্তি হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব মুহাজেরে-মক্কী রহ.-কে বলিল, হাজী ছাহেব, আপনি তো কোন বড় আলেম নন, অথচ এত বড় বড় আলেম, যেমন মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহীর মত আলেম, মাওলানা কাসেম নানূতবীর মত আলেম, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর মত আলেম, এত বড় বড় আলেদের কি হইল যে, ইহারা আপনার হাতে মুরীদ হইয়া গিয়াছে? কিভাবে ইহারা আপনার হাতে বায়আত হইল, সেই কথা ভাবিয়া আমার খুবই মনোকষ্ট হয় এবং খুবই আশ্চর্য বোধ হয়।

এখন হযরত হাজী ছাহেবের জওয়াব শুনুন। তিনি বলিলেন, (ভাই,) আপনি যতটা আশ্চর্য বোধ করিতেছেন, তার চাইতে অনেক বেশী আশ্চর্য বোধ করিতেছি খোদ আমি যে, সত্যি এই সকল আলেম এবং আলেমও এত বড় বড় আলেম যে, এক-একজন এলেমের জাহাজ, বুঝি না কেন ইহারা আমার হাতে বায়আত হইয়া গেলেন?

হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর প্রতি হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী রহ.-এর ভক্তি

বস্তুতঃ ইহা ছিল হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর চরম বিনয়। কিন্তু এই কুধারণাকারী ও অভিযোগকারী লোকটি কোন চরম হতভাগ্য লোক ছিল বটে। ইহার বিপরীতে উল্লেখিত বুযুর্গদের মধ্যে হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর প্রতি কি সীমাহীন আদব ও ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। একবার হযরত হাজী ছাহেব রহ. একটি কিতাব লিখিলেন এবং হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবীকে দিলেন, ভুল-চুক্ সংশোধন করিয়া দেওয়ার জন্য। ঐ পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটিমাত্র স্থানে একটা শাব্দিক ভুল ছিল। হযরত নানূতবী সেখানে এই কথা লেখেন নাই যে, হযরত, এখানে আপনার একটি ভুল হইয়া গিয়াছে। বরং তিনি ঐ শব্দটির চারিদিকে বৃত্ত আঁকিয়া উহার পাশে এতটুকু লিখিয়াছেন যে, হযরত, এই শব্দটি আমার বুঝে আসিতেছে না। ছুবহানাল্লাহ্, কী আদব ছিল তাঁহাদের মধ্যে যে, 'ত্রুটি' কথাটিকে শায়খের নামের সাথে যুক্ত করতে পারেন নাই; বরং সেই ত্রুটিকে নিজের প্রতি যোগ করিয়াছেন। (ইহা বলেন নাই যে, আপনার

ত্রুটি হইয়াছে বরং নিজের বুঝের ত্রুটি ব্যক্ত করিয়াছেন ।) (সত্যি, বড়দের প্রতি আদব-এহতেরাম অনেক বেশী দামী ও জরুরী জিনিস ।) তাইতো মাওলানা রূমী রহ. বলেন—

اے خدا جوئیم توفیق ادب
بے ادب محروم ماند از فضل رب

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনার নিকট আমরা আদবের তওফীক প্রার্থনা করি। কারণ, বেয়াদব লোক আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

বেয়াদবদের সংসর্গ ও বই-পুস্তক হইতে দূরে থাকা জরুরী

অতএব, বেয়াদবদের সংসর্গ হইতেও দূরে থাকা চাই। কোন লোক চাই সে যত বুদ্ধিমানই হউক না কেন, কিছুদিন যদি সে কোন বেয়াদবের সাথে উঠা-বসা করে, তবে বেয়াদবীর বিষাক্ত ব্যাধি তাহার মধ্যেও পয়দা হইয়া যাইবে। অতএব, যে সম্প্রদায় বা যেই শ্রেণী আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গানেদ্বীনের প্রতি অভিযোগ বা দোষারোপ করিয়াছে, এহেন লোকদের বই-পুস্তক হইতে, তাহাদের সাহচর্য হইতে দূরে থাকা জরুরী। অন্যথা, বেয়াদবীর ঐ বিষাক্ত ব্যাধি তাহার মধ্যেও প্রবেশ করিবে। অথচ, দ্বীনের এই রাস্তা, আল্লাহর মহব্বতের এই রাস্তা বুযুর্গানেদ্বীনের প্রতি আস্থা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং চলিতে থাকিবে।

শায়েখ মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবী রহ.-এর সহিব শয়তানের সওয়াল-জওয়াব

শায়েখ মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবী রহ. শ্রেষ্ঠ আওলিয়া ও বহু উচ্চ স্তরের আলেমদের একজন। একবার শয়তান তাহাকে বলিল, মাওলানা সাহেব, আমার কি ক্ষমা হইবে না? তিনি বলিলেন, তোমার ক্ষমা হইবে কিভাবে? তুমি তো জাহান্নামী এবং চির মরদূদ। শয়তান বলিল, আচ্ছা আমি যদি কোরআন শরীফের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে, আমারও ক্ষমা হইয়া যাইবে, তাহা হইলে? তিনি বলিলেন আচ্ছা পড় দেখি কোন্ আয়াত দ্বারা তোর ক্ষমাপ্রাপ্তি প্রমাণ হইতেছে? শয়তান বলিল, আল্লাহপাক সূরায়ে আ'রাফের মধ্যে বলিয়াছেন–

وَسِعَتْ رَحْمَتِيْ كُلَّ شَيْءٍ

অর্থ : "আমার রহ্মত প্রতিটি বস্তুর উপর প্রসারিত, পরিব্যাপ্ত।" (অন্য কথায়, আল্লাহর রহ্মত প্রতিটি বস্তুকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।)

তাহা হইলে আমি কি কোন 'বস্তু' নই? যদিও আমি অতি হীন বস্তু, তবুও একটি বস্তু তো অবশ্যই? অতএব, আল্লাহর রহ্মত আমার উপরও প্রসারিত হইবে। ফলে আমাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

উত্তরে শায়েখ হযরত ইনবুল-আরাবী রহ. বলিলেন, নিঃসন্দেহে তুই জাহান্নামী। কিন্তু আমি তোর সহিত কোন বহছ্ করিব না, কোন যুক্তি তর্কে লিপ্ত হইব না। উপরন্তু, স্বীয় মুরীদগণকে হুকুম করিলেন যে, খবরদার, কখনও তোমরা শয়তানের সহিত বহছ্ করিও না। কারণ, শয়তানের সহিত বহছ্ (বা যুক্তি-তর্ক) যদি উপকারী হইত, তবে আল্লাহপাক আমাদিগকে আঊযুবিল্লাহি মিনাশ্‌শাইতানির রাজীম (আমি আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি মরদূদ শয়তান হইতে) পাঠ করার আদেশ করিতেন না। তৎপরিবর্তে বরং এই আদেশ করিতেন যে, শয়তান যখন তোমাদিগকে অছ্অছা দেয় (কোন খারাপ কাজের দিকে প্ররোচিত করে) তখন তোমরা উহাকে ধরিয়া আচ্ছামত আছড়াইয়া দিও। অর্থাৎ তোমরা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তর্ক-বহছ করিয়া তাহার অছঅছার জওয়াব দিও। কিন্তু আল্লাহপাক বলেন, তোমরা শুধু আঊযুবিল্লাহ্ পড়িয়া আমার আশ্রয় প্রার্থনা করিও যে, আয় আল্লাহ, মরদূদ শয়তান হইতে আমাদিগকে পানাহ্ দান করুন।

শয়তানের প্ররোচনা হইতে রক্ষার পন্থা কুকুর দমনের অনুরূপ

মোল্লা আলী কারী রহ. মেরকাত শরহে মেশকাত নামক কিতাবে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে, শয়তান হইল ঐ কুকুরের মত যাহা বড়লোকদের বাংলোর সামনে দাঁড়াইয়া থাকে। দুনিয়াতে যত বড় লোক আছে, তাহাদের কুকুরও বড় হইয়া থাকে। ফরেন কান্ট্রি হইতে ব্যাঘ্র বংশীয় কুকুর আমদানী করে। যদিও কর্ণারের বাসায় থাকে, কিন্তু তাহার কুকুর হইতে হয় ফরেনার। ঐ কুকুর যখন কাহাকেও তাহার মালিকের বাংলোর দিকে অগ্রসর হইতে দেখে, তখন ঘেউ ঘেউ শুরু

করিয়া দেয়। এবং এত জোরে ঘেউ ঘেউ করে যে, যাহারা কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগে ভুগিতেছে, তাহাদের আর কোষ্ঠ নরম করার ট্যাবলেটের দরকার পড়ে না। কুকুরের সেই ঘেউ ঘেউ শুনিয়াই কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইয়া যায়। পায়খানা বিলকুল নরম হইয়া যায়। আগন্তুক ঘন্টি বাজায় এবং ঘরের মালিককে বলে, জনাব, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছি, কিন্তু আপনার কুকুর আমাকে খুবই পেরেশান করিতেছে, আপনার সহিত সাক্ষাতে বিঘ্ন ঘটাইতেছে। তাই আপনি আপনার কুকুরকে চুপ্ করাইয়া দিন। অতঃপর কুকুরের মালিক কোন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করে যাহা শুনিয়া কুকুরটি লেজ নাড়িতে নাড়িতে বসিয়া নীরব হইয়া পড়ে।

উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন মোহাদ্দেছ হযরত মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, ইবলীছ হইল আল্লাহর কুকুর। তাহাকে গেট-আউট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহপাকের দরবার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মহিমাময় ঐ দরবার হইতে সে মরদূদ ও বিতাড়িত। দুনিয়ার বড়লোকেরা যখন বড় বড় কুকুর পালে, তবে আল্লাহপাক তো সবচেয়ে বড়, তাই তাহার কুকুরও তদ্রূপ বড়। এই কুকুর যখন তোমাকে খারাপ কাজের অছ্অছা দেয়, তুমি যদি উহার সহিত লড়াই করিতে যাও এবং উহাকে চুপ্ করাইতে চাও, তবে সে আরও বেশী ঘেউ ঘেউ করিতে শুরু করিবে। যেভাবে সাধারণ কুকুরদিগকে যদি থামাইতে চেষ্টা করা হয়, ধমক লাগানো হয়, তবে উহারা আরও বেশী ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। শয়তান হইল আল্লাহর কুকুর। কেহই তাহাকে নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারিবে না যতক্ষণ না সে আউযু বিল্লাহি মিনাশ্-শাইত্বানির রাজীম পাঠ করিবে। অতএব, তুমি আল্লাহপাকের নিকট বল। তাহা হইলে আল্লাহপাক তাহার উপর আদেশ জারী করিবেন। ফলে সে তোমার উপর বল খাটাইতে পারিবে না। তোমাকে কাবু করিতে পারিবে না। এ জন্যই আল্লাহপাক স্বয়ং তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। শয়তানের সহিত লড়াই করিতে (তর্ক-যুদ্ধ করিতে) আদেশ করেন নাই।

হযরত মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবীর প্রতি হযরত থানবীর আদব ও ভক্তি

যাহা হউক, আমি আরয করিতেছিলাম যে, হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, শায়েখ মুহীউদ্দীন

ইবনুল-আরাবী রহঃ. যেকোন বিশেষ হেকমতের খাতিরে ঐ সময় শয়তানের যুক্তির উত্তর দেন নাই। সম্ভবতঃ তখন তিনি মুরীদদিগকে আদব শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাদের তর্‌বিয়তের (আত্মগঠনের) জন্য তাহাই তখন প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু হযরত থানবী বলেন, হযরত মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবী রহ.-এর বরকতে শয়তানের সেই যুক্তি খণ্ডনকারী উত্তর আমার বুঝে আসিয়া গিয়াছে। দেখুন, হযরত থানবী নিজের 'যোগ্যতা' দাবী করেন নাই বরং কিরূপ বিনয়ের সহিত বলিয়াছেন যে, খোদ ইবনুল-আরাবী রহ.-এর বরকতে অন্তরের মধ্যে এই জওয়াব নসীব হইয়াছে। বুযুর্গদের হাতে তরবিয়ত পায় নাই এমন কোন কাঠমোল্লা যদি হইত, তবে ত সে ইহাই বলিত যে, দেখ, শায়েখ মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবী যেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই, আমার যোগ্যতা-বলে আমি উহার উত্তর দিতে সক্ষম। ইহা আমাদের বুযুর্গদের সুমহান চরিত্র যে, নিজেকে তাঁহারা এইভাবে মিটাইয়া দিয়াছেন। কিরূপ ছোট ও অবনত হইয়া থাকিয়াছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী কর্তৃক শয়তানের সেই প্রশ্নের উত্তর

তিনি বলেন, আল্লাহপাক শায়েখ ইবনুল-আরাবীর বরকতে আমার অন্তরে ইহার উত্তর ঢালিয়া দিয়াছেন এবং তাহা এই যে, হাঁ, নিঃসন্দেহে আল্লাহপাকের রহ্‌মত শয়তানের উপরও প্রসারিত রহিয়াছে। কিন্তু কিভাবে? উহাকে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝুন। কোন লোক যদি কাহাকে একশত জুতা মারার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও মাত্র আটানব্বইটি জুতা মারে, বাকি দুইবার না মারে, তবে কি ইহা তাহার দয়া ও মেহেরবানী নয়? হাকীমুল উম্মত বলেন, আল্লাহপাক জাহান্নামের মধ্যে শয়তানকে যেই পরিমাণ শাস্তি দিবেন, তদপেক্ষা বেশী শাস্তি দেওয়ার তিনি ক্ষমতা রাখেন কি না? ইহা নিঃসন্দেহ যে, নিশ্চই রাখেন। কারণ, তাঁহার ক্ষমতা ও শক্তি সীমাহীন, কূল-কিনারাহীন। অতএব, তিনি শয়তানকে যেই পরিমাণ শাস্তি দিবেন, তদপেক্ষা বেশী শাস্তি দানের ক্ষমতা তিনি রাখেন। আল্লাহপাক যদি শয়তানের উপর তাহার সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে তাহার উপর আরও বেশী আযাব হইত। অতএব, যেই পরিমাণ আযাব

দেওয়ার ক্ষমতা আছে সেই পরিমাণ আযাব না দেওয়াও রহ্‌মত। এভাবে আল্লাহর রহ্‌মত শয়তানের উপরও প্রসারিত রহিয়াছে। ছুব্‌হানাল্লাহ্, কী এলেম আমাদের বুযুর্গানেদ্বীনের!

أُولَٰئِكَ آبَائِي فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ

ইঁহারা আমাদের পূর্বসূরী। কেহ তাঁহাদের দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া তো দেখাও?

দুর্ঘটনার শিকার হইয়া কালেমা ছাড়া মৃত্যু বরণ করিলেও কি সে মুসলমান

এক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবীকে প্রশ্ন করিল যে, একজন মুসলমান কোথাও যাইতেছিল। রাস্তার মধ্যে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার শিকার হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। লোকটি কি কালেমার উপর মৃত্যু বরণ করিল? হাকীমুল উম্মতের জওয়াব শুনুন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, এতক্ষণ যে আপনারা আমার মজলিসে আছেন এবং আমার কথা শুনিতেছেন, এই সময় কি আপনারা এখানে কালেমা পাঠ করিতেছেন, নাকি আমার কথা শোনার মধ্যেই লিপ্ত আছেন? সকলে বলিলেন, জ্বী না, আমরা সবাই তো আপনার কথাই শুনিতেছি। কেহই কালেমা পাঠ করিতেছি না। তিনি বলিলেন, বলুন, এই মুহূর্তে আপনারা মুসলমান কি না? সকলে বলিলেন, জ্বী, অবশ্যই আমরা মুসলমান। তিনি বলিলেন, অনুরূপভাবে যে মুসলমান ভাই দুর্ঘটনা কবলিত হইয়া হঠাৎ মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং সেজন্য কালেমা পড়িতে পারেন নাই, তিনি মুসলমান-রূপেই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন যদি তাহার মুখ হইতে ইসলামের বিপরীত কোন কথা বাহির না হইয়া থাকে। তবে হাঁ, যদি সে ইসলামের বিপরীত কোন কথা বলিয়া থাকে, যেমন সে রাস্তায় চলিবার সময় হঠাৎ বলিয়া বসিল যে, সে আল্লাহকে মানে না, আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। নাউযু বিল্লাহ্। অতঃপর সে দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া বা হার্টফেল করিয়া মৃত্যু বরণ করিল, তবে তো সে কাফের হইয়া মরিল। কিন্তু ঈমান ও ইসলামের বিপরীত কোন কথা যদি তাহার মুখ হইতে বাহির না হইয়া থাকে তাহা হইলে সে ইসলামের উপরই মৃত্যু বরণ করিয়াছে।

অন্তরে কুফরী অছ্অছা আসিলেও কি সে মুসলমান

এক ব্যক্তি হযরত হাকীমুল-উম্মতকে লিখিল যে, আমার অন্তরের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কুফরী অছ্অছা আসে। এমন এমন অছ্অছা (বাজে খেয়াল) আসে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। যেমন কখনও খেয়াল হয় যে, আমি হিন্দু হইয়া যাই। কখনও মনে চায়, আমি ইহুদী হইয়া যাই, বা খৃষ্টান হইয়া যাই। এভাবে বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্যকর কুফরী খেয়াল সমূহ আসিতে থাকে যাহার ফলে আমার তো নিজের ঈমান সম্পর্কেই খট্কা লাগিতেছে (যে, এই অবস্থায় আমি মুসলমান আছি কি না?) হযরত হাকীমুল উম্মত তাহাকে ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন যে, আপনার অন্তরে যখন এধরনের কুফরী খেয়াল আসে , তখন অন্তরের মধ্যে খুশী লাগে, নাকি কষ্ট অনুভব হয়? উত্তরে সে লিখিল, হযরত, ইহাতে আমার অন্তরে খুবই কষ্ট অনুভব হয়। হযরত বলিলেন, তবে তো আপনি পাক্কা মুসলমান। এ সকল অছ্অছা বা বাজে খেয়াল আসার দরুন অন্তরের মধ্যে কষ্ট হওয়া, দুঃখ পাওয়া, ব্যথা লাগা, ইহা আপনার ভিতরের ঈমানের সাক্ষী। কারণ, দুনিয়ার কোন কাফেরের মনে স্বীয় কুফরীর জন্য কখনও কোনরূপ কষ্ট অনুভব হয় না, কোন আফসোস্ হয় না। যদি আফসোস্ হইত, তবে নিজের কুফরীর উপর অটল থাকিতে পারিত না। বরং নিশ্চই সে কুফরের ফলে অনুতপ্ত হইয়া তাহা বর্জন করিয়া দিত এবং ইসলাম কবুল করিত। তাই, কোন কাফেরের অন্তরে স্বীয় কুফরের দরুন বালু-বরাবরও কোন কষ্ট অনুভব হয় না। অতএব, ইহা নিঃসন্দেহ যে, আপনি একজন মুসলমান এবং এ সকল অছ্অছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে আগত কুফরী খেয়াল সমূহের কারণে আপনার ঈমানের কোনই ক্ষতি হয় নাই। বরং ইহার ফলে আপনার মর্তবা বুলন্দ হইতেছে। মুসলমান হিসাবে আপনার মর্যাদা আরও বাড়িয়া যাইতেছে। আমাদের দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, আমরা খারাপ অছ্অছাকে খারাপ জানিব। অন্তরের মধ্যে (অনিচ্ছাকৃতভাবে) কোন অছ্অছা আসাতে কোন দোষ নাই। হ্যাঁ, (ইচ্ছাকৃতভাবে) আনিলে তা দোষ। উহার দৃষ্টান্ত এরূপ যে, মনে করুন, কোন রাজপুত্র সুপ্রশস্ত এক রাজপথ দিয়া কোথাও যাইতেছে। তাহার গন্তব্যস্থল হায়দারাবাদ। একই রাজপথে তাহার পাশাপাশি গাধার গাড়িও যাইতেছে। ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে একটি কুকুরও যাইতেছে। বলুন, ঐ

রাজপুত্রের পাশাপাশি এই গাধা ও কুকুর থাকার দরুন তাহার সফরের কি কোনও ক্ষতি হইবে? অর্থাৎ তাহার গন্তব্যে পৌছার ব্যাপারে এই গাধা বা কুকুর কি আদৌ কোন অন্তরায়?

অছ্অছাকে আল্লাহর মা'রেফাতে পরিণত করার পদ্ধতি

এতএব, সুপার হাইওয়েতে (Super high way) (রাজপথে) যদি রাজা ও রাজপুত্রের সাথে কুকুর, মেথর এবং সুইপারও চলিতে পারে, তবে মনে রাখিবেন, মোমেনের অন্তরও একটি রাজপথ যাহা স্বয়ং আল্লাহপাকের দিকে যাইতেছে। উহার মধ্যে যদি কিছু অছ্অছা (খারাপ খেয়াল) আসে, তবে ইহা কোনও চিন্তার বিষয় নয়। বরং আপনি ঐ অছ্অছাসমূহকে আল্লাহর মা'রেফাতের (আল্লাহর গুণাবলী চিনিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার) মাধ্যম বানাইয়া নিন। যেমন হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী রহ. বলেন যে, অন্তরের মধ্যে যখন নানাহ অছ্অছা ও বাজে খেয়ালের ভিড় হয় তখন বল, আয় আল্লাহ! আপনার কী শান, কী মহিমা যে, দেড় ছটাক ওজনের একটি ক্ষুদ্র অন্তরের মধ্যে আপনি নানাহ খেয়ালের এক সাগর ভরিয়া দিয়াছেন। কেমাড়ীর সাগর, বঙ্গোপসাগর, ক্লিফট্ন এবং কাশ্মীরের পাহাড়-পর্বতও ইহার মধ্যে ঢুকিয়া আছে। মোট কথা, সারাটা পৃথিবীই তো অতি ক্ষুদ্রকায় এই অন্তরের মধ্যে সামাই হইয়া আছে। এভাবে ছোট্ট এই বস্তুটির মধ্যে অসংখ্য খেয়ালের এক সাগর প্রবাহিত হইতেছে। বস, শয়তান আল্লাহ হইতে দূরে সরানোর উদ্দেশ্যে অন্তরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অছ্অছা ও কল্পনা-জল্পনার যে তুফান জমাইয়া তুলিয়াছিল, বুযুর্গদের উক্ত তা'লীমের উপর আমল করিয়া ইহার বরকতে সেই কল্পনা-জল্পনাকে আল্লাহপাকের মা'রেফাত ও নৈকট্যের মাধ্যম বানাইয়া নিল। ফলে, ইহা দেখিয়া শয়তান দুঃখের সহিত হাত কচলাইতে থাকে এবং আফ্সোস করিতে করিতে ভাগিয়া যায় যে, হায়, সে তো আমার কূটবুদ্ধির অছ্অছা সমূহকেও আল্লাহর মা'রেফাতে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। মনে হয় সে এমনই খোদাপ্রেমিক যে, শোক-দুঃখ হউক কিংবা অন্য কোন সমস্যা, সবকিছুকে সে আল্লাহকে পাওয়ার হাতিয়ার বানাইয়া ছাড়ে। সর্ব অবস্থায়ই সে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ উদ্ধার করিয়া লইতে জানে।

آلام روزگار کو آساں بنادیا
جو غم ملا اسے غم جاناں بنادیا

অর্থ : আল্লাহর সন্তুষ্টির নেশা দুনিয়ার সকল ঘাত-প্রতিঘাতকে আমার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছে। যে কোন দুঃখ-বেদনা আসিয়াছে, উহাকে মাওলার বেদনায় রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে।

মোটকথা, এভাবে সকল অছ্অছাকে (ওয়াছ্ওয়াছাকে) আল্লাহর মা'রেফাত ও নৈকট্য লাভের হাতিয়ারে পরিণত করিয়া নিন।

উল্লেখ্য যে, এ বিষয়টি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ وَسَاوِسَ قَلْبِيْ خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার অন্তরের অছ্অছা ও বাজে কল্পনা সমূহকে আপনার ভয় ও অপনার যিকিরে পরিণত করিয়া দিন।

ইহা ব্যতীত আরও একটি হাদীছের দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ হয়। হাদীছটি মেশকাশত শরীফে বর্ণিত আছে। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ اَمْرَهٗ اِلَى الْوَسْوَسَةِ

অর্থ : শোকর আল্লাহপাকের, যিনি শয়তানের ধোঁকা ও চক্রান্তকে অছ্অছা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

শয়তান শুধু প্ররোচনা দিতে পারে কিন্তু পাপে লিপ্ত করার ক্ষমতা তাহার নাই

অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা অধিক শক্তি আল্লাহপাক তাহাকে দেন নাই। অন্যথায়, মনে করুন, আমরা যাহারা এখানে বসিয়া আছি এবং দ্বীনের কথা শুনিতেছি, যদি শয়তানকে আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইত এবং এখানে আসিয়া সে আমাদের এক-একজনকে তুলিয়া নিয়া সিনেমা হলের মধ্যে বসাইয়া দিত, তবে তো আমরা কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়িয়া যাইতাম। লোকে বলিত, ভাই, আমরা গিয়াছিলাম খানকায়, আল্লাহর কথা, দ্বীনের কথা শোনার জন্য। কিন্তু শয়তানের এক বাহিনী আসিয়া সকলকে তুলিয়া নিয়া ভিসিআর এবং সিনেমা হলের মধ্যে বসাইয়া দিয়াছে। শয়তানকে যদি এই পরিমাণ ক্ষমতা প্রদান করা হইত, বলুন, তাহা হইলে আজ আমরা কি কঠিন বিপদের সম্মুখীন থাকিতাম। (তাই, শয়তানের কাজ শুধু এতটুকু যে, সে খারাপ কাজের কথা স্মরণ করাইতে

পারে, মনের মধ্যে খারাপ চিন্তা, খারাপ কল্পনা আনিয়া খারাপ কাজের দিকে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করিতে পারে, যাহাকে অছ্অছা বলে। কিন্তু খারাপ কাজে লিপ্ত করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা তাহার নাই।) হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদিগকে ফরমাইতেছেন যে, এজন্য তোমরা আল্লাহপাকের শোকর আদায় কর এবং বল, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ اَمْرَهٗ اِلَى الْوَسْوَسَةِ অর্থ : শোকর আল্লাহ তাআলার, যিনি শয়তানের ধোঁকা ও চক্রান্ত কে অছ্অছার গণ্ডী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, ইহার চাইতে বেশী ক্ষমতা উহাকে দেন নাই।

এই দোআটি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর মোবারক যবানের দোআ। যদি আরবীতেই মুখস্ত থাকে তবে তো সুবহানাল্লাহ। নতুবা নিজের ভাষাতেই বলিয়া নিন যে, শোকর আল্লাহপাকের যিনি শয়তানের ধোকা ও ক্ষমতাকে শুধু অছ্অছা ও প্ররোচনা দান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদিগকে এই ক্ষেত্রে শোকরের শিক্ষা দিয়াছেন। আর শোকরের দ্বারা আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভ হয়। অতএব, এভাবে অছ্অছাকে তিনি আল্লাহর মা'রেফাত ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানাইয়া দিয়াছেন।

পাপের হাজার অছ্অছা, হাজার আগ্রহ সত্ত্বেও পাপ না করিলে তাক্ওয়া অটুট

এ আলোচনার দ্বারা বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেল যে, শয়তান মানুষের মনের মধ্যে খেয়াল ঢালিয়া দিতে পারে, কু-কাজের প্রতি প্ররোচনা দিতে পারে, কিন্তু ঐ কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে না। অতএব, অন্তরের মধ্যে খারাপ কাজের প্রতি যতই আগ্রহ জাগুক না কেন, আপনি উহা অনুযায়ী কাজ না করিলেই হইল। তাহা হইলে আপনার তাক্ওয়া-পরহেযগারী সম্পূর্ণ অক্ষত রহিল। ইহার উদাহরণ এইরূপ যে, জুন মাসের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কেহ রোযা রাখিয়াছে। খুবই পিপাসা লাগিয়াছে। মনের মধ্যে বারবার পানি পান করার ইচ্ছা জাগিতেছে। কিন্তু তবুও সে পানি পান করিল না। বলুন, তাহার রোযা ঠিক আছে, নাকি নষ্ট হইয়া গিয়াছে? মনের মধ্যে পানি পানের অছ্অছার ফলে রোযা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে কি? পানি পানের প্রতি অন্তরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ্য বারও যদি তাকাযা (চাহিদা) পয়দা হয়, কিন্তু সে পানি পান না করে, তাহা হইলে

তাহার রোযা সম্পূর্ণ অটুট আছে। বরং সে দ্বিগুণ ছাওয়াবের অধিকারী হইবে। এক তো রোযার ছাওয়াব, দ্বিতীয়তঃ পিপাসার কষ্ট ও তাকাযার কষ্ট সহ্য করার ছাওয়াব। ঠিক তদ্রুপ, গুনাহের লাখ অছ্অছা হওয়া সত্ত্বেও যদি গুনাহ না করে তাহা হইলে লোকটি একেবারে মোত্তাকী। অছ্অছার দরুন তাক্ওয়ার মধ্যে কোনও ত্রুটি বা ক্ষতি হয় না। ছুবহানাল্লাহ, এসবকিছু আমাদের বুযুর্গদের কি আশ্চর্যকর এলেম।

أُولَٰئِكَ آبَائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ

আমাদের বাপ-দাদাদের মত এমন বাপ-দাদা কেহ পেশ করিয়া তো দেখাও?

সারকথা হইল, পাপের প্রতি লক্ষ তাকাযা বা আগ্রহ হইলেও আপনি সেই আগ্রহ অনুযায়ী কাজ করিবেন না, তাকাযার অনুকূলে সাড়া দিবেন না। তাহা হইলে আপনার তাকওয়া-পরহেযগারী বিলকুল ঠিক আছে। দেখুন, এই মুহূর্তেও সকলের পেটের মধ্যে কিছু না কিছু পায়খানা মওজুদ আছে। এখনই যদি এক্স-রে করাইয়া নেওয়া হয় তবে তাহা চোখেও দেখা যাইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা বাহির না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার উযূ বহাল আছে। তদ্রূপ্ মনের মধ্যে যত খারাপ খেয়ালই আসুক না কেন, যদি উহাতে স্বেচ্ছা-লিপ্ততা না হয়, উহা মোতাবেক কাজ না করা হয়, তাহা হইলে আপনার তাক্ওয়া অটুট আছে। দেখুন, দ্বীন কত আছান।

جو آسان کرلو تو ہے عشق آساں

جو دشوار کرلو تو دشواریاں ہیں

মাওলাপ্রেম তো খুবই সহজ
যদি সোজা চল
নিজেই যদি বানাও কঠিন
কঠিন তবেই হলো।

কেহ যদি সরল-সোজা ভাবে মাওলার দিকে আগাইতে চায় তবে সহজেই সে মাওলাকে ভালবাসিতে পারিবে এবং অতি সহজে মাওলাপ্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। আর যদি খামখাই কেহ এপথকে কঠিন মনে করে, আল্লাহর জন্য যাহা কিছুই করিতে বলা হয়, সবকিছুই তার কাছে কঠিন মনে হয়, তবে তো শরীঅতের সবকিছুই তাহার নিকট শুধু কঠিন আর কঠিনই মনে হইবে।

অছ্অছার প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করাই উহার প্রতিকার

আসলে দ্বীন তো খুবই সহজ। আমরা নিজেরা দ্বীনকে কঠিন বানাইয়া ফেলি। আমি তো বলি, যে ব্যক্তি শয়তানের নানাহ্ অছ্অছার উত্তর দানে লিপ্ত হইয়াছে, সে পাগল হইয়া গিয়াছে। কারণ, এক অছ্অছার উত্তর দেওয়ার পর শয়তান দ্বিতীয় অছ্অছা পেশ করিবে। এভাবে রাতভর শয়তানের বিভিন্ন ধরণের অছ্অছার জওয়াব দিতে থাকিলে দেমাগ খারাপ হইবে কি না? সহজ পন্থা ইহাই যে, উহার কোন উত্তরই দিবেন না। শুধু এতটুকু বলুন যে, আয় আল্লাহ্, শোকর যে, আপনি ইহার ক্ষমতা ও শক্তিকে শুধু অছ্অছা দেওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ওলীগণের উপর ইছমে-হাদীর তাজাল্লী হয়, আর শয়তান হইল ইছমে-মুযিল্লের প্রকাশস্থল

সেই সঙ্গে বুযুর্গদের সাহচর্যে আসা-যাওয়া করিতে থাকুন। তাঁহাদের সাহচর্যের বরকতে আল্লাহপাক ইবলীসের সমস্ত ধোঁকা ও চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া দেন। কারণ, আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহপাকের 'হাদী' নামের প্রকাশস্থল। অর্থাৎ তাঁহাদের উপর হেদায়েতের তাজাল্লী বর্ষণ হইতে থাকে। যাহারা তাঁহাদের নিকট বসে তাহাদের উপরও ঐ তাজাল্লী বর্ষণ হয়, যাহার ফলে তাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়া যায়। আর ইবলীস হইল আল্লাহপাকের মুযিল (مُضِلٌّ) নামের প্রকাশস্থল। অর্থাৎ আল্লাহপাক যে যেকোন লোককে গোমরাহ্ (পথভ্রষ্ট) করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তাহার এই ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হয় ইবলীসের উপর। (ফলে সে গোমরাহ্ এবং যাহারা তাহার সহযাত্রী হয়, তাহারাও গোমরাহ।) অতএব, গোমরাহ্ লোকজন হইতে দূরে থাকুন এবং আল্লাহর খাছ্ বান্দাদের সাহচর্যে থাকুন যাহারা বুযুর্গানেদ্বীনের সাহচর্যপ্রাপ্ত। এভাবে (مُضِلٌّ) নামের বিপরীতে হাদী নামের ছায়ার মধ্যে আসিয়া যান।

যাহাকেই এরূপ দেখিতে পাও যে, সে বুযুর্গদের সোহ্বত হাসিল করে নাই, চাই তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও এলেমের দৌড় যত বড়ই হউক না কেন, কখনও তাহার সংস্পর্শে উঠা-বসা করিও না।

বুযুর্গদের সংস্রবহীন লোককে 'অনুসরণীয়' বানাইলে তোমার দ্বীন-ঈমানের সর্বনাশ ঘটিয়া যাইবে

কোনরূপ ব্যক্তিপূজা বা দলপ্রীতি বশতঃ নয় বরং আমি নেহায়েত এখলাছের সহিত একটি কথা আরম্ভ করিতে চাই। যাহা নিজের বুযুর্গদের নিকট শুনিয়াছি তাহাই শুনাইয়া দিতেছি। কাহাকেও আমরা অনুসরণের জন্য বাধ্য তো করিতে পারিব না, তবে যাহা স্বীয় বুযুর্গানের মুখে শুনিয়াছি তাহা শুনাইয়া তো দিতে পারি? আর তাঁহাদের এখলাছ ও লিল্লাহিয়ত তো যেকোন সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। সেই কথাটি এই যে, আমাদের বুযুর্গগণ বলিয়াছেন, যে সকল লোক বুযুর্গানেদ্বীনের সোহ্বত হাসিল করে নাই, তরবিয়ত হাসিল করে নাই, কোন বুযুর্গের সংস্রবে থাকিয়া নিজেকে গড়ে নাই, এমন লোককে যদি দ্বীনি-মুরুব্বী বানাও, তবে তুমি ফেতনার মধ্যে পড়িয়া যাইবে। দ্বীন-ঈমানের বিষয়ে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে। এজন্য সব লেখকের কিতাবাদিও পড়িতে নাই।

কোন্ বই-কিতাব পড়িবে এবং কোন্টি পড়িবে না

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, স্বীয় বুযুর্গদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লও যে, আমি কোন্ কোন্ কিতাব পড়িব এবং কোন্ কোন্ কিতাব পড়িব না। হযরত হাকীমুল উম্মতের কিতাবাদির মধ্যে এই কথা উল্লেখিত আছে। আপনি নিজেই তাহা দেখিয়া নিতে পারেন। অর্থাৎ ঐ সকল বুযুর্গদের কিতাবাদি পড়ুন যাহারা স্বীয় বুযুর্গদের সোহবত লাভ করিয়াছেন এবং সমস্ত হক্কানী আলেমগণ যাঁহাদিগকে সমর্থন করেন। যেমন হযরত মুফতী শফী ছাহেব রহ. পবিত্র কোরআনের তাফসীর লিখিয়াছেন, যাহার নাম তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন। এ ধরণের সোহবতপ্রাপ্ত বুযুর্গদের তাফসীর ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী পাঠ করুন। নতুবা যে ব্যক্তি বুযুর্গদের সোহবতপ্রাপ্ত নয়, বুযুর্গদের হাতে তরবিয়তপ্রাপ্ত নয় এমন কোন স্বঘোষিত মুফাচ্ছেরের তাফসীর বা রচনাবলী যদি পাঠ করেন, তবে মনে রাখিবেন, আপনি কোন মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে পড়িয়া যাইবেন। আপনার ঈমান লইয়াই টানাটানি পড়িয়া যাইবে। তাহার বেয়াদব কলম কখনও নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে গোস্তাখী করিয়া বসিবে, কখনও সাহাবীদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হইবে। দ্বীনের নামে নতুন নতুন বিষয়

সমূহ আবিষ্কার করার চেষ্টা করিবে এবং দাবী করিবে যে, কোরআনকে, দ্বীনকে যেভাবে আমি বুঝিয়াছি, আজ পর্যন্ত কেহই এভাবে বুঝিতে পারে নাই। কলমের এক খোঁচায় উম্মতের সকল বড়দেরকে খাট ও নীচ বানাইয়া দিবে। এমন মসিজীবীর মস্তক অসির উপযুক্ত।

কাহাকে অনুসরণ করিবে না এবং কাহার জ্ঞান-বিদ্যা অনুসরণযোগ্য

তাই আমাদের বুযুর্গগণ বিশেষভাবে এই নসীহত করিয়াছেন যে, যতক্ষণ না ইহা অবগত হও যে, অমুক ব্যক্তি কোন বুযুর্গের সোহ্বতপ্রাপ্ত কিনা, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও তাহার সোহ্বতে বসিবে না, তাহার সঙ্গে উঠা-বসা করিবে না, তাহার লেখা বই-পুস্তক পড়িবে না। যদিও তাহাকে লোকদিগকে মুরীদও করিতে দেখ, তবুও তাহার সম্পর্কে ভালভাবে জানিয়া লও, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে, সে কাহারও নিকট বায়আত হইয়াছে কি না? কাহাকেও নিজের মুরুব্বী বানাইয়াছে কি না? যদি বলে আমার কোন বাবা (পীর) নাই, মাতৃগর্ভ হইতে আমি বাবা (পীর বা অনুসরণীয়) হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইলে বুঝিয়া লও যে, সে কেমন বাবা? এজন্যই আমি বলিয়া থাকি যে– لَا تَأْخُذُوْا بَابَا مَنْ لَا بَابَ لَهٗ যাহার কোন বাবা নাই তাহাকে বাবা বানাইও না। অর্থাৎ এমন লোককে পীর বানাইও না যাহার কোন পীর নাই। কারণ, বুযুর্গদের খান্দাদের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সে তাঁহাদের খান্দানের বাহিরের এক লোক। যেই লোটা হইতে পানি পান করিতে চাও, প্রথমে দৃষ্টি মেলিয়া দেখিয়া নাও যে, উহার ভিতরে কি আছে। কারণ, উহার চুঙ্গী (মুখ) দিয়া তাহাই বাহির হইবে যাহা উহার ভিতরে আছে। ভিতরে যদি পরিষ্কার পানি থাকে, তবে পরিষ্কার পানি বাহির হইবে। আর যদি পানির সহিত কোন ময়লা বা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস থাকে, তবে চুঙ্গী হইতে তাহাই বাহির হইবে। মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ছীরীন রহ. এর একটি অতি মূল্যবান কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি বলেন—

اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ (صحيح مسلم جا صـــ۱۱)

অর্থ : এই যে তোমরা এলেম শিখতেছ, ইহা আল্লাহর দ্বীন, ইহা আসমান হইতে নাযিলকৃত মহা পবিত্র শরীঅত। অতএব, তোমরা

ভালভাবে দেখিয়া নিও, যাচাই-বাছাই করিয়া নিও যে, কাহার নিকট হইতে দ্বীন শিখিতেছ বা দ্বীন হাসিল করিতেছ।

আমাদের বুযুর্গগণ এ বিষয়ের প্রতি সব সময় সজাগ ও সচেতন ছিলেন যে, যাহার নিকট আমরা দ্বীন হাসিল করিতেছি, তিনি কাহার নিকট দ্বীন হাসিল করিয়াছেন, কাহার নিকট দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। (কারণ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ.-এর মত মহামান্য মোহাদ্দেছ বলিতেছেন−)

اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ (صحيح مسلم جـ١ صـ١٢)

অর্থ : ওস্তাদ-শাগরেদের সূত্র বা সম্পর্কও দ্বীনের অংশ, দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। পরিভাষায় এই সম্পর্ককে 'এছ্নাদ' বলে।

ওস্তাদ-শাগরেদের সূত্রটি দ্বীনের এক বুনিয়াদী বিষয়

দ্বীন-ইসলামে ওস্তাদ-শাগরেদের সূত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী রহ. বলিতেন, আমি মছনবী শরীফ পড়িয়াছি হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রহ. এর নিকট, তিনি পড়িয়াছেন হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে-মক্কী রহ. এর নিকট। আলহামদুলিল্লাহ, আমি মছনবী (গ্রন্থকার) পড়িয়াছি হযরত শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী রহ. এর নিকট। এভাবে দ্বীনের ক্ষেত্রে এই এছনাদ বা ছনদ নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহার দ্বারা আস্থা ও বিশ্বাস পয়দা হয় যে, ইনির ওস্তাদ অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার ওস্তাদ অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

স্বঘোষিত ইসলামী চিন্তাবিদদিগকে অনুসরণের ধ্বংসাত্মক পরিণতি

বস্তুতঃ কেহ যদি এইভাবে দ্বীন শিক্ষা না করে, বরং ব্যক্তিগত অধ্যয়ন বা পড়াশোনার দ্বারা দ্বীন শিখে, তবে তো সে কোরআন-হাদীছের ও দ্বীনের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিবে যেভাবে এক ব্যক্তি এক কিতাবের একটি মাছআলা দেখিয়াছিল যে, نماز ھلکی پڑھو (নামায হাল্কী পড়হো অর্থাৎ নামায সহজ ভাবে পড়) কিন্তু সে বুঝিয়াছে 'নামায হিলকে পড়হো'। অর্থাৎ দুলিয়া দুলিয়া

নামায পড়। তাই সে আদ্যোপান্ত নামাযের মধ্যে হেলিতে থাকিত। আগের যুগে ইয়া-মা'রূফকে (ی) ইয়া-মাজহূল (ے) এর আকারেও লিখিয়া দেওয়া হইত। যেহেতু এই লোকটি কাহাকেও ওস্তাদ বানায় নাই, যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে; বরং নিজে-নিজেই দ্বীন বুঝিয়াছে, ফলে হেলিয়া-হেলিয়া নামায পড়িতেছে। যাহারা ওস্তাদ ছাড়া সরাসরি দ্বীন শিখে এবং শিক্ষা দেয়, তাহাদের অবস্থা ঠিক এই হয় যে, নিজেও হেলে, আপনাদিগকেও হেলাইয়া দেয় (অর্থাৎ দ্বীনের নামে নিজেও বদ-দ্বীনিতে লিপ্ত হয়, অন্যদিগকেও লিপ্ত করিয়া দেয়। নিজেও ধ্বংস হয়, স্বীয় অনুসারীদিগকেও ধ্বংস করে।)

প্রিয় নবীর সাক্ষাত-শিষ্য সাহাবীগণকে বাদ দিয়া দ্বীন বুঝা কি সম্ভব?

আমার শায়েখ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছহেব রহ. একটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি কাহারও উদ্দেশ্যে কিছু বলিতেছে। শ্রোতা কানের উপর হাত রাখিয়া বলিতেছে, "কি বলিলে?" ইহার অর্থ আবার বল। কারণ, আমি শুনিতে পাই নাই। আর যদি ঐ একই ব্যক্তি সেই ঐ একই কথা বুক টান করিয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলে যে, "কি বলিলে?" দেখুন, ভাষা হুবুহু এক হওয়া সত্ত্বেও অবস্থা ভেদে উহার অর্থের মধ্যে কত বড় পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কারণ, বুক উঁচু করিয়া চোখ বড় বড় করিয়া যখন বলিল "কি বলিলে?" ইহার অর্থ, কেন অন্যায় কথা বলিলে? রাখ, তোমাকে শায়েস্তা করিয়া দিতেছি।

কিন্তু, এই যে একই ভাষার দুই রকম অর্থ, ইহা কিভাবে জানা যাইবে? কে এই পার্থক্য বলিয়া দিবে? তাহারাই তো, যাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল? যাহারা সেই বক্তাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিল? যেই শিষ্যগণ ওস্তাদকে দেখিয়াছে, তাহার জিন্দেগী দেখিয়াছে, তাহারাই তাহার কথার সঠিক অর্থ বলিতে পারে। সঠিক অর্থ বুঝা ঐ লোকের জন্য কখনও সম্ভব হইতে পারে না যে হাদীছের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য সাহাবায়ে-কেরামের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, বরং স্বীয় মস্তিষ্ককেই ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ঠ মনে করে। অথচ, সাহাবীগণ ছিলেন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর প্রথম ছাত্র ও প্রত্যক্ষ শিষ্য, যাঁহারা হুযূরের কথা বলার সময় তাঁহার অঙ্গভঙ্গি

দেখিয়াছেন, তাঁহার বাচনভঙ্গি দেখিয়াছেন, হুযূরের চোখ যুগলের রক্তিম রেখা ও তাঁহার চেহারা-মোবারক দেখিয়াছেন। বলুন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া হাদীছের সঠিক অর্থ নির্ধারিত হইতে পারে? আমি তো বলি, যে ব্যক্তি বুযুর্গানেদ্বীনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, নিজেকে তাঁহাদিগ হইতে অ-মোহতাজ ও অমুখাপেক্ষী মনে করে, আযাব, পেরেশানী ও মস্তিষ্কের অস্থিতি ছাড়া জীবনে সে আর কিছুই লাভ করিতে পারিবে না। সারা জীবন নাক রগ্ড়াইয়া রগ্ড়াইয়া যত তস্বীহ-তাহ্লীলই পড়িতে থাকুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বুযুর্গের সহিত সম্পর্ক না কায়েম করিবে, তাঁহার পরামর্শ ও নির্দেশনা মোতাবেক না চলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনক্রমেই সফলকাম হইতে পারিবে না।

খাঁটি পীর ও অখাঁটি পীর

তবে শর্ত এই যে, সেই ব্যক্তি যেন খাঁটি বুযুর্গ, খাঁটি পীর হন, যিনি সুন্নত-শরীঅতের পূর্ণ অনুসারী। গাঁজাখোর, ভাংখোর ও জুয়াড়ী যেন না হয়। আজকাল তো লোকেরা এমন এমন লোককেও পীর রূপে গ্রহণ করে যে দরিয়ার কিনারে লেংটি পরিয়া, ছাই মাখিয়া বসিয়া থাকে এবং জুয়াড়ীদিগকে জুয়ার নম্বর বলিয়া দেয়। (জুয়া খেলার জন্য নম্বর নির্বাচন করিয়া দেয়।) না রোযা, না নামায। কারণ, ইহারা তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায কা'বা শরীফে পড়ে! অতএব, এখানে পড়িবে কেন? ইহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যেহেতু আপনি নামায কা'বা শরীফে আদায় করেন, অতএব ওখানেই যমযম পান করিয়া নিয়েন এবং ওখানের খেঁজুরও খাইয়া নিয়েন। সেখানকার এত বড় বরকতময় খাবার ছাড়িয়া দিয়া এখানকার খাদ্য আপনি কেন খাইবেন? তাই, আমরা এখন হইতে আপনাকে আর খাবার দিব না। এভাবে তিন দিন অতিক্রম হইতে দিন। দেখিবেন, এইবার সে নামায করাচীতেই (বা ঢাকাতেই) পড়িতে শুরু করিয়াছে।

জায়েয-নাজায়েযের ফিকির রাখা মোমেনের কর্তব্য

মোটকথা, কোন ব্যাপারেই নিজের মন মত চলিবেন না, নফ্ছের কথার উপর আমল করিবেন না। যখনই কোন বিষয়ে খট্কা হয় যে, ইহা জায়েয কিনা, যদিও কাহারও নিকট হইতে এরূপও শুনিতে পাইয়াছেন যে,

এ ব্যাপারে কিছুটা অবকাশ আছে, তবুও পাকাপাকিভাবে না জানিয়া শুধু শোনাশুনি বা দেখাদেখির উপর ভিত্তি করিয়া আমল করিবেন না। আপনার পীর যদি আলেম হন, তবে তাঁহাকে লিখুন যে, আমার একটি আমল আছে, আমি এরূপ করি। এ ব্যাপারে হযরতের সম্মানিত রায় কি? আর যদি পীর ছাহেব বড় আলেম ও মুফ্‌তী না হন, তবে নির্ভরযোগ্য মুফ্‌তী ছাহেবদের নিকট হইতে জানিয়া নিবেন। কিন্তু, খবরদার, মনগড়া মাছ্আলা বানাইয়া লইবেন না। অন্যথায়, মনে রাখুন, একটি মাত্র মাছ্আলার ব্যাপারেও যদি কেহ শরীঅতের খেলাফ চলে, তবে তাহার ছুলূক হাসিল হইবে না। অর্থাৎ সত্যিকার আল্লাহওয়া হইতে পারিবে না। না তাহার যিকির-ওযীফার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফল বা ক্রিয়া অর্জন হইবে।

রহমতের ট্রাক ও আযাবের ট্রাক

আল্লাহপাক জাযায়ে-খায়ের দান করুন হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেবকে। তিনি বলেন, যাহারা ওযীফা তো পাঠ করে, কিন্তু গুনাহ্ ত্যাগ করে না, তাহাদের যিকির-ওযীফার ক্রিয়া কিভাবে সাধিত হইবে? কারণ, যিকির-ওযীফার ফলে রহমতের ট্রাক আগাইয়া আসিল। ঐদিকে গুনাহ্ ও নাফরমানীর দরুন আযাবের ট্রাক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আযাবের ট্রাক রহ্মতের ট্রাককে সাইড দিতেছে না। বলুন, এমতাবস্থায় ছুলূক অর্জিত হইবে? আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিল হইবে? বস্তুতঃ আল্লাহপাক তাহাকেই ওলী বানান যে মোত্তাকী হয়, যে সর্ব প্রকার গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে।

কুধারণা দ্বীনের প্রকৃত খাদেম ও দ্বীনী কেন্দ্র সমূহ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়

যাক, আমি আবার পূর্ব প্রসঙ্গ অর্থাৎ বদ্‌গুমানী বা কুধারণার বিষয়ের দিকে ফিরিয়া যাইতেছি। শয়তান যখন দেখে, এই লোকটি অমুক বুযুর্গের নিকট হইতে দ্বীন শিখে, তখন সে ঐ দ্বীনী মুরুব্বী সম্পর্কে তাহার অন্তরে কোন না কোন কুধারণার উদ্রেক করাইয়া দেয়। ফলে, সে ওখানে আসা-যাওয়া ত্যাগ করিয়া দেয়। ইহা শয়তানের বড় অস্ত্র। অন্তরে কুধারণা পয়দা করিয়া দ্বীনের খাদেম ও দ্বীনি কেন্দ্র সমূহ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। তবে হাঁ, কোন দ্বীনি খাদেমের সহিত যদি আপনার মিল-

—৩

মোনাছাবাত না হয়, তবে আপনি তাহার নিকট না যান। ইহা তো জরুরী নয় যে, প্রত্যেক পীরকে নিজের পীর বানাইতে হইবে। যদি ভুল বশতঃ কাহারও সহিত এছলাহী সম্পর্ক করিয়াও থাকেন (অথচ, তাহার সহিত মিল-মোনাছাবাত হয় না,) তবে শায়েখ পরিবর্তন করিয়া নিন। অন্য কোন শায়খের নিকট চলিয়া যান। কিন্তু বিনা দলীলে (বর্তমান শায়খের প্রতি) কুধারণা করিবেন না, তাঁহার গীবত করিবেন না।

এলাহাবাদের এক বুযুর্গের প্রতি পেস্তা ভক্ষণের অভিযোগ

এখন আমি আপনাদেরকে কুধারণা সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনাইতেছি। এলাহাবাদে এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা শাহ্ ওয়াছীউল্লাহ ছাহেব রহ.। তাঁহার এক মুরীদের বর্ণিত ঘটনা। করাচীতে তাহার একটি জেনারেল স্টোরও আছে। তিনি আমাকে শুনাইয়াছেন যে, আমি এক বড় অফিসারকে হযরত মাওলানার নিকট নিয়া গিয়াছিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, সে মাওলানার দ্বারা প্রভাবিত হইবে, তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করিয়া দ্বীন শিখিতে শুরু করিবে, গুনাহ ত্যাগ করিয়া দিবে, এবং আল্লাহওয়ালা হইয়া যাইবে। সেখানে গিয়াছিলাম এশার পরে। হযরত মাওলানা তখন বাদাম এবং পেস্তা খাইতেছিলেন। দোআ ইত্যাদির পর যখন ফিরিয়া আসিতেছিলাম তখন পথিমধ্যে খুব আশাভরা প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলাম, জনাব, মাওলানার সহিত সাক্ষাত করিয়া কোন ফায়দা অনুভব করিলেন? অন্তরে কিছুটা আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পাইল? মনে কোন প্রভাব পড়িল? তিনি বলিলেন, উনার প্রতি আগে যতটুকু সুধারণা ছিল, আজ তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, কারণ? তিনি বলিলেন, আল্লাহওয়ালা তো ঐ সকল লোক যাহারা শুক্না রুটি পানিতে ভিজাইয়া খাইয়া নেয়। তাই, এভাবে পেস্তা ও বাদাম ভক্ষণ করিয়া কিরূপে ইনি আল্লাহওয়ালা হইয়া গেলেন?

দেখুন, কী সীমাহীন মূর্খতা? এধরনের অজ্ঞতা ও মূর্খতার দ্বারাই শয়তান লোকদিগকে বিভ্রান্ত করে। অথচ, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী রহ. এর মত বুযুর্গ বলেন যে, যিকিরকারী (ছালেক) যদি দুধ পান না করে, মাথায় তেল মালিশ না করে এবং ইহার ফলে তাহার মস্তিষ্কে শুষ্কতা বৃদ্ধি পায়, তবে আল্লাহ্পাকের নিকট কঠোর ভাবে জবাবদিহী করিতে হইবে যে, তুমি আমার দেওয়া মেশিন ব্যবহার

করিয়াছ, অথচ, উহাতে তেল দাও নাই? দেহ তো আল্লাহর আমানত। দেহ যদি আল্লাহর আমানত না হইত বরং আমরাই আমাদের দেহ ও জীবনের মালিক হইতাম, তাহা হইলে আত্মহত্যা করা সকলের জন্য বৈধ হইত। ইহা অনেক বড় দলীল যে, আমরা আমাদের নই; বরং আমরা তাহার। আমরা শুধু আমানদার। আমরা আমাদের দেহের মালিক নই। এজন্যই আত্মহত্যা হারাম।

যাক, আমার বন্ধুটি হাসিয়া বলিল, লোকটি পেস্তা আর বাদাম খাইতে দেখিয়া এত বড় এক ওলীর প্রতি কুধারণায় লিপ্ত হইয়া গেল এবং বলিতেছিল, আমরা তো ইহাই শুনিয়াছি যে, আল্লাহর ওলীগণ শুকনা রুটি পানিতে ভিজাইয়া আহার করেন, এভাবে তাহারা জীবন ধারণ করেন।

বর্তমান কালের মোজাহাদা (সাধনা) ও প্রাচীন কালের মোজাহাদার যুক্তিগ্রাহ্য পার্থক্য

আমরা বলিব, হাঁ এক যমানা ছিল যখন তাঁহারা পানিতে ভেজানো শুকনা রুটি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। তবে তাহা ছিল ঐ যমানা যখন প্রতি বৎসর দেহের রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইত। এখন হইতে সাত-আট শত বৎসর পূর্বে এক যমানা ছিল যখন মানুষের দেহে রক্তের পরিমাণ এতটা বেশী হইয়া যাইত যে, প্রতি বৎসর কিছু রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া না দিলে সর্বক্ষণ মাথা ব্যথা করিত, রগ ফুলিয়া যাইত ও ছিঁড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইত। এখন তো আর এক যমানা আসিয়া গিয়াছে, যেই যমানায় দেহে রক্ত ভরিতে হয়। ইহা দুর্বলতার যমানা। নকল জিনিস, নকল খাদ্য-খাবারের ব্যাপকতার যমানা। এই যমানার মানুষ তো ডান্ডা খাওয়া মানুষ। এখন কি আর সেইরূপ খাঁটি ঘি পাওয়া যায়? আরে, খাঁটি ঘি পাওয়া যাইবে কি করিয়া, এখন তো খাঁটি বাতাস পাওয়াও কঠিন হইয়া গিয়াছে। করাচীর আবহাওয়া তো ডিজেলে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। (এভাবে ঢাকা সহ বড় বড় আধুনিক শহরের একই অবস্থা) এই যমানায় যদি আমরা ভাল খাদ্য-খাবার না খাই, তবে, কিভাবে আমরা দ্বীনের খেদমত করিব? হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. তাঁহার যমানায় অর্থাৎ আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্বে শুধু নাশতাই করিতেন পাঁচ টাকার। মোতির খামীরা, বাদাম, বিভিন্ন রকম বলকারক মগজ ইত্যাদি

দামী দামী জিনিস ছিল তাঁহার সকাল বেলার নাশতা। আমার শায়েখ আমাকে বলিয়াছেন, দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. যখন কিতাব লিখিতেন তখন বাদাম পিষিয়া উহার একটি টিকা মাথার উপর রাখিয়া নিতেন। এদিকে চারি ঘণ্টা যাবত কিতাব লেখায় লিপ্ত আছেন ওদিকে মস্তিষ্ক বাদামের তেল শুষিয়া নিতেছে। সুস্বাস্থ্য ও মস্তিষ্ক সতেজ রাখার এরূপ ব্যবস্থা যদি না করিতেন, তবে এত বড় কাজ তাঁহার দ্বারা কিভাবে সম্পন্ন হইত? জান্ই যদি না থাকে, তবে কিভাবে জান্ দিবে? ভাই, কোরবানীর খাসী মোটা-তাজা হওয়া কাম্য কি না? তাই, আমরা যদি আমাদিগকে মোটা-তাজা ও বলীয়ান না করি, তবে আমাদের জানের কোরবানী হবে আধা-মরা ষাঁড়ের কোরবানী। অতএব, যদি ভাল খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহা আল্লাহর জন্য করিবেন। মুরগীর সুপ পান করুন, আঙ্গুর ভক্ষণ করুন। মোটা-সোটা হইয়া নিজের শক্তিকে গায়রুল্লাহর ভালবাসায় এবং আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করা না-শোকরি, অকৃতজ্ঞতা। নিজের শক্তি ও পালোয়ানীকে আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করুন।

পালোয়ানী প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ হইয়া গেল। আমার শায়েখ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী রহ. এমন এমন ঘটনাবলী শুনাইতেন, আজ হযরতের কথা স্মরণ হইলে প্রাণ ছটফট করিতে থাকে যে, হায়–

اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں

সোনার পাখী তো উড়িয়া গিয়াছে। বেদনার সহিত সেসব স্মৃতি আজ কেবলই মনে পড়িতেছে।

কুস্তিগীর হযরত জুনাইদ বাগদাদীর পরাজয়ের বিবরণ

একবার তিনি কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা এই ছিল যে, হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. শক্তিশালী এক কুস্তিগীর ছিলেন। তিনি তখন ওলী ছিলেন না। কুস্তি লড়িয়া পয়সা উপার্জন করিয়া উহা দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেন। তিনি ছিলেন রাজকীয় কুস্তিগীর। কুস্তি লড়িয়া জয় লাভ করিতে পারিলেই রাজভাণ্ডার হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়া যাইতেন। খাইয়া-পরিয়া সব ফুরাইয়া গেলে আবার কোথাও কুস্তি

লড়িতেন। একবার এক অতি-দুর্বল সাইয়েদ সাহেব (অর্থাৎ প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর অধঃস্তন বংশধর) আসিলেন এবং বলিলেন, আমি জুনাইদ বাগদাদীর সহিত কুস্তি লড়িতে আসিয়াছি। শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল এবং বলিল, ভাই, আপনি তো বৃদ্ধলোক এবং দুর্বলও বটে। তিনি বলিলেন, দেখিবেন, আমি এমন প্যাচ খেলিব যে, জুনাইদ বাগদাদী তা চিরদিন স্মরণ করিবে। অথচ, তিনি এত বেশী দুর্বল ছিলেন যে, হাঁটার সময় কাঁপিতেছিলেন।

বাদশাহ্ তাঁহার প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। অতঃপর জুনাইদ বাগদাদী যখন কুস্তির ফিল্ডে (মল্লক্ষেত্রে) অবতরণ করিলেন, ঐ বড় মিয়াও কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখে হাযির হইলেন এবং জুনাইদ বাগদাদীর সহিত কানে কানে বলিলেন, দেখ, আমি সাইয়েদ। তোমার নবীজীর বংশধর। আমার সন্তানেরা অনাহারে দিন কাটাইতেছে। তুমি যদি আজ তোমার নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বংশের মহব্বতে, স্বয়ং নবীজীর মহব্বতে পরাজিত হওয়ার অপমান সহ্য করিয়া নাও, তবে এই শাহী-পুরস্কার আমি পাইয়া যাইব। যদিও তোমার মান-ইয্যত ভূলুণ্ঠিত হইবে, কিন্তু তোমার প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তোমার প্রতি খুশি হইয়া যাইবেন। বস্ এতটুকু শুনিয়াই জুনাইদ বাগদাদী ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ ভাবিলেন এবং অতি অল্প মূল্যে দোজাহানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভের পথ মনে করিলেন।

محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش

کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے

প্রেমের খেলা তো এমন খেলা যে, আপনাতেই হারিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। প্রেমিক যদি প্রেমাস্পদের সহিত খেলিতে নামে, তবে স্বীয় প্রেমাস্পদের হাতে হারিয়া যাইতে মন চায় এবং হারিয়া যাওয়ার দ্বারাই প্রেমিকের প্রাণে আনন্দ লাগে।

অতঃপর কুস্তি শুরু হইল। জুনাইদ বাগদাদী কুস্তির কিছুটা এ্যাক্টিং করিলেন, অর্থাৎ কৃত্রিম ভাবে কুস্তির ভাব দেখাইলেন। এক পর্যায়ে ধড়মছে পড়িয়া গেলেন। আর যখনই তিনি পড়িয়া গেলেন, বড় মিয়া বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন এবং ঘুষি মারিতে থাকিলেন। কিন্তু আল্লাহর মহব্বতে তথা প্রাণাধিক প্রিয় নবীজীর মহব্বতে সবকিছু তিনি বরদাশ্‌ত করিতেছিলেন।

কুস্তি শেষ হইল এবং ঐ বৃদ্ধ সাইয়েদ শাহী পুরস্কার নিয়া চলিয়া গেলেন। জুনাইদ বাগদাদী ঐ রাত্রেই স্বপ্নযোগে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে দেখিতে পাইলেন। হুযূর বলিলেন, জুনাইদ, আমার মহব্বতে তুমি তোমার মান-ইয্যত জলাঞ্জলি দিয়াছ। সমগ্র পৃথিবীতে আমি তোমার ইয্যতের ডঙ্কা বাজাইয়া দিব। আজ হইতে তোমার নাম আল্লাহর ওলীদের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

বুযুর্গদের প্রতি কুধারণা সম্পর্কে মাওলানা রূমীর দৃষ্টান্ত

যাক সেই প্রসঙ্গ। বন্ধুগণ, আমি আরয করিতেছিলাম যে, কুধারণা অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। এই রোগ হইতে বাঁচুন। শয়তান কুধারণার দ্বারা দ্বীনের খাদেমগণ তথা বুযুর্গানেদ্বীন হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। তাই এ বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে পেশ করিতেছি। মাওলানা রূমী রহ. বলেন যে, কেহ পানির চুঙ্গির মধ্যে পায়খানা লাগাইয়া দিল। অতঃপর ঐ কল বা চুঙ্গি হইতেই গ্লাসে পানি ভরিয়া পান করিতে লাগিল। আর বলিয়া উঠিল, ওহো, আজ তো দারুণ দুর্গন্ধ রে পানিতে। কেডিএ (বা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ) তো আজ প্রতারণা করিয়াছে। তাহাকে বলিব, আরে জনাব, কেডিএ বা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের দোষ নয়, বরং আপনি নিজেই তো চুঙ্গির মুখে পায়খানা লাগাইয়া দিয়াছেন। ইহা উহারই দুর্গন্ধ। লাইনের পানি তো একেবারে স্বচ্ছ আসিতেছে। দোষ তো আপনার চুঙ্গিতে। অনুরূপ, একমাত্র নিজের কুধারণার কারণে কোন দ্বীনের খাদেম বা বুযুর্গকে তুচ্ছ ও খারাপ দেখা যায়। অথচ, খারাবী ঐ বুযুর্গের মধ্যে নয়; বরং যে বদগুমানী করিতেছে, খোদ তাহার মধ্যেই খারাবী। কুধারণার ফলে তাহার দৃষ্টিতে হকও বাতিল বলিয়া মনে হয়। আর প্রকৃত সত্য এই যে, যাহার উপর আল্লাহর মেহেরবানী না হয়, ভাল জিনিসকে সে খারাপ দেখিতে পায়। দেখুন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর চেহারা-মোবারকের মধ্যে আমি সূর্য ভাসিতে দেখিতেছি। অথচ, আবু জাহল বলিতেছে, এই পৃথিবীতে আমি এমন নিকৃষ্ট কোন চেহারা দেখি নাই। নাঊযুবিল্লাহ।

চাঁদে পায়খানার গন্ধ আবিষ্কার

কুধারণার খারাবী সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত শুনুন। জনৈক মহিলা তাহার বাচ্চার আবদস্ত (শৌচকার্য) করাইতেছিল। মেয়েরা ছোট বাচ্চাদের

পায়খানা নিজ হাত দ্বারা ধৌত করে। হঠাৎ সে খবর পাইল যে, চাঁদ দেখা গিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেও চাঁদ দেখিতে লাগিল। মেয়েদের অভ্যাস যে, বিভিন্ন মওকায় তাহারা নাকের উপর আঙ্গুল রাখিয়া নেয়। মহিলাটি চাঁদ দেখিয়া অন্য এক মহিলাকে বলিতে লাগিল, বোন, এবারের ঈদের চাঁদ তো খুবই পঁচা মনে হইতেছে। কারণ, চাঁদ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। অপর মহিলাটি বলিল, আরে বোকা, চাঁদে কোন দুর্গন্ধ নাই, দুর্গন্ধ তোমার আঙ্গুলে। উহাতে তোমার বাচ্চার পায়খানা লাগিয়া আছে। তুমি তোমার আঙ্গুল ধুইয়া নাও।

খোদার জ্বালানো চেরাগ নিভানো যায় না

বন্ধুগণ, এসব কাহিনীকে আপনারা নিছক কাহিনী মনে করিবেন না, বরং ইহাতে রহিয়াছে শিক্ষণীয় উপদেশ। ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন (এবং বুযুর্গদের প্রতি যদি কোন কুধারণা জন্মাইতে চায় তবে উহাকে নিজের চোখের ও বিবেকের ত্রুটি মনে করিয়া নিজের সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করুন।) নতুবা, মনে রাখুন, কোন ওলীআল্লাহর যে চেরাগ জ্বলিতেছে, কেহই তাহা নিভাইতে পারে না। আমি সুউচ্চ কণ্ঠে আবার আরয করিতেছি, আল্লাহ্‌পাক যেই চেরাগকে রওশন করিতে চান, কেহই তাহা নিভাইতে পারে না। বহু কুধারণাকারী কুধারণা করিতে করিতে কবরের পেটে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে চমকাইতে চাহিয়াছেন, কেহ তাহাকে নিভাইতে সক্ষম হয় নাই। (এক বুযুর্গ বলেন—)

چراغے را کہ ایزد بر فروزد
ہر آں کس تف زند ریشش بسوزد

অর্থ : খোদা নিজে যেই চেরাগ রওশন করেন, কেহ যদি ফুঁক মারিয়া উহাকে নিভাইতে চায়, তবে তাহারই দাড়ি জ্বলিয়া যায়। (চেরাগের কোন ক্ষতি হয় না।)

আল্লাহপাক তাহার খাছ্ বান্দাদের চেরাগকে নিভিতে দেন না, নষ্ট হইতে দেন না। তাই দুনিয়ার কোন শক্তির, কোন কিছুরই তাহারা আদৌ কোন পরওয়া করেন না। আল্লাহর ওলীদের এবং তাঁহাদের খাদেমদের তো একটি মাত্র চিন্তা থাকে যে, আল্লাহপাক আমার উপর অসন্তুষ্ট না তো? এই চিন্তা তাহাদিগকে দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা হইতে মুক্ত করিয়া দেয়।

আফ্রিকার জঙ্গলে এক ধিকৃত আয়নার ঘটনা

এখন আমি আপনাদিগকে আরও একটি ঘটনা শুনাইতেছি। জনৈক হাবশী, যাহার ঠোঁট ছিল মোটা মোটা, দাঁত ছিল লম্বা লম্বা। সে আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। পথের মধ্যে কাহারও একটি আয়না পড়িয়া ছিল। ঐ আয়নার মধ্যে সে নিজের আকৃতি দেখিতে পাইল। দেখিল, সম্মুখের এই আয়নার মধ্যে কালো রংয়ের একটা লোক, যাহার বিরাট বিরাট দাঁত এবং মোটা মোটা ঠোঁট। সে তখন আয়নাকে ধিক্কার দিয়া, জোরে জোরে ধমকাইয়া বলিতেছিল আরে, তোর এমনই যমকালো এবং মোটা মোটা এই ঠোঁট! আর এত বিশ্রী এই আকৃতি! সেজন্যই তো কেহ তোকে এই জঙ্গলে ফেলিয়া গিয়াছে। সুন্দর ও সুদর্শন হইলে নিশ্চয়ই তোকে আলমারীর মধ্যে সাজাইয়া রাখিত।

মাওলানা রূমী রহ. বলেন, এই হাবশী লোকটি আয়নার মধ্যে নিজের ছূরতই দেখিতে পাইয়াছে। অথচ, সে গালি দিতেছে আয়নাকে এবং স্বীয় চোখে আয়নাকে খারাপ দেখিতেছে। অনুরূপ যে সকল লোক কোন আলেম-বুযুর্গ সম্পর্কে, দ্বীনের খাদেমদের সম্পর্কে শরীঅত সম্মত প্রমাণ ব্যতীত স্রেফ নিজের কল্পনা-জল্পনা বশতঃ বদগুমানী (কুধারণা) করে, আসলে উহা তাহাদেরই ভিতরের আকৃতি, যাহা তাহারা আল্লাহওয়ালাদের আয়নার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে। অতএব, এই ব্যাধি হইতে বিশেষভাবে পানাহ্ চাওয়া দরকার।

বুযুর্গদের প্রতি যার যত ভাল ধারণা, তার প্রতি তত বেশী রহ্মত

বুযুর্গানেদ্বীন ও রব্বানী আলেমদের প্রতি কুধারণা করিবেন না। (বরং স্বচ্ছ মন নিয়া তাঁহাদের নিকট যাতায়াত করুন বা তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক রাখুন।) তারপর দেখুন যে, তাঁহাদের দ্বারা কি পরিমাণ উপকার লাভ হয়। বুযুর্গদের প্রতি যার যত বেশী সুধারণা থাকে, সে তত বেশী ফয়েয লাভ করে। আরব ও আজমের মোর্শেদ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে-মক্কী রহ. তাঁহার কিতাব যিয়াউল কুলূবের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, নিজের দ্বীনী মুরুব্বীদের প্রতি যে যত বেশী ভাল ধারণা রাখে, আল্লাহ্পাক তাহাকে তত বেশী নেআমত, রহ্মত ও ফয়েয দান করেন। সুধারণা তো

প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিই জরুরী, কিন্তু যাঁহারা দ্বীনের খাদেম, বুযুর্গ, তাঁহাদের প্রতি যদি সুধারণা না থাকে, নিশ্চয়ই সে পথহারা হইয়া যাইবে এবং ঐ বুযুর্গের নিকট হইতে কিছুই পাইবে না।

এখন আমি আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছি। মাওলানা রূমী রহ. বলেন, অল্প কিছু এলেম অর্জন হইয়া গেলেই কাহারও কাহারও মধ্যে শায়খুল-মাশায়েখ (সর্বজনাব, সর্বজনমান্য) হওয়ার শখ জাগে। অর্থাৎ সামান্য একটু এলেমের গরমে তাহারা দ্বীনের বড় বড় খাদেম, বড় বড় আলেম-বুযুর্গদের দোষ ত্রুটি সংশোধনে অবতীর্ন হইয়া যায়। ইহাদের চিন্তা করা উচিৎ কোন মানুষ সকলকেই নিজের পীর বানায় না, বরং যাহার সহিত তাহার মিল-মোনাছাবাত বা মনের টান অনুভব হয়, যাহার সহিত রুহের গ্রুপ মিলে, তাহাকেই সে নিজের পীর বা বড় হিসাবে মানিয়া নেয়। তাই, প্রত্যেকেই অন্যের শায়েখ বা পীর হওয়ার চেষ্টা না করা উচিৎ।

ইঁদুর হইল উটের পীর সাহেব : (আমাদের মত ছোটদের ও স্বঘোষিত ইসলামী পণ্ডিতদের বুযুর্গানেদ্বীনের মুরুব্বী সাজার দৃষ্টান্ত)

এ বিষয়ে একটি মাজাদার ঘটনা শুনাইতেছি। মাওলানা রূমী রহ. বলেন, কোন এক রাস্তা দিয়া একটা ইঁদুর যাইতেছিল। উহার সন্নিকট দিয়া একটি উটও যাইতেছিল। উটের গলার রশি মাটির উপর হেঁচড়াইতেছিল। ইঁদুর ঐ রশিটি তাহার দাঁতে কামড়াইয়া ধরিয়া উটের আগে আগে চলিতে লাগিল এবং উট উহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। ইঁদুর ভাবিল, এত বড় মুরীদ আজ আমার হাতে শিকার হইয়া গেল। আমার দেহ কত ছোট, আর উটের দেহ কত বড়। এতদসত্ত্বেও আজ সে আমার মুরীদ। অতএব, গর্বের সহিত ঘোষণা করিতে লাগিল, আজ হইতে আমার ব্যক্তিত্ব সর্বজন-স্বীকৃত হইয়া থাকিবে। দিকে দিকে আমার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িবে। কারণ, দানবের মত দেহ বিশিষ্ট উট আজ আমার গোলামে পরিণত হইয়াছে।

ঐ দিকে উট-বেচারা নিজের শক্তি ও গতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া খুব ধীর গতিতে ইঁদুরের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, দেখি, ইঁদুর সাহেব কতক্ষণ পর্যন্ত আমার পীর ও মোর্শেদের দায়িত্ব পালন করেন? সম্মুখে যখন একটি দরিয়া আসিল, ইঁদুর সেখানেই থামিয়া গেল। উট বলিল, মাননীয় মোর্শেদ, আপনি যখন যমীনের উপর আমার পথ প্রদর্শন

করিয়াছেন, পানির মধ্যেও আপনি আমার পথপ্রদর্শক থাকুন। এখানেও আমি আপনাকে পীর ও মোর্শেদ রূপে পাইতে চাই। কেন আপনি থামিয়া গেলেন? সম্মুখে অগ্রসর হউন। ইঁদুর বলিল, হুযূর, পানিতে নামার সাহস তো হয় না আমার। উট বলিল, জ্বী-না, কোন অসুবিধা নাই, দেখনু, আমি এখনই অগ্রসর হইতেছি। উট এক পা আগে বাড়াইয়া পানিতে নামিল। ইহাতে হাটু পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়া গেল। উট বলিল, হে আমার প্রিয় মোর্শেদ, কোন ভয় নাই। দেখ, পানি তোমার মুরীদের মাত্র হাঁটু পর্যন্ত পৌছিয়াছে। ইঁদুর বলিল, আরে, তোমার শুধু হাঁটু পর্যন্ত যতটুকু পানি, উহা তো আমার মাথা ইহতেও কয়েক ফুট উঁচু হইবে। এই পরিমাণ পানির মধ্যে শুধু আমি কেন, বরং আমার কয়েক পুরুষও ডুবিয়া যাইবে।

মাওলানা রূমী এই কাহিনীর মাধ্যমে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা ছোট এবং অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বড়দের সংশোধনকারী এবং পথপ্রদর্শক বনিতে চায়, তাহাদের অবস্থাও ঠিক ঐ ইঁদুরের মত যে-ইঁদুর সাহেব উটের পীর সাহেব সাজিতেছিল। মাওলানা বলেন, অতএব, তোমরা কেহ এরূপ বোকামী করিও না।

ধূলা ও পাহাড়ের সংলাপ

একবার একটি ধূলা পাহাড়কে বলিল, হে পাহাড়, তোমাকে আমি একটু যাচাই করিয়া দেখিব। দাঁড়িপাল্লায় তুলিয়া তোমাকে ওজন করিয়া দেখিব। পাহাড় বলিল, হে ধূলা, তুমি যখন আমাকে তোমার পাল্লায় তুলিবে, তোমার পাল্লাই তখন খান্ খান্ হইয়া যাইবে। তাই, আমাকে ওজন করা তোমার কাজ নয়।

মিল-মোনাছাবাত না হইলে চলিয়া যাও, কিন্তু গোস্তাখী করিও না

অতএব, নিজের ঐ সকল দ্বীনী মুরুব্বী যাঁহাদের সম্মুখে তুমি আদবের সহিত বস, তাহাদিগকে মাপিতে চেষ্টা করিও না। সুধারণার সহিত তাঁহাদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা কর। যদি তাঁহাদের নিকট হইতে দ্বীনী ফায়দা, রূহানী ফয়েয অর্জন করিতে চাও, তবে সুধারণার দ্বারাই তাহা অর্জন করিতে পার। আর যদি তাঁহার সহিত মুনছাবাত (মনের মিল-মহব্বত) না থাকে, তবে অযথা নিজেরও সময় নষ্ট করিও না, তাঁহারও সময় নষ্ট করিও না।

মনে কর, কাহারও কোন ছাহেবে-নেছ্বত ওলীর সহিত মুনাছাবাত হয় না, সেখানে নিজের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পায় না এবং অন্তরে তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন খারাপ ধারণা আসে যে, এই লোক তো কিছুই না, বরং এক ধোঁকাবাজ ও প্রতারক বলিয়া মনে হয়। এমতাবস্থায় তাঁহার নিকট যাওয়া মানে নিজের জীবনকে ধ্বংস করা। তোমার রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিল না খাইলে সেই রক্ত যদি তোমার দেহে ভরা হয়, তবে ইহার অর্থ, নিজেকে নিজে ধ্বংস করা। ইহা আত্মহত্যা বৈ কি? অতএব, সেই মুরুব্বীকে ত্যাগ করিয়া এমন কোন মুরুব্বীর সহিত সম্পর্ক কর যাহার সহিত তোমার রক্তের গ্রুপের মিল আছে, অর্থাৎ রূহানী মুনাছাবাত আছে। (আত্মার মিল আছে) কিন্তু, গোস্তাখী ও কুধারণা কাহারও সহিত করিও না।

আদব আল্লাহর মহব্বত ও আল্লাহর পথের বুনিয়াদ

সারকথা এই যে, আল্লাহর রাস্তার বুনিয়াদ, আল্লাহর মহব্বতের পথের বুনিয়াদ সম্পূর্ণ আদবের উপর। আপাদমস্তক আদব আর আদব হইয়া থাকিতে হয়। হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. তো এতটুকু পর্যন্ত লিখিয়াছেন যে, নিজের শায়খের কোন কথা যদি বুঝে না আসে, তাঁহার এছলাহী পদ্ধতি বা আচরণ, তাঁহার শাসন ও কড়াকড়ি ইত্যাদি যদি বুঝে না আসে, তবে ইহাই মনে করিতে হইবে যে, শায়েখ যেই মাকাম (উচ্চ স্থান) হইতে দেখিতেছেন এবং বলিতেছেন আমি সেই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছিতে পারি নাই। সেই স্তরের বুঝ জ্ঞান এখনও আমার মধ্যে পয়দা হয় নাই। ইহা এমন এক সবক যাহা অব্যর্থ মহৌষধের মত ফলদায়ক। এই উপদেশের উপর আমল করিলে কেহই কখনও গোমরাহ্ বা পথহারা হইতে পারে না।

খাঁটি পীরের শাসন মুরীদের জন্য মহৌষধ

এখন আমি এতদসম্পর্কিত একটি ঘটনা শুনাইতেছি। মাওলানা যাফর আহ্মদ ওস্মানী রহ.-এর সহোদর ভাই মাওলানা সাঈদ আহমদ ছাহেব রহ. একবার থানাভবনে এমন এক যবরদস্ত বয়ান করিলেন যে, সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। তাহা এমনই বয়ান ছিল যে, যেন স্বয়ং হযরত থানবী রহ. বয়ান করিতেছেন। লোকেরা হযরত থানবীকে গিয়া বলিল, হযরত, আপনার ভাগ্নে তো আজ খুবই আশ্চর্যকর বয়ান করিয়াছেন। মাওলানা সাঈদ আহমদ ছাহেব আজ এমন বয়ান করিয়াছেন যেমন আপনি বয়ান

করেন। হযরত ভাবিলেন, লোকদের এত এত প্রশংসা শুনিয়া না-জানি তাহার নফ্ছ ফুলিয়া গেল কি না? চিন্তা করিলেন, দেখি তাহার চেহারার অবস্থা কি? কারণ, অন্তরে যদি অহংকার ও গর্ব-গরিমা মাথাচাড়া দিয়া উঠে, তখন চোখে, চেহারায় ও চাল-চলনে উহার প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া উঠে। যেনম জ্বর হইলে যদিও তাহা শরীরের ভিতরে থাকে, কিন্তু চেহারাও লাল হয়ে যায়। এভাবে রাগ উঠিলেও চক্ষু লাল হইয়া যায়। চোখের লালিমই বলিয়া দেয় যে, অবস্থা বেগতিক। যাহাই হউক, সেদিন হাটার সময় মাওলানার একটু ত্রুটি হইয়া গিয়াছিল। লোকদের মধ্য দিয়া যাওয়ার সময় মজলিসের কাহারও গায়ে তাঁহার পা লগিয়া গিয়াছে। বস, হযরত তাহাকে কঠোরভাবে শাসাইতে আরম্ব করিলেন যে, নালায়েক, বেওকুফ, এইভাবে লোকদিগকে কষ্ট দাও? মোটেও খেয়াল কর না? কেন তোমার পা লাগিল ঐ লোকটির গায়ে? আল্লাহ জানে, আরও কত কিছু যে সেদিন বলিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর কেহ বলিল, হযরত, ত্রুটি তো তাহার খুবই সামান্য ছিল। তাহাও তিনি জানিয়া-বুঝিয়া করেন নাই। চলার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে সামান্য একটু পা লাগিয়া গিয়াছে। অথচ, হযরত এত কড়াভাবে শাসন করিলেন? ত্রুটি তো এই পরিমাণ ছিল না। হযরত থানবী বলিলেন, আসলেই ত্রুটি তেমন বড় ছিল না। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহার অহংকার ও আত্মগর্বের মূলে আঘাত হানা, যাহা ঐ বয়ানের পর তাহার মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছিল। আমি তো সেই বিষাক্ত ফোঁড়ার উপর ছুরি চালাইতেছিলাম। এই ছোট্ট ত্রুটিকে আমি একটি বাহানা বানাইয়াছি মাত্র। এই ছুঁতা ধরিয়া আসলে আমি এক কঠিন ব্যাধির অপারেশনে লিপ্ত হইয়াছিলাম।

এই ঘটনায় প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহর ওলীগণ কখনও কোন ছোট্ট বিষয়ের উপরও কড়াভাবে শাসন করেন, শক্ত ধমক দেন। আবার কখনও কোন বড় অপরাধের ক্ষেত্রেও মুচ্‌কি হাসিয়া নীরব থাকেন। সেজন্য খারাপ ধারণা করিবেন না যে, একজনের ছোট্ট অপরাধের জন্য এতটা রাগান্বিত হইলেন, অথচ, আর একজনের বিরাট অপরাধের প্রতিও কোন ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। (অথবা একই ব্যক্তির কোন ছোট বিষয়ের জন্য কঠোর শাসন করিলেন, অথচ, তাহারই কোন শক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে চুপ থাকিলেন)। বস্ ইহাই মনে করুন যে, শায়েখ যেই মকাম হইতে, যেই নজর ও দৃষ্টিতে তরবিয়ত করিতেছেন, সেই মকাম পর্যন্ত আমি পৌছিতে পারি নাই, সেই নজর ও দৃষ্টি আমার নাই।

কামেল পীরের অনুসরণ ও পীরের সম্মুখে বিলীনতা দো-জাহানের মঙ্গল

অন্যথায় ওস্তাদ যদি বলেন (ا) (আলিফ) (بَ) (বা) আর ছাত্র বলে, হুযূর, আলিফ খাড়া কেন? 'বা' শোওয়া কেন? তবে কি তাহার পড়া হইবে? ওস্তাদ বলিবেন, আপনি তশরীফ নিয়া যান। আপনার কপালে সব্জি-বাজার লেখা আছে। আপনি গিয়া কপি বেচুন। আপনার ভাগ্যে যদি এলেম থাকিত, তাহা হইলে আপনি তাক্লীদ করিতেন (বিনা বাক্য ব্যয়ে ওস্তাদের অনুসরণ করিতেন)। এজন্যই প্রথমে নিঃশর্ত ভাবে অনুসরণ করিতে হয়, তারপর পরবর্তী সমস্ত পথ পরিষ্কার হইয়া যায় এবং সব সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। যখন নূরানী কায়েদা পড়িয়া ফেলিবে এবং একবার কোরআন শরীফ খতম হইয়া যাইবে, তখন নিজে-নিজেই পড়িতে পারিবে।

কিন্তু কেহ যদি শুরুতেই পণ্ডিত বনিতে চায় যে, 'আলিফ' খাড়া কেন, 'বা' শোওয়া কেন, 'বা' এর নীচে এক নোক্তা কেন, তবে আপনারাই বলুন, এই লোক পড়াশুনা করিতে পারিবে? শিক্ষার জন্য সমগ্র দুনিয়ায় এই নিয়ম চালু আছে যে, শুরুতে শুধু ওস্তাদের তাকলীদ করিতে হয়। অর্থাৎ ওস্তাদ যেভাবে শিক্ষা দেন তাহাই মানিয়া নিতে হয়। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এই কথা বলিবে না যে, শিশুর এরূপ কোন অধিকার আছে ওস্তাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করার, যাচাই-বাচাই ও গবেষণা করার।

বুযুর্গানেদ্বীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ মূর্খতা ও আহাম্মকী

অনুরূপ আল্লাহর ওলীদের সম্মুখে নিজেকে ঐ শিশুর মত মনে করুন যে কিছুই জানে না। যে ব্যক্তি বুযুর্গানেদ্বীনের সম্মুখে ব্যাক্তিগত রায় পোষণ করে, তাঁহাদের উপর এ'তেরায তথা অনুযোগ-অভিযোগ করে বা কুধারণা করে, আল্লাহর রাস্তায় তাহার কিছুই হাসিল হইবে না। অধিকাংশতঃই বুযুর্গানেদ্বীনের প্রতি এ ধরনের আহাম্মকীপূর্ণ আচরণের কারণ হয় মূর্খতা। আল্লাহ আমাদের পানাহ্ দান করুন। এই আহাম্মকী ও মূর্খতার কোন চিকিৎসা নাই।

আহাম্মকী খোদায়ী গযব : (হযরত ঈসা আ.-এর ঘটনা)

হযরত ঈসা (আ.) এক আহম্মকের নিকট হইতে দ্রুত কদমে দূরে চলিয়া যাইতেছিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, হুযূর, আপনি তো আল্লাহর নবী। আপনি অন্ধের চোখের উপর হাত বুলাইয়া দিলে সে দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া যায়, কুষ্ঠ রোগীর শরীরে হাত বুলাইয়া দিলে কুষ্ঠরোগ ভাল হইয়া যায়। তবে আপনি এই আহাম্মকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন কেন? তাহার মাথায়ও হাত বুলাইয়া দিন না? হযরত ঈসা (আ.) তখন কি উত্তর দিয়াছিলেন? মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন, হযরত ঈসা (আ.) বলিয়াছেন, কুষ্ঠ রোগীকে তো আমি আল্লাহর হুকুমে ভাল করিয়া দিই। আল্লাহপাক আমার হাতের মধ্যে অলৌকিক শক্তি রাখিয়াছেন। সেই শক্তির বদৌলতে আমি দৃষ্টিহীনকেও দৃষ্টিসম্পন্ন করিতে পারি। কিন্তু আহাম্মকী ও বেওকুফী যেহেতু আল্লাহর কহর-গযব, তাই এ খোদায়ী কহর-গযবের কোন চিকিৎসা আমার কাছে নাই।

অতএব, হে বন্ধুগণ, আমাদের সকলের উচিৎ আল্লাহপাকের নিকট 'দ্বীনের বুঝ'-এর জন্য প্রার্থনা করিতে থাকা। আল্লাহপাক আমাদিগকে দ্বীনের বুঝ দান করুন। এই বুঝ এমন এক দামী জিনিস যে, ইহা যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে বড় বড় ওলীআল্লাহকেও তাহার নজরে খারাপ মনে হইবে। এভাবে সমস্ত চিকিৎসক, সমস্ত ডাক্তার-কবিরাজের প্রতিই যদি ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হইয়া যায়, সকল বুযুর্গকেই যখন খারাপ ও অযোগ্য মনে করিবে, তখন ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে? পা আছড়াইয়া মরণ ছাড়া আর কোন গতি থাকিবে না। এই বে-সমঝী ও হেমাকতী এমনই খোদায়ী কহর যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর মত পয়গম্বরের নিকটও ইহার কোন চিকিৎসা নাই। এই নাদানীর পথ ধরিয়া ভিতরে অহংকার পয়দা হইয়া যায়, (নিজেকে কিছু একটা ভাবিতে শুরু করে।) তাই, যাহার মধ্যে অহংকার পয়দা হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে হইবে, সে আহাম্মক এবং নাদান।

অহংকার বেকুবদের ব্যাধি

আমার পহেলা মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী রহ. বলিতেন যে, অহংকার সব সময় বেকুবদের মধ্যেই পয়দা হয়। অন্যথায়, দেখুন না, ফয়সালা তো রহিয়াছে আল্লাহপাকের হাতে, অথচ, এখনই সে নিজেকে 'বড়' মনে করিতেছে। ফয়সালা তো মালিকের হাতে

থাকে, গোলামের হাতে থাকে না। গোলামের কি হক্ আছে নিজের মূল্য নিজেই নির্ধারণ করার? গোলামের মূল্য তো স্বয়ং মালিক নির্ধারণ করিবেন রোজ-কিয়ামতের দিন। অতএব, বান্দা তো সে, যে নিজের কোন মান-মর্যাদা মনে করে না এবং কোন মুসলমানকে, বিশেষ করিয়া দ্বীনের কোন খাদেমকে (কোন বুযুর্গকে, কোন আলেমে-দ্বীনকে) হেয় বা তুচ্ছ মনে করে না। তবে হাঁ, অবশ্যই আপনার এই এখতিয়ার আছে যে, কাহারও সহিত যদি আপনার আত্মিক মিল-মোনাছাবাত না হয়, তবে আপনি তাহার নিকট যাইবেন না। অযথা নিজের সময় নষ্ট করিবেন না, তাহারও সময় নষ্ট করিবেন না। যাহার সহিত মোনাছাবাত হয়, সেখানে যান। ইহা অপেক্ষা সহজ পন্থা আর কি হইতে পারে?

যিনি আমাদিগকে দ্বীনের একটি অক্ষরও শিক্ষা দিলেন, আমরা তাঁহার গোলাম

অবশ্য, যাঁহার নিকট দ্বীনের একটি অক্ষরও শিখিয়াছেন, চিরদিন তাঁহার সহিত আদব রক্ষা করুন। হযরত আলী (রা.) বলেন, যিনি আমাকে দ্বীনের একটি অক্ষর শিক্ষা দিয়াছেন, আমি তাঁহার গোলাম।

কাহারও নিকট 'দ্বীন' শিক্ষা করার পর তাঁহার প্রতি কুধারণা করা, তাঁহাকে শোধরানোর জন্য ব্যবস্থাপত্র তৈরি করা, ইহা তো ঠিক এমনই যেমন ইঁদুর উটের পথ প্রদর্শক বনিয়াছিল। আরে ভাই, আমাদের বড়দের প্রতি তো আমাদের অন্তরে সুধারণা রাখা উচিৎ? যদিও কোন দ্বীনী-মুরুব্বী, কোন বুযুর্গ কখনও এই কথা বলিবেন না যে, আমি বড়; তবুও পূর্বোল্লেখিত ঘটনাবলী হইতে আমাদেরকে এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ যে, আমরা আমাদের বুযুর্গদের প্রতি সুধারণা পোষণ করিয়া তাঁহাদিগকে 'সবকিছু' মনে করিব, (যদিও তাঁহারা নিজেকে কিছুই না মনে করেন)।

একবার হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলিলেন, আমি তো কিছুই না। অতঃপর আবার বলিলেন, খোদার কসম, আমি কিছুই না। ইহা শুনিয়া জনৈক বেওকুফ বলিতে লাগিল, ইনি যখন কিছুই না, তবে তাঁহার নিকট আমরা কি পাইব? কি হাসিল করিব? অথচ, তাঁহার এই কথাই তাঁহার 'অনেক কিছু' এবং 'অনেক বড়' হওয়ার দলিল। যেমন এক বুযুর্গ বলেন—

کچھ ہونا مرا ذلت و خواری کا سبب ہے

یہ ہے مرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

অর্থ : নিজেকে কিছু মনে করাকে আমি আমার অপমানের কারণ মনে করি। আমার সম্মান তো আমার এই ধারণার মধ্যেই নিহিত যে, আমি কিছু নই।

আদব-তমীযের দোআ

বস্ এখন দোআ করুন যে, আয় আল্লাহ, আমাদিগকে আমাদের বড়দের সহিত আদব-তমীয নসীব করিয়া দিন। যাঁহাদের নিকট আমরা দ্বীন শিক্ষা করি, তাঁহাদের প্রতি আদব-তমীয নসীব করিয়া দিন।

اے خدا جوئیم توفیق ادب

بے ادب محروم ماند از فضل رب

আয় খোদা, আপনার দরবারে আমরা আদবের তওফীক প্রার্থনা করি। আমাদিগকে বেয়াদবী হইতে হেফাযত করুন। বেয়াদবী করিয়া আপনার দয়া ও রহ্মত হইতে যেন বঞ্চিত না হইয়া যাই। এবং আমাদের সবাইকে আপনার ওলীদের হায়াত নসীব করিয়া দিন।

আয় আল্লাহ, আমাদিগকে স্বীয় বুযুর্গানের সম্মুখে নিজের আমিত্বকে মিটানোর তওফীক দান করুন। আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত সব গড়িয়া দিন। তাক্ওয়ার জিন্দেগী নসীব করিয়া দিন।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

সমাপ্ত

খোদাপ্রেমের ব্যথা

مجھکو جینے کا سہارا چاہیئے

دل ہمارا غم تمہارا چاہیئے

অর্থ : আয় আল্লাহ, আমি বাঁচার সম্বল চাই। আমার প্রাণের মাঝে তোমার ভালবাসার বেদনা চাই। নতুবা আমার জীবনে বাঁচিয়া থাকা কঠিন।

বাঁচবো আমি তব প্রেমের / ব্যথা নিয়ে প্রাণে

জীবন আমার বড় কঠিন / মাওলা তুমি বিনে।

আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, জীবন গঠন ও আল্লাহ্প্রেম অর্জনের অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ আমাদের কয়েকটি গ্রন্থ